বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

Registered No 58

একমেবাদ্বিতীয়ং

অষ্টম কল্প

চতুর্থ ভাগ

৩৩৮ সংখ্যা। বৈশাখ ১৭৯৬ শক ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৫

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ।

ভৃগুবল্লী।

দশম অনুবাক।

ন কঞ্চন বসতৌ প্রত্যাচক্ষীত। তদ্ব্রতং। তস্মাদ্যয়া কয়া চ বিধয়া বহ্বন্নং প্রাপ্নুয়াৎ। অরাধ্যস্মা অন্নমিত্যাচক্ষতে। ১।

'বসতৌ' বসতিনিমিত্তং 'কঞ্চন' কঞ্চিদপি 'ন প্রত্যাচক্ষীত' বসত্যর্থমাগতং ন নিবারয়েৎ বাসে চ দত্তেঽবশ্যং হ্যসনং দাতব্যং 'তৎ ব্রতং' 'তস্মাৎ' 'যয়া কয়া চ বিধয়া' যেন কেন প্রকারেণ 'বহ্বন্নং প্রাপ্নুয়াৎ' বহ্বন্নসংগ্রহং কুর্য্যাৎ। অন্নবন্তো বিদ্বাংসোঽভ্যাগতা-যান্নার্থিনে 'অরাধি' সংসিদ্ধং 'অস্মৈ অন্নং ইতি আচক্ষতে' ন নাস্তীতি প্রত্যাখ্যানং কুর্ব্বন্তি। ১।

বসতির নিমিত্ত কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করিবেক না, ইহাই ব্রত, অতএব যে কোন প্রকারে হউক বহু অন্ন সংগ্রহ করিবেক, অর্থিকে অন্ন সংসিদ্ধ কহিবেক, নাই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিবেক না।১।

এতদ্বৈ মুখতোঽন্নং রাদ্ধং। মুখতোঽস্মা অন্নং রাধ্যতে। এতদ্বৈ মধ্যতোঽন্নং রাদ্ধং। মধ্যতোঽস্মা অন্নং রাধ্যতে। যএবং বেদ। ২।

'এতৎবৈ' 'অন্নং' 'মুখতঃ' মুখে প্রথমে বয়সি অর্থিনে 'রাদ্ধং' সংসিদ্ধং প্রযচ্ছতি। 'মুখতঃ' প্রথমে বয়সি 'অস্মৈ' অন্নদায় 'অন্নং' 'রাধ্যতে' যথাদত্তমুপতিষ্ঠতে। এবং 'মধ্যতঃ' মধ্যমে বয়সি 'অস্মৈ' 'অন্নং' 'রাধ্যতে' সংসিদ্ধ্যতি। 'যঃ এবং বেদ'। ২।

প্রথম বয়সে অর্থিকে অন্নদান করিবেক, প্রথম বয়সেই তাহার অন্ন উপস্থিত হইবেক। মধ্যম বয়সে অর্থিকে অন্ন দান করিবেক, মধ্যম বয়সেই তাহার অন্ন উপস্থিত হইবেক। যিনি এইরূপ জানেন।২।

ক্ষেমইতি বাচি। যোগক্ষেমইতি প্রাণাপানয়োঃ। কর্ম্মেতি হস্তয়োঃ। গতি-রিতি পাদয়োঃ। বিমুক্তিরিতি পায়ৌ। ইতি মানুষীঃ সমাজ্ঞাঃ। ৩।

ইদানীং ব্রহ্মোপাসনপ্রকারমুচ্যতে। 'ক্ষেমঃ ইতি বাচি' ক্ষেমঃ নাম উপাত্তপরিরক্ষণং বাচি ক্ষেমরূপেণ প্রতিষ্ঠিতমিতি ব্রহ্ম উপাস্যং। 'যোগক্ষেমঃ ইতি' যোগোঽনুপাত্তস্যোপাদানং, 'প্রাণাপানয়োঃ' ব্রহ্ম যোগ-ক্ষেমাত্মনা প্রতিষ্ঠিতমিত্যুপাস্যং। 'গতিরিতি পাদয়োঃ বিমুক্তিরিতি পায়ৌ' 'ইতি' এতাঃ 'মানুষী'ঃ মনুষ্যেষু ভবাঃ আধ্যাত্মিক্যঃ 'সমাজ্ঞাঃ' জ্ঞানানি বিজ্ঞানানি উপা-সনানীত্যর্থঃ। ৩।

প্রাপ্ত বিষয়ের রক্ষা রূপে বাক্যেতে প্রতিষ্ঠিত ভাবে ব্রহ্মের উপাসনা করিবেক, অপ্রাপ্ত বিষ-য়ের প্রাপ্তি রূপে প্রাণাপানে প্রতিষ্ঠিত ভাবে ব্রহ্মের উপাসনা করিবেক, পাদদ্বয়ে গতি রূপে এবং পায়ুদেশে বিমুক্তি রূপে প্রতিষ্ঠিত ভাবে ব্রহ্মের উপাসনা করিবেক, ইহাই মনুষ্যের আধ্যা-ত্মিক জ্ঞান বিজ্ঞান উপাসনা।৩।

অথ দৈবীঃ। তৃপ্তিরিতি বৃষ্টৌ। বলমিতি বিদ্যুতি। যশইতি পশুষু। জ্যোতিরিতি নক্ষত্রেষু। প্রজাতিরমৃতমানন্দ ইত্যুপস্থে। সর্ব্বমিত্যাকাশে। ৪।

'অথ' অনন্তরং 'দৈবীঃ' দেবেষু ভবাঃ সমাজ্ঞাঃ উচ্যন্তে 'তৃপ্তিরিতি বৃষ্টৌ' বৃষ্টেরন্নাদিদ্বারেণ তৃপ্তিহেতুত্বাৎ ব্রহ্মৈব তৃপ্ত্যাত্মনা বৃষ্টৌ ব্যবস্থিতমিত্যুপাস্যং। তথা 'বলমিতি বিদ্যুতি যশইতি পশুষু জ্যোতিঃ ইতি নক্ষত্রেষু', 'প্রজাতিরমৃতং' অমৃতত্বপ্রাপ্তিঃ পুত্রেণ ঋণমোক্ষদ্বারেণ 'আনন্দঃ' সুখং 'ইতি' এতৎ সর্ব্বং 'উপস্থে' উপস্থনিমিত্তং প্রতিষ্ঠিতং ব্রহ্মেত্যুপাস্যং। সর্ব্বং হ্যাকাশে প্রতিষ্ঠিতং অতোযৎ 'সর্ব্বমাকাশে' তৎ ব্রহ্মেতি উপাস্যং। ৪।

অনন্তর দেবতাতে জ্ঞান বিজ্ঞান উপাসনা। বৃষ্টিতে তৃপ্তি রূপে, বিদ্যুতে বল রূপে, পশুতে যশ রূপে, নক্ষত্রে জ্যোতি রূপে, উপস্থে প্রজা, মুক্তি ও আনন্দ রূপে এবং আকাশে প্রতিষ্ঠিত সমস্ত বস্তু রূপে ব্রহ্মের উপাসনা করিবেক। ৪।

তৎ প্রতিষ্ঠেত্যুপাসীত। প্রতিষ্ঠাবান্ ভবতি। তন্মহইত্যুপাসীত। মহান্ ভবতি। তন্মনইত্যুপাসীত। মানবান্ ভবতি। ৫।

তস্মাৎ 'তৎ' ব্রহ্ম সর্ব্বস্য 'প্রতিষ্ঠা ইতি উপাসীত' প্রতিষ্ঠাগুণোপাসনাৎ 'প্রতিষ্ঠাবান্' উপাসকঃ 'ভবতি' এবমুত্তরেষ্বপি। 'মহঃ' মহত্ত্বগুণবৎ। 'মনঃ' মননং 'মানবান্' মননসমর্থঃ। ৫।

ব্রহ্মকে সকলের প্রতিষ্ঠা রূপে উপাসনা করিবেক, উপাসক প্রতিষ্ঠাবান্ হইবেক। ব্রহ্মকে মহৎ রূপে উপাসনা করিবেক, উপাসক মহান্ হইবেক। ব্রহ্মকে মনন রূপে উপাসনা করিবেক, উপাসক মনন সমর্থ হইবেক। ৫।

তন্নমইত্যুপাসীত। নম্যন্তেঽস্মৈ কামাঃ। তদ্ব্রহ্মেত্যুপাসীত। ব্রহ্মবান্ ভবতি। তদ্ব্রহ্মণঃ পরিমরইত্যুপাসীত। পর্য্যেণ ম্রিয়ন্তে দ্বিষন্তঃ সপত্নাঃ। পরি যেঽপ্রিয়া ভ্রাতৃব্যাঃ। সযশ্চাযং পুরুষে। যশ্চাসাবাদিত্যে। সএকঃ। ৬।

'তৎ' ব্রহ্ম 'নমঃ' নমনং নমনগুণবৎ 'ইতি উপাসীত' 'নম্যন্তে' প্রহ্বীভবন্তি 'অস্মৈ' উপাসিত্রে 'কামাঃ' কাম্যন্তইতি ভোগ্যাঃ বিষয়াঃ। 'তৎ ব্রহ্মেতি উপাসীত' ব্রহ্ম পরিবৃঢ়তমমিত্যুপাসীত 'ব্রহ্মবান্' তদ্‌গুণ ভবতি। 'তৎ' 'ব্রহ্মণঃ' 'পরিমরঃ ইতি' বায়ুঃ বাযবা ত্মানং 'উপাসীত' এবংবিদং 'দ্বিষন্তঃ সপত্নাঃ' 'পরি ম্রিয়ন্তে' প্রাণান্ জহতি কিঞ্চ 'যেঽপ্রিয়াঃ ভ্রাতৃব্যাঃ তে চ 'পরি' ম্রিয়ন্তে। শেষং পূর্ব্ববৎ। ৬।

ব্রহ্মকে নম রূপে উপাসনা করিবেক, সকল ভোগ্য বিষয় তাঁহার নিকট প্রণত হইবেক তাঁহাকে ব্রহ্ম রূপে উপাসনা করিবেক, উপাসক ব্রহ্মবান্ হইবেক। ব্রহ্মের পরিমর ভাবে উপাসনা করিবেক, তাঁহার বিদ্বেষী শত্রুরা ও অপ্রিয় ভ্রাতৃব্যেরা প্রাণত্যাগ করিবেক। যিনি এই পুরুষে যিনি এই আদিত্যে তিনি একই মাত্র। ৬।

সযএবংবিৎ। অস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য। এতমন্নময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতং প্রাণময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতং মনোময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতং বিজ্ঞানময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। ইমান্ লোকান্ কামান্নী কামরূপ্যনুসঞ্চরন্। ৭।

'সঃ যঃ এবং বিৎ অস্মাৎ লোকাৎ' 'প্রেত্য' প্রত্রত্য সর্ব্বং অন্নময়াদিক্রমেণানন্দময়াত্মানমুপসংক্রম 'ইমান্ লোকান্' ভূরাদীন্ 'কামান্নী' কামতোন্নমস্যেতি 'কামরূপী' 'অনুসঞ্চরন্' সর্ব্বাত্মনা ইমান্ লোকা আত্মত্বেনানুভবন্। ৭।

যে ব্যক্তি এই রূপ জানেন, তিনি ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়া এই অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় আত্মাতে সংযুক্ত ভাবে যথাকাম অন্ন প্রাপ্ত ও কামরূপী হইয়া এই সকল লোকে সঞ্চরণ করেন। ৭।

এতৎ সাম গায়ন্নাস্তে। হা ৩ বু হা ৩ বু হা ৩ বু। অহমন্ন ১ মহমন্ন ১ মহমন্নং ১। অহমন্নাদো ২ ঽহমন্নাদো ২ ঽহমন্নাদঃ। অহং শ্লো ১ কৃদহং শ্লো ১ কৃদহং শ্লো ১ কৃৎ। অহমস্মি প্রথমজা ঋতা ৩ স্য। পূর্ব্বন্দেবেভ্যোঽমৃতস্য না ৩ ভাযি। যোমাদদাতি সইদেব মা ৩ বাঃ। অহমন্নমন্নমদন্তমা ৩ দ্মি। অহং বিশ্বং ভুবনমভ্য-

ভবাং ৩। সুবর্ণজ্যোতীঃ। যএবং বেদ। ইত্যুপনিষৎ। ৮।

'এতৎ' 'সাম' সমত্বাৎ ব্রহ্মৈব সাম 'গায়ন্' আত্মৈকত্বং প্রখ্যাপয়ন্ 'আস্তে' তিষ্ঠতি। কিং তৎ সাম 'হাবু হাবু হাবু' অত্যন্তবিস্ময়খ্যাপনার্থঃ; অদ্বৈতআত্মা নিরঞ্জনোপি সন্ অহমেবান্নমন্নাদশ্চ, কিঞ্চাহমেব 'শ্লোককৃৎ' শ্লোকোনাম অন্নান্নাদয়োঃ সঙ্ঘাতকর্ত্তা, ত্রিরুক্তির্ব্বিস্ময়খ্যাপনার্থা। 'অহং' 'অস্মি' ভবামি 'প্রথমজঃ' প্রথমোৎপন্নঃ 'ঋতস্য', সত্যস্য মূর্ত্তামূর্ত্তস্য জগতঃ 'দেবেভ্যঃ' চ 'পূর্ব্বং' "অমৃতস্য' 'নাভিঃ' মধ্যং, 'যঃ' কশ্চিৎ 'মা' মাং অন্নং অন্নার্থিভ্যঃ 'দদাতি' প্রয়চ্ছতি 'সঃ' 'ইৎ' ইতঃ 'এবং' মাং 'আবাঃ' অবতীত্যর্থঃ, কিঞ্চ 'অন্নং অদন্তং' ভক্ষয়ন্তং পুরুষং প্রতি 'অস্মি' ভোজযামি 'অহং' 'বিশ্বং' সমস্তং 'ভুবনং' 'অভ্যভবাং' অভিভবামি 'সুবঃ' আদিত্যঃ 'ন' ইব 'জ্যোতিঃ' 'যঃ' 'এবং' উপনিষদং 'বেদ' তস্য যথোক্তং ফলমিতি। ৮।

তিনি এই রূপ সাম গান করেন, এবং অত্যন্ত বিস্ময় জনক বাক্য বলেন, যে আমিই অন্ন, আমিই অন্নের ভোক্তা, আমিই অন্নাদির কর্ত্তা, আমি সত্যের প্রথম এবং দেবতাদিগের পূর্ব্বে জন্মিয়াছি, আমিই অমৃতের নাভি, যে আমাকে অর্থিকে দান করে, সে আমাকে এখান হইতে রক্ষা করে, যে অন্ন ভোজন করে আমি তাহাকে প্রতি-ভোজন করি, আমি সূর্য্যের জ্যোতির ন্যায় সমস্ত ভুবনকে পরাভব করি। যিনি এই প্রকার উপনিষৎ জানেন, তিনি যথোক্ত ফল প্রাপ্ত হয়েন, ইহাই উপনিষৎ। ৮।

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষৎ সমাপ্তা।

বেদান্ত-দর্শন।

পরমাত্মা প্রকৃতির অধীশ্বর, জীবাত্মা প্রকৃতির অধীন, এই যাহা ইতি-পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, ইহার মর্ম্ম স্থির চিত্তে প্রণিধান করিয়া দেখা আবশ্যক।

বেদান্ত বলেন যে ঐশী-শক্তি বা মায়া শুদ্ধ-সত্ত্ব, এবং অবিদ্যা মলিন-সত্ত্ব। এই কথাটির তাৎপর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই উক্ত বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারিবে।

শক্তি, যখন, কার্য্যে পরিণত হয়, তখন প্রকাশ্য বিষয় কতক প্রকাশিত হয়, কতক প্রচ্ছন্ন থাকে, কতক প্রকাশোন্মুখ থাকে। সমস্ত প্রকাশ্য বিষয় যদি একেবারেই প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে এক মুহূর্ত্তেই কার্য্যের অবসান হয়, সুতরাং তেমন করিয়া কোন কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে না; বৃক্ষের মূল শাখা পত্র পুষ্প ফল, একই অব্যবহিত মুহূর্ত্তে প্রকাশিত হইতে পারে না। কবি যদি অন্তঃকরণের সকল ভাব এক-কালেই প্রকাশ করিতে যান, তাহা হইলে সে ভাব ভাবমাত্রই থাকিয়া যায়; আবির্ভাব হয় না। কবি আপনার প্রকাশ্য-বিষয় আপাততঃ অপ্রকাশ রাখিয়া ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিলে, তবেই তাহা কাব্য রূপে আবির্ভূত হয়।

সকল ভাব একেবারে প্রকাশ করিলে যেমন কার্য্য হয় না, সকল ভাব অপ্রকাশ রাখিলেও কার্য্য হয় না। কার্য্য উৎপন্ন করিতে হইলে প্রকাশ চাই, অপ্রকাশ চাই, তদ্ব্যতীত অপ্রকাশ হইতে প্রকাশ, উভয়ের মধ্যে এই যে ব্যবধান-রাহিত্য বা সংশ্লিষ্ট ভাব, ইহাও চাই।

এই হেতু সাংখ্য দর্শন বলেন যে, প্রকৃতি (কার্য্যোৎপাদনই যাহার কার্য্য, তাহা) সত্ত্বগুণ অর্থাৎ প্রকাশ-গুণ, তমোগুণ অর্থাৎ অপ্রকাশ-গুণ, এবং উভয়-সংশ্লিষ্ট রজোগুণ এই তিন গুণের আলয়-স্বরূপ। প্রকৃতি প্রকাশ হইতে-যাইতেছে, কিন্তু প্রকাশের বিরোধী-গুণ-দ্বয় কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ হইতে পারিতেছে না; অপ্রকাশ হইতে-যাইতেছে, তাহাও তদ্বিরোধী গুণ-দ্বয়ের প্রতিবন্ধকতা বশতঃ পারিতেছে না; উদ্যম করিতে-যাইতেছে, তাহাও তদ্বিরোধী (অর্থাৎ রজোগুণের বিরোধী) গুণ-দ্বয়ের প্রতিবন্ধকতা প্রযুক্ত পারিতেছে না; তিন গুণের এইরূপ -সাম্যাবস্থা যতক্ষণ

থাকে, ততক্ষণ প্রকৃতি হইতে কোন কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে না, ততক্ষণ প্রকৃতি শক্তিমাত্র-রূপে বর্ত্তমান থাকে। পরন্তু যখন এক দিকে সত্ত্ব-গুণের আধিক্য হয়, অন্য দিকে রজোগুণের আধিক্য হয়, অন্য দিকে তমোগুণের আধিক্য হয়, এই রূপে গুণ-ত্রয়ের বৈষম্য উপস্থিত হয়, তখনই কার্য্য আবিষ্কৃত হয়। সাংখ্যের এই যে মত ইহা বেদান্তের তাবৎ মাত্র গ্রাহ্য যাবৎ না বেদান্তের মূল মতের সহিত তাহার বিরোধ হয়।

বেদান্তের মতে প্রকৃতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, প্রকৃতি ঈশ্বরের শক্তি মাত্র। ঈশ্বর আপনার ভাব অবাধে প্রকাশ করিতেছেন, ঈশ্বরের প্রকাশ-শক্তির কিছুমাত্র বাধা নাই। অতএব প্রকৃতিকে যখন ঈশ্বরের প্রকাশ-শক্তি রূপে দেখা যায়, তখন তাহা বিশুদ্ধ সত্ত্ব-গুণ রূপে প্রতিভাত হয়। ঈশ্বরের নিকট, যেমন ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সমস্তই প্রকাশিত রহিয়াছে, অন্যত্রও সেইরূপ সর্ব্বাংশে সকল ভাব প্রকাশিত থাকিলে যে হেতু জগৎ উৎপন্ন হইতে পারে না, এই হেতু ঈশ্বর সেই প্রকাশ-শক্তিকে বাধা-শক্তি দ্বারা নিয়মিত করিয়া জগৎ উৎপন্ন করিলেন। জগতে ঈশ্বরের ভাব কতক মাত্রই প্রকাশ পায়, অবশিষ্ট অংশ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। প্রকাশ কাহার? না ঈশ্বরের; বাধা কাহার? না জীবের। প্রকাশ-শক্তিও ঈশ্বরের, প্রকাশও ঈশ্বরের; বাধা-শক্তি ঈশ্বরের, কিন্তু বাধা জীবের। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রকাশ-শক্তির ধর্ম্মই এই যে তাহা আপনাকে প্রকাশ এবং প্রতি-প্রকাশ করে; বাধা শক্তির ধর্ম্মই এই যে তাহা অন্যকে বাধা দেয়। দীপালোক আপনাকে আপনি প্রকাশ করিতেছে, ইহা সত্য; কিন্তু প্রাচীর আপনাকে আপনি বাধা দিতেছে ইহা সত্য নহে। ঈশ্বর আপনাকে আপনি প্রকাশ করিতেছেন, ইহাই সঙ্গত; তিনি যে আপনাকে আপনি বাধা দিতেছেন ইহা সঙ্গত নহে। ঈশ্বর বাধা-বিহীন-রূপে আপনাতে আপনি প্রকাশ পাইতেছেন; ইহা ব্যতীত তাঁহার যে, বাধা-যুক্ত প্রকাশ, তাহা জীবে জীবে অবস্থিতি করিতেছে। আলোক যেমন দ্রব্যাদিতে কতক উপহিত এবং কতক প্রতিবিম্বিত বা প্রতিফলিত হয়, সেই রূপ জীবে জীবে পরমাত্মার প্রকাশ কতক উপহিত এবং কতক প্রতিবিম্বিত হয়। এবং যে স্বচ্ছ বস্তুতে আলোক যেমন অধিক-মাত্রায় প্রতিবিম্বিত হয়, এবং অল্প মাত্রায় উপপ্রত্য হয়; সেই রূপ স্বচ্ছ অন্তঃকরণে পরমাত্ম প্রকাশ অধিক মাত্রায় প্রতিবিম্বিত হয় এবং অল্প মাত্রায় উপহিত হয়। শুদ্ধ-সত্ত্ব-রূপ অর্থাৎ অবাধ-প্রকাশ-রূপী যে ঐশী-শক্তি বা মায়া, তাহাই যাঁহার উপাধি স্বরূপ বেদান্তের মতে তিনিই ঈশ্বর এবং মলিন সত্ত্বরূপী অর্থাৎ বাধা-সমন্বিত-প্রকাশ-রূপী যে, অবিদ্যা, তাহাই যাঁহার উপাধি-স্বরূপ তিনিই জীবাত্মা।

পরমাত্মার কিছুই অভাব নাই, তিনি পরিপূর্ণ আনন্দ স্বরূপ; অতএব তিনি যে আপনার কোন উপকার সাধনার্থে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন ইহা নহে। তিনি যদি আপনার কোন স্বার্থ সাধনের জন্য জগৎ সৃষ্টি করেন নাই, তবে কি উদ্দেশে তিনি জগৎ সৃষ্টি করিলেন? জীবাত্মার মঙ্গল সাধনার্থে, জীবাত্মার অভাব পূরণার্থে, তাহাতে আর সংশয় নাই। কিন্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল এক মাত্র অদ্বিতীয় পরমাত্মা ছিলেন, আর কিছুই ছিল না, সুতরাং জীবাত্মা ছিল না। জীবাত্মা যখন ছিল না তখন জীবাত্মার অভাব পূরণার্থে সৃষ্টি করা, শিরোনাস্তি শিরঃপীড়ার ন্যায় অমূলক বোধ হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু ইহা দেখা উচিত যে জীবাত্মা

যদিও বর্ত্তমান রূপে ছিল না কিন্তু ভবিষ্যৎ রূপে ছিল; অর্থাৎ "আছে" এরূপে ছিল না, কিন্তু "হইতে পারে এমন কিছু" এরূপে ছিল; গোলাকার চতুষ্কোণের ন্যায় জীবাত্মা যদি "কল্পনাতেও হইতে পারে না" এমন হইত,—তবেই জীবাত্মার অভাব পূরণোদ্দেশে সৃষ্টি করা অর্থ-হীন হইত। কিন্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে জীবাত্মা "এখনো হয় নাই বটে কিন্তু ভবিষ্যতে হইতে পারে" এই ভাবে ঐশী শক্তির অন্তর্ভূত ছিল। "এখনো হয় নাই" তৎকালে এই যে তাহার অভাব, এই অভাব পূরণোদ্দেশে পরমাত্মা জগৎ সৃষ্টি করিলেন। পরমাত্মা যদি জীবাত্মার সকল অভাব এক মুহূর্ত্তেই পূরণ করেন, তবে জীবাত্মা পূর্ণ আত্মা হয়, সুতরাং পরমাত্মা-জীবাত্মাতে কোন অংশেই প্রভেদ থাকে না, সুতরাং জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের যে অভাব তাহা যেমন তেমনি থাকে। আপনার কোন প্রয়োজন সাধনার্থে নহে পরন্তু জীবাত্মার অভাব পূরণার্থে পরমাত্মা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা পরমাত্মার মঙ্গল স্বরূপের পরিচয় দিতেছে। "ইচ্ছা হউক বা না হউক অগত্যা জগৎ সৃষ্টি করিতে হইবে" এভাবে ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেন নাই, কোন প্রকারে বাধ্য হইয়া বা চালিত হইয়া ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেন নাই; চাই তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন, চাই না করেন, ইহা সম্পূর্ণ রূপে তাঁহার ইচ্ছাধীন। "জীবাত্মা হউক" এ প্রকার ইচ্ছা তিনি না করিলেও করিতে পারিতেন; তবে যে তিনি করিলেন, ইহাতে তাঁহার পরিপূর্ণ মঙ্গল-ভাব প্রকাশ পাইতেছে। পরমাত্মা এক দিকে জীবাত্মাকে পরিমিত করিয়া তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অভাব পূরণ করিয়াছেন, আর এক দিকে তাহাকে অনন্ত স্ফূর্ত্তির যোগ্যতা প্রদান করিয়া পরিমিত-ভাব-জনিত তাহার যে অভাব তাহাও তিনি পূরণ করিয়াছেন। জীবাত্মাকে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এবং অনন্ত স্ফূর্ত্তির যোগ্যতা প্রদান করিয়া, পরমাত্মা, জীবাত্মার অভাব যত দূর পূর্ণ হইতে পারে তাহা করিয়াছেন। পরমাত্মা জীবাত্মাকে স্বতন্ত্র করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া বস্তুতঃ যে পরমাত্মা হইতে জীবাত্মা স্বতন্ত্র, ইহা বেদান্তের অভিপ্রেত নহে। জীবাত্মার অভ্যন্তরে, যে জ্ঞান অদ্য অস্ফুট আছে, কল্য তাহা পরিস্ফুট হইবে, পরশ্ব তাহা আরো পরিস্ফুট হইবে; যাহা আছে তাহাই পরিস্ফুট হইবে, এই মাত্র; যাহা নাই তাহা যে হইবে ইহা কখনই নহে। যেমন বৃক্ষের গাত্রে শাখা-প্রশাখা জুড়িয়া দেওয়াতে নহে, পরন্তু ভিতর হইতে শাখা প্রশাখা অঙ্কুরিত হওয়াতেই, বৃক্ষ আয়ত এবং বিস্তৃত হয়, সেইরূপ, জীবাত্মার উপরে জ্ঞান বৃষ্টি হওয়াতে নহে, পরন্তু জীবাত্মার অন্তর হইতে জ্ঞান পরিস্ফুট হওয়াতেই, জীবাত্মার জ্ঞানোন্নতি হয়। জীবাত্মার জ্ঞান অদ্য এখনি যৎপরোনাস্তি পরিস্ফুট হউক বা না হউক, তাহা অনন্তের দিকে উত্তরোত্তর স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে, তাহার এরূপ যোগ্যতা আছে। জীবাত্মার অভ্যন্তরে অনন্ত জ্ঞানের সম্বল আছে; তাহার মধ্যে অল্প ব্যক্ত-ভাবে পরিণত হইয়াছে, এবং অবশিষ্ট অনন্ত জ্ঞান অব্যক্ত রহিয়াছে। সেই যে অব্যক্ত অসীম জ্ঞান, তাহা কি জন্য অব্যক্ত? না তাহা যদি একেবারে ব্যক্ত হয়, তবে জীবাত্মাতে পরমাত্মাতে কিছু মাত্র প্রভেদ থাকে না, সুতরাং জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের যে অভাব তাহা পরিপূরিত হয় না। কি জন্য জীবের জ্ঞান ক্রমে ক্রমে ব্যক্ত ভাবে পরিণত হয়? না ব্যক্ত-ভাব স্ফূর্ত্তি-ভাব মুক্ত-ভাব জ্ঞানের স্বভাব-সিদ্ধ ভাব। পরমাত্মা জীবাত্মাকে পরিমিত করাতেই জীবাত্মা সাংসারিক সুখ-দুঃখের আবর্ত্তে নিক্ষিপ্ত

হইয়াছে, সত্য বটে; কিন্তু ইহাতে করিয়াই যে জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষিত হইয়াছে ইহা যেন আমরা বিস্মৃত না হই। জীবাত্মাকে পরিমিত করিয়াছেন বটে কিন্তু তাহার জ্ঞান ক্রমে ক্রমে পরিস্ফুট হইয়া অপরিমিতের দিকে আয়ত হইতে পারে, এই যে তাহার স্বাধীনতা, ইহা তিনি অব্যাহত রাখিয়াছেন। অতএব জীবাত্মাকে পরিমিত করিবার জন্যই যে পরিমিত করিয়াছেন তাহা নহে, জীবাত্মার অস্তিত্ব সমর্থন করিবার জন্যই পরমাত্মা তাহাকে পরিমিত করিয়াছেন।

জীবাত্মাকে পরমাত্মা কেন যে পরিমিত করিলেন, পরমাত্মার সেই মঙ্গল অভিপ্রায়ের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া কেহ কেহ এইরূপ এক নিদারুণ ভ্রমে পতিত হন যে, পরমাত্মা মঙ্গল স্বরূপ কি না, ইহা তাঁহারদের সন্দেহ-স্থল। পরমাত্মা যে মঙ্গল-স্বরূপ, ইহার যদি প্রমাণ আবশ্যক হয়, তবে জীবাত্মা নিজে তাহার যেমন প্রমাণ এমন আর কোথায়? জীবাত্মা পরিমিত না হইলে জীবাত্মা হইতেই পারিত না; অতএব জীবাত্মার পক্ষে "হওয়া" যদি মঙ্গল হয়, তবে সে মঙ্গলের জন্য পরমাত্মাকে ধন্যবাদ দিতে কেন আমরা কুণ্ঠিত হইব? এবং পরিমিত-ভাব যদি অমঙ্গল হয় ও অপরিমিত-ভাব যদি মঙ্গল হয়, তবে জীবাত্মার অপরিমিত স্ফূর্ত্তিকে যিনি কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন নাই, প্রত্যুত তাহার সমক্ষে অনন্ত কালের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া রাখিয়াছেন, এই রূপে অপরিমিত-ভাবের আকর্ষণ দ্বারা পরিমিত-ভাবের দোষ যত দূর খণ্ডন করিতে হয় তাহা করিয়াছেন, তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে কেন আমরা ভার বোধ করিব?

যে আত্মা পরমাত্মার শক্তি কর্ত্তৃক নিয়মিত তিনিই জীবাত্মা, এবং জীবাত্মা যাঁহার শক্তি দ্বারা নিয়মিত, তিনিই পরমাত্মা। আপাততঃ মনে হইতে পারে যে জীবাত্মা যখন পরমাত্মার শক্তি দ্বারা নিয়মিত; তখন পরমাত্মা জীবাত্মার বাহিরেই বর্ত্তমান, জীবাত্মার অন্তরে তিনি বর্ত্তমান নহেন। কিন্তু যখন দেখা যায় যে, জীবাত্মার অন্তরের ভাব সম্যক্ রূপে অবগত না হইলে তাহাকে নিয়মিত করা যায় না, অন্তর হইতে নিয়মিত না করিলে তাহাকে বাহির হইতে নিয়মিত করা যায় না, তখন ইহা কিরূপে বলা যাইতে পারে যে, পরমাত্মা কেবল জীবাত্মার বাহিরে আছেন, কিন্তু অন্তরে নাই। কোন একটি সত্য-বিশেষে আমি যদি অন্তর হইতে বিশ্বাস না করি, তবে কি আমাকে তাহা বাহির হইতে বিশ্বাস করান যায়? "আমি দেহস্থিত" ইহা যদি আমি অন্তর হইতে বিশ্বাস না করি, তবে কি, বাহির হইতে, কেহ তাহা আমাকে বিশ্বাস করাইতে পারে? আমার শরীরে আঘাত করিলে আমার অন্তরে ব্যথা লাগে, এবং আমার শরীর স্বচ্ছন্দ থাকিলে আমার অন্তরে সুখোদয় হয়, এইরূপ আন্তরিক সুখ-দুঃখের শৃঙ্খল ছেদন করিয়া দেও, এবং বাহিরে শরীর যেমন ভাবে চলিতেছে, তেমনি ভাবে চলুক, এরূপ অবস্থায় "আমি শরীরস্থিত" এ বিশ্বাস কখনই অন্তঃকরণে স্থান পাইবে না। এক দিকে যেমন, বাহির হইতে, শরীর আমাকে বেষ্টন করিয়া আছে, আর এক দিকে যদি সেইরূপ, অন্তর হইতে, "আমি শরীরস্থিত" এই বিশ্বাসটি স্ফুরিত না হইত, তাহা হইলে আমি শারীরিক নিয়মে নিয়মিত হইতাম না। অতএব পরমাত্মা, অন্তর-বাহির উভয় দিক্ হইতে আমাদিগকে নিয়মিত না করিলে আমরা প্রাকৃতিক নিয়মে নিয়মিত হইতাম না।

প্রথমতঃ জীবাত্মা, দ্বিতীয়তঃ জীবাত্মার বহিঃস্থিত অসীম দেশকাল-ব্যাপী নিয়ামক-

শক্তি-রূপিণী প্রকৃতি, তৃতীয়তঃ জীবাত্মা এবং প্রকৃতি উভয়ের অধিষ্ঠাতা পরমাত্মা; এ তিনের মধ্যে ভেদই বা কি রূপ এবং অভেদই বা কি রূপ, দেখা যাউক। প্রকৃতি পরমাত্মার শক্তি-স্বরূপ, সুতরাং অগ্নিতে এবং দাহিকা-শক্তিতে যেমন প্রভেদ নাই বলিলেও বলা যায় এবং আছে বলিলেও বলা যায়, সেইরূপ পরমাত্মাতে এবং প্রকৃতিতে এক ভাবে প্রভেদ আছে আর এক ভাবে প্রভেদ নাই। অগ্নিতে এবং দাহিকা-শক্তিতে প্রভেদ কি রূপ? না দাহিকা-শক্তি প্রকাশ-শক্তি ইত্যাদি নানা প্রকার শক্তির আধার-স্বরূপ যে এক পদার্থ, তাহাই অগ্নি; কিন্তু দাহিকা-শক্তি সেরূপ আপনার এবং প্রকাশ-শক্তির আধার-স্বরূপ নহে; অগ্নিতে এবং দাহিকা-শক্তিতে এইরূপ প্রভেদ। কিন্তু দাহিকা-শক্তি এবং অগ্নি, দুয়ের মধ্যে যখন লেশ মাত্রও ব্যবধান নাই; অর্থাৎ অগ্নি আছে ত দাহিকা শক্তি আছে, অগ্নি নাই ত দাহিকা-শক্তি নাই, এইরূপ যখন অগ্নি এবং দাহিকা-শক্তির মধ্যে তৃতীয় বস্তুর ব্যবধান নাই; তখন অগ্নি এবং দাহিকা-শক্তির মধ্যে ভেদ নাই এরূপ বলাও অসঙ্গত নহে। পরমাত্মার জগৎ সৃষ্টি করিবার যে শক্তি তাহাই প্রকৃতি; প্রকৃতির মধ্যে এবং পরমাত্মার মধ্যে তৃতীয় কোন কিছুর ব্যবধান নাই, এই ভাবেই প্রকৃতি এবং পরমাত্মার মধ্যে ভেদ নাই বলিতে পারা যায়। কিন্তু যখন দেখা যায় যে সৃষ্টি করিবার শক্তি এবং সৃষ্টি না করিবার শক্তি, পরমাত্মা উভয় শক্তিরই আধার-স্বরূপ; এবং প্রকৃতিকে যদি সৃষ্টি শক্তির আধার-স্বরূপেও ভাবা যায় তথাপি প্রকৃতিতে কেবল সৃষ্টি করিবারই শক্তি আছে, সৃষ্টি না করিবার শক্তি নাই, ইহার অধিক আর কিছুই যখন ভাবা যাইতে পারে না, তখন, অবশ্য, সৃষ্টি করিবার কর্ত্রী এবং সৃষ্টি করিবার-নাকরিবার কর্ত্তা উভয়ের মধ্যে প্রভেদ না ভাবিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারা যায় না। অর্থাৎ প্রকৃতিকে যদিও ঈশ্বরের ন্যায় সৃষ্টি করিবার কর্ত্রী মনে করিলে করা যাইতে পারে কিন্তু ঈশ্বরের ন্যায় তাহাকে সৃষ্টি না করিবার কর্ত্রী মনে করা যাইতে পারে না। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, সৃষ্টি করিবার শক্তি এবং সৃষ্টি না করিবার শক্তি, এই যে দুই শক্তি, উভয়ই পরমাত্মাতে বর্ত্তমান আছে; তাহার মধ্যে সৃষ্টি করিবার শক্তি অপর-শক্তি হইতে সুতরাং সেই অপর শক্তির আধার-স্বরূপ এবং স্বীয় আধার-স্বরূপ পরমাত্মা হইতে ভিন্ন, ইহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। এই শেষোক্ত ভাবেই প্রকৃতি পরমাত্মা হইতে ভিন্ন। এক্ষণে, বেদান্তের মতে, জীবাত্মাতে পরমাত্মাতে ভেদাভেদ কি রূপ তাহার প্রতি প্রণিধান করা যাইতেছে।

প্রকৃতি শক্তি-রূপী, আত্মা বস্তু-রূপী। "আমি আছি" এই যে বস্তুর ভাব, ইহা আত্মাতেই আছে। যে কোন বস্তু হউক্ না কেন, তাহা যদি আপনার নিকট কখনো প্রকাশ পায়, তবে আত্মা-রূপেই প্রকাশ পায়, আর কোন রূপেই প্রকাশ পাইতে পারে না। কোন বস্তু যতক্ষণ না আপনার নিকট প্রকাশ পাইতেছে, ততক্ষণ তাহা হইবার-শক্তি-মাত্র ভাবে আছে, শক্তি রূপেই আছে। মনে কর যে প্রথমে আমি হইবার শক্তি-রূপে, অব্যক্ত রূপে, আছি; পরে সেই শক্তির যথোচিত পরিস্ফুটন হওয়াতে "আমি আছি" এই ভাবে আমি আপনার নিকটে ব্যক্ত হইলাম। যখন ব্যক্ত হইলাম, তখনই জানিলাম যে, পূর্ব্বে, যে আমি অব্যক্ত ছিলাম, এখন সেই আমি ব্যক্ত হইলাম। অতএব, ব্যক্ত এই যে

আমি,ইহা ইতি পূর্ব্বে ছিল না এমন নহে,—ছিল, কিন্তু অব্যক্ত ভাবে ছিল। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, বস্তু, কাল-ভেদে ব্যক্ত এবং অব্যক্ত হয় বটে কিন্তু তাহা বলিয়া তাহা যে কোন কালে অবর্ত্তমান হয়, তাহা নহে। যেমন কাল-ভেদে, তেমনি দেশ ভেদেও বস্তু, অবর্ত্তমান না হইয়া কেবল ব্যক্ত এবং অব্যক্ত হইয়া থাকে। প্রাচীর আপনার কাছে অব্যক্ত, আমার কাছে ব্যক্ত; এইরূপ, এক স্থানে অব্যক্ত, আর এক স্থানে ব্যক্ত। প্রাচীর তাহার নিজের ভাষায় (শব্দ-স্পর্শাদি-রূপ নৈসর্গিক ভাষায়) আমারদিগকে বলে যে "আমি আছি" এবং তাহাতেই আমরা সায় দিই, অর্থাৎ তাহা শুনিয়া "প্রাচীর আছে" এইরূপ বলি। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, প্রাচীর আমার নিকটে স্বচ্ছন্দে আপনাকে ব্যক্ত করে, অথচ তাহার নিজের নিকটে আপনাকে ব্যক্ত করিতে পারে না। নিজের নিকটে যদি আপনাকে ব্যক্ত করিতে পারিত,তবে "আমি আছি" এই ভাব ধারণ করিত। "আমি আছি" এ ভাব প্রাচীরে ব্যক্ত ভাবে নাই বলিয়া তাহা যে মূলেই নাই ইহা বলা ন্যায়-সঙ্গত নহে। কেন না, সুপ্তি কাল, জাগ্রৎ কাল ইত্যাদি কাল-ভেদে যেমন আমি ব্যক্ত এবং অব্যক্ত হই, অথচ অব্যক্ত ভাবের সময়েও আমি আছি, ব্যক্ত ভাবের সময়েও আমি আছি,—কোন কালেই "আমি আছি" ইহার ব্যত্যয় হয় না; সুষুপ্তি কালেও "আমি আছি" ইহার ব্যত্যয় হয় না; সেইরূপ, প্রাচীর আমার কাছে ব্যক্ত-ভাবে আছে এবং উহার নিজের কাছে অব্যক্ত-ভাবে আছে,—এই রূপ স্থান-ভেদে ব্যক্ত এবং অব্যক্ত আছে বলিয়া, "অব্যক্ত ভাবের সময়ে উহা নাই—উহার নিজের কাছে উহা নাই, পরন্তু ব্যক্ত ভাবের সময়েই উহা আছে —আমার কাছেই উহা আছে," এরূপ বলা যুক্তি সিদ্ধ হইতে পারে না। আমি আপনার কাছে আছি, কারণ আমি জ্ঞান পদার্থ। কিন্তু প্রাচীর ত জ্ঞান পদার্থ নহে, তবে "উহা আপনার কাছে আছে" ইহা বলিবার তাৎপর্য্য কি? ইহার তাৎপর্য্য এই যে "আমি আছি" এ ভাব, জ্ঞানের ভাব, প্রাচীরে এত অল্প পরিমাণে আছে যে, তাহা আমাদের জ্ঞানের সহিত সংযোগ-ব্যতিরেকে, স্বতঃ প্রকাশ পাইতে পারে না। অতীব ক্ষুদ্র পরমাণু যেমন অপর পরমাণু-সমষ্টির সহিত যোগ ব্যতিরেকে, প্রকাশ-ভাজন হয় না,উহাও সেই রূপ। নিম্নে ইহার একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতেছে।

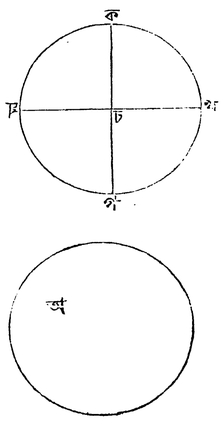

কখগঘ-চক্রের কেন্দ্রটি অর্থাৎ মধ্য বিন্দুটি চ-স্থানে ব্যক্ত হইয়াছে; অ-চক্রের কেন্দ্রটি অব্যক্ত রহিয়াছে; ইহা বলিয়া কি অ-চক্রের কেন্দ্রটি নাই? অ-চক্রের কেন্দ্রটিকে ব্যক্ত করিতে হইলে কি করিতে হয়? দুইটি মধ্য রেখা বা ব্যাসের সহিত তাহার যোগ সংস্থাপন করিয়া দিলেই তাহা ব্যক্ত হইয়া উঠে; যথা কগ এবং খঘ রেখা-দ্বয়ের সংযোগ-বশতঃ কখগঘ-চক্রের মধ্য-বিন্দু (চ) প্রকাশ পাইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বিন্দুটি পূর্ব্বে ব্যক্ত ছিল না বলিয়া তাহা যে ছিল না, এবং এখন ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়াই যে আছে, ইহা নহে; বিন্দুটি যেমন এখন আছে, তেমনি পূর্ব্বে ছিল, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। ইত্যনুরূপ ইহা দেখা উচিত যে, প্রাচীরের নিজ সত্তা,

আমাদের ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ-বশতঃ ব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে,ইহা সত্য; কিন্তু তৎপূর্ব্বে তাহা যে অব্যক্ত-ভাবে ছিল,ইহাতে আর সংশয় নাই। কেন্দ্রটির সহিত যৎকালে রেখা-দ্বয়ের সংযোগ হয় নাই, তৎকালে উহা কেন অব্যক্ত ছিল? না বিন্দুটি যখন রেখা-হইতে বিযুক্ত ছিল, তখন এইরূপ বোধ হইয়াছিল যে, মূলেই তাহার আয়তন নাই, কিন্তু যখন রেখার সহিত যুক্ত হইল, তখন জানিতে পারা গেল যে বিন্দু রেখারই প্রান্তভাগ—রেখারই অংশ—অতীব ক্ষুদ্রাংশ, অসীম ক্ষুদ্রাংশ, কিন্তু অংশ বটে। কেন না একটি রেখাকে যদি অর্দ্ধ খণ্ড করা যায়, সেই অর্দ্ধ খণ্ডকে আবার অর্দ্ধ খণ্ড, তৃতীয় অর্দ্ধ খণ্ডকে আবার অর্দ্ধ খণ্ড, চতুর্থ অর্দ্ধ খণ্ডকে আবার অর্দ্ধ খণ্ড, এইরূপ করিয়া যদি রেখাটিকে অসীম-ভাগে বিভক্ত করা যায়,* তবে সেই রেখাটি অসীম-ক্ষুদ্রায়তন-রেখা-রূপে পরিণত হয়, বিন্দু-রূপে পরিণত হয়। অতএব যেমন রেখা, তেমনিই বিন্দু; কিন্তু বিন্দুর আয়তন এমনি ঐকান্তিক রূপে অল্পতার দিক্ আশ্রয় করিয়া রহে যে, তাহা স্বতঃ ব্যক্ত হইতে পারে না,—রেখা-বিশেষের অংশ-রূপেই ব্যক্ত হইতে পারে; সুতরাং তাহাকে ব্যক্ত করিতে হইলে রেখা-দ্বয়ের সহিত তাহাকে সংযুক্ত করিয়া দেওয়া আবশ্যক হয়।

প্রাচীরের নিজ-সত্তার পরিমাণ এত অল্প যে, ইন্দ্রিয়-দ্বারা আমারদের মনের সহিত তাহার সংযোগ না হইলে তাহা স্বতঃ প্রকাশ পায় না, কিন্তু, সংযোগ হইলে, আমারদের নিজ-সত্তার অন্তর্ভূত-রূপে তাহার নিজ-সত্তা ব্যক্ত হইয়া উঠে। কেন্দ্র যেমন চক্রের অন্তর্ভূত অসীম ক্ষুদ্র-চক্র রূপে ব্যক্ত হয়; বিন্দু যেমন রেখার অন্তর্ভূত অসীম ক্ষুদ্র-রেখা-রূপে ব্যক্ত হয়; উহাও সেইরূপ। এক কথায় এই যে, জ্ঞানের যোগে, অজ্ঞান, অসীম-অল্প-জ্ঞান-রূপে প্রতিভাত হয়; শূন্য রূপে নহে। বিন্দু যেমন অসীম আকাশের অন্তর্ভূত, অজ্ঞান সেইরূপ অসীম জ্ঞানের অন্তর্ভূত। কেন্দ্র যেমন চক্রের অন্তর্ভূত, এবং চক্র ও কেন্দ্র উভয়ই যেমন অসীম আকাশের অন্তর্ভূত, সেইরূপ জীবাত্মার ইন্দ্রিয়-গোচর বিষয়ের নিজ-সত্তা জীবাত্মার নিজ-সত্তার অন্তর্ভূত, এবং জীবাত্মা ও তদীয় বিষয় উভয়ের নিজ-সত্তা পরমাত্মার নিজ-সত্তার অন্তর্ভূত। আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, শূন্য আকাশের সহিত পূর্ণ-বস্তুর তুলনা করা, শ্বেতবর্ণের সহিত কৃষ্ণবর্ণের তুলনা করা। কিন্তু আকাশ নিজে বস্তু নহে বলিয়া তাহা যে বস্তুর সহিত কোন অংশেই উপমেয় নহে, ইহার কোন অর্থ নাই। "মুখ-চন্দ্র" বলিলে যেমন মুখকে চন্দ্র বলা হয় না, সেইরূপ শূন্য আকাশের সহিত বস্তুর উপমা দিলে বস্তুকে শূন্য বলা হয় না। "যাহা আছে তাহা আছে" এই যে একটি অপরিবর্ত্তনীয় ভাব ইহা বস্তুরও যেমন, আকাশেরও তেমনি, লক্ষণ; এবং "যাহা ছিল না, তাহা হইল" অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হইবার এই যে ভাব, ইহা শক্তিরও যেমন, কালেরও তেমনি, লক্ষণ; সুতরাং বস্তু এবং শক্তির সহিত আকাশ এবং কালের উপমা দেওয়া অবৈধ নহে। অসীম আকাশ অকল্পিত; অর্থাৎ তাহা কল্পনা দ্বারা রচিত নহে, রচিত হইতে পারেও না। কিন্তু বিষয়-কল্পনা ব্যতিরেকে, কোন বিষয়াবচ্ছিন্ন আকাশকে অবশিষ্ট অসীম আকাশ হইতে পৃথক্

* আয়তন-বিশেষকে অসীম-ভাগে বিভক্ত করা আমাদের হস্তের অসাধ্য বলিয়া তাহা আমারদের জ্ঞানের অসাধ্য নহে; যদি তাহা জ্ঞানের অসাধ্য হইত, তবে ওরূপ অসীম-বিভাগের কথাই উত্থাপন-সাধ্য হইত না।

করা, বিষয়-কল্পনা ব্যতিরেকে আকাশকে পরিমিত করা, কোন প্রকারেই সম্ভবে না। এক কথায় এই যে, পরিমিত আকাশকে পরিমিত করা হইয়াছে বলিয়াই তাহা পরিমিত; কিন্তু অপরিমিত আকাশকে অপরিমিত করা হইয়াছে বলিয়া নহে, প্রত্যুত তাহা স্বতই অপরিমিত। পরিমিত আকাশ কল্পিত বস্তুর সহিত উপমেয়; অপরিমিত আকাশ অকল্পিত বস্তুর সহিত, আত্মার সহিত, উপমেয়। পরিমিত-কাল কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খল-রূপিণী বৈষয়িক শক্তির সহিত উপমেয়; অনাদ্যন্ত-কাল স্বাধীন ইচ্ছা-রূপিণী আধ্যাত্মিক শক্তির সহিত উপমেয়।

জীবাত্মা আপনাকে যতক্ষণ প্রকৃতির সহিত জড়িত-রূপে দেখে, আত্মাতে-অনাত্মাতে-জড়িত-রূপে দেখে, ততক্ষণ বিশুদ্ধ-আত্মার যে লক্ষণ তাহা আপনাতে দেখিতে পায় না। বিশুদ্ধ আত্মার ভাব এই যে "আমি আছি" "আমি যে, কোন কালে থাকিব না, এ ভাবনা আমার নাই" "আমি আছি—ইহাতেই আমি যৎপরোনাস্তি আনন্দিত আছি"। কিন্তু জীবাত্মার ভাব এই যে, "আমি এইরূপ-আছি বা ঐরূপ-আছি" "আমি এইরূপ আছি বলিয়াই আনন্দিত আছি, আমি যদি ওরূপ হই তবে আমার ক্ষতি হয়"। অর্থাৎ "আমি আছি" এই যে একটি ভাব, এই ব্যাপক ভাবটিকে জীবাত্মা "এইরূপ" "ঐরূপ" ইত্যাদি-ক্রমে পরিমিত করিয়া ভোগ করিতে চায়। কেন এরূপ চায়? না তদ্ব্যতিরেকে, ঈশ্বর-দত্ত জীবাত্মার যে একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, তাহা রক্ষিত হইতে পারে না। আমার শরীর মন যদি সুস্থ এবং স্বচ্ছন্দ থাকে, তবেই "আমি আছি" ইহা আমার নিকট প্রকাশ পায়; এবং যে পরিমাণে আমার শরীর পীড়িত ও মন চঞ্চল থাকে, সেই পরিমাণে "আমি আছি" ইহা প্রকাশ পায় না। এইরূপ, প্রকাশ অপ্রকাশ এবং উভয়াত্মক যে সত্ত্ব তম এবং রজোগুণ, তাহারদিগেরই অধিকারের মধ্যে জীবাত্মা বাস করিতেছে, প্রকৃতির রাজ্যে বাস করিতেছে, সুতরাং প্রকৃতির নিয়ম (শারীরিক মানসিক নিয়ম) পালন করিলে তবেই "আমি আছি" ইহার যে আনন্দ তাহা আমরা ভোগ করিতে পারি। "আমি আছি" ইহা যে পরিমাণে প্রকাশ পায়*, সেই পরিমাণেই আমরা সুখী হই, যে পরিমাণে অপ্রকাশ হয়, সেই পরিমাণে বিষাদ-গ্রস্ত বা মোহ-গ্রস্ত হই, যে পরিমাণে প্রকাশ এবং অপ্রকাশ উভয়ের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, সেই পরিমাণে আমরা দুঃখ ভোগ করি। সত্ত্ব রজ এবং তমোগুণের সহিত সুখ দুঃখ এবং মোহের ঐরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ।

জীবাত্মা ত্রি-গুণের অধিকার-মধ্যে বাস করে; পরমাত্মা ত্রিগুণের অতীত। এস্থলে পাছে কেহ এইরূপ একটি গুরুতর সংশয়ে পতিত হন যে, পরমাত্মার যদি সত্ত্ব-গুণ বা প্রকাশ-গুণ না থাকে, তবে "তিনি স্বপ্রকাশ" এ কথা কিরূপে রক্ষা পাইতে পারে? এজন্য ইহা বলিয়া-দেওয়া আবশ্যক যে, যে-প্রকাশ বিরোধী-গুণ-দ্বয় কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহাই সত্ত্ব-গুণ শব্দে উক্ত হয়; শুদ্ধ

* "আমি আছি" ইহা যখন করতলন্যস্ত আমলকবৎ অতীব নিশ্চিত-রূপে প্রকাশ পায়, তখনই "আমি কোন কালেই অবর্ত্তমান হইব না" ইহা প্রকাশ পায়। শরীর-মন অতীব সুনিয়মে না থাকিলে, শরীর-মনের স্বাস্থ্যের কোন প্রকার ত্রুটি হইলে, ওরূপ হওয়া দুষ্কর। শরীর-মনের স্বাস্থ্য কেবল যে শরীরের উপর নির্ভর করে তাহা নহে, মনের উপরেও নির্ভর করে। যে অংশে উহা মনের উপর নির্ভর করে, সেই অংশে আমরা মনকে নিয়মিত করিয়া, স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারি। ক্রমাগত আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থের বিষয় চিন্তা না করিয়া যথা-সময়ে পরমাত্মাতে মনঃ সমাধান করিলে আমরা অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইতে পারি।

বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপের যে, নিত্য-প্রকাশ, তাহা তাঁহার নিকটে কোন কালেই অপ্রকাশ বা বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে পারে না, সুতরাং তাহা সত্ত্ব-গুণ নহে। দীর্ঘ প্রস্থ বেধের ন্যায় সত্ত্ব রজ এবং তমোগুণ পরস্পরাপেক্ষী; অর্থাৎ যেমন দৈর্ঘ্য ও বেধ অপেক্ষা প্রস্থের পরিমাণ যথেচ্ছা অধিক হইতে পারে বলিয়া, অথবা দৈর্ঘ্যের পরিমাণ অপর দুয়ের অপেক্ষা যথেচ্ছা অধিক হইতে পারে বলিয়া, দৈর্ঘ্য এবং বেধ বিহীন প্রস্থ থাকিতে পারে না অথবা প্রস্থ এবং বেধ বিহীন দৈর্ঘ্য থাকিতে পারে না, সেই রূপ প্রকৃতির প্রকাশ অপ্রকাশ এবং উভয়াত্মক গুণ যদিও বস্তু বিশেষে পরিমাণ-বিশেষে অবস্থিতি করে বটে তথাপি তাহারা পরস্পর-নিরপেক্ষ ভাবে কুত্রাপি বর্ত্তিতে পারে না। কিন্তু পরমাত্মার যে নিত্য প্রকাশ তাহা সত্ত্ব-গুণ নহে, কেন না তাহা বাধা এবং চঞ্চলতা কর্ত্তৃক, রজস্তমো-গুণ কর্ত্তৃক, মূলেই আক্রান্ত হইতে পারে না।

ত্রিগুণাতীত পরমাত্মার মধ্যে এবং আমাদের বিশুদ্ধ জ্ঞানের মধ্যে ব্যবধান নাই—ইহা দেখিয়াই বেদান্ত জীবাত্মা-পরমাত্মার মধ্যে অভেদ ভাব নিশ্চয় করিয়াছেন। বিশুদ্ধ জ্ঞানের চক্ষে সমস্ত জগৎ এক জগৎ; জগৎ ঐশী শক্তি; ঐশী শক্তি পূর্ণ-মঙ্গল-ভাব; পূর্ণ মঙ্গল-ভাব, অতল-স্পর্শ গভীর জ্ঞান-সমুদ্র; ইনিই পরমাত্মা, ইঁহার মধ্যে যাহা কিছু থাকিবার বা হইবার, সকলি অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। কিন্তু এই মহান্ ভাবকে বুদ্ধি আপনার আয়ত্বের মধ্যে আনিতে গিয়া পরাভব মানে। ভেদ ভিন্ন বুদ্ধির কার্য্য চলে না। বুদ্ধির "আমি" কে? না যাহা "তুমি" "তিনি" "ইহা" "উহা" ইত্যাদি হইতে ভিন্ন। বিশুদ্ধ জ্ঞানের "আমি" কে? না যাহা "তুমি" "তিনি" ইত্যাদি সকলের সহিত অভিন্ন অর্থাৎ অব্যবহিত। আমি যখন বলি "ইহা আমার পুস্তক" তখন "ইহা তোমার পুস্তক নহে" এইরূপ বলা আমার অভিপ্রেত। কিন্তু যখন আমরা বলি যে, "যিনি জগতের ঈশ্বর তিনি আমার ঈশ্বর" তখন "তিনি তোমার ঈশ্বর নহেন" ইহা আমার অভিপ্রেত হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত ইহাই আমার তাৎপর্য্য যে যিনি সমুদায় জগতের অন্তরাত্মা, তিনি, তোমার, আমার, প্রত্যেকের অন্তরাত্মা। জীবের যিনি অন্তরাত্মা জগতের তিনি অন্তরাত্মা। সেই অন্তরাত্মাকে ছাড়িয়া দিলে, জীব এবং জগৎ উভয়ই প্রকৃতিতে বিলীন হয় বা প্রকৃতি হইয়া যায়। এক দিকে যেমন, প্রকৃতিতে পরমাত্মাতে ব্যবধান নাই সুতরাং ভেদ নাই বলা যাইতে পারে, আর এক দিকে তেমনি, সৃষ্টি-না-করিবার শক্তি হইতে সৃষ্টি-করিবার শক্তি ভিন্ন, এই ভাবে পরমাত্মা হইতে প্রকৃতি ভিন্ন, ইহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। প্রকৃতির সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, জীবের সম্বন্ধেও তাহাই বলা যাইতে পারে; কেন না জীবের মধ্য হইতে অন্তরাত্মাকে পৃথক্ করিলে, জীব প্রকৃতি-মাত্রে পর্য্যবসিত হয়।

পৌত্তলিকতা।

কেহ কেহ এই কথা বলেন যে জীবন্ত ঈশ্বরের প্রকৃত নিরাকার স্বরূপ উপলব্ধি পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখীন হইয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অব্যবহিত রূপে তাঁহার উপাসনাকেই অপৌত্তলিক উপাসনা বলা যাইতে পারে। আর চর্ম্ম-চক্ষু কিম্বা মনশ্চক্ষুর সম্মুখে স্রষ্টার প্রতিনিধি স্বরূপ সৃষ্ট বস্তু স্থাপন করিয়া তদ্দ্বারা তাঁহার উপাসনাকে পৌত্তলিক উপাসনা কহে। কিন্তু পৌত্তলিক উপাসনা হইতে অপৌত্তলিক উপাসনাকে এরূপ করিয়া প্রভেদ করা যাইতে পারে না, কারণ স্বরূপের উপাসনাকে যদি অপৌত্তলিক উপাসনা বলা যায়, তাহা

হইলে উক্ত দুই প্রকার উপাসনার মধ্যে কোনটিকেই অপৌত্তলিক উপাসনা বলা যাইতে পারে না, কারণ উভয় প্রকার উপাসনাতে ঈশ্বরের প্রতি রূপের উপাসনা পরিলক্ষিত হয়। এমন কি প্রতিরূপের উপাসনা সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করিলে ধর্ম্মকে একেবারে বিলোপ করা হয়। সকল উপাসনাই ঈশ্বরের প্রতিরূপের উপাসনা। কোন উপাসনাই ঈশ্বরের স্বরূপের উপাসনা নহে। "স্বরূপতঃ তাঁরে কে জানিতে পারে যিনি রহিত উপমা"। যখন আমরা কোন মতে তাঁহাকে স্বরূপতঃ জানিতে পারি না, তখন স্বরূপতঃ তাঁহাকে কি প্রকারে উপাসনা করিতে পারি? এই দৃষ্টিতে কেবল মনুষ্য নহে, উন্নত জ্ঞান সম্পন্ন দেবতারাও পৌত্তলিক। ঈশ্বর অনন্ত স্বরূপ, আমাদিগের মন সম্পূর্ণ রূপে তাঁহাকে ধারণ করিতে সক্ষম হয় না। তাঁহাকে আমরা যত উচ্চ করিয়া ভাবি না কেন, তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ আমাদিগের চিন্তার অতীত স্থানে স্থিতি করে। সেই অব্যক্ত জ্যোতিঃ সমুদ্রের মধ্যে গভীর প্রদেশ অপেক্ষা গভীরতর প্রদেশ আছে। যে বৃষ্টিবিন্দুতে অনন্ত দ্যুলোক প্রতিবিম্বিত হয়, সেই বৃষ্টিবিন্দু দ্যুলোকের তুলনায় যদ্রূপ ক্ষুদ্র, সেইরূপ তাঁহার স্বরূপের যে অংশ আমরা দেখিতে পাই তাহার সহিত যে অংশ আমরা দেখিতে পাই না তাহার তুলনা করিলে তাহা সেইরূপ ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে। আমাদিগের ঈশ্বর-জ্ঞান ঈশ্বরের স্বরূপের সঙ্গে কখনই সম্পূর্ণ রূপে ঐক্য হইতে পারে না। তাহাতে অবশ্য ত্রুটি, অসামঞ্জস্য, অথবা বিক্ষেপ থাকিবেই থাকিবে। আমাদিগের বর্ত্তমান ঈশ্বর-জ্ঞান অপেক্ষা যে পর্য্যন্ত না মহত্তর জ্ঞান আমাদিগের মনে উদিত হয়, সে পর্য্যন্ত আমাদিগের বর্ত্তমান ঈশ্বর-জ্ঞান ঈশ্বরস্বরূপের প্রতিনিধি মাত্র হইয়া আমাদের আত্মাতে অবস্থিতি করে। অতএব 'মানবীয় জ্ঞানানুসারে ঈশ্বর উপাসনা কেবল তাঁহার প্রতিরূপের উপাসনা বলিতে হইবে। যে পৌত্তলিক প্রস্তরখণ্ডের উপাসনা করেন এবং যে উজ্জ্বল জ্ঞানালোকসম্পন্ন ব্রাহ্ম দ্বিপ্রহর রজনীতে নক্ষত্রখচিত অনন্ত আকাশের নিম্নে দণ্ডায়মান হইয়া বিশ্ব-মন্দিরে প্রণত হয়েন, তাঁহারা উভয়েই সেই বাক্য মনের অগোচর অনির্ব্বচনীয় ঈশ্বরের প্রতি রূপের উপাসনা করেন। এক্ষণে বিবেচনা করিতে হইবে যে উপাসক আপনার মনোমন্দিরের প্রাচীরে ঈশ্বরের যে প্রতিরূপ চিত্রিত করেন, তাহা মনুষ্যের অপূর্ণস্বভাবযুক্ত পুত্তলিকা অথবা সত্য উচ্চ ও পবিত্র আভিজ্ঞানিক ভাব। এই বিবেচনার উপর ব্রাহ্ম ও পৌত্তলিকের মধ্যে প্রভেদ নির্ভর করে।

কেহ কেহ আবার এই কথা বলেন যে দৃশ্যমান প্রতিমার উপাসনাকেই পৌত্তলিকতা কহে। আর অদৃশ্য প্রতিমার উপাসনাকে অপৌত্তলিক উপাসনা কহে। একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এক অন্ধ পৌত্তলিককেও ব্রাহ্ম বলা যাইতে পারে। কেবল ইন্দ্রিয় গোচর পদার্থের অভাব হইলেই যে উপধর্ম্ম পরিত্যক্ত হইল এমন নহে। বাহ্য ও মানসিক দুই প্রকার পৌত্তলিকতাকেই পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু প্রতিরূপ ও পুত্তলিকা দুই ভিন্ন পদার্থ। প্রতিরূপকে কখন পুত্তলিকা বলা যাইতে পারে না। যদি প্রতিরূপের উপাসনাকে পৌত্তলিকতা বলা যায়, তাহা হইলে সত্য ধর্ম্ম দাঁড়াইবার স্থান না পাইয়া নিবৃত্ত হয়; তাহা হইলে জ্ঞান স্বরূপ, প্রেম স্বরূপ, পবিত্র স্বরূপ, সর্ব্ব নিয়ন্তা পুরুষের উপাসনা না করিয়া অলক্ষ্য অগম্য ভাবের অতলস্পর্শ সমুদ্র দেখিয়া উপাসনা কার্য্য হইতে নিরস্ত হইতে হয়; তাহা হইলে জীবন্ত পুরুষের উপাসনাকে পৌত্তলিকতা জ্ঞান করিয়া তাহা একবারে পরিত্যাগ করিতে হয়। প্রতিরূপের উপাসনা পরিত্যাগ করিলে ধর্ম্ম নির্জ্জীব অদ্বৈতবাদ হইয়া পড়ে। অনন্ত সৃষ্টি কার্য্যের চিন্তা ঈশ্বর উপাসনাতে পরিণত হয় না যে পর্য্যন্ত না আমরা এমন বিশ্বাস করি যে সৃষ্টি ও অস্তিত্ব, এক চির বর্ত্তমান আত্মা—এক ধর্ম্মাবহ পুরুষের বর্ত্তমান ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, যিনি সম্পূর্ণ রূপে মঙ্গলময় ও সম্পূর্ণ রূপে অমঙ্গল বিমুখ, যিনি স্বাভাবিক জ্ঞান, বল, ক্রিয়াসম্পন্ন এবং যাঁহার উপরে এই জগতের নিয়ম, শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য্য, নিম্নোচ্চ শ্রেণীর ব্যবস্থা, উন্নতি, এবং পরিণাম নির্ভর করে। যে পর্য্যন্ত না ঈশ্বরকে পুরুষ অর্থাৎ আত্মা বলিয়া উপাসনা করি, সে পর্য্যন্ত তাঁহার উপাসনাই হইতে পারে না; কিন্তু তিনি পূর্ণ-পুরুষ, সামান্য পুরুষ অর্থাৎ জীবাত্মা নহে। পূর্ণ পুরুষের উপাসনা কখন পৌত্তলিকতা হইতে পারে না। অতএব পৌত্তলিকতার প্রকৃত লক্ষণ এই বলিয়া অবধারিত হইতেছে যে, পৌত্তলিক, ঈশ্বরের যে প্রতিরূপের উপাসনা করেন, তাহা মিথ্যা প্রতিরূপ, কিন্তু বিশুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি যে প্রতিরূপের উপাসনা করেন, তাহা সত্য প্রতিরূপ। তাহা ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ হইতে ভাবে তত ন্যূন নহে যত পরিমাণে ন্যূন।

উপরে যাহা কথিত হইল তাহা হইতে আমরা দুই উপদেশ প্রাপ্ত হইতেছি। প্রথম উপদেশ এই যে নিজে আমাদিগের পৌত্তলিকতা বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। এবং দ্বিতীয় উপদেশ এই যে পৌত্তলিকদিগকেই একেবারে ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট মনে না করি।

অসাধারণ উদ্ভিদ্।

জগদীশ্বর এই বিশাল বিশ্বরাজ্যের কত স্থানে যে কত প্রকার আশ্চর্য্য পদার্থ বিন্যাস করিয়া ইহার শোভা ও মহিমা বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহা তিনি ভিন্ন আর কেহই সম্যক্ অবগত নহেন। আমাদিগের মধ্যে যিনি তাঁহার কৃপায় কিঞ্চিৎ জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার নিকট এই বিশ্বের প্রত্যেক সামান্য স্থান ও ক্ষুদ্র পদার্থও এক একটি মহা-তীর্থ স্বরূপ। যত দিন জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি আমাদিগের সাংসারিক নিত্য ব্যাপার কয়েকটি অতিক্রম করিয়া তাহার পূর্ণ দেশে গমন করিতে না পারে, তত দিন এই জগতের কিছুই আমাদিগের নিকট স্রষ্টার মহিমা ঘোষণা করিতে পারে না, কিছুই ক্রমান্বয়ে দশ দিবস কাল পর্য্যন্ত আমাদিগের নিকট নূতন বেশ, আশ্চর্য্য বেশ বা সুন্দর বেশ ধারণ করিয়া প্রকাশ পাইতে পারে না। অজ্ঞতার এমনই সম্মোহনী শক্তি যে তাহার প্রভাবে আমরা কোন বিষয় কিছুমাত্র না বুঝিয়াও বলি উত্তম রূপে বুঝিয়াছি এবং কিছুমাত্র না জানিয়াও বলি উত্তম রূপে জানিয়াছি। এইরূপে অজ্ঞানই আমাদিগের নিকট এই অত্যাশ্চর্য্য অনুপম বিশ্বের মূলগত প্রকৃত সৌন্দর্য্য সর্ব্বতোভাবে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে।

আমরা প্রথম হইতে যত দিন অজ্ঞানের অধিকারে বাস করিব, তত দিন আমরা তাহার প্রভাবে জগতের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল পদার্থ ও সকল বিষয় দর্শন ও শ্রবণ করিয়া স্রষ্টার অপার মহিমার কণামাত্রও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব না, সুতরাং আত্মারও কিছুমাত্র উন্নতি হইবে না, ইহা তিনি পূর্ব্বে জানিতে পারিয়া উপযুক্ত রূপে তাহার প্রতিবিধান করিয়া রাখিয়াছেন। আমাদিগের

মধ্যে যিনি যতদূর অজ্ঞানান্ধ হউন না কেন তাঁহার জ্ঞান স্ফূর্ত্তি, আনন্দ বর্দ্ধন এবং ধর্ম্মোন্নতি নিমিত্ত মঙ্গলময় পরমেশ্বর এই জগতের স্থানে স্থানে তদ্রূপ আশু বিস্ময়-কর পদার্থ সকলও বিন্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। যে সকল পদার্থের স্থূল তত্ত্ব পর্য্যন্ত এরূপ সুন্দর ও বিস্ময়-জনক যে তাহার দর্শন বা শ্রবণ মাত্রেই জগৎ ও তৎ-প্রসবিতার অসীম মাহাত্ম্যের মহদাভা হৃদয়ে প্রতিভাত না হইয়া থাকিতে পারে না, আমাদিগের ন্যায় অসংখ্য অজ্ঞানান্ধ জড় ব্যক্তির চক্ষুর্দ্দানার্থে, মঙ্গল নিধান বিধাতা পুরুষ সেরূপ বিস্তর পদার্থ ও বিষয় স্থানে স্থানে সন্নিবেশিত করিয়া রাখিয়াছেন। অদ্য আমরা একটি উদ্ভিদ বিশেষের সামান্য তত্ত্ব আলোচনা করিয়া এই বিষয়ের যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিবার সংকল্প করিয়াছি।

ইউরোপীয় বিজ্ঞান শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা যে হাইগ্রোমিটার নামক এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। বায়ুতে কি পরিমাণে জলীয়াংশ ভাসমান আছে, তাহাই নির্দ্ধারণ করা উক্ত যন্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য; এই হেতু যদি আমরা ঐ যন্ত্রকে আর্দ্রতা মান যন্ত্র বলি, তাহা হইলে বোধ হয় অন্যায় হয় না। ডেনিয়েল, রেগ্‌নল্ট ও লেস্‌লি প্রভৃতি অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত অনেক প্রকার আর্দ্রতামান যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু কেহই বিশুদ্ধ ফল লাভ করিতে পারেন নাই। কোন ব্যক্তির যন্ত্রই অল্প মূল্যবান নহে কিন্তু কোনটিই ভ্রমপ্রমাদ শূন্য হয় নাই। মহান্ বিশ্বকর্ম্মার একটি সহজ আর্দ্রতামান যন্ত্র আছে, তাহার কার্য্যকারিতা এরূপ চমৎকার যে তাহা সন্দর্শন করিলে কেহই অতিমাত্র পুলকিত না হইয়া থাকিতে পারেন না। দক্ষিণ ভারতবর্ষের মহীসুর ও কর্ণাট প্রদেশে এবং এখানকার পর্ব্বতাদিতে এক প্রকার তৃণ জন্মে তাহার সাধারণ নাম পানিমূল বা অবেনাহুল। এদেশের অন্য কোন স্থানে যে উহা নিতান্ত দুর্লভ তাহাও নহে। যাহা হউক উহা সর্ব্বত্রই প্রায় জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়াদিতে জন্মে। ঐ তৃণে যে শস্য জন্মে যবাদির ন্যায় তাহা হইতে কতক গুলি করিয়া হুল বহির্গত হয়। ঐ সকল হুল অতি দৃঢ় এবং উহারা বাম হইতে দক্ষিণ দিগভিমুখে রজ্জুর ন্যায় পরস্পর জড়িত হইয়া থাকে। প্রত্যেক শস্য-সংলগ্ন হুল প্রায় এক বুরুল পর্য্যন্ত উত্থিত হইবার পর ক্রমে সংকীর্ণাগ্র হইয়া উঠে। ফলতঃ কোন তৃণের সমীপে দণ্ডায়মান হইয়া দৃষ্টিপাত করিলে তাহার সমুদায় হুলের সমষ্টি শিথিল রজ্জু খণ্ড বলিয়া প্রতীয়মান হয়। উক্ত রজ্জু খণ্ডে ৫।৭ টি হুলের অধিক দৃষ্ট হয় না। যদি ছুরিকা দ্বারা উক্ত রজ্জু কর্ত্তন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে তদভ্যন্তরে দুইটি প্রধান গুণ (সূত্র) প্রাপ্ত হওয়া যায়, ঐ দুইটি গুণ একটি সূক্ষ্ম ঝিল্লি দ্বারা পরস্পর সংলগ্ন হইয়া যেমন বীজ কোষে আসিয়া একটি অখণ্ড গুণে সেই রূপ অগ্রভাগে যাইয়া আবার একটি অখণ্ড অণ্ডে পরিণত হইয়া থাকে। যখন আর্দ্র বায়ু দ্বারা উক্ত রজ্জু সংস্পৃষ্ট হয়, তখন উহা অধিকতর জড়িত অর্থাৎ বাম হইতে দক্ষিণ দিগভিমুখে আবর্ত্তিত হইতে থাকে। আবার যদি উহার গাত্রে শুষ্ক বায়ু সংস্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে উহা জড়িতাবস্থা হইতে মুক্ত হইতে থাকে, অর্থাৎ দক্ষিণ হইতে বাম দিগভিমুখে আবর্ত্তিত হইতে থাকে। যখন যে কারণে যে দিকে আবর্ত্তন হউক না কেন, তাহা প্রায় ৫।৭ বারের ন্যূন হয় না। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে প্রত্যেক রজ্জু খণ্ডে ৫।৭ টি

করিয়া হুল থাকে, এক্ষণে উক্ত হইল যে উহার প্রত্যেক বারের আবর্ত্তন ৫।৭ বারের ন্যূন হয় না; সুতরাং সকলেই বুঝিতে পারেন যে চূড়ান্ত আবর্ত্তন গুলি হুল সংখ্যানুসারেই হইয়া থাকে।

এই নৈসর্গিক আর্দ্রতামান যন্ত্রের কার্য্যকারিতা এরূপ চমৎকার যে বায়ু সামান্য রূপে আর্দ্র হইলেও ইহা দ্বারা তাহা স্পষ্টাক্ষরে জানা যাইতে পারে।

সামান্য আর্দ্রতা বা শুষ্কতা স্থলে আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের যন্ত্রগুলি কিছুই কার্য্যকর হয় না, কিন্তু আমাদিগের নৈসর্গিক যন্ত্রের নিকট কিছুই এড়াইতে পারে না।

প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা প্রতীত হইয়াছে যে যদি উক্ত পানিমূল তৃণের হুল-রজ্জুর গাত্রে ফুৎকার প্রদান করা যায় বা তাহার গাত্রের এক বুরুল অন্তরে হস্তাঙ্গুলি স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে তন্নির্গত বাষ্পের সামান্য আর্দ্রতা নিবন্ধনও উহা কথঞ্চিৎ পরিমাণে আবর্ত্তিত হইতে থাকে। যদি উহার গাত্রে জল বা উষ্ণ-জল-নিঃসৃত বাষ্প প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে উহা প্রবল বেগে ৫।৭ বার বাম হইতে দক্ষিণ দিগভিমুখে আবর্ত্তিত হয়। আবার যদি এক খণ্ড উত্তপ্ত লৌহ উহার সন্নিকটে ধরিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে ঐ তাপ দ্বারা উহার জলীয়াংশ যেমন শুষ্ক হইয়া যাইতে থাকে, তেমনি উহা সবেগে ৫।৭ বার দক্ষিণ হইতে বাম দিগভিমুখে পুনরাবর্ত্তিত হয়। এরূপ চমৎকার গুণ-বিশিষ্ট নৈসর্গিক যন্ত্র দ্বারা যে বায়ুর আর্দ্রতা অতি সুন্দর রূপে জানা যাইতে পারে, তাহা এক্ষণে সকলেই সহজে অনুমান করিতে পারেন। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে ইহা দ্বারা তাপমান যন্ত্রেরও কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। বিবিধ পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে শুষ্ক শীতোষ্ণতা দ্বারা ইহার কিছুমাত্র বিকার জন্মে না।

দক্ষিণ ভারতবর্ষের * অনেক ব্যক্তির মুখে এই তৃণের উক্ত রূপ আশ্চর্য্য কার্য্যকারিতার বিষয় অবগত হইয়া হেনরি কেটার নামক এক জন ইউরোপীয় সৈন্যাধ্যক্ষ কয়েক বৎসর হইল এতদ্দ্বারা একটি ব্যবহারোপযোগি যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। আমাদিগের নৈসর্গিক যন্ত্র অপেক্ষা তাঁহার যন্ত্র কোন অংশে উৎকৃষ্টতর না হইয়া বরং অনেকাংশে নিকৃষ্টই হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার যন্ত্র দ্বারা এই সুবিধা হইয়াছে যে উক্ত নৈসর্গিক যন্ত্রের আবর্ত্তনের দ্রুততা নিবন্ধন ক্ষীণ দৃষ্টি মনুষ্য তাহা অনেক সময়ে লক্ষ্য করিতে পারেন না, কিন্তু তাঁহার যন্ত্রের কার্য্যকারিতা সকলেই ধীরে ধীরে পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারেন। পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবারণার্থে নিম্নে আমরা উক্ত সাহেবের মানিমূল তৃণ নির্ম্মিত যন্ত্রের প্রতিরূপ ও স্থূল বিবরণ প্রদান করিলাম।

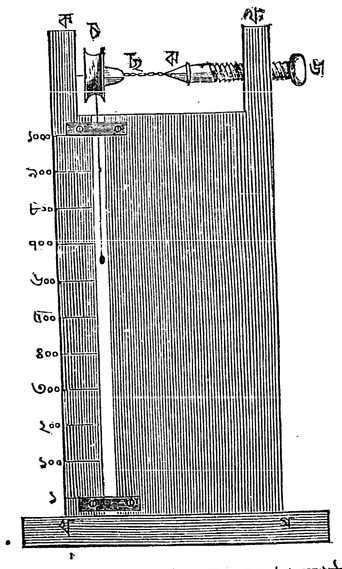

ক খ গ ঘ এক খণ্ড চতুষ্কোণ কাষ্ঠ। ক

* দক্ষিণ দেশীয়েরা যে এই তৃণকে পানি+মূল=

দিকের কাষ্ঠ শৃঙ্গের গাত্রে চ নামক একটি হস্তিদন্ত নির্ম্মিত চক্র আলের উপর স্থাপিত এবং ঘ দিকের শৃঙ্গের মধ্য দিয়া জঝ নামক একটি কাষ্ঠ নির্ম্মিত পেঁচ প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। ঐ পেঁচের অগ্রভাগ ক্রম সূক্ষ্ম ও লেখনীর ন্যায় দ্বিখণ্ডিত এবং ঐ দ্বিখণ্ডিত স্থানে একটি অঙ্গুরীয় সন্নিবিষ্ট আছে। ছঝ পানিমূল তৃণের স্থূল বিনির্ম্মিত রজ্জুর মধ্য খণ্ড। ঐ রজ্জুর এক প্রান্ত চ চক্রের ক্রম-সূক্ষ্ম ভাগস্থিত ছিদ্রে এক খণ্ড কাষ্ঠিকা দ্বারা এবং অপর প্রান্ত জঝ পেঁচের ক্রম-সূক্ষ্ম দ্বিখণ্ডিত ভাগের মধ্যে অঙ্গুরীয় দ্বারা আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। অপরন্তু, চ চক্রের নিম্ন দেশে দুইটি দীর্ঘাকার কাচ নির্ম্মিত নল লম্বভাবে পার্শ্বে পার্শ্বে স্থাপিত হইয়া রহিয়াছে এবং উক্ত চক্র-সম্বদ্ধ দুই গাছি সূত্র দুইটি তুল্য পরিমাণ ক্ষুদ্র ভার সংলগ্ন হইয়া ঐ নল দ্বয়ের অভ্যন্তরে ঋজু ভাবে পতিত রহিয়াছে। ঐ দুইটি সূত্র এরূপ ভাবে চক্রের সহিত সম্বদ্ধ ও জড়িত হইয়া রহিয়াছে যে চক্রের আবর্ত্তন বশতঃ একটি ভার যখন নলের ঊর্দ্ধতম প্রদেশে উত্থিত হইবে তখন অপরটি তদীয় নলের নিম্নতম প্রদেশে পতিত হইবে। যখন ছঝ স্থূল-রজ্জুতে আর্দ্র বায়ু সংস্পৃষ্ট হয়, তখন উহার দক্ষিণ দিগভিমুখীন আবর্ত্তন বশতঃ চক্র-টিও উক্ত দিগভিমুখে আবর্ত্তিত হইতে থাকে, সুতরাং তখন ঊর্দ্ধস্থ ভারটি নিম্নে পতিত এবং অধস্থ ভারটি ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে। আবার যখন শুষ্ক বায়ুর সংস্পর্শে রজ্জুটি বাম দিগভিমুখে আবর্ত্তিত হইতে থাকে, তখন ভারদ্বয় আবার বিপরীত দিগ-ভিমুখে যাইতে থাকে। স্থূল রজ্জু দীর্ঘ হইলে তাহার আবর্ত্তন সংখ্যা অধিক এবং হ্রস্ব হইলে তাহার অপেক্ষাকৃত অল্প হয়। চক্রের অধিক আবর্ত্তন বশতঃ ভারদ্বয় কাচ নলদ্বয়ের সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে না পারে, এই জন্য জঝ পেঁচ সংস্থাপিত রহিয়াছে। যদি ভারদ্বয় কাচ নলের সীমা অতিক্রমকরিয়া যাইতে থাকে,তাহা হইলে পেঁচটি অধিকতর প্রবিষ্ট করিয়া তাহার দ্বিখণ্ডিত অগ্রভাগে রজ্জু প্রান্ত বদ্ধ করিলেই উহার আয়তন হ্রস্ব এবং ভারদ্বয়ের উত্থান পতনও সুতরাং অল্প হইয়া পড়ে। যন্ত্র রচয়িতা, চূড়ান্ত আর্দ্রতা ও চূড়ান্ত শুষ্কতা * দ্বারা উক্ত ভারদ্বয় কোন্ কোন্ স্থানে যাইয়া উপনীত হয়, ইহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তন্মধ্যবর্ত্তি যন্ত্রাংশকে স্পষ্ট চিহ্ন দ্বারা সহস্র তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া রাখিয়াছেন। এই রূপ বিভাগ দ্বারা যে বায়ুর আর্দ্রতা বা শুষ্কতার পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইতে পারে, তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।

পানিমূল বা অব্+এনা+হুল=অবেনাহুল নামে উক্ত করেন, তাহাই তাঁহাদিগের এতৎ সম্বন্ধীয় গুণজ্ঞতার বিশেষ সাঙ্কেতিক প্রমাণ।

* উক্ত হুল-রজ্জুর গাত্রে জল সিঞ্চন করিলেই চূড়ান্ত আর্দ্রতা এবং উহার সন্নিকটে উত্তপ্ত লৌহ খণ্ড ধারণ করিলেই চূড়ান্ত শুষ্কতা উৎপাদন করা যাইতে পারে।

বর্ণ-ভেদ প্রকরণ।

জনক রাজার ন্যায় কাশীরাজ অজাতশত্রুও পরম জ্ঞানী ও বেদ শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। একদা বলাকাত্মজ গার্গ্য মুনি তাঁহার সহিত বিচারে পরাস্ত হইয়া তাঁহার শিষ্য হইতে স্বীকার করিয়াছিলেন। তদ্ বৃত্তান্ত শতপথ ব্রাহ্মণ ও কৌষীতকী ব্রাহ্মণোনিষদে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার শেষ ভাগ এই স্থানে উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবেক।

ততো হ বালাকিস্তূষ্ণীমাস। তং হ উবাচ অজাতশত্রুরেতাবৎ নু বালাকে ইতি। এতাবদিতি হ উহাচ

বালাকিঃ। তং হ উবাচ অজাতশত্রুর্মৃষা বৈ খলু মা সংবাদয়িষ্ঠাঃ ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি। যোবৈ বালাকে এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা যস্য বৈ তৎ কর্ম্ম সবৈ বেদিতব্যঃ ইতি। ততো হ বালাকিঃ সমিৎপাণিঃ প্রতিচক্রমে উপায়ানীতি। তং হোবাচ অজাতশত্রুঃ প্রতিলোমরূপং এব তৎ মন্যে যৎ ক্ষত্রিয়ো ব্রাহ্মণং উপনয়েত এহি এব ত্বা জ্ঞাপয়িষ্যামীতি। তং হ পাণাবভিপদ্য প্রবব্রাজ।

তদনন্তর বালাকি নিরস্ত হইলেন। তাঁহাকে অজাতশত্রু কহিলেন, হে বালাকি! তুমি কি এই মাত্র জান? তাহাতে বালাকি উত্তর করিলেন, এই মাত্র বটে। অজাতশত্রু বলিলেন,তবে ব্রহ্ম বিষয়ে আমাকে উপদেশ দিবার যে প্রস্তাব করিয়াছিলে, তাহা বৃথা হইল। হে বালাকি! যিনি এই সকল পুরুষগণের সৃষ্টি কর্ত্তা,যাঁহার সেই কার্য্য, তিনিই বেদিতব্য। অতঃপর বালাকি ভূপাল কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইবার মানসে তৎসন্নিধানে সমিৎ হস্তে উপনীত হইলেন। অজাতশত্রু কহিলেন, ইহাতে নিয়মের বিপর্য্যয় হইবেক, কিন্তু আইস আমি তোমাকে উপদেশ দিব, এই বলিয়া রাজা তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

প্রবাহণ জৈবলি নামক পাঞ্চাল-রাজ শ্বেতকেতু ও তৎপিতা গৌতমকে বেদ শাস্ত্র বিষয়ক বিচারে পরাভব করিয়াছিলেন; তদ্বিবরণ শতপথ ব্রাহ্মণে প্রকটিত আছে। শ্বেতকেতু পঞ্চালদিগের পরিষন্মধ্যে সমাগত হইলে রাজা প্রবাহণ তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন, ভো কুমার! তুমি কি পিতার নিকট উপদিষ্ট হইয়াছ? শ্বেতকেতু উত্তর করিলেন, হাঁ। তাহাতে রাজা তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, তুমি বলিতে পার, এই সকল সৃষ্ট জীব মৃত্যুর পরে কি রূপে কোথায় গমন করে। শ্বেতকেতু কহিলেন, না আমি তাহা বলিতে পারি না। রাজা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,সেই সকল জীব কি রূপে এই লোকে পুনরাবৃত্তি করে? যে অসংখ্য জীবগণ মরণান্তে ইহলোক হইতে পরত্র গমন করিতেছে, তাহারদিগের দ্বারা পরলোক কি জন্য পরিপূর্ণ না হয়? কোন্ আহুতির পর উদক পুরুষ বাক্ হইয়া উত্থান করত বাক্যস্ফুরণ করে? হে শ্বেতকেতু! বেদে এইমত উক্ত হয় "আমি মর্ত্ত্যগণের দুই পথ শ্রবণ করিয়াছি, একটি দ্বারা দেবতাদিগকে, দ্বিতীয় দ্বারা পিতৃগণকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আকাশ ও ধরা রূপী পিতা মাতার অন্তরস্থ সমস্ত জীব এই দুই পথে চলিতেছে"। এই শ্রুতি অনুসারে দেবযান ও পিতৃযান বর্ত্ম কি উপায়ে এবং কি অনুষ্ঠান দ্বারা লাভ করা যায়, তাহা কি তুমি জান? (১) শ্বেতকেতু উত্তর করিলেন, আমি এ সকলের কিছুই জানি না। অতঃপর রাজা তাঁহাকে বসিতে কহিলেন কিন্তু শ্বেতকেতু উপবেশন না করিয়া স্বীয় পিতা গৌতমের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, হে পিতঃ! আপনি আমাকে কি রূপ শিক্ষা দিয়াছেন? রাজা আমাকে পাঁচটি প্রশ্ন করিলেন, তাহার একটিরও আমি উত্তর প্রদানে সক্ষম হইলাম না। এই বলিয়া শ্বেতকেতু সেই সকল প্রশ্ন পিতার নিকট উল্লেখ করিলেন। তাহাতে গৌতম কহিলেন, হে তাত! আমি যে পর্য্যন্ত জানিতাম তৎসমস্তই তোমাকে শিক্ষা দিয়াছি কিন্তু এ সকল প্রশ্নের উত্তর আমি স্বয়ং অবগত নহি, আইস আমরা রাজার নিকট যাইয়া শিক্ষা করি। এই কথা বলিয়া গৌতম রাজা প্রবাহণের নিকট উপস্থিত হইলেন। ভূপতি তাঁহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রম সম্ভাষণ পুরঃসর আসন, আহার্য্য, উদক এবং অর্ঘ্য প্রদান ক-

(১) এই সকল দুরূহ বিষয়ের আলোচনা যে অতি প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, উপরোক্ত আখ্যানই তাহার দৃষ্টান্ত।

রিয়া কহিলেন, আপনাকে একটি বর প্রদান করিতেছি। গৌতম কহিলেন, আপনি যখন বর প্রদানে প্রতিশ্রুত হইলেন, তখন আপনি আমার পুত্রকে যে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার সদুত্তর প্রদানে আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন। রাজা কহিলেন, সেটি দৈববর, তদ্ভিন্ন মানব সম্বন্ধীয় বর আপনি প্রার্থনা করুন। তাহাতে গৌতম কহিলেন, হে রাজন্! আমি বহুতর হিরণ্য গো অশ্ব দাসী প্রবর এবং পরিচ্ছদ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা আপনার অবিদিত নাই। এক্ষণে যাহা অসীম ও অনন্ত, তদ্বিষয়ে আপনি ঔদার্য্য বিহীন হইবেন না। রাজা কহিলেন, আপনি প্রকৃত পদার্থেরই ইচ্ছা করিয়াছেন। গৌতম কহিলেন, আমি শিষ্য রূপে আপনার সম্মুখীন হইতেছি, পূর্ব্ব পুরুষগণ এই রূপে গুরূপদেশ গ্রহণ করিতেন। রাজা কহিলেন, আমাকে অপরাধী করিও না। এই বিদ্যা ইতি পূর্ব্বে কোন ব্রাহ্মণই অবগত ছিলেন না কিন্তু আপনি যখন আমাকে এপ্রকারে অনুরোধ করিলেন, আমি আপনাকে তাহার উপদেশ প্রদান করিব।

মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে ক্ষত্রিয় জাতি কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণের প্রতি উপরোক্ত প্রকার সম্ভাষণ সাতিশয় স্পর্দ্ধার লক্ষণ ও বিষম প্রত্যবায়ের কারণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। অধ্যাপনা ও যাজন এই দুই কার্য্যে কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিকার, ক্ষত্রিয় তাহা অবলম্বন করিতে পারে না(২)। কিন্তু বৈদিক সময়ে এ প্রকার নিয়মের যে সৃষ্টি হয় নাই, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। বাস্তবিক তখন পৌরোহিত্য কার্য্য কোন শ্রেণী বা বংশবিশেষে পর্য্যবসিত ছিল না। যে ব্যক্তি জ্ঞান ও বিদ্যার প্রভাবে অধ্যাপনা বা পৌরোহিত্য কার্য্যে নিপুণ হইতেন, তিনিই তৎকার্য্য সাধন করিতে পারিতেন। বেদের পশ্চাদ্বর্ত্তি গ্রন্থ সমূহে যে সকল পুরাবৃত্ত সংরক্ষিত আছে, তাহাতে এবিষয়ের বহুতর দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়; তন্মধ্যে যাস্ককৃত নিরুক্ত গ্রন্থে দেবাপি ও শান্তনুর যে ইতিহাস আছে, তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত করা গেল। ঋষ্টিষেণ নামক রাজার দেবাপি ও শান্তনু নামক দুই পুত্র ছিলেন। পিতার মরণান্তে কনিষ্ঠ শান্তনু রাজ্যাধিকার করিলেন এবং দেবাপি তপশ্চর্য্যায় রত হইলেন। পরে শান্তনুর রাজ্যে দ্বাদশ বর্ষব্যাপি অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইল, তাহাতে ব্রাহ্মণগণ রাজ সমীপে আসিয়া রাজাকে কহিলেন, আপনি জেষ্ঠ ভ্রাতাকে অতিক্রম করিয়া স্বয়ং রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া অধর্ম্মাচরণ করিয়াছেন, এই জন্যই দেবতাগণ বর্ষণ পরাঙ্মুখ। শান্তনু এই কথা শুনিয়া দেবাপিকে রাজ্য প্রদান করিতে চাহিলেন, কিন্তু দেবাপি রাজ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া ভ্রাতাকে কহিলেন, আমি তোমার পুরোহিত হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিব, তাহাতে দেবতাগণ তুষ্ট হইয়া বারিবর্ষণ করিবেন। এই প্রকারে দেবাপি রাজা শান্তনুর পৌরোহিত্যে ব্রতী হইয়া যজ্ঞারম্ভ করত বর্ষকাম নামক ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অষ্টনবতি সূক্তের রচনা করেন(৩)। দেবাপির এই ইতিহাস আধুনিক

(২) ক্ষত্রিয়স্যাপি যো ধর্ম্মস্তং তে বক্ষ্যামি ভারত। দদ্যাদ্ রাজন্ ন যাচেত যজেত ন চ যাজয়েৎ। নাধ্যাপয়েদধিযীত প্রজাশ্চ পরিপালয়েৎ।
শান্তিপর্ব্ব ২২৮০।

(৩) তত্র ইতিহাসমাচক্ষতে। দেবাপিশ্চ আর্ষ্টিষেণো শন্তনুশ্চ কৌরব্যৌ ভ্রাতারৌ বভূবতুঃ। স শন্তনুঃ কনীয়ানভিষেচযাঞ্চক্রে। দেবাপিস্তপঃ প্রতিপেদে। ততঃ শন্তনোঃ রাজ্যে দ্বাদশবর্ষাণি দেবো ন ববর্ষ। তমূচুর্ব্রাহ্মণাঃ অধর্ম্মস্থয়া চরিতো জ্যেষ্ঠং ভ্রাতরমন্তরিত্যভিষেচিতং। তস্মাৎ তে দেবো ন বর্ষতীতি। স শন্তনুর্দেপাপিং শিশিক্ষে রাজ্যেন। তমুবাচ দেবাপিঃ পুরোহিতস্তেঽসানি যাজযানি চ ত্বেতি। তস্য এতদ্ বর্ষকাম সূক্তং।
নিরুক্ত-২-১০।

ধর্ম্ম শাস্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য করিবার জন্য পৌরাণিক গ্রন্থ সকলে তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তির একটি উপন্যাস রচিত হইয়াছে। কিন্তু বেদদ্রষ্টা ঋষিগণের মধ্যে অনেকে যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতীয় ছিলেন, ইহা আধুনিক শাস্ত্রকারেরাও স্বীকার করিয়াছেন। মৎস্য পুরাণের ১৩২ অধ্যায়ে বেদ মন্ত্র রচয়িতা সমুদয় ঋষিগণের নাম ও বংশের পরিচয় এই মত লিখিত হইয়াছে, যথাঃ—ভৃগু, কাশ্য, প্রচেতা, দধীচ, আত্মবান্, ঔর্ব্ব, জমদগ্নি, কৃপ, শারদ্বত, আর্ষ্টিষেণ, যুবাজিৎ, বীতহব্য, সুবর্চ্চাঃ, বৈণ, পৃথু, দিবোদাস, ব্রহ্মাশ্ব, গৃৎস এবং শৌনক এই উনবিংশতি ভৃগু বংশীয় মন্ত্রকৃৎ। অঙ্গিরাঃ, বেধস, ভরদ্বাজ, ভলন্দন, ঋতবাধ, গর্গ, সিতি, সঙ্কৃতি, গুরুবীর, মান্ধাতা, অম্বরীষ, যুবনাশ্ব, পুরুকুৎস, প্রদ্যুম্ন, শ্রবণাস্য, অজমীঢ়, হর্য্যশ্ব, তক্ষপ, কবি, বৃষদশ্ব, বিরূপ, কণ্ব মুদ্গল্, উতথ্য, শরদ্বৎ, রাজশ্রবাঃ, অপশ্য, সুবিত্ত, বামদেব, অজিত, বৃহদুক্থ, দীর্ঘতমাঃ, কক্ষিবান্ এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ সুবিখ্যাত আঙ্গীরস শ্রেষ্ঠ, ইহাঁরাও মন্ত্রকর্ত্তা। তৎপরে কশ্যপ বংশীয় ঋষিদিগের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। গাধি নন্দন বিশ্বামিত্র, দেবরাজ বল, মধুচ্ছন্দ, ঋষভ, অঘমর্ষণ, অষ্টক লোহিত, ভূতকীল, বেদশ্রবাঃ দেবরাত, পুরাণাশ্ব, ধনঞ্জয়, মিথিল, এবং সানকায়ন, এই ত্রয়োদশ ব্রহ্মিষ্ঠ ঋষি কুষিক বংশীয়। মনু বৈবস্বত, ইড়, রাজা পুরূরবাঃ ইহাঁরা ক্ষত্রিয় জাতীয় মন্ত্রবাদী ছিলেন। বলন্দ, বন্দ্য এবং সংকীর্ত্তি এই তিন জন সুপ্রধান বৈশ্য জাতীয় মন্ত্রকৃৎ। সর্ব্ব শুদ্ধ একনবতি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য জাতীয় ঋষিগণ কর্ত্তৃক বেদ মন্ত্র সকল প্রকাশিত হইয়াছে।

বৈদিক সময়ে রাজন্যগণ যে ব্রাহ্মণদিগের সহিত তুল্য অধিকার ও ক্ষমতা বিশিষ্ট ছিল, তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ রহিতেছে না। কিন্তু কালক্রমে ব্রাহ্মণদিগের প্রভুত্ব যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ততই অপরাপর শ্রেণীর মর্য্যাদা, ক্ষমতা ও প্রভাব উত্তরোত্তর হ্রাস হইয়া আসিল। বৈদিক কালের প্রথম ভাগে যাহারা কেবল একমাত্র পৌরোহিত্য কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তাহারা তদুপলক্ষ্য করিয়া কি প্রকারে কাল ক্রমে সর্ব্ব প্রধান শ্রেণী রূপে পরিগণিত হইয়া সমস্ত আর্য্য সমাজের নেতা ও নিয়ন্তা হইয়া উঠিয়াছিল, তদ্বিষয়ক ইতিবৃত্ত যে পরম রমণীয় ও জ্ঞান গর্ভ হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব আমাদের প্রস্তাবের প্রণালী ক্রমে শূদ্র বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয় বর্ণ বিষয়ক বৃত্তান্ত সমাপ্ত করিয়া সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বর্ণের উৎপত্তি, ক্রমশ উন্নতি ও প্রাদুর্ভাবের বৃত্তান্ত অনুসন্ধানে আমরা প্রবৃত্ত হইলাম।

নূতন পুস্তকের সমালোচন।

আমরা নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল প্রাপ্ত হইয়া স্থানাভাব প্রযুক্ত যথা সময়ে প্রাপ্তি স্বীকার বা সমালোচন করিতে পারি নাই তজ্জন্য গ্রন্থকারগণ ক্ষমা করিবেন।

১। শঙ্কর-বিজয়-জয়ন্তী গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত কাশীদাস মিত্র কর্ত্তৃক বঙ্গ ভাষায় বিরচিত। প্রয়াগ-দূত যন্ত্রে মুদ্রিত। শঙ্কর দিগ্বিজয় পুস্তক অবলম্বন করিয়া গ্রন্থকর্ত্তা এখানি রচনা করিয়াছেন। স্থানে স্থানে অনেক গুলি আবশ্যকীয় শ্লোকও উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। শঙ্করের ভূতলে অবতরণ, শাস্ত্র বিচারে দিগ্বিজয় ও অদ্বৈত মত প্রচার প্রভৃতি সংক্ষেপে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার ভাষা কিছু সহজ হইলে অনেক লোকের পক্ষে বিশেষ উপকারী হইত।

২। সাহিত্য মঞ্জরী। শ্রীনবীনচন্দ্র দত্ত প্রণীত। সুচারু যন্ত্রে মুদ্রিত। এই পুস্তক খানি গদ্য ও পদ্যে রচিত। ইহা বঙ্গবিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীস্থ বালকদিগের বিশেষ পাঠোপযোগী হইয়াছে। এইরূপ পুস্তক প্রণয়ন দ্বারা গ্রন্থকর্ত্তার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। ইহার ভাষা ও নির্ব্বাচন অতি প্রশংসনীয়।

৩। আর্য্য জাতির শিল্প চাতুরি। শ্রীশ্যামাচরণ শ্রীমাণী প্রণীত। রায় যন্ত্রে মুদ্রিত। প্রাচীন শিল্প কার্য্যের অনেক গুলি উৎকৃষ্ট প্রতিকৃতি সহ শ্রীমাণী মহাশয় আর্য্যদিগের শিল্প নৈপুণ্যের বিষয় বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক এই পুস্তকে বিবৃত করিয়াছেন। আমরা ইহা

পাঠ করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার ভাষা অতি প্রাঞ্জল হইয়াছে।

৪। মাতালের জননীর বিলাপ। দত্ত যন্ত্রে মুদ্রিত। ইহাতে গ্রন্থকর্ত্তার নাম নাই। মদ্যপানের বিষময় ফল লোক সমাজে প্রচার করা রচয়িতার উদ্দেশ্য। ভাষা ও লেখা যেরূপ হউক, ইহাতে কিয়ৎ পরিমাণে গ্রন্থকর্ত্তার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে বলিতে হইবে।

৫। বারুইপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের চতুর্থ সাম্বৎসরিক ও রাজপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রথম সাম্বৎসরিক কার্য্য বিবরণ। মধ্যস্থ যন্ত্রে মুদ্রিত। শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরি জমিদার মহাশয়ের দ্বারা উক্ত উভয় চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত। কয়েক জন প্রধান ব্যক্তি উক্ত চিকিৎসালয় দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, একটী ইংরাজী বক্তৃতার সহিত সেই সকল এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। উপরোক্ত হিতকর অনুষ্ঠান দ্বারা দীন দুঃখী লোকদিগের যে বিশেষ উপকার হইতেছে, এই পুস্তক পাঠে তাহা অবগত হওয়া যায়। বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের জন্য উক্ত বাবু চাউল বিতরণ করিতেছেন। এই সকল সদনুষ্ঠানের জন্য রাজেন্দ্র বাবু বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

কৃতজ্ঞতা

The Last Days in England of Rajah Ram Mohun Roy Edited by Mary Carpenter, of Bristol.

জেলা হুগলীর অন্তঃপাতি বাক্‌সা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাধাগোবিন্দ চৌধুরি মহাশয় উপরোক্ত পুস্তক খানি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আদি ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকালয়ে দান করিয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

বর্ষ শেষ হওয়াতে যাঁহাদিগের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম মূল্য নিঃশেষিত হইযাছে, তাঁহারা আগামী বর্ষের নিমিত্ত অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। অগ্রিম মূল্য অগ্রে প্রদান না করিলে সমাজের ক্ষতি করা হয়।

যাঁহাদিগের নিকট তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য দ্বাদশ মাস অনাদায় আছে, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া বৈশাখ মাসের মধ্যে উহা পরিশোধ করিবেন। নতুবা সমাজ জ্যৈষ্ঠ মাস অবধি তাঁহাদের নিকট মাশুল দিয়া পত্রিকা প্রেরণে অসমর্থ হইবেন।

আগামী ২০, বৈশাখ শনিবার শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজের একাদশ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে প্রাতে ৬৷৷০ ঘটিকা ও সন্ধ্যা ৭৷৷০ ঘটিকার সময় ৺ কাশীশ্বর মিত্র মহাশয়ের ভবনে উপাসনা হইবেক।

আয় ব্যয়।

পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন ১৭৯৫ শক, আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়		১২১৬।৶
পূর্ব্বকার স্থিত ...		৩৭২৮ ৫
সমষ্টি		১৫৮৯ ৶৫
ব্যয়		১২৯৫ ৷৷৶১৫
স্থিত		২৯৩ ।৶১০

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	৩১৬ ৷১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২৫৩ ৶
পুস্তকালয়	১২৭ ৶
যন্ত্রালয়	৩৯৭ ৷৷ ১৫
গচ্ছিত	১২২।৶১০
সমষ্টি	১২১৬।৶

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	৩১০ ।৶ ৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৪৩৩৸১৫
পুস্তকালয়	৮৬ ৶১০
যন্ত্রালয়	২৩০ ৷৷ ১০
গচ্ছিত	২৩৪৸৶১৫
সমষ্টি	১২৯৫ ৷৷৶১৫

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১০০
" কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ...	১০০
" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	২৫
" জানকীনাথ ঘোষাল	২৫
" দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১০
" সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ...	১০
" প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটীর মধ্যের দান ...	১৪
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন ...	৫
" লক্ষ্মীনারায়ণ বসু ...	৪
" গোকুলকৃষ্ণ সিংহ ...	২
" দয়ালচন্দ্র শিরোমণি ...	২
" মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়	২
" হরকুমার সরকার ..	২
" পার্ব্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	১
" প্রসন্নকুমার বিশ্বাস ...	১
" বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ...	১
" ব্রজনাথ ধর ...	১
" হরনাথ ঠাকুর ...	১
" ক্ষেত্রমোহন ধর ...	১
" গোলোকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ...	৷৷
দানাধারে প্রাপ্ত	৪৷৷৶১৫

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ...	৪
সমষ্টি	৩১৬ (১৫

সম্বৎ ১৯৩১। কলিগতাব্দ ৪৯৭৫। ১ বৈশাখ সোমবার।

Registered No 58

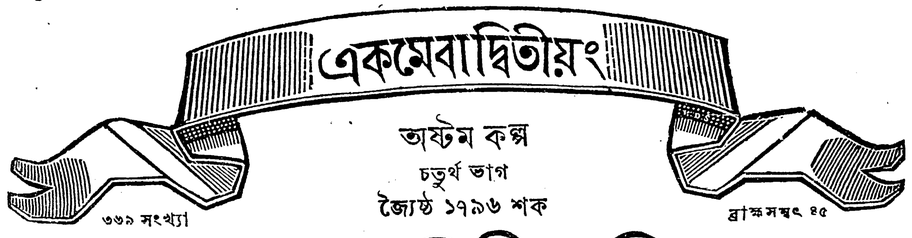

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ।

প্রথম প্রপাঠক।

প্রথম খণ্ড।

ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত। ওমিতি হ্যুদ্গায়তি তস্যোপব্যাখ্যানং। ১।

'ওঁ ইতি এতৎ' পরমাত্মনোঽভিধানং নৌর্বিনতীকঞ্চ বর্ণাত্মকত্বাৎ 'অক্ষরং' ভক্ত্যবয়বত্বাৎ 'উদ্গীথং' উদ্গীথশব্দবাচ্যং 'উপাসীত' তত্রৈকাগ্র্যলক্ষণাং মতিং সন্তনুয়াৎ। ওঙ্কারস্যোদ্গীথশব্দবাচ্যত্বে হেতুমাহ 'ওমিতি হি উদ্গায়তি' ওমিত্যারভ্য হি যস্মাৎ উদ্গায়তি অত উদ্গীথ ওঙ্কার ইত্যর্থঃ। 'তস্য' অক্ষরস্য 'উপব্যাখ্যানং' এবমুপাসনমেবং বিভূত্যেবং ফলমিত্যাদি কথনং প্রবর্ত্ততইতি বাক্যশেষঃ। ১।

উদ্গীথ শব্দ বাচ্য ওঁকার অক্ষরের উপাসনা করিবেক, যেহেতু ওঙ্কার হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে গান হইয়া থাকে। সেই অক্ষরের ব্যাখ্যান প্রবৃত্ত হইতেছে। ১।

এষাং ভূতানাং পৃথিবী রসঃ পৃথিব্যা আপোরসঃ। অপামোষধয়োরস ওষধীনাং পুরুষোরসঃ পুরুষস্য বাগ্রসোবাচ ঋগ্রসঋচঃ সাম রসঃ সাম্ন উদ্গীথোরসঃ। ২।

'এষাং' চরাচরাণাং 'ভূতানাং' 'পৃথিবী' 'রসঃ' গতিঃ পরায়ণমবষ্টম্ভঃ 'পৃথিব্যাঃ আপঃ রসঃ' অপ্সু হি ওতা চ প্রোতা চ পৃথিবী অতস্তাঃ রসঃ পৃথিব্যাঃ। 'অপাং ওষধয়ঃ রসঃ' অল্পপরিণামত্বাৎ ওষধীনাং 'ওষধীনাং পুরুষঃ রসঃ' অন্নপরিণামত্বাৎ পুরুষস্য 'পুরুষস্য বাক্ রসঃ' পুরুষাবয়বানাং হি বাচঃ সারতমত্বং। 'বাচঃ ঋক্ রসঃ' সারতরা 'ঋচঃ সাম রসঃ' সারতরং 'সাম্নঃ উদ্গীথঃ রসঃ' প্রকৃতত্বাৎ ওঙ্কারঃ সারতরঃ। ২।

পৃথিবী এই সমুদায় ভূতের সার, পৃথিবীর সার জল, জলের সার ওষধি, ওষধির সার পুরুষ; পুরুষের সার বাক্য, বাক্যের সার ঋক্, ঋকের সার সাম, সামের সার উদ্গীথ—ওঁকার। ২।

সএষোরসানাং রসতমঃ পরমঃ পরার্দ্ধ্যোঽষ্টমো যদুদ্গীথঃ। ৩।

'সঃ এষঃ' উদ্গীথাখ্যঃ ওঁকারঃ 'রসানাং' ভূতাদীনামুত্তরোত্তরাণাং 'রসতমঃ' অতিশয়েন রসঃ 'পরমঃ' প্রকৃষ্টঃ পরমাত্মবদুপাস্যত্বাৎ 'পরার্দ্ধ্যঃ' পরঞ্চ তদর্দ্ধং স্থানঞ্চ তদর্হতি পরমাত্মস্থানার্হঃ 'অষ্টমঃ' পৃথিব্যাদিরসসংখ্যায়াং 'যদুদ্গীথঃ' যঃ উদ্গীথঃ। ৩।

সেই এই উদ্গীথাখ্য ওঙ্কার সকল সারের মধ্যে প্রকৃষ্ট সারতম, পরমাত্ম স্থানীয়, ইনি সার সংখ্যা গণনায় অষ্টম হয়েন। ৩।

কতমা কতমর্ক্কতমৎ কতমৎ সাম কতমঃ কতম উদ্গীথ ইতি বিমৃষ্টং ভবতি। ৪।

'কতমা কতমা ঋক্, কতমৎ কতমৎ সাম, কতমঃ কতমঃ উদ্গীথঃ' ঈপ্সা আদরার্থা, 'ইতি বিমৃষ্টং ভবতি' বিমর্শঃ কৃতঃ ভবতি, বিমর্শে হি কৃতে প্রতিবচনোক্তিরুপপন্না। ৪।

ঋক্ কি ? ও সাম কি ? এবং উদ্গীথই বা কি ? এই প্রকার প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে। ৪।

বাগেবর্কপ্রাণঃ সাম ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথঃ। তদ্বা এতন্মিথুনং যদ্বাক্ চ প্রাণশ্চর্ক্ চ সাম চ। ৫।

'বাগেব ঋক্ প্রাণঃ সাম' বাক্‌প্রাণৌ ঋক্ সামযোনী 'ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথঃ' অনেন ভক্ত্যাশঙ্কা নিবর্ত্ততে 'তদ্বৈ এতৎ মিথুনং' নির্দ্দিশ্যতে, কিং তৎ মিথুনমিত্যাহ 'যৎ বাক্ চ প্রাণশ্চ' সর্ব্বক্‌সামকারণভূতৌ 'ঋক্ চ সাম চ' ঋক্‌সামকারণৌ ঋক্ সামশব্দোক্তৌ ইত্যর্থঃ।৫।

বাক্য ও ঋক্, প্রাণ ও সাম, এবং ওঙ্কার রূপ অক্ষর উদ্গীথ, তাহারই এই মিথুন নির্দ্দেশ, বাক্য ও প্রাণ এবং ঋক ও সাম। ৫।

বর্ষ-শেষ ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

৩১ চৈত্র রবিবার ১৭৯৫ শক।

যে বহমান কাল-স্রোতে বর্ত্তমান বর্ষ-বিম্ব প্রত্যক্ষ ভাসমান হইতেছিল, অদ্যকার রজনীর অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাহা অতীত কাল-সিন্ধু-গর্ত্তে বিলীন হইতে চলিল। আমরা এখন আশা-যষ্টি অবলম্বন করিয়া প্রাণ ধারণ করিতে রহিলাম! বর্ত্তমান বর্ষের সঙ্গে আমারদের যে সম্বন্ধ—যে যোগসূত্র দৃঢ়রূপে আবদ্ধ ছিল, এই রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা বিচ্ছিন্ন হইবে। আমারদের শিক্ষা-সম্ভোগের নিমিত্ত যে সকল অপূর্ব্ব বিষয়-সামগ্রী চক্ষুর সমক্ষে বর্ত্তমান ছিল, কল্য প্রত্যূষেই কাল-সিন্ধুর নবতর তরঙ্গ উত্থিত হইয়া সে সমুদায়কেই অধোগামী করিয়া দিবে, আমরা বিশ্ব নিয়ন্তার আদেশ ক্রমে আবার নূতন-রাজ্যে—নূতন-ক্ষেত্রে যাইয়া উপনীত হইব।

যাহা বর্ত্তমান তাহারই উপরে আমারদের অধিকার, ভবিষ্যতের উপরে আমারদের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই, কিন্তু আমরা যে মঙ্গলময়ের মঙ্গল-রাজ্যের প্রজা, তাহাতে আমরা প্রত্যেক-কালে—প্রতি-অবস্থাতেই তাঁহার সন্নিধানে কেবল মঙ্গলই প্রত্যাশা করিতে পারি। যাঁহার আদেশে বীজ হইতে কাণ্ড শাখা, আবার শাখাগ্র হইতে পত্র-কলিকা, পুষ্প-ফল কাল-ক্রমে বিনির্গত হইয়া থাকে, সেই বিশ্ব-বিধাতার অব্যর্থ-বিধান-ক্রমে তেমনি ভবিষ্যৎ-কাল-গর্ত্ত বিদীর্ণ হইয়া আমারদের শিক্ষা সম্ভোগের সমুদায় নূতনবিধ উপকরণই প্রয়োজন মত বর্ষিত হইবে, এই আমারদের দৃঢ়তর আশা। এই স্বর্গীয়-আশার মৃত-সঞ্জীবনী-শক্তি প্রভাবেই বর্ত্তমানের মধ্যে থাকিয়া আমরা ভবিষ্যৎ-গর্ত্তস্থ শান্তি-মঙ্গলের প্রত্যাশা করিতেছি। শৃঙ্খল বদ্ধ অপরাধী বিচারপতির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া যেমন ভয়-ব্যাকুলতার সহিত তাঁহার মুখ-বিনির্গত দণ্ডাজ্ঞার প্রতীক্ষা করিতে থাকে, আমরা অমৃতের পুত্র, আমরা মঙ্গল-নিদান ঈশ্বরের প্রজা, আমরা অমৃত-নিকেতনের যাত্রী, আমারদের পক্ষে ভবিষ্যৎ কাল তাদৃশ ভয়াবহ হইবার সম্ভাবনা নাই। সংসারে অসৎ, অবাধ্য, কুলাঙ্গার পুত্রকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়াই মনুষ্য-সমাজে পিতা-মাতার বলবৎ শাসন-পদ্ধতি, কিন্তু ধর্ম্ম-পথ-হারা যথেচ্ছাচারী সন্তানকে স্বীয় নিরাপদ-ক্রোড়ে স্থান দান করিয়া সংশোধিত করাই বিশ্ব-পিতা অখিল মাতা অমৃত স্বরূপ পরমেশ্বরের একান্ত আকিঞ্চন। প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা বিধান করাই পার্থিব-রাজাদিগের যার পর নাই গুরুতর কঠোরতর শাসন, শোধন করা—মৃত-প্রায় আত্মাতে প্রাণ সঞ্চার করাই মঙ্গলময় বিশ্বাধিপতির একমাত্র লক্ষ্য। গুরুতর অত্যাচারী প্রজাকে অদৃষ্টপূর্ব্ব দ্বীপ দ্বীপান্তরে অজ্ঞাত কুলশীল অত্যুৎকট অপরাধী জঘন্য-প্রকৃতি চির-বন্দীদিগের মধ্যে নির্ব্বাসিত করাই

এখানকার নরপতিদিগের নিদারুণ শাসন প্রণালী; দিব্য-জ্ঞান-সম্পন্ন পবিত্রাত্মা ঈশ্বর-প্রাণ দেবমণ্ডলীর মধ্যগত করিয়া পৃথিবীস্থ পাপী তাপী-অত্যাচারী সন্তানগণকে লোক-লোকান্তরে শোধিত-শিক্ষিত করাই সেই অনন্ত-উন্নতি-পথের নেতা, ত্রিভুবন পরিপালক পরমেশ্বরের কল্যাণময় আদেশ! তখন বর্ত্তমান-বর্ষের অবসানে—নববর্ষের আগমনে ভবিষ্যৎ চিন্তায় কেন আমরা ভীত শঙ্কিত হইব ? ভবিষ্যতের সঙ্গে যে কেবল কল্যই আমারদের প্রথম সাক্ষাৎ হইবে তাহা নয়। কত শত ভবিষ্যৎ-দিন আমারদের নিকটে বর্ত্তমান হইয়া কত অগণ্য সুখ-শান্তি বিতরণ করিয়া এখন অতীত-কাল-গর্ত্তে নিহিত হইয়া গিয়াছে—কত শত দূরবর্ত্তী ভয়ঙ্কর ঘটনা-মালা প্রলয়-কাল-তুল্য অন্ধতম মেঘমালার ন্যায় গভীর গর্জ্জনে আমারদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া শুভ্র সুস্নিগ্ধ জল-ধারা-বর্ষণের ন্যায় অপর্য্যাপ্ত শান্তি-কল্যাণ বিধান করিয়া জীবন-পথের অনেক পশ্চাতে চলিয়া গিয়াছে, তাহাতে আমারদের ইষ্ট ভিন্ন কোথায় অনিষ্ট ঘটিয়াছে—মঙ্গল ভিন্ন কাহার অমঙ্গল সংসাধিত হইয়াছে ? কল্যকার ভবিষ্যৎ নববর্ষের সঙ্গে, বর্ত্তমান-বর্ষের অদ্যকার রজনীর যে রূপ সম্বন্ধ, গর্ব্ভস্থ সন্তানের পক্ষে, সেই রূপ এই ভূলোক, ক্রীড়া-পরায়ণ বালকের পক্ষে তেমনি যৌবন-কাল, উদ্যমশীল জ্ঞান-ধর্ম্ম-পিপাসু যুবার পক্ষে তেমনি বার্দ্ধক্য, চলিষ্ণু বৃদ্ধের সম্বন্ধে তেমনি পরলোক। আমরা কি সকলে তাদৃশ অবস্থার মধ্য দিয়া চলিয়া আসিতেছি না। যাহা এক সময়ে আমারদের সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ ছিল, তাহা কি বর্ত্তমান হইয়া পরে অতীত-কাল মধ্যে গরিগণিত হয় নাই ? গর্ত্তাবস্থা হইতে এই বর্ত্তমান-কাল পর্য্যন্ত আমারদের শরীর-মন-আত্মা কি উন্নত পরিণত হইয়া আসে নাই ? কোন বৃত্তাকার পদার্থের অংশ মাত্র দেখিয়া যখন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত নিঃসংশয়ে সেই মূল বস্তুকে গোলাকার বলিয়া অবধারণ করেন, তখন জরায়ু হইতে বাল্য-কৌমার যৌবন-বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত ক্রমাগত সকল কালে সকল-অবস্থাতে সুখ-শান্তি মঙ্গল-কল্যাণ উপভোগ করিয়া কি নিশ্চয় রূপে ঈশ্বরকে পূর্ণ মঙ্গল-স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি না ? পৃথিবীর অবশিষ্ট কয়েক দিন—ইহলোক অন্তে পরলোকে কি সেই মঙ্গল-স্বরূপের স্নেহ প্রেম আলিঙ্গনের মধ্যে থাকিয়া পালিত পোষিত হইবার আশা করিতে পারি না ? যখন সমস্ত জীবন একাদিক্রমে তাঁহার ঘন-নিবিড় মঙ্গলচ্ছায়ায় রক্ষিত হইয়া আসিতেছি, তখন ঐহিক মঙ্গলদাতা বিশ্ব-বিধাতাকে পারত্রিকেরও শান্তি মঙ্গলদাতা বলিয়া কে না অবধারণ করিবে ? যে স্নেহময়ী জননী সদ্যোভূমিষ্ঠ অসহায় অকর্ম্মণ্য শিশু-সন্তানকে স্বীয় শরীর-নিঃসৃত দুগ্ধ দিয়া পালন করেন, তিনি কি সেই সন্তান দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ হইলে তাহাকে বিষ দান করিয়া থাকেন ? তেমনি যখন আমরা ঈশ্বরের স্নেহ-প্রেম কিছুই জানিতাম না, তখন যিনি অকাতরে আমারদের মঙ্গল-বিধান করিয়াছেন—কোটি কোটি বিপদ-রাশি হইতে বিনা প্রার্থনায় মুক্ত করিয়াছেন; যখন আমরা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, তাঁহার সহিত আমারদের নিগূঢ়-সম্বন্ধ সুস্পষ্ট রূপে উপলব্ধি করিতেছি—ভয়-প্রাপ্ত শিশুর ন্যায় যখন আমরা প্রতিদিনই বিপদ-ভয়ে আকুল হইয়া তাঁহার বিশ্ব প্রসারিত নিরাপদ-ক্রোড়ে যাইয়া নির্ভয় ও নিঃশঙ্ক হইতেছি—অভাব-অনটন অনুভূত হইলে যাঁহার নিকটে মুক্ত হৃদয়ে মুক্ত রসনায় প্রার্থনা করিতেছি এবং যিনি সমুদায় ভয়-তাপ নিবারণ করিয়া

আপনার নিরাপদ-ক্রোড়ে স্থান দান করত প্রার্থনার অতিরিক্ত শান্তি-কল্যাণ বিধান করিতেছেন, ভবিষ্যৎ কালে কি তিনি আমারদিগকে বিস্মৃত হইবেন? লোকান্তরে তিনি তাঁহার রক্ষিত-পালিত সন্তানকে কি অশান্তি অকল্যাণের মধ্যে নিক্ষেপ করিবেন? আত্মার প্রাণ থাকিতে তো এ চিন্তা হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না। প্রত্যুত তিনি কৃপা করিয়া প্রতি আত্মার অভ্যন্তরে যে দুর্নিবার্য্য আশা বিধান করিয়াছেন, তাহাই তো সমুদ্র-তীরবর্ত্তী দীপ-গৃহের ন্যায় জ্যোতি বিস্তার করিয়া মোহময় সংসার-সাগরের ভীষণ তরঙ্গ তুফানের মধ্যেও আমারদিগকে কল্যাণের পথ প্রদর্শন করিতেছে। এই আশা কেবল মনের ক্ষণিক ভাব-মাত্র নহে, মনুষ্যের কল্পনা-শক্তিও এই আশাকে নির্ম্মাণ করে নাই। সূর্য্য হইতে যেমন কিরণ জাল বিকীরিত হইয়া মর্ত্তের অন্ধকার নাশ করিতেছে, উৎস হইতে যেমন অবিশ্রান্ত বারি-ধারা নির্গত হইয়া পৃথিবীর তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছে, সেই স্নেহময়ী পরম-মাতা হইতে—সেই প্রীতি-পূর্ণ বিশ্বপিতা হইতে এই আশা-রশ্মি মানব-আত্মায় বর্ষিত হইয়া তাহার মোহ-অন্ধকার বিনষ্ট করিতেছে—তাহার আন্তরিক পিপাসা শান্তি করিতেছে। এই পবিত্র আশা-প্রদীপ কোন দুঃখ-দুর্দ্দৈবে নির্ব্বাণ হয় না, কোন ঘটনা জালেও আচ্ছাদিত থাকে না।

আমরা কি কোন ক্ষুদ্র-মনুষ্যের নিকটে শান্তি-কল্যাণের আশা করিতেছি, যে, তাহার ক্ষুদ্র-ভাণ্ডার তাহা পূর্ণ করিতে পারিবে না। আমারদের প্রতি যাঁহার অনন্ত প্রেম, তাঁহারই প্রতি আমারদের অনন্ত শান্তির আশা উদ্দীপ্ত হইতেছে। সন্তানের প্রতি পিতা মাতার অকপট স্নেহ বলিয়াই পুত্র তাঁহারদের যথা-সর্ব্বস্ব আকাঙ্ক্ষা করে, শিষ্যের প্রতি আচার্য্যের অকৃত্রিম প্রীতি বলিয়াই শিষ্য তাঁহার উপার্জ্জিত সমুদায় জ্ঞান-রত্ন প্রাপ্তির প্রত্যাশা করে, প্রজার প্রতি রাজার বাৎসল্য-ভাব দেখিয়াই দুঃখ-দুর্ভিক্ষে, রোগ-বিপদে রাজার শক্তি-সামর্থ্য অনুসারে প্রজা সরল-ভাবে সম্পদ সৌভাগ্য ঔষধ-পথ্য পাইবার আশা করে। যেখানে স্নেহ প্রীতি মঙ্গল-ভাব নাই, সেখানে কুত্রাপি কোন মনুষ্যের কোন আশাই থাকে না। ঈশ্বর, স্নেহ-মঙ্গলের অনন্ত-আকর, এই জন্য তাঁহার সন্নিধানে আমরা ঐহিক-পারত্রিকের অনন্ত-কল্যাণ-লাভের আশা করিতেছি। মনুষ্যের প্রতি তাঁহার অলৌলিক প্রেম, মনুষ্যেরও সেই জন্য তাঁহার প্রতি স্বর্গীয় আশা স্বতই উদ্দীপ্ত হয়। মনুষ্যের নিকটে মনুষ্য যে আশা করে, মনুষ্যের সম্বল-সঙ্গতির অল্পতা জন্যই তাহা বিফল হয়। পূর্ণ স্বরূপ পরমেশ্বরের নিকটে আমরা যে আশা করি, সেই আশাই সফল হইয়াছে, হইতেছে এবং ভবিষ্যতেও সেই আশা নিশ্চয়ই পূর্ণ হইবে।

এই আশাই মনুষ্যের জীবনী-শক্তি—এই দুর্নিবার্য্য আশাই আত্মার অনন্ত-উন্নতির পথ-প্রদর্শক। এই স্বর্গীয় আশা বিশ্ব-বিধাতা প্রতি আত্মাতে প্রেরণ করিয়া কি অপূর্ব্ব করুণাই প্রকাশ করিয়াছেন। কি বিচিত্র কৌশলেই মানব কুলকে ঐহিক পারত্রিকের মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত করিতেছেন। কি কল্যাণময় বিধান ক্রমেই তিনি মনুষ্যকে বর্ত্তমানের অভাব অনটন এবং ভবিষ্যতের উন্নতি-কণ্টক সকল নির্মূল করিতে সমর্থ করিতেছেন। এই আশাই পিতা-মাতাকে যথা-সর্ব্বস্ব পণ করিয়া সদ্যো-ভূমিষ্ঠ শিশু সন্তানের রক্ষণ পোষণে প্রবৃত্ত করে, এই আশাই স্বদেশ প্রেমী মহাপুরুষকে স্বীয় জন্ম

ভূমির গতি-মুক্তি জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতে উপদেশ দেয়, এই আশাই জ্ঞান-পিপাসু জনগণের অরণ্য প্রান্তর নদ নদী সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করত বিবিধ ক্লেশ সহ্য করিয়া জ্ঞান-রত্ন আহরণ করিবার নিমিত্ত উত্তেজিত করে, এই আশাই ঈশ্বর-প্রাণ সরল সাধুকে নিন্দা স্তুতির প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া সহস্রবিধ সংসার-যন্ত্রণা সহ্য করিয়া ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনে অটল উৎসাহ, অপ্রতিহত অনুরাগ প্রদান করে। আশাই প্রবক্তার রসনাকে প্রমুক্ত করিয়া দেয়, আশাই গ্রন্থকারের দারুময়ী লেখনীকে সঞ্চালিত করে, আশাই চিন্তাশীল ব্যক্তিকে মস্তিষ্ক চালনে প্রবৃত্তি দেয়, আশাই কর্ম্মীকে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে—ধার্ম্মিককে সৎকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত করে। মনুষ্যের হৃদয়ে যদি আশা না থাকিত, সংসার দুঃখের আগার—অসান্তির আলয় হইয়া পড়িত। জ্ঞান-ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করা দূরে থাকুক, এখানে প্রাণ-ধারণ করাই মনুষ্যের পক্ষে যার পর নাই ক্লেশকর হইয়া উঠিত। আশা যষ্টিই মনুষ্যকে সংসার যন্ত্রণার মধ্যে অটল ভাবে রক্ষা করে। আশাই এখানে অবসন্ন হৃদয়কে প্রসন্ন করে, আশাই দীন দরিদ্র নিরাশ্রয় মনুষ্যকে আশ্রয় প্রদান করে, আশাই শোকার্ত্তের সন্তাপাশ্রু মোচন করিয়া দেয়, এই আশারূপ ধ্রুবতারার প্রতি মনশ্চক্ষু স্থির রাখিয়া মনুষ্য এখানে কি কঠোর পরিশ্রমই না করে, কি নিষ্ঠুর আঘাতই না সহ্য করে, কি অসাধ্য সাধনেই না প্রবৃত্ত হয়। এই আশা প্রদীপ নির্ব্বাণ হইলে মনুষ্যের আর মনুষ্যত্ব থাকে না, জীবনের মধুরতা অন্তরিত হয়, জনসমাজের বন্ধন-শৃঙ্খল ছিন্ন হয়, পৃথিবীর শ্রী-সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হয়, আত্মার নির্ভর-যষ্টি ভগ্ন হইয়া যায়।

আশাই বন্দীর কারাবাস যন্ত্রণার লাঘব করে, আশাই নির্ব্বাসিত ব্যক্তির সান্ত্বনা বিধান করে, আশাই রোগীর রোগ-যন্ত্রণাকে লঘু করিয়া দেয়, আশাই ব্যাকুল আত্মাতে শান্তি আনয়ন করে, আশাই মৃত্যু-শয্যায় সর্ব্বত্যাগী মনুষ্যকে পরলোক—ব্রহ্ম লোকের প্রতি—সেই শান্তি-নিকেতনের প্রতি অন্তশ্চক্ষু উন্মীলিত করিতে উপদেশ দেয়। আশাই পাপী-তাপীকে ঈশ্বরের শান্তিপ্রদ শীতল-ক্রোড়ে আনয়ন করে। আশাই অদ্য এখানে আমারদিগকে আনয়ন করিয়াছে। দেখ! সকলে প্রত্যক্ষ দেখ! আজ আমারদের আশা এখানে পূর্ণ হইতেছে কি না। আমরা পাপ-ভারাক্রান্ত হৃদয় লইয়া আশা-পূর্ণ-মনে এখানে উপস্থিত হইয়াছিলাম, করুণা-নিধান কেমন বিচিত্র কৌশলে আমারদের হৃদয়-ভার লঘু করিয়া দিতেছেন। কেমন অজস্রধারে করুণা-বারি বর্ষণ করিয়া আমারদের মনের মালিন্য বিদূরিত করিতেছেন। তাঁর মঙ্গল-জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া কেমন নিঃশব্দে আমারদের হৃদয়ের মোহ-অন্ধকার অন্তরিত করিতেছেন।

করুণা-নিধান! আমরা জীবনের প্রত্যেক ঘটনায়—প্রত্যেক কার্য্যে অন্তর-নিহিত আশাকে যখন সফল হইতে দেখিতেছি, তখন আর কোন্ প্রাণে তোমাকে বিস্মৃত হইব! তোমাকে ছাড়িয়া আর কোথায় যাইয়া শান্তি লাভ করিব। তুমি অনন্ত-প্রেম, তুমি পূর্ণ-স্বরূপ, আমারদের অনন্ত আশা তুমি বিনা আর কে পূর্ণ করিবে?

হে পরমাত্মন্! মোহান্ধ হইয়া সম্বৎসর কাল আমরা যে সকল পাপ চিন্তা, পাপালাপ, পাপানুষ্ঠান করিয়াছি; আশা-পূর্ণ হৃদয়ে তোমার সন্নিধানে তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, তুমি কৃপা করিয়া আমারদের সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর। ভবি-

যাতে তোমার আদিষ্ট ধর্ম্মপালনে আমার দিগকে নূতন বল, নূতন বীর্য্য, নব-অনুরাগ ও নব উৎসাহ প্রদান কর। আমরা যাহাতে তোমার প্রসন্নতা লাভের প্রত্যাশায় শরীর মন আত্মা সকলই সমর্পণ করিতে পারি, আমারদিগকে এরূপ প্রসাদ বিতরণ কর. সকলে যোড়-করে তোমার সন্নিধানে এই প্রার্থনা করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

বেদান্ত-দর্শন।

বেদান্ত-দর্শন দ্বৈত অপেক্ষা অদ্বৈতের পক্ষপাতী—ইহা কি তাঁহার উচিত? বেদান্ত ইহার এই রূপ উত্তর দেন যে, জড় অপেক্ষা জ্ঞানের পক্ষপাতী হওয়া যদি উচিত হয়, তবে দ্বৈত অপেক্ষা অদ্বৈতের পক্ষপাতী হওয়া উচিত না হইবে কেন? জ্ঞানের বা আত্মার একত্ব এবং জড়ের অনেকত্ব সর্ব্ববাদি-সম্মত; সুতরাং যাঁহারা জ্ঞানের পক্ষপাতী, তাঁহারা যে অদ্বৈতের পক্ষপাতী হইবেন. ইহা বিচিত্র নহে। কি তবে বিচিত্র? না যাঁহারা জ্ঞানের পদতলে সর্ব্বস্ব সঁপিয়া দিতে প্রস্তুত, যাঁহারা জ্ঞান-লাভকে সকল লাভের প্রধান লাভ বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন, তাঁহারা যে সময়ে সময়ে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া জ্ঞান অপেক্ষা জড়ের পক্ষপাতী হন, একত্ব অপেক্ষা অনেকত্বের পক্ষপাতী হন, একাগ্রতা অপেক্ষা বিক্ষেপের পক্ষপাতী হন, অদ্বৈত অপেক্ষা দ্বৈতের পক্ষপাতী হন, ইহাই বিচিত্র।

জড় অপেক্ষা জ্ঞানের পক্ষপাতী হওয়াকে যদি দোষ বলা যায়, তবে সে দোষ বেদান্তের যৎপরোনাস্তি আছে। প্রতিপক্ষ ব্যক্তি এস্থলে বলিবেন যে, জ্ঞানের ঐকান্তিক পক্ষপাতী হওয়াতে কোন যে দোষ আছে তাহা আমরা বলি না, আমারদের বক্তব্য কেবল এই মাত্র যে,যেমন উহাতে কোন দোষ নাই, তেমনি উহাতে কোন ফলও নাই; প্রকৃতির আলোচনা দ্বারা আমরা যেমন হাতে হাতে ফল পাই, জ্ঞানের আলোচনা দ্বারা তাহার কণাংশও পাই না—লাভের মধ্যে হয় এই যে, আমরা সাংসারিক সকল কার্য্যের বাহির হইয়া পড়ি। যাঁহারা এই রূপ বলেন, তাঁহারদিগের প্রতি বক্তব্য এই যে, প্রকৃতির আলোচনা এবং জ্ঞানের আলোচনা এ দুয়ের মধ্যে একটি স্বকপোল-কল্পিত প্রাচীর প্রতিষ্ঠা করিতে তোমাদের যেরূপ আগ্রহ, সত্যের সার্ব্বভৌমিক দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিতে তোমারদের সেরূপ আগ্রহ না হয় কেন? সত্যকে এত ভয় কর কেন? সত্যের সেবায় রত হইলে কার্য্যের বাহির হইতে হইবে—ইহা ভয়ের বিষয় বটে; কিন্তু সে ভয় কি রূপ? না যেমন গুরুর নিকটে বিদ্যাভ্যাস করিতে যাওয়া বালকের পক্ষে ভয়ের বিষয়, উহাও সেইরূপ। সন্তান-স্নেহের বশতাপন্ন হইয়া মাতা কখন কখন এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, "আমার পুত্র মূর্খ হইয়াই বাঁচিয়া থাকুক, বিদ্যা শিক্ষার কঠোরতাতে উহার কাজ নাই" ইত্যাদি; সেই রূপ কোন কোন দয়ার্দ্রচিত্ত জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন যে, দুর্ব্বল মনুষ্য এই যাহা করিয়াছে, যথেষ্ট করিয়াছে; বাষ্পীয় যান নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাড়িত বার্ত্তাবহ নির্ম্মাণ করিয়াছে, বাষ্পীয় শকট নির্ম্মাণ করিয়াছে, সুন্দর বসন ভূষণ পরিচ্ছদ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছে,—মনুষ্য এত করিয়াছে,আর কি করিবে? এই দেখ কেমন একটি বিজ্ঞানের অট্টালিকা পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাত্মাগণ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে,—ইহার অভ্যন্তরে সুখে স্বচ্ছন্দে কাল যাপন কর! তোমার অভাব কি? তিন বৎসর পরে যে গ্রহণ হইবে অদ্য তুমি

তাহা গণনা করিয়া বলিতে পার—তুমি আর কি চাও! বায়ুর মধ্যে কি কি বস্তু কি কি পরিমাণে আছে, তাহা তোমার নখ-দর্পণ—আর কি চাও? মনুষ্য দেহে কয় খণ্ড অস্থি আছে,তাহা তোমার মুখাগ্রে—আর কি চাও? আহা তোমার দুর্ব্বল শরীর, দুর্ব্বল মন,—তোমাকে বিনীত ভাবে বলিতেছি যে কূটস্থ সত্য, অনন্ত জ্ঞান, এ সকলের দিকে যাইও না যাইও না, পরমাত্মা আছেন ত আছেন, নাই ত নাই, তাঁহাতে তোমার কিছুই আইসে যায় না।

এইরূপ নিষ্ঠুর দয়ার নিদর্শনে যদি মনুষ্যের মন ভুলিবার পাত্র হইত, তবে একটি স্বর্ণ নির্ম্মিত শৃঙ্খল দ্বারা মনুষ্যের চরণ-যুগল বন্ধন করিয়া, তাহাকে অনায়াসে এই বলিয়া ভুলান যাইতে পারিত যে, তোমাকে আমি স্বর্ণালঙ্কার পরিধান করাইতেছি। মনুষ্যের মন বলিতেছে যে, "কারণ" জানিতে পারিলে "কার্য্য" কেমন স্পষ্ট রূপে জানা যাইতে পারে! তুমি তাহাকে এই বলিয়া থামাইতেছ যে, কারণের দিকে যাইও না—কার্য্য সকল এবং তদীয় নিয়ম-সকল অবগত হইয়া সুখ-স্বচ্ছন্দে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ কর! কি দয়া! মনুষ্যের মন বলিতেছে যে যদি সুগভীর জ্ঞানের উপর জগৎ সংসার প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে একটি বালুকার সেতুর উপরে জগৎ সংসার প্রতিষ্ঠিত! কোথায় সে জ্ঞান-প্রেম-মঙ্গল-সত্য রূপ আত্মার তৃপ্তি স্থল! তুমি বলিতেছ তিনি থাকুন বা না থাকুন তাহাতে তোমার প্রয়োজন নাই! কি দয়া! যে-মনুষ্যের মন বলিতেছে "আমি আমার জ্ঞানকে প্রস্ফুটিত করিতেছি, প্রেমকে বিস্তৃত করিতেছি, আত্মাকে মঙ্গল-কার্য্য দ্বারা জয়যুক্ত করিতেছি—ইহাতে আমার আত্মা লঘু-ভার,সুপ্রসন্ন,এবং আনন্দময় হইতেছে; আমার আত্মা এখন প্রকৃত-রূপে আত্মা হইতেছে; আমি যাহা পাইয়াছি তাহার বৃদ্ধি বই ধ্বংস নাই!" যে-মনুষ্যের মন এইরূপ বলিতেছে, তাহাকে তুমি বলিতেছ যে, ধ্বংস হইল-হইল তাহাতে ক্ষতি কি? এক জন জন্মান্ধ ব্যক্তি চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিকে বলিতেছে যে, তুমি অন্ধকারময় গৃহাভ্যন্তরে অবস্থিতি করিলেই বা, তাহাতে ক্ষতি কি?

জিজ্ঞাস্য এই যে, জ্ঞানের পক্ষপাতী হওয়াতে বাস্তবিক কোন ফল আছে কি না? যদি থাকে, তবে সে ফল কি রূপ? প্রকৃতি-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এক্ষণে বিজ্ঞান-রাজ্যের এরূপ একটি স্থানে উত্তীর্ণ হইয়াছেন যে, তথা হইতে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে পশ্চাতের অধিকার-সকলকে গাঢ়তর রূপে আয়ত্ত করা তাঁহাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। যত তাঁহারা অগ্রসর হইতেছেন, ততই তাঁহাদের মনে-হইতেছে যে, প্রকৃতির নিগূঢ়-তত্ত্ব জানিতে-যাওয়া কিছু নহে—তাহা অপেক্ষা গুটি-কত প্রাকৃতিক নিয়ম যাহা আমরা জানি, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা ভাল। চিকিৎসকেরা এক্ষণে আপনারদিগের ব্যবসায়ের প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা বীত-রাগ হইয়াছেন; তাঁহারা অম্লান বদনে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, আমরা অন্ধকারে ইষ্টক নিক্ষেপ করিয়া থাকি। রসায়ণ-বিদ্যায় যাঁহারা পারদর্শী, তাঁহারা এই বলিয়া আক্ষেপ করেন যে, এত পরিশ্রম করিয়া আমরা যৌগিক বস্তু সকলকে শীর্ণ-বিশীর্ণ করিয়া তাহাদিগকে কতিপয় মূল বস্তুতে পরিণত করিলাম, কিন্তু যখনই আমরা সেই মূল বস্তুগণের সংযোগ-দ্বারা পুনর্ব্বার সেই যৌগিক বস্তু সকল উৎপাদন করিতে যাই, তখনই আমরা বাধা প্রাপ্ত হই। এইরূপ নানা প্রকার বাধা বিঘ্ন দ্বারা আক্রান্ত হইয়া এক্ষণকার প্রকৃতি-তত্ত্ববিৎ

পণ্ডিতগণ এই প্রকার মনঃস্থ করিয়াছেন যে, বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন-জাতীয় বিদ্যার অনুশীলনে যেমন ব্যাপৃত আছেন, তেমনি থাকুন, কিন্তু তদ্ব্যতীত, তাঁহারদের আর একটি কর্ত্তব্য এই যে, সকল-জাতীয় বিদ্যাকে তাঁহারা একত্র সঙ্গৃহীত করিয়া তাহারদের মধ্যে কাহার সহিত কাহার কি রূপ সম্বন্ধ তাহা নির্ণয় করেন; ইহা করিতে পারিলে যাবতীয় বিদ্যার জ্যোতি একত্র পুঞ্জীভূত হইয়া পুরোবর্ত্তী বৈজ্ঞানিক পথের বিস্তর অন্ধকার অপহরণ করিবে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের এই যে একটি সংকল্প ইহা অতি আধুনিক; কিন্তু ইহারি মধ্যে তাহার ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে বিজ্ঞান-রাজ্যে আলোচ্য বিষয়-সকলকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া আলোচনা করাই প্রথা ছিল; পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের প্রসাদাৎ আলোক উত্তাপ তাড়িত প্রভৃতি পদার্থ-সকলকে পরস্পর হইতে যত দূর পৃথক্ রূপে আলোচনা করা যাইতে পারে তাহার কিছু মাত্র ত্রুটি হয় নাই; কিন্তু এক্ষণে, বৈজ্ঞানিকদিগের মতে পূর্ব্বকার সে প্রথা পরিবর্ত্তন করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে, বল, আলোক, উত্তাপ, তাড়িত, এসকলের মধ্যে এরূপ একটি সমজাতীয় সম্বন্ধ সপ্রমাণ হইয়াছে যে, বল কখনও আলোক মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে, কখনও উত্তাপ-মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে, কখনও তাড়িত-মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে; আলোক কখনও উত্তাপ মূর্ত্তি, কখনও তাড়িত মূর্ত্তি, কখনও বল-মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে; ইত্যাদি প্রকারে এ উহার মূর্ত্তি ধারণ করত (বালকদিগের লুকাচুরির ন্যায়) ক্রীড়া করিতেছে; ইহাই আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের পরীক্ষিত সিদ্ধান্ত। বৈজ্ঞানিকদিগের অত্যন্ত আধুনিক এই যে প্রথা, ইহা যে এখনই জ্ঞানীজনের সকল আশা পূর্ণ করিবে, ইহা অসম্ভব; কিন্তু ভবিষ্যতে তাহা যে করিবে, ইহার সুস্পষ্ট নিদর্শন নানা দিক্ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

যেমন আলোক উত্তাপ প্রভৃতি পদার্থ-সকল এক-যোগে আলোচিত হইতে পারে, সেই রূপ, জ্ঞান এবং প্রকৃতি উভয়ে এক-যোগে আলোচিত হইবার কোন বাধা দৃষ্ট হয় না। জ্ঞান ঐক্যের একমাত্র প্রতিষ্ঠা-ভূমি; সুতরাং যখন সকল বিদ্যার মধ্যে ঐক্য সংস্থাপনের প্রস্তাব হইতেছে, তখন জ্ঞানকে ছাড়িয়া দিলে কি রূপে চলিতে পারে? কোন অরাজক দেশকে যখন রাজ-শাসনাধীন করিবার প্রস্তাব হইতেছে, তখন রাজাকে সিংহাসনে অভিষিক্ত না করিলে তাহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে। প্রকৃতির যত কিছু নিয়ম-প্রণালী তাহা জ্ঞানেতে আয়ত্ত করিবার প্রস্তাব হইতেছে, অথচ "জ্ঞান কিছুই নহে, প্রকৃতিই সর্ব্বস্ব" এইরূপ একটি ভান করিয়া, জ্ঞানের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে. কি অমনি বিদ্বান্ ব্যক্তি তথা-হইতে সরিয়া দাঁড়ান্। জ্ঞানের প্রণালী যদি আয়ত্ত করিতে পারা যায়, তবে তাহাই যে প্রকৃতির প্রণালী! জ্ঞানের প্রণালী যতটুকু আয়ত্ত করিতে পারিবে, প্রকৃতির সমগ্র প্রণালী ততটুকু আয়ত্ত করিতে পারিবে। তাহা না করিয়া যদি প্রকৃতিকে ভাগ ভাগ করিয়া দেখিতে যাও, তবে প্রকৃতির সমগ্র প্রণালীর পরিবর্ত্তে তাহার আংশিক প্রণালী-বিশেষ অবগত হইয়াই আপনাকে কৃতকৃত্য বোধ করত নিশ্চিন্ত থাকিবে। সে কি রূপ? না আকর্ষণী-শক্তি বা আলোক বা উত্তাপ ইহারদের মধ্য হইতে কোন-একটিকে মনোনীত করিয়া তাহার একটি প্রতিমা-স্থাপন করিবে এবং সেই প্রতিমার পূজা করিবে; অথচ মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিবে যে, আমি জ্ঞানকেই পূজা করিতেছি। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সূর্য্যকে সৌর জগতের সিংহাসনে অভিষিক্ত করা না হইয়াছিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জ্যোতির্বিদ্যা চক্র এবং উপচক্রের সংখ্যা-বাহুল্যে নিতান্তই প্রপীড়িত ছিল, কিন্তু যে মাত্র সূর্য্যকে সর্ব্বোচ্চ আসন দেওয়া গেল, তৎক্ষণাৎ তদীয় আলোক-প্রভাবে সে-সকল যে কোথায় চলিয়া গেল, তাহার চিহ্ন মাত্রও রহিল না। সূর্য্যকে যেমন সৌর জগতের উপর প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, জ্ঞানকে সেইরূপ প্রকৃতির উপর প্রাধান্য দেওয়া উচিত কি না, এবং তাহার ফলই বা কি, ইহা অতঃপর বিবেচনা করা যাইতেছে।

আর্য্য ঋষিদিগের যোগ-সাধন পদ্ধতি।

৩৬৭ সংখ্যক পত্রিকার ২৫০ পৃষ্ঠার পর।

(৭) ধ্যান—ইহা যোগের সপ্তমাঙ্গ। বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় সকল সম্পূর্ণ রূপে নিরোধ পূর্ব্বক একমাত্র আত্মতত্ত্ব চিন্তা করাই ইহার উদ্দেশ্য। এই ধ্যান করিবার সময় যোগীদিগকে মস্তক, গ্রীবা ও দেহ উন্নত করিয়া এবং বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় সকল সম্পূর্ণ রূপে নিরোধ করিয়া দিবা রাত্র স্থিরভাবে উপবেশন করিতে হয়। আত্মার চৈতন্য সাধনই এই রূপ ধ্যানের লক্ষ্য। এই ধ্যান সাধন নিমিত্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা এই—

(১) কোন প্রকার স্থি .সনে উপবেশন করিয়া ধীরে ধীরে এবং নিঃশব্দে ১৭২৮০০০ বার ওঁ শব্দ উচ্চারণ ও তাহার অর্থ চিন্তা করিবে।

(২) দিবা রাত্র নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখিবে।

(৩) দিবা রাত্র ভ্রূ মধ্যস্থিত প্রদেশে দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখিবে।

কথিত আছে যে, এই রূপ ধ্যানের অবস্থায় যোগীগণ দিব্য দৃষ্টি দ্বারা সকল পদার্থ ও সকল বিষয়ের অভ্যন্তর পর্য্যন্ত অবগত হইতে পারেন এবং পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন।

মহর্ষি শুকদেব বলেন, যিনি ১ দণ্ড ২৬ পল পর্য্যন্ত স্বাস রোধ পূর্ব্বক কুম্ভক করিয়া থাকিতে পারেন, তিনিই ধ্যান দ্বারা পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিবার উপযুক্ত।

৮ সমাধি—ইহা যোগের অষ্টম বা শেষাঙ্গ। যোগশাস্ত্রে এইরূপ উক্ত আছে যে, সমাধির অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, কি শীত কি উষ্ণতা, কি সুখ কি দুঃখ, কিছুই যোগীদিগের নিকট অনুভূত হয় না। ঐ সময়ে তাঁহাদের শরীরে প্রহার কর, অস্ত্রাঘাত কর, আর অগ্নি প্রদানই বা কর, কিছুতেই তাঁহাদের ক্লেশানুভব হয় না। তাঁহারা ঐ অবস্থায় সর্ব্ব প্রকার লোভ, ভয়, রাগ, মানাপমান বোধ এবং শারীরিক ও মানসিক কার্য্য কলাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া সদানন্দচিত্ত হয়েন। তাঁহাদিগের নিকট হীরক স্বর্ণ বা প্রস্তর মৃত্তিকা, শ্রদ্ধা বা ঘৃণা, শত্রু বা মিত্র, সকলই সমান। প্রবল বায়ু বহিতে থাকিলে যেমন নদীর জল ঊর্ম্মিময় হইয়া উঠে, শরীরে নিশ্বাস প্রশ্বাস বহমান থাকিলে মনও সেইরূপ নানা দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। আবার যেমন বায়ু-প্রবাহ স্থির হইলে ঊর্ম্মি সকল জলের সহিত বিলীন হইয়া যায়, শ্বাস-ক্রিয়া রুদ্ধ হইলে মনও সেই রূপ নিশ্চল হইয়া উঠে। এই উপমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া যোগীগন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যে অনুষ্ঠান দ্বারা শ্বাস-ক্রিয়ার নিরোধ সাধন করা যায়, তাহা

দ্বারাই মনের সর্ব্বাঙ্গীন স্থৈর্য্য সম্পাদিত হইতে পারে। সমাধি লাভের নিমিত্ত যে কয়েকটি বিশেষ নিয়ম প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল।

(১) কেবল কুম্ভক অভ্যাস করিবে। এই কুম্ভক সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে ইহা দ্বারা শরীর সর্ব্ব প্রকার রোগ-বিমুক্ত ও দীর্ঘায়ু হয় এবং আত্মা সকল পাপ, সকল অন্ধকার ও জড়তা হইতে বিমুক্ত হইয়া দিব্য চৈতন্য সম্পন্ন ও সমাধি লাভের উপযুক্ত হয়। ভূগর্ভে আবাস নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে যিনি অধিক কাল বাস করেন নাই, এবং যিনি শুদ্ধ মাত্র দুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই, তিনি এই কুম্ভক সাধনে সফল প্রযত্ন হইতে পারেন না। ইহার অভ্যাস নিমিত্ত যোগীগণ প্রত্যেক অষ্ট দিবসান্তর এক এক বার করিয়া ১৯২ দিবস জিহ্বার নিম্নস্থিত সূত্র ২৪ বার ছেদন করেন এবং প্রত্যেক বার ছেদনের পর প্রতি দিন দুই বার করিয়া সাত দিবস পর্য্যন্ত দুগ্ধ, ঘৃত এবং কষায় ও লবণাক্ত দ্রব্যাদি দ্বারা উহা উত্তম রূপে দোহনবৎ মার্জ্জন করেন। এই কুম্ভক অভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ছয় মাস পর্য্যন্ত তাঁহারা ভূগর্ভে বাস করিয়া শুদ্ধ মাত্র দুগ্ধ পান করেন এবং ক্রমশঃ আহার-পরিমাণ অল্পতর করিয়া ফেলেন। শীত ঋতুর প্রারম্ভে যখন জিহ্বাগ্র অধঃকরণ করিয়া তদ্দ্বারা শ্বাস পথ রোধ করিতে সমর্থ হয়েন, তখন তাঁহারা এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত শুদ্ধ ঘৃত ও দুগ্ধ সেবন করেন এবং তাহার পর দুই এক দিবস পর্য্যন্ত কিছুই আহার বা পান করেন না। এই সময়ে তাঁহারা সিদ্ধাসনে সমাসীন হইয়া দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা পাকস্থলী ও ফুস্‌ফুস্‌ পূর্ণ করেন, জিহ্বাগ্র অধঃকরণ করিয়া তদ্দ্বারা শ্বাস-পথ সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ করেন এবং ভ্রূ মধ্যস্থিত প্রদেশে দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখেন। এই রূপ কুম্ভককেই কেবল কুম্ভক কহে।

(২) অবিরত ২০৭৩০৬০০০ বার নিঃশব্দে ওঁ শব্দ উচ্চারণ এবং তাহার অর্থ চিন্তা করিবে।

(৩) একাদিক্রমে দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত উক্ত কুম্ভক দ্বারা শ্বাস-ক্রিয়া রোধ করিতে পারিলে সমাধির অবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

মহর্ষি শুকদেব বলেন যে যিনি একাদিক্রমে ৩দণ্ড ৩৬পল পর্য্যন্ত শ্বাস রোধ করিয়া থাকিতে পারেন, তিনি অল্পায়াসেই সমাধির অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন। ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে যোগীদিগের আর ক্ষুধা তৃষ্ণা বা নিদ্রা কিছুই থাকে না। তখন তাঁহারা কি মনন, কি বাক্য, কি কর্ম্ম কিছুতেই পাপানুষ্ঠান করেন না; ফলতঃ তখন তাঁহারা সম্পূর্ণ রূপে নিষ্পাপ হয়েন। কেহ কেহ বলেন যে শ্বাস ও রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া রোধ করিলেই সমাধি লব্ধ হয়, কিন্তু কেহ কেহ আবার তাহা অস্বীকার করিয়া বলেন যে চিত্ত-বৃত্তি সকল নিরোধ পূর্ব্বক জ্ঞান যোগে পরব্রহ্মের সহিত স্থায়িরূপে যুক্ত হওয়াই সমাধির একমাত্র লক্ষণ।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য

সাংখ্য দর্শন।

মনুষ্যের বুদ্ধি দুই প্রকার। অজন্যা ও সম্পাদ্যা। আহার নিদ্রা ভয় প্রভৃতি যাহার বিষয়, সেই বুদ্ধি মনুষ্যের অভ্যাস ব্যতিরেকেও জন্মে, এজন্য উহার নাম অজন্যা। যাহা অভ্যাস দ্বারা সম্পাদন করিতে হয়, তাহাকে সম্পাদ্যা বুদ্ধি বলে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা এই সম্পাদ্যা বুদ্ধিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। জ্ঞান ও বিজ্ঞান। যে বুদ্ধি মোক্ষ বিষয়িণী অর্থাৎ আত্মা কি?—ঈশ্বর কি?—জগৎ কি?—এই মোক্ষোপযোগি

প্রশ্ন ত্রয়ের তত্ত্ব যে বুদ্ধির বিষয়, তাহার নাম জ্ঞান, আর তন্নির্ণায়ক শাস্ত্রের নাম জ্ঞান-শাস্ত্র। শিল্প বা শিল্পোপযোগী বস্তু-শক্তি যে বুদ্ধি দ্বারা গৃহীত হয়, পূর্ব্ব পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা তাহাকে বিজ্ঞান শব্দে উল্লেখ করিয়া থাকেন, আর তত্তৎ গ্রন্থকে বিজ্ঞান শাস্ত্র গ্রন্থ বলিয়া থাকেন। "শাস্ত্রমভ্যস্য মেধাবী জ্ঞান-বিজ্ঞানতৎপরঃ।" "মোক্ষে ধীর্জ্ঞানমন্যত্র বিজ্ঞানং শিল্পশাস্ত্রযোঃ।" "দর্শন" এই শব্দটির প্রকৃত অর্থ জ্ঞান। যদি দর্শন শব্দের প্রকৃত অর্থ জ্ঞান হইল, তবে দর্শন শাস্ত্র বলিলে আমরা এই অর্থ সংগ্রহ করিতে পারি যে, যে শাস্ত্রে পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বের নির্ণয় আছে, তাহাই দর্শন শাস্ত্র। দর্শন শাস্ত্র জ্ঞান শাস্ত্র একই বস্তু। (ভারতবর্ষীয় জ্ঞান শাস্ত্রের মধ্যে প্রসঙ্গ বশতঃ বিজ্ঞান শাস্ত্রেরও প্রবেশ দৃষ্ট হয়) ভারতবর্ষে যত প্রকার দর্শন শাস্ত্র আছে, তত্তাবতের মত এক রূপ না হইলেও, মুক্তি (অবস্থা বিশেষ) অংশে কাহারও বিবাদ নাই। কেবল মুক্তির স্বরূপ ও মুক্তির উপায়, এই দুই অংশেই সম্পূর্ণ বিবাদ। কেহ কেহ মুক্তির স্বরূপ ও কারণ নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া, ঈশ্বর মানেন—বেদ মানেন—অদৃষ্ট মানেন। কেহ বা ঈশ্বর মানেন না, অদৃষ্ট মানেন, বেদও মানেন। কেহ বা কিছুই মানেন না। যাঁহারা বেদ মানিলেন না, তাঁহারা নাস্তিক-খ্যাতি প্রাপ্ত হইলেন। যাঁহারা বেদ মানিলেন, তাঁহারা ঈশ্বর না মানিলেও আস্তিক থাকিলেন। সাংখ্য শাস্ত্রকার কপিল, ঈশ্বর মানেন না। প্রচলিত ক্রিয়া কাণ্ড যাঁহার মত, সেই মীমাংসা দর্শনকার জৈমিনিও ঈশ্বর মানেন না, তথাপি ইহাঁরা আস্তিক। কেবল একমাত্র বেদের মর্য্যাদা-বলে ইহাঁরা নাস্তিক অপবাদ হইতে মুক্ত আছেন। আর বৌদ্ধ চার্ব্বাক প্রভৃতিরা বেদ অমান্য করিয়াই নাস্তিক অপবাদ প্রাপ্ত হইলেন। ফল, বিবেচনা করিতে গেলে, ঈশ্বর অস্বীকার কারীরাই নাস্তিক। যাহাই হউক, প্রকৃত প্রস্তাবে বিবেচনা করিতে গেলে—আস্তিক ও নাস্তিক উভয় দর্শন মিলিত করিলে, সমুদায়ের সংখ্যা পাঁচ হয়। আস্তিক দর্শন ৩, ও নাস্তিক দর্শন ২। প্রাচীন আর্য্য গ্রন্থেও এইরূপ সিদ্ধান্ত দেখা যায়। অষ্টাদশ বিদ্যা গণনা স্থলে সাংখ্যকে ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে গণনা করিয়া "মীমাংসা ন্যায়এব চ" মীমাংসা ও ন্যায় এই দুইটিকে পৃথক্ করিয়া বলিয়াছেন। আবার স্থানান্তরে, "নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং" সাংখ্যের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং আস্তিক দর্শন তিনই প্রধান। তবে যে ষড় দর্শন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, কেবল প্রসিদ্ধি নহে, গ্রন্থভেদ ও স্থানে স্থানে গণনা ভেদও দৃষ্ট হয়; তাহার সংগতি এইরূপ—সাংখ্য ২, কাপিল ও পাতঞ্জল। ন্যায় ২, গৌতম ও কাণাদ। মীমাংসাও ২, পূর্ব্ব ও উত্তর।

নাস্তিক দর্শনেরও এই রূপ প্রস্থান ভেদ আছে—যথা, প্রধানত, চার্ব্বাক ও বৌদ্ধ এই প্রস্থানদ্বয়। তন্মধ্যে দুই প্রকার চার্ব্বাক ও চারি প্রকার বৌদ্ধ। দেহাত্মবাদ ও দেহাতিরিক্ত দৈহিক পরিণাম বিশেষ বাদ এই প্রস্থানদ্বয় চার্ব্বাক ও দিগম্বর সম্মত। শূন্যবাদ, ক্ষণিক বিজ্ঞান বাদ, ক্ষণিকানুমেয় বাহ্য বস্তু বাদ এবং প্রত্যক্ষ ক্ষণিক বাহ্য বস্তু বাদ,—এই চারি প্রস্থান বৌদ্ধ সম্মত। সমুদায়ে দ্বাদশ দর্শন।

এই সকল দর্শনের উৎপত্তিকাল, বা অগ্র পশ্চাৎ ভাব নিঃসন্দিগ্ধ রূপে নির্ণয় করা যায় না, কারণ, এতৎ সম্বন্ধে কোন লিখিত বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। অনুমান করিয়া নির্ণয় করাও সুকঠিন, কেন না, পরস্পর দর্শনের প্রতি পরস্পরের কটাক্ষ

দৃষ্টি দেখা যায়। যদি এক সময়েই সমুদায় দর্শনের জন্ম কল্পনা করা যায়,তবেই ওরূপ ঘটনা সম্ভব হয়, নচেৎ হয় না। আবার সমসাময়িক কল্পনা করাও যায় না, কেন না, পরস্পর দর্শনের লিখন ভঙ্গী ও পুরাণাদি আখ্যায়িকা গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, দর্শনকারেরা বিভিন্ন সময়ের লোক এবং তাঁহাদিগের মধ্যে সম্পূর্ণ অগ্র পশ্চাৎ ভাব আছে। যখন ব্যাসদেবের জন্ম হয় নাই, রামায়ণ তখন বর্ষীয়ান্, এই রামায়ণে মহর্ষি কপিলের উল্লেখ দেখা যায়। ঐরূপ গৌতমেরও উল্লেখ আছে। এইরূপ দর্শনের লিখন গতি অন্বেষণ করিলে দেখা যায় "ন বয়ং ষট্পদার্থবাদিনোবৈশেষিকাদিবৎ" কপিল বৈশেষিক কণাদকে কটাক্ষ করিতেছেন। ঔৎপত্তিক সূত্রে জৈমিনি "বাদরায়ণস্যানপেক্ষত্বাৎ" বাদরায়ণকে পূজা করিতেছেন, আবার ব্যাসও "অধিকারং জৈমিনিঃ" জৈমিনিকে স্মরণ করিতেছেন, "এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ" এই বলিয়া পাতঞ্জলকেও খণ্ডন করিতেছেন। গৌতমও "মহদনুগ্রহণাৎ" এই সূত্র দ্বারা কপিলকে লক্ষ্য করিতেছেন। কণাদও গৌতমের সহিত নিরন্তর স্পর্দ্ধা করিতেছেন। এই সকল দেখিয়া বলিতে হয় যে, দার্শনিক ইতিহাস নির্ণয় করা সহজ নহে! বিশেষত কাল নির্ণয় করিবার ত কোন উপায়ই নাই। বরং চেষ্টা করিলে ১, ২, করিয়া ব্যাস পর্য্যন্ত যাওয়া যাইতে পারে, তাঁহার ওদিকে আর বৎসর নাই, কেবল যুগ। দ্বাপর, ত্রেতা, সত্য। অতএব দার্শনিক ইতিবৃত্ত, গ্রন্থ পীঠ মধ্যে সন্নিবেশিত করিবার প্রয়াস পাওয়া বৃথা। তবে যাহা কিছু বলা যায়, তাহা কেবল মনের বেগ নিবৃত্তি করা মাত্র।

পৌত্তলিকতা।

৩৬৮ সংখ্যক পত্রিকার ১৩ পৃষ্ঠার পর।

আমরা এই পত্রিকার গত সংখ্যায় এই বিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা আমরা এই বলিয়া উপসংহার করিয়াছিলাম যে উপরে যাহা কথিত হইল, তাহা হইতে আমরা দুই উপদেশ প্রাপ্ত হইতেছি। প্রথম উপদেশ এই যে পৌত্তলিকদিগকে একেবারে ধর্ম্ম ভ্রষ্ট মনে না করি, দ্বিতীয় উপদেশ এই যে পৌত্তলিকতা বিষয়ে নিজে আমাদিগের সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। এই দুই উপদেশ বিবৃত করা বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

পৌত্তলিকদিগকে ধর্ম্মভ্রষ্ট জ্ঞান না করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। যখন ব্রাহ্ম ও পৌত্তলিক উভয়ই ঈশ্বরের স্বরূপ উপাসনা করিতে সক্ষম হয়েন না, উভয়ই প্রতিরূপের উপাসনা করেন,তখন পৌত্তলিককে কিরূপে ধর্ম্মভ্রষ্ট জ্ঞান করা যাইতে পারে! ঈশ্বরের পূর্ণতা বিষয়ে ব্রাহ্মের মত পৌত্তলিকের মত অপেক্ষা মহৎ ও উচ্চ, কিন্তু ব্রাহ্ম ও পৌত্তলিক উভয়ই ঈশ্বরকে পূর্ণস্বভাব বলিয়া বিশ্বাস করেন। অতএব পৌত্তলিককে কখন ধর্ম্মভ্রষ্ট জ্ঞান করা কর্ত্তব্য হয় না। ধর্ম্মের প্রধান উপাদান দেবভক্তি, তাহা উভয়েরই আছে, অতএব পৌত্তলিক ধর্ম্মশূন্য ইহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? কিন্তু পৌত্তলিক ধর্ম্ম রাজ্যের অতি নিম্ন প্রদেশে অবস্থিত। এক দৃষ্টিতে ব্রাহ্ম ও পৌত্তলিকের মধ্যে অনেক প্রভেদ। ব্রাহ্ম যে প্রতিরূপের উপাসনা করেন, তাহা ঈশ্বরের স্বরূপ হইতে অনেক পরিমাণে হীন, তাহা বুঝিতেছেন। কিন্তু পৌত্তলিক প্রতিরূপকেই ঈশ্বর মনে করেন এবং সেই প্রতিরূপকে সৃষ্ট পদার্থ অথবা সৃষ্ট গুণ সমন্বিত বলিয়া কল্পনা করেন। ইহাতেও তিনি ক্ষান্ত হয়েন না, সেই কল্পিত প্রতিরূপের আবার দৃশ্যমান

প্রতিরূপ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার পূজায় প্রবৃত্ত হয়েন। প্রত্যেক পৌত্তলিকের কর্ত্তব্য যে ধর্ম্মের এই হীন অবস্থা হইতে আপনাকে উত্থিত করেন। প্রত্যেক পৌত্তলিকের কর্ত্তব্য যে চিরকাল সোপানে অবস্থিতি না করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান রূপ ছাদে আরোহণ করিতে চেষ্টা করেন। অনেক পৌত্তলিক এরূপ আছেন যে পৌত্তলিকতা মিথ্যা ইহা জানিয়াও তাহার অনুষ্ঠানে নিমগ্ন থাকেন—পৌত্তলিকতাকে বাল্যক্রীড়া জানিয়াও সেই বাল্যক্রীড়াতে রত থাকেন। তাঁহারা প্রৌঢ় হইয়াও বাল্য ক্রীড়ার মোহ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। ব্রহ্মজ্ঞান রূপ আলোক তাঁহাদিগের মনোমন্দিরে প্রবেশ করিতে প্রার্থনা করে কিন্তু তাঁহারা ইচ্ছা পূর্ব্বক মনোমন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখেন, সে আলোককে তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে দেন না। তাঁহারা বিবেচনা করেন না যে এপ্রকার আচরণ জন্য তাঁহারা ধর্ম্মদ্বারে দোষী।

পৌত্তলিকতা বিষয়ে আমাদিগের নিজের সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। কেবল দৃশ্যমান পুত্তলিকার উপাসনা পরিত্যাগ করিলেই যে ব্রাহ্মোচিত কার্য্য হইল, এমত নহে; উপাসনার সময়ে ঈশ্বরকে কোন রূপবিশিষ্ট অথবা পরিমিত স্থানব্যাপী বলিয়া উপাসনা করা উচিত নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উক্ত হইতেছে যে কেহ কেহ উপাসনার সময় ঈশ্বরকে জ্যোতির্ম্ময় বলিয়া ভাবেন। কিন্তু তিনি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ নহেন; তিনি জ্যোতির জ্যোতি, সকল জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া দীপ্তি পাইতেছে, অতএব তিনি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ নহেন। সকল ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা জ্ঞান আলোচনা হইতে কখন বিরত না হয়েন। ঈশ্বর বিষয়ে তাঁহাদিগের যে বর্ত্তমান জ্ঞান আছে, সে জ্ঞানকে সর্ব্বদা আলোচনা ও অনুশীলন দ্বারা পরিমার্জ্জিত ও উন্নত করিতে চেষ্টা করা তাঁহাদিগের অতীব কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যদি এ প্রকার জ্ঞানচর্চ্চা না থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উপধর্ম্ম অচিরাৎ ব্রাহ্মধর্ম্ম ম[illegible] প্রবেশ করিবে। কেবল অন্ধ ভক্তি দ্ব[illegible] [illegible]ষ্য মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় না; [illegible]ক্তি উভয়ের সংযোগ ব্যতীত কেহ [illegible]প্ত হইতে সক্ষম হয় না। ব্রাহ্ম[illegible] বিষয়েও সাবধান হওয়া ক[illegible] বর্ণনার অযথা নিয়োগ দ্বারা ঈশ্বরের[illegible] মাকে না হ্রস্ব করেন ও তদ্দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মে উপধর্ম্ম আনয়ন না করেন। এই বিষয় আমরা এই পত্রিকার পূর্ব্ব এক সংখ্যায় লিখিয়াছি, অতএব এখানে তাহা বাহুল্য রূপে প্রতিপাদন করিবার আবশ্যকতা নাই।

বর্ণ-ভেদ প্রকরণ।

শব্দের ব্যুৎপত্তি নিরূপণ দ্বারা অনেক স্থলে যে তৎপ্রতিপাদিত বস্তুর প্রকৃতি ও পুরাবৃত্ত বিষয়ক জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা ব্রাহ্মণ শব্দের উদাহরণে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইবেক। ব্রাহ্মণ শব্দের মূল "ব্রহ্মন্", এবং শেষোক্ত শব্দটি ক্লীবলিঙ্গে ব্রহ্ম এবং পুংলিঙ্গে ব্রহ্মা, এই দুই রূপই ঋগ্বেদে অতি বাহুল্য ভাবে প্রয়োগ হওয়া দৃষ্ট হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণ শব্দের প্রয়োগ নিতান্ত বিরল, এমন কি অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে সমগ্র ঋগ্বেদ মধ্যে উক্ত শব্দ সাত কি আটটি স্থল ব্যতীত আর ব্যবহৃত হওয়া দৃষ্ট হইবেক না। পরন্তু বেদোক্ত ব্রহ্ম ও ব্রহ্মা শব্দের ভাবার্থের সহিত ব্রাহ্মণ শব্দের আদিম অর্থের যে বিশেষ সংযোগ আছে, তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি করা যাইতে পারে। অতএব উল্লিখিত ব্রহ্ম ও ব্রহ্মা শব্দ বেদে কি প্রকার

অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার নির্ণয় করিতে পারিলে ব্রাহ্মণ শব্দের আদিভূত অর্থ ও তৎসহ ব্রাহ্মণ বর্ণের উৎপত্তি বিষয়ক কথার অনেক আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক।

ঋগ্বেদে … দ দেবতাগণের আরাধনা … অথবা দেব সন্নিধানে … । বৈদিক স্তোত্র বা সূক্ত …মন অর্ক, উক্থ, ঋক্, গির্, ধী, নীথ, …তি, স্তোম ইত্যাদি বহুবিধ … উক্ত হইয়াছে, সেই রূপ ব্রহ্ম শব্দ তাহাদের একটি নামান্তর মাত্র। পরন্তু যে সকল সূক্ত অপেক্ষাকৃত পবিত্র বলিয়া খ্যাত, তৎসমুদায় বিশেষ করিয়া মন্ত্র ও ব্রহ্ম নামে উক্ত হয়। ব্রহ্ম শব্দ ঋগ্বেদে যে উপরোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা নিম্ন লিখিত কএকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা সুন্দর রূপে প্রতিপন্ন হইবেক। যথা.

ন সোমো ইন্দ্রমসুতো মমাদ, ন অব্রহ্মানো মঘবানং সুতাসঃ। তস্মৈ উক্থং জনয়ে যজ্জুজোষন্নৃবন্নবীয়ঃ শৃণবদ্ যথা নঃ। উক্থে উক্থে সোমো ইন্দ্রং মমাদ নীথে নীথে মঘবানং সুতাসঃ। যদীঃ সবাধঃ পিতরং ন পুত্রাঃ সমান-দক্ষাঃ অবসে হবন্তে। ৭ মণ্ডল ২৬-১।

অভিষুত সোম ব্যতীত ইন্দ্রের চিত্তোল্লাস সাধন হয় না এবং স্তোত্র হীন (অব্রহ্ম) অভিষবণেও তিনি আনন্দযুক্ত হয়েন না। আমি তাঁহার জন্য একটি উক্থ রচনা করি, যাহা তাঁহার প্রীতিকর হইবেক, এবং মনুষ্যের ন্যায় সেই নূতন রচনা শ্রবণার্থে তিনি উৎসুক হইবেন। প্রত্যেক উক্থে সোমরস ইন্দ্রদেবের হর্ষ বর্দ্ধন করে। যখন স্তোতাগণ একত্র হইয়া সমবেত স্বরে পিতার সন্নিধানে সমুপস্থিত পুত্রগণের ন্যায়, ইন্দ্রের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, তখন প্রত্যেক স্তোত্র সহকারে যে অভিষবণ করা হয়, তাহা ইন্দ্রের সাতিশয় আহ্লাদ জনক হয়।

বিশ্বামিত্রস্য রক্ষতি ব্রহ্মেদং ভারতং জনং।
৩ মণ্ডল ৫৩।১২।

বিশ্বামিত্রের এই স্তোত্র (ব্রহ্ম) সমস্ত ভারত জনগণকে রক্ষা করিতেছে।

এবেদ্নুকং দাশরাজ্ঞে সুদাসং প্রাবদিন্দ্রো ব্রহ্মণা বো বশিষ্ঠাঃ। ৭ মণ্ডল-৩৩,৩।

হে বশিষ্ঠগণ, তোমাদের প্রার্থনা (ব্রহ্ম) হেতু ইন্দ্র সুদাস্‌কে দশ নৃপতির যুদ্ধে রক্ষা করিয়াছেন।

উপরোক্ত কএকটি উদাহরণে ব্রহ্ম শব্দের অর্থ সহজেই প্রতীয়মান হইবেক, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থলে আরো সুস্পষ্ট ভাবে তদর্থ প্রকাশ হয়; যথা

"দেবত্বং ব্রহ্ম গায়ত"। ১ম-৩৭-৪।

দেবতা প্রদত্ত স্তোত্র গান কর।

কস্য ব্রহ্মাণি রণ্যথাঃ। ৫ম-৭৪-৩।

কাহার স্তোত্র সকল তোমরা গ্রহণ কর? ইত্যাদি।

পুংলিঙ্গে ব্রহ্মা শব্দ কি অর্থে বেদে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা এক্ষণে দেখা আবশ্যক। ঋগ্বেদে বৈদিক সূক্ত রচয়িতাগণ সামান্যত ঋষি, বিপ্র, কবি, কারু, বেধাঃ ইত্যাদি নামে উক্ত হইয়াছেন; এবং অনেক স্থলে তাঁহাদের ব্রহ্মা নামেও উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথমে যাঁহারা বৈদিক কবি ছিলেন, তাঁহারাই স্বয়ং যজ্ঞানুষ্ঠানকারী পুরোহিতেরও কার্য্য করিতেন। পরে কাল ক্রমে যজ্ঞাদির সংখ্যা বৃদ্ধি ও অনুষ্ঠান প্রণালী বহু ব্যাপৃত হইয়া পড়িলে পুরোহিতের কার্য্য স্বভাবতই স্বতন্ত্র হওয়ায় সামান্যত পুরোহিতগণ ব্রহ্মা নামে উক্ত হইতেন। (১)

(১) ব্রহ্মা শব্দ যে যাজক ও পুরোহিত অর্থে ব্যবহৃত হইত, তাহার আরো দুই একটি দৃষ্টান্ত এই স্থলে দেওয়া যাইতেছে।

গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণো অর্চন্তি অর্কং অর্কিনঃ ব্রহ্মানস্ত্বা শতক্রতো উদ্‌বংশমিব যেমিরে। ১ মণ্ডল ১০-১।

গায়কগণ তোমার গান করিতেছে, স্তোতাগণ তোমার স্তুতি পাঠ করিতেছে, হে শতক্রতু, ব্রহ্মাগণ তোমাকে উদ্‌বংশের ন্যায় উন্নত করিয়াছে।

পরে পৌরোহিত্য কার্য্য ব্যবসায় বিশেষ হইয়া শ্রেণী বিশেষে অথবা বংশ পরম্পরায় প্রচলিত হইয়া আসিলে এবং পুরোহিতের কার্য্য বাহুল্য হওয়ায়, হোতা, অধ্বর্য্যু ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার যাজকের সৃষ্টি হইলে সর্ব্ব প্রধান পুরোহিতগণ ব্রহ্মা নামে খ্যাত হইলেন। যাঁহারা বেদ শাস্ত্রে সুশিক্ষিত ও যজ্ঞানুষ্ঠান বিষয়ে সুদক্ষ হইতেন, তাঁহারাই ব্রহ্মা নামক পুরোহিত পদ প্রাপ্ত হইতে পারিতেন, এবং তাঁহারা যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান কালে যজ্ঞ স্থানে উপস্থিত থাকিয়া অপরাপর পুরোহিতগণের উপর তত্ত্বাবধান ও কর্ত্তৃত্ব করিয়া, যাহাতে সুপদ্ধতি ক্রমে যজ্ঞের সকল অঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়, এবং অপরাপর পুরোহিতগণের কোন বিষয়ে ভ্রম প্রমাদ বা ত্রুটি না হয়, তৎপ্রতি তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইত। এই রূপে পৌরোহিত্য কার্য্য একটি শ্রেণী বিশেষে সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলে তাহার অপ্রতিহত ফল স্বরূপ সেই শ্রেণীর মধ্যেই বেদ বিদ্যা ও ধর্ম্মশাস্ত্রানুশীলন ক্রমে পর্য্যবসিত হইয়া আসিল। সুতরাং আর্য্য সমাজের শৈশবাবস্থাতেই পুরোহিতগণ যে এই প্রকারে প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তি লাভ করিবেন এবং ক্ষমতাশালী হইবেন, তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি করা যাইতে পারে। বিশেষত ভারতবাসী আর্য্যগণের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি আবহমান কাল অপেক্ষাকৃত প্রবল, তাঁহাদের মধ্যে যাজক ও ধর্ম্মোপদেশকগণ যে স্বল্পায়াসে তাঁহারদের উপর সম্পূর্ণ প্রভুত্ব লাভ করিবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অপর বেদোক্ত ধর্ম্ম ক্রমে বহু ব্যাপার বিশিষ্ট যজ্ঞানুষ্ঠানে পরিণত হইয়া উঠিলে পুরোহিতগণের আধিপত্য অধিকতর রূপে বদ্ধমূল হইয়াছিল। কি ঐহিক কি পারত্রিক সকল প্রকার ইষ্ট সিদ্ধি হেতু যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রয়োজন, এবং যজ্ঞানুষ্ঠান পুরোহিত ব্যতীত হইতে পারিত না। রাজ্যে অনাবৃষ্টি আদি নৈসর্গিক অবগ্রহ উপস্থিত হইলে, তাহার উপসমনার্থে ইন্দ্রাদি দেবতাগণের আরাধনা ও সুদীর্ঘ যজ্ঞ সকলের অনুষ্ঠান আবশ্যক হইত। যুদ্ধে জয় লাভ ও শত্রু দমনার্থে যজ্ঞানুষ্ঠানের বিশেষ প্রয়োজন ছিল, ইন্দ্রাদি দেবগণ যাঁহার সহায় হন, সেই রাজাই যুদ্ধে জয়ী হইয়া থাকেন, এই সংস্কার বৈদিক আর্য্যগণের একটি অবিচলিত প্রত্যয় স্বরূপ ছিল, সুতরাং উপযুক্ত ও সুশিক্ষিত পুরোহিত প্রাপ্ত হওয়াই জয় লাভের প্রধান উপকরণ জানিয়া আর্য্য নৃপতিগণ প্রধানতম পুরোহিতগণকে অশেষবিধ সমাদর পূর্ব্বক নিজ নিজ অধিকার মধ্যে রাখিয়া স্ব স্ব কর্ম্মানুষ্ঠানে ব্রতী করিবার জন্য চেষ্টা ও ব্যয়ের কিছুমাত্র ত্রুটি করিতেন না। সুদাস ও ভারত রাজার কথা এবং বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ ঋষির বৃত্তান্ত যাহা ঋগ্বেদে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই এই বিষয়ের যথেষ্ট উদাহরণ স্থল। এই রূপে অর্য্য সমাজের প্রথমাবস্থাতেই বেদজ্ঞ ও যজ্ঞানুষ্ঠানক্ষম পুরোহিতগণ রাজার প্রধান কর্ম্মচারী ও মন্ত্রী হইয়া উঠিয়াছিলেন। কি রাজ সভায় কি যুদ্ধ ক্ষেত্রে পুরোহিত ব্যতীত রাজার কোন গুরুতর কর্ম্মানুষ্ঠান অথবা মন্ত্রণা অবধারিত হইতে পারিত না। ঋগ্বেদে ভূয়ো ভূয় উক্ত হইয়াছে যে যে রাজা বেদবেত্তা ঋষিকে সম্মান পূর্ব্বক আপন গৃহে যত্ন করিয়া রাখেন, তিনি সর্ব্বদা জয় যুক্ত ও সৌভাগ্যশালী হয়েন।

ঋগ্বেদ রচনা কালেই যে পুরোহিতগণ একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী রূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা যে সামান্যত ব্রহ্মা নামে

ব্রহ্মাণাইব বিদথে উক্থশাসাঃ। ১ম-৩৭।১।
হে অশ্বিনদ্বয়, তোমরা যজ্ঞেতে স্তুতি পাঠক ব্রহ্মাদ্বয়ের ন্যায় ইত্যাদি।

খ্যাত হইতেন, ইহার প্রমাণ উক্ত বেদেরই স্থানে স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা।—

যদিন্দ্রাগ্নী মদথঃ স্বে দুরোণে যদ্‌ব্রহ্মণি রাজনি বা যজত্রা। অতঃ পরি বৃষণাবা হি যাতং অথ সোমস্য পিবতং সুতস্য। ১ মণ্ডল ১০৮-৭।

হে সন্তজনীয় ইন্দ্রাগ্নী। যখন তোমরা স্বকীয় আবাসে কিম্বা ব্রহ্মা অথবা রাজাতে হর্ষ যুক্ত হও, তখন হে বলবন্ত! তোমরা এখানে আগমন করিয়া অভিযুত সোম পান করিও (২)।

এই স্থানে রাজা ও ব্রহ্মা অর্থাৎ নৃপতি বংশ ও পুরোহিত বংশের প্রভেদ স্পষ্ট সূচিত হইয়াছে। বাস্তবিক অপরাপর পূর্ব্বতন সমাজের ন্যায়, আর্য্য সমাজের শৈশবাবধি এই দুইটি প্রধান শ্রেণী ছিলেন, ইহাঁরাই জন সাধারণের নেতা ও নিয়ন্তা ছিলেন। এই দুই শ্রেণী এবং বিশ্ বা বিট্ নামধেয় সাধারণ জনগণ, যাহারা পশ্চাতে বৈশ্য বর্ণে পরিণত হইয়াছিল, এই তিন শ্রেণী লইয়া স্বভাবত আর্য্য সমাজ প্রথমে সংগঠিত হয়; তৎপরে জাতি ভেদ প্রণালী বিধি বদ্ধ হইলে অন্যান্য অপকৃষ্ট জাতি এবং বৈদিক ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত হীনপ্রভ আর্য্যগণকে লইয়া চতুর্থ বর্ণের সৃষ্টি হয়।

ব্রহ্মা নাম পুরোহিত শ্রেষ্ঠ ও নির্ব্বিশেষে পুরোহিত শ্রেণীতে প্রয়োগ হইলে পরে, সেই পুরোহিত বংশীয়গণ স্বভাবত ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত হওয়া সম্ভব। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে ব্রাহ্মণ শব্দ ঋগ্বেদে অতি বিরল, সুতরাং ইহা দ্বারা অনায়াসে উপলব্ধি হইবেক যে ঋগ্বেদ রচনা কালে স্বতন্ত্র বর্ণরূপে ব্রাহ্মণগণ পরিচিত ছিলেন না, বাস্তবিক ব্রাহ্মণ শব্দ তখন জাতি বাচক হয় নাই, পুরুষ সূক্ত ব্যতীত আর যে যে স্থানে ব্রাহ্মণ শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, তথায় আনুসঙ্গিক কথার দ্বারা তাহার অর্থ ব্রহ্ম-পুত্র অর্থাৎ পুরোহিত বংশীয় ভিন্ন আর কিছুই উপলব্ধি হইতে পারে না (৩)।

সংবাদ।

পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তির পরিব্রজন বৃত্তান্ত।

১ মৃজাপুর। এখানে আমি একবার গমন করি। তথায় কোন সমাজ দেখি নাই।

২ গাজীপুর। গাজীপুরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের শাখা সমাজ আছে। কিন্তু তথাকার আচার্য্য মহাশয়ের গলদেশে উপবীত বর্ত্তমান আছে। কিন্তু আমি সে সমাজ দর্শন করি নাই।

৩ কানপুর। কানপুরে আমি একবার গমন করি। এখানে ব্রাহ্মসমাজ নাই। লোকদিগেরও ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে কোন যত্ন দেখিলাম না। এখানে পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি কাশীতে একটী বৈদিক সার্ব্বভৌম পাঠশালা মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষে স্থাপন করিয়াছেন এই কথা বলেন। ঐ বিষয়ে তিনি অনেক লোকের নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইরাছেন, তাহার কথা কহেন। ইহাঁ দ্বারা এপ্রদেশে ধর্ম্ম বিষয়ের অনেক উন্নতি হইতেছে।

৪ ফরেক্কাবাদ। ফরেক্কাবাদ কানপুর হইতে ৫২ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। এখানে কলের গাড়ী চলে না, ডাকের গাড়ীতে অথবা পদব্রজে গমন করিতে হয়। এখানে ব্রাহ্মসমাজ নাই। এখানকার লোকের যে প্রকার উৎসাহ ও যত্ন দেখিলাম, তাহাতে বোধ হয় শীঘ্র ব্রাহ্মসমাজ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু প্রচারক মহাশয়েরা এখানে কখন আসেন নাই। এখানে দয়ানন্দ সরস্বতীর একটি বৈদিক পাঠশালা দেখিলান।

---

(২) এই প্রকারে অন্যত্র রাজা ও ঋষি এই দুয়ের প্রভেদ সূচিত হইয়াছে। যথাঃ—

স ন জীয়তে মরুতো নাহন্যতে ন সেধতি ন ব্যথতে ন রিষ্যতি। নাস্যরায়োপদস্যন্তি নোতয়ো ঋষিং বা যং রাজানং বা সুষূদথ। ১ মণ্ডল ১০৮-৭।

হে মরুৎগণ, তোমরা যে ব্যক্তির সহায় হও, সে ব্যক্তি ঋষি হউক বা রাজাই হউক কদাপি পরাজিত বা বিনষ্ট অথবা হীন দশাগ্রস্ত হয় না, সে ক্লেশ পায় না এবং কেহ তাহার হিংসা করিতে পারে না। তাহার ধনক্ষয় বা সহায় নষ্ট হয় না।

(৩) ব্রহ্ম-পুত্র শব্দও এক স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা

উদ্‌গাতা ইব শকুনে সাম গায়তি ব্রহ্মপুত্রেব সবনেষু শংসসি। ২ মণ্ডল-৪৩-২।

হেশকুনে, তুমি উদ্‌গাতার ন্যায় সামগান কর, সবনে ব্রহ্মপুত্রের ন্যায় তুমি স্তুতি পাঠ কর।

Registered No 58

একমেবাদ্বিতীয়ং

অষ্টম কল্প
চতুর্থ ভাগ
আষাঢ় ১৭৯৬ শক

৩৭০ সংখ্যা ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৫

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ।

প্রথম প্রপাঠক।

প্রথম খণ্ড।

তদেতন্মিথুনমোমিত্যেতস্মিন্নক্ষরে সংসৃজ্যতে। যদা বৈ মিথুনৌ সমাগচ্ছত আপয়তোবৈ তাবন্যোন্যস্য কামং। ৬।

'তৎ এতৎ' এবং লক্ষণং 'মিথুনং' সর্ব্বকামাপ্তিগুণবিশিষ্টং 'ওঙ্কারে' 'সংসৃজ্যতে' সংসৃষ্টং বিদ্যতে ইতি ওঙ্কারস্য সর্ব্বকামাবাপ্তিগুণবত্ত্বং। মিথুনস্য কামাপয়িতৃত্বং প্রসিদ্ধমিতি দৃষ্টান্ত উচ্যতে যথা লোকে 'মিথুনৌ' মিথুনাবয়বৌ স্ত্রীপুংসৌ 'যদা' যস্মিন্ কালে 'বৈ' এব 'সমাগচ্ছতঃ' গ্রাম্যধর্ম্মতয়া সংযুজ্যেযাতাং তদা 'আপয়তঃ' প্রাপয়তঃ 'তৌ' স্ত্রীপুমাংসৌ 'অন্যোন্যস্য' ইতরেতরস্য 'কামং'। ৬।

যখন স্ত্রী পুরুষ একত্র সংযুক্ত হয়, তখন যেমন তাহারা পরস্পর পরস্পরের কামনা পূর্ণ করে, সেই রূপ এই পূর্ব্বোক্ত মিথুন ওঙ্কার রূপ অক্ষরে সংসৃষ্ট হইয়া আছে। ৬।

আপয়িতা হ বৈ কামানাং ভবতি যএতদেবং বিদ্বানক্ষরমুদ্‌গীথমুপাস্তে। ৭।

উদ্‌গীথোপাসকোঽপ্যুদ্‌গাতা তদ্ধর্ম্মা ভবতীত্যাহ 'আপয়িতা' প্রাপয়িতা 'হ বৈ' 'কামানাং' যজমানস্য 'ভবতি' 'যঃ' 'এতৎ' অক্ষরং 'উদ্‌গীথং' 'এবং' কামাপ্তিগুণবৎ 'বিদ্বান্' জানন্ 'উপাস্তে'। ৭।

যে ব্যক্তি এই উদ্‌গীথ রূপ ওঙ্কারকে এইরূপ জানিয়া উপাসনা করেন, তিনি সকল কামনার প্রাপয়িতা হয়েন। ৭।

তদ্বা এতদনুজ্ঞাক্ষরং যদ্ধি কিঞ্চানুজানাত্যোমিত্যেব তদাহ, এষোএব সমৃদ্ধির্যদনুজ্ঞা, সমর্দ্ধয়িতা হ বৈ কামানাং ভবতি যএতদেবং বিদ্বানক্ষরমুদ্‌গীথমুপাস্তে। ৮।

সমৃদ্ধিবাংশ্চোঙ্কারঃ কথমিত্যাহ 'তদ্বৈ এতৎ' প্রকৃতং 'অনুজ্ঞাক্ষরং' অনুজ্ঞা চ সা অক্ষরঞ্চ অনুজ্ঞানুমতিরক্ষরমোঙ্কারঃ। কথমনুজ্ঞেত্যাহ 'যৎ হি কিঞ্চ' যৎকিঞ্চিৎ লোকে 'অনুজানাতি' তত্রানুমতিং কুর্ব্বন্ 'ওমিতি এব তৎ আহ' অতঃ 'এষা উ এব' এষৈব 'সমৃদ্ধিঃ' 'যৎ অনুজ্ঞা' যা অনুজ্ঞা তস্মাৎ সমৃদ্ধিগুণবান্ ওঙ্কার-ইত্যর্থঃ। সমৃদ্ধিগুণোপাসকত্বাৎ তদ্ধর্ম্মা 'সমর্দ্ধয়িতা' 'হ বৈ' 'কামানাং ভবতি যএতদেবং বিদ্বানক্ষরং উদ্‌গীথং উপাস্তে'। ৮।

সেই এই ওঙ্কার অনুমতি সূচক অক্ষর, যেহেতু লোকে যাহা কিছু অনুমতি করে, তাহা ওঁ বলিয়া স্বীকার করে, অতএব ওঙ্কারের এই সমৃদ্ধি, যে ব্যক্তি এই উদ্‌গীথ রূপ ওঙ্কারকে এইরূপ জানিয়া উপাসনা করেন, তিনি সকল সমৃদ্ধির প্রাপয়িতা হয়েন। ৮।

তেনেয়ং ত্রয়ী বিদ্যা বর্ত্ততে ওমিত্যাশ্রাবয়ত্যোমিতি শংসত্যোমিত্যুদ্‌গায়ত্যেতস্যৈবাক্ষরস্যাপচিত্যৈ মহিম্না রসেন। ৯।

ইদানীমক্ষরং স্তৌতি 'তেন' অক্ষরেণ ওঙ্কারেণ 'ইয়ং' 'এষী বিদ্যা' ঋগ্বেদাদিলক্ষণা 'বর্ত্ততে'। কথং, সোমযাগে 'ওমিতি আশ্রাবয়তি ওমিতি শংসতি ওমিতি উদ্‌গায়তি'। তচ্চ কর্ম্ম 'এতস্যৈব অক্ষরস্য' 'অপচিত্যৈ' পূজার্থং 'মহিমা' মহত্ত্বেন 'রসেন' ব্রীহিযবাদিরসনির্ব্বৃত্তেন হবিষা, যাগহোমাদি অক্ষরেণ ক্রিয়ত ইত্যর্থঃ। ৯।

এই ওঙ্কার অক্ষর দ্বারা ত্রয়ী বিদ্যা প্রবৃত্ত হয়, এবং আশ্রাব, শংসন ও উদ্‌গান ইত্যাদি কর্ম্ম এই অক্ষরের পূজা, মহিমা ও রস রূপ ঘৃত দ্বারা সম্পন্ন হয়। ৯।

তেনোভৌ কুরুতো যশ্চৈতদেবং বেদ যশ্চ ন বেদ। নানা তু বিদ্যা চাবিদ্যা চ যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতীতি খল্বেতস্যৈবাক্ষরস্যোপব্যাখ্যানং ভবতি। ১০।

'যঃ চ এতদক্ষরং' 'এবং' ব্যাখ্যাতং 'বেদ' যঃ চ ন বেদ' 'উভৌ' 'তেন' অক্ষরেণ কর্ম্ম 'কুরুতঃ'। 'নানা তু বিদ্যা চ অবিদ্যা চ' ভিন্নে হি বিদ্যাবিদ্যে, 'যদেব' 'বিদ্যয়া' বিজ্ঞানেন যুক্তঃ সন 'করোতি' কর্ম্ম 'শ্রদ্ধয়া' শ্রদ্দধানঃ 'উপনিষদা' যোগেন যুক্তশ্চ 'তদেব' কর্ম্ম 'বীর্য্যবত্তরং' 'ভবতি ইতি' অবিদ্বৎকর্ম্মণোধিকফলং ন ভবতীতি 'খলু' 'এতস্যৈব' প্রকৃতস্য উদ্‌গীথস্য 'অক্ষরস্য' ওঙ্কারস্য 'উপব্যাখ্যানং ভবতি'। ১০।

যে ব্যক্তি এই অক্ষরের স্বরূপ জানে বা যে ব্যক্তি না জানে, উভয়েই তাহা দ্বারা কর্ম্ম করে, কিন্তু বিদ্যা ও অবিদ্যা ভিন্ন পদার্থ, সেই হেতু যে ব্যক্তি জানিয়া শ্রদ্ধা পূর্ব্বক যোগযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করে, তাহার বিশিষ্ট ফল লাভ হয়, এই সেই অক্ষরের ব্যাখ্যান। ১০।

সাংখ্য দর্শন।

"তদেতন্মোক্ষশাস্ত্রং চিকিৎসাশাস্ত্রবচ্চতুর্ব্যূহম্"

সাংখ্য শাস্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্রের ন্যায় চতুর্ব্যূহ। ব্যূহ শব্দের অর্থ সমূহ। রোগ সমূহ—রোগের কারণ সমূহ—আরোগ্য সমূহ—ভৈষজ্য সমূহ,—এই চারিটি সমূহ যেমন চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রধান প্রতিপাদ্য, তেমনি দুঃখ—দুঃখ-নিবৃত্তি—দুঃখের কারণ—দুঃখ-নিবৃত্তির উপায়,—এই চারিটি সাংখ্য দর্শনের প্রধান প্রতিপাদ্য। সাংখ্যকার উক্ত চারিটি সমূহের বিলক্ষণ পরীক্ষা করিয়াছেন। তৎপ্রসঙ্গে অনেক জাগতিক (বাহ্য) পদার্থেরও পরীক্ষা করিয়াছেন। তন্মধ্যে, দুঃখ পদার্থটির পরীক্ষা করিতে প্রয়াস পান নাই। তিনি বলেন, দুঃখকে পরীক্ষারূঢ় করিবার প্রয়োজন কি?—উহা সর্ব্বদাই সকল মনুষ্যের অন্তঃকরণে চেতনা শক্তির প্রতিকূল-অনুভবে উপস্থিত হইয়া থাকে (১)। অতএব দুঃখ নাই বলিয়া কেহ প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন না, দুঃখের নিবৃত্তি হয় কি না? এ সংশয়ও কেহ করেন না, দুঃখ নিবারণের কোন উপায় নাই বলিয়াও কেহ মস্তকোত্তোলন করেন না; সুতরাং ঐ সকল অংশ প্রতিপাদন করা সাংখ্য দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। কেবল সাংখ্য দর্শনের নহে, জ্ঞাত জ্ঞাপন করা কোন শাস্ত্রেরই উদ্দেশ্য নয়। "অ— জ্ঞাপকং হি শাস্ত্রম্" ইন্দ্রিয়ের অগোচর বস্তুর বোধ জন্মানই শাস্ত্রের কার্য্য।

"তবে সাংখ্য দর্শনের উপদেশ্য বিষয় কি?"—যাহা সাধারণ জ্ঞানের গোচর নহে, যাহার উপদেশ অন্য কেহ করে নাই, তাহাই উপদেশ্য।

"এমন বিষয় কি আছে যাহার উপদেশ অন্য কেহ করে নাই, অথবা সহজে উপলব্ধি হয় না?—দেখা যায়, বাত-পিত্ত শ্লেষ্মাদি ধাতু বৈষম্য নিবন্ধন শারীর দুঃখ নিরাকরণের শত শত উপায় বৈদ্যক গ্রন্থে আছে—বিষয় বিশেষের অদর্শন বা অপ্রাপ্তি নিবন্ধন মানস দুঃখ উপস্থিত হয়, তন্নিবারণের উপায়, মনোজ্ঞ স্ত্রী-পান-ভোজন-বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি জাগতিক পদার্থও জগতে প্রচুর আছে—নীতি শাস্ত্রে কুশলতা থাকিলে, নিরুপদ্রব স্থলে বাস করিলে আগন্তুক দুঃখও হইতে পারে না—তবে আর এমন কি গুপ্ত উপায় বা বস্তু আছে, যাহা উপদেশ করিবার জন্য সাংখ্যকার ব্যগ্র?—

দুঃখের আত্যন্তিক নিরোধ হয় কি না?—যদি হয়, তবে তাহার উপায় কি?—এই অংশ সাধারণ জ্ঞানের বিষয় নহে, এই অংশই সাংখ্য শাস্ত্রের উপদেশ্য। যে সকল লৌকিক উপায় দৃষ্ট হয়, তদ্দ্বারা যে নিশ্চিত দুঃখ নিবৃত্তি হইবে, এরূপ নিয়ম দৃষ্ট হয় না, যদিও নিবৃত্তি হয়, তথাপি পুনর্ব্বার সেই দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে। আত্যন্তিক নিবৃত্তি কদাচ হয় না। কিন্তু শাস্ত্রীয় উপায় অবলম্বন করিলে অবশ্য দুঃখ নিবৃত্তি হইবে এবং সে নিবৃত্তি আত্যন্তিক নিবৃত্তি। সাংখ্য দর্শনের মতে এই আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির নামই মোক্ষ বা স্বস্বরূপ প্রাপ্তি। ইহাকেই শাস্ত্রে পরম পুরুষার্থ বলে। মনুষ্য যে কিছু প্রার্থনা করে, দুঃখ নিবারণের জন্যই করে। দুঃখ নিবৃত্তি বা দুঃখনিবৃত্তির উপায়, মনুষ্য উভয়কেই প্রার্থনা করে, এজন্য উভয়ই পুরুষার্থ বটে; কিন্তু লৌকিক উপায় ও লৌকিক উপায় দ্বারা দুঃখ নিবৃত্তি আত্যন্তিক নহে বলিয়া উহা পুরুষার্থ হইলেও পরম পুরুষার্থ নহে (২)।

জৈমিনি বা জৈমিনির ন্যায় যজ্ঞ বিদ্যাবিৎ ঋষিরা বলেন, মনুষ্য মাত্রেরই "নিরন্তর সুখই হউক, দুঃখ যেন অণুমাত্র না হয়" এই রূপ অব্যভিচারী অভিনিবেশ আছে। অতএব ঐ রূপ অভিনিবেশের পরিপূর্ত্তি (নিরবচ্ছিন্ন সুখ-ধারা সম্ভোগ) মনুষ্যের সম্বন্ধে ঘটে কি না?—তর্ক করিলে, ঘটেনা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা যায় না। জৈমিনির মতে উহাই স্বর্গ-সুখ বলিয়া উক্ত হয়। কারণ, শাস্ত্রে বলে, "যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং নচ গ্রস্তমনন্তরং। অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎসুখং স্বঃপদাস্পদম্।" নিরবচ্ছিন্ন সুখ ধারা সম্ভোগই স্বর্গ ভোগ। এই স্বর্গই মনুষ্যের সুখ তৃষ্ণার বিশ্রান্তি ভূমি। ইহাই পরম পুরুষার্থ, ইহাকেই মুক্তি বলে, ইহাকেই অমৃত ভোগ বলে। জৈমিনির মত এই—বেদোক্ত কার্য্য কলাপ, এই অলৌকিক সুখ লাভের এক মাত্র উপায়। যজ্ঞ বিদ্যা ব্যবসায়ীদিগের উক্ত মত কপিলের হৃদয়গ্রাহী হয় নাই। কপিল বেদ মানেন, বেদোক্ত ক্রিয়া কলাপের ফল-জননী শক্তিও স্বীকার করেন, কিন্তু উক্ত প্রকারে স্বীকার করেন না। বলেন, কর্ম্মসাধ্য স্বর্গ সুখও ঐহিক সুখের ন্যায় দুঃখ মিশ্র ও অনিত্য, কারণ যাগ মাত্রই হিংসা সাধ্য। পশুঘাত বা বীজ বিনাশ ব্যতিরেকে কোন যাগই নিষ্পন্ন হয় না। সুতরাং হিংসা ঘটিত কার্য্য কি রূপে নিরবচ্ছিন্ন শুভ ফল প্রসব করিতে পারে—(১) তাদৃশ সুখের কারণ ক্রিয়া কাণ্ড কদাচ হইতে পারে না। হিংসাদি দোষ রহিত বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানই তাদৃশ সুখের কারণ (২)।

অপিচ, যেমন কোন উপায় বিশেষ

---

(১) সাংখ্য মতে, দুঃখ একটী অন্তঃকরণের বৃত্তি মাত্র। ঐ বৃত্তি চিতি শক্তির প্রতিকূল রূপে অনুভূত হইয়া আত্মায় আঘাত করে।

(২) উক্ত অভিপ্রায় কপিলের "অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ" প্রাত্যহিকক্ষুৎপ্রতীকারবৎ তচ্চেষ্টনাৎ পুরুষার্থত্বং" "সর্ব্বাসম্ভবাৎ সম্ভবেপি সম্ভাসম্ভবাদ্ধেয়ঃ প্রমাণকুশলৈঃ" এই সকল সূত্রে নিহিত আছে।

(১) সাংখ্য মতে, বীজ বিনাশ করিলেও পাপ জন্মে। কিন্তু অজ-বীজ ভিন্ন। যে বীজ হইতে আর অঙ্কুর হয় না, সেই বীজের নাম অজ। অহিংসা ঘটিত ব্রতে এই অজ বীজের ব্যবস্থা আছে। ৩ বৎসর, যত্ন বিশেষে রক্ষিত হইলে ৫ বৎসর পর্য্যন্ত বীজের অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি থাকে।

(২) "নানুশ্রবিকাদপি তৎসিদ্ধিঃ—" "অবিশেষশ্চোভয়োঃ" এই দুই কপিল সূত্রে উক্ত অর্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে।

দ্বারা দুঃখ বিশেষ কিছু কাল স্থগিত থাকে, আবার কোন উপায় বিশেষে তদপেক্ষা অধিক কাল স্থগিত থাকে,—এবং কোন উপায়ে এক প্রকার দুঃখের শান্তি হয়, কোন উপায়ে বা দুই বা ততোধিক দুঃখের শান্তি হয়, তেমনি কোন না কোন উপায়ে সকল দুঃখের শান্তি হইতে পারে এবং সে শান্তি অনন্ত কালের জন্য হইতেও পারে।

দুঃখের কারণ ধ্বংশ করিতে পারিলে,দুঃখ উৎপত্তি কেন হইবে?—যে উপায়ে উক্ত পুরুষার্থ সিদ্ধ হইবে, সে উপায় লোক মধ্যে নাই, যজ্ঞ বিদ্যার মধ্যেও নাই, কেন না, সে উপায় কেবল তত্ত্বজ্ঞান। এই তত্ত্বজ্ঞানের আকার—"আমি, মহৎ-অহঙ্কার-ইন্দ্রিয় প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তু হইতে অত্যন্ত ভিন্ন ও চিৎ স্বরূপ পুরুষ"—এইরূপ প্রত্যয় দৃঢ় ও সাক্ষাৎকার হওয়া আবশ্যক। শাস্ত্রীয় ভাষায় ইহাকে তত্ত্বজ্ঞান, সত্ত্বপুরুষান্যতাপ্রত্যয় ও বিবেক খ্যাতি বলে। এই প্রত্যয় উৎপাদনের নিমিত্ত আত্মা ও জগৎ এই বস্তুদ্বয়ের যথার্থ রূপ কি?—তাহার অন্বেষণ করিতে হয়, দীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া তত্ত্ব-অনুশীলন করিতে করিতে উক্ত প্রত্যয় জন্মিতে পারে।

আত্মা জগৎ এই উভয়েরই পরীক্ষা করিতে হইবে। তন্মধ্যে জগৎ পরীক্ষা প্রথম (বাহ্য বস্তু পরীক্ষা) তাহাতে কপিলের মত এই যে, জগতের তত্ত্ব সমুদায়ে চতুর্বিংশতি, আর আত্মতত্ত্ব এক এই পঁচিশটী মাত্র তত্ত্ব। তন্মধ্যে জগৎ যে চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সমষ্টি—তাহার ব্যষ্টি এই—মূল প্রকৃতি,মহৎ, অহঙ্কার, রূপ তন্মাত্র, রস তন্মাত্র, গন্ধ তন্মাত্র. স্পর্শ তন্মাত্র, শব্দ তন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় ও মহাভূত পাঁচ।

কপিল, স্বপ্রতিজ্ঞাত এই সকল পদার্থকে আজ্ঞা বাক্যের ন্যায় স্বীকার করিতে বলেন না। তিনি বলেন, পদার্থ সকল পরীক্ষায় আরোহণ করাও—প্রমাণ সহ হইলে গ্রহণ করিও। অতএব প্রকৃতি কি?—পুরুষ কি?—মহৎ কি?—অহঙ্কার কি?—এ সকল জিজ্ঞাসা এক্ষণে নিবৃত্ত রাখিয়া তদ্দ্বারা যে বস্তু নিশ্চয় হইবে তাহারই চিন্তা কর—

তরঙ্গের ন্যায় সর্ব্বদাই মনুষ্যের অন্তরে জ্ঞান প্রবাহ উত্থিত হইতেছে, স্থিত হইতেছে লয় হইতেছে। সকল জ্ঞানই বিষয়কে অবগাহন করিতেছে। "সর্ব্বং জ্ঞানং সবিষয়ং" জ্ঞান মাত্রই কোন না কোন বিষয় অবলম্বন করিয়া উদয় হয়। কোন বস্তু অবগাহন করিতেছে না, অথচ জ্ঞান হইতেছে, এরূপ কখনই হয় না। উন্মত্ত ব্যক্তি ভিন্ন ওরূপ বলিতে কেহই পারেন না। অতএব জ্ঞান মাত্রেরই কোন না কোন বিষয় আছে, বিষয় মাত্রেরই জ্ঞান আছে। জ্ঞান আছে বিষয় নাই—বিষয় আছে জ্ঞান নাই; এরূপ দৃষ্ট হয় না। বিষয় বলিলে জ্ঞানাবগাহিত বিষয় বুঝিতে হইবে, জ্ঞান বলিলে বিষয় যুক্ত জ্ঞান বুঝিতে হইবে। শব্দ ও অর্থের যেরূপ অবিযুক্ত সম্বন্ধ,—জ্ঞান ও জ্ঞেয় এ দুইএরও সেইরূপ সম্বন্ধ!

এখন বিবেচনা করুন—সাগরের তরঙ্গমালার ন্যায় নিরন্তর উত্থিত নানাবিধ জ্ঞান-প্রবাহের মধ্য হইতে কোন্‌টি ঠিক্ জ্ঞান তাহা চিনিয়া লইতে হইবে। অতএব ঠিক্ জ্ঞানের লক্ষণ কি?—ইহাতে কপিল এই রূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করেন—অনধিগত ও অবাধিত বস্তু অবগাহী ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। মর্ম্ম এই—অনধিগত অর্থাৎ যে বস্তু আর কখন জ্ঞানের বিষয় হয় নাই—অবাধিত অর্থাৎ জ্ঞানোত্তর কালে যাহার বাধ (বিলয়) হয় না—ব্যবসায়াত্মক অর্থাৎ "ইহা অমুক বস্তু" এই রূপ নিশ্চয়াত্মক যে জ্ঞান তাহাই ঠিক জ্ঞান। সংস্কৃত ভাষায় এই যথার্থ জ্ঞান "সম্যক্

জ্ঞান, প্রমা, প্রমিতি, অনুভব প্রভৃতি নামে উল্লিখিত হইয়া থাকে।" এই প্রমাজ্ঞান, স্বীয় বিষয় হইতে কদাচ ব্যভিচার প্রাপ্ত হয় না, প্রমাজ্ঞানের বিষয় কখন বাধিত হইতে দেখা যায় না। (১) যে বস্তু এক বার জ্ঞানের বিষয় হইয়াছে, সেই বস্তু যদি বারান্তরে বিষয় হয়, তবে তাহাকে প্রমা না বলিয়া "স্মৃতি" বলা যায়। কাহারও মতে উক্ত যথার্থ জ্ঞানের স্মৃতি এবং অনুভব এই দুইটি ভাগ নিষ্প্রয়োজন। ইহাঁদের মতে শুদ্ধ কেবল অবাধিত বস্তু অবগাহী জ্ঞান মাত্রই প্রমা শব্দের বাচ্য। বিভাগ বাদীর মতে বিভাগের প্রয়োজন পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে। এক্ষণে যাহা প্রমা হইবে না, ঈদৃশ দুই একটি জ্ঞান অবলম্বন করিয়া প্রমাকে স্পষ্ট রূপে উপলব্ধি করিতে হইবে। মন্দান্ধকার নিমগ্ন একটি রজ্জু অথবা জল ধারা দেখিয়া আমাদের কখন কখন সর্প জ্ঞান জন্মে, সে জ্ঞান প্রমা নহে, কেন না সেই সর্পাকার জ্ঞান সবিষয়, সর্প হইতে ব্যভিচার প্রাপ্ত হয়, সে সর্পটিও বাধিত বস্তু। কারণ, "এইসাপ্" এই জ্ঞানের অব্যবহিত উত্তর কালেই যদ্যপি দণ্ডোদ্যম পূর্ব্বক আঘাত করিতে যাই, তবে সে সর্প আর থাকে না। সর্পের সঙ্গে সঙ্গে সর্পাকার জ্ঞানও বিলয় প্রাপ্ত হয়। তখন জ্ঞানের ব্যবসায়াত্মক অংশ সত্যকেই গ্রহণ করে, অর্থাৎ "ইহা সর্প নহে—ইহা জলধারা বা রজ্জু" এই রূপ নিশ্চয় জ্ঞান জন্মে। কিন্তু "ইহা সর্প নহে" এই জ্ঞানের বাধ বা ব্যভিচার দৃষ্ট হয় না, সুতরাং এই অংশেই প্রমা আর বিপরীত অংশে ভ্রম। এই রূপ, সংশয় জ্ঞানও প্রমা নহে। কারণ সংশয় স্থলে বুদ্ধিবৃত্তি বিভিন্ন বস্তু গ্রহণ করিতে থাকে, তাহাতে ব্যবসায় জন্মে না "ইহা অমুক? কি অমুক?—এই আকারে দোদুল্যমান হইতে থাকে। যাবৎ না বুদ্ধি একতর গামিনী হয়; তাবৎ কি প্রমা, কি ভ্রম কিছুই বলা যায় না। এই রূপ আকারের জ্ঞানকে সংশয় নামে ব্যবহার করা যায়। এতাবতা, জ্ঞানের "স্মৃতি" "প্রমা" "ভ্রম" "সংশয়" স্থূলত এই চারিটি বিভাগ করা হইল। তন্মধ্যে, প্রমাজ্ঞানই বিশেষ বিচার্য্য বলিয়া তাহার মূল অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

উক্ত প্রমার উৎপত্তি কি রূপে হয় এবং উৎপত্তির সাক্ষাৎ কারণই বা কি?—কপিল এই সকল জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি প্রসঙ্গাধীন করিয়াছেন কিন্তু সংক্ষেপে,যথা—"দ্বয়োরেকতরস্য বাপ্যসন্নিকৃষ্টার্থপরিচ্ছিত্তিঃ প্রমা তৎ সাধকং সৎ তদ্বিধং প্রমাণং।" কিন্তু আচার্য্যেরা ইহাকে বিস্তার করিয়া বলিয়াছেন।

যদ্দ্বারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে উক্ত প্রমা উৎপন্ন হয়, তাহার নাম প্রমাণ, এই প্রমাণ দ্বারাই বস্তুর পরীক্ষা সিদ্ধি হয়, বস্তুকে প্রমাণারূঢ় করার নামই পরীক্ষা। এক্ষণে এই জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, প্রমাণ কত প্রকার। এক প্রকার?—কি বিভিন্ন প্রকার?—কপিল মতানুযায়িরা উত্তর দেন যে, যখন দেখা যাইতেছে বস্তু নানা বিধ এবং অতীতাবস্থা, অনাগতাবস্থা ও বর্ত্তমানাবস্থা, নানাবিধ অবস্থাক্রান্ত বস্তুর পরীক্ষা হওয়া আবশ্যক (যখন বস্তু মাত্রেরই তিনটি অবস্থা—এবং বর্ত্তমান অবস্থার পরীক্ষা দৃষ্ট হইতেছে, অতীত অবস্থারও দৃষ্ট হইতেছে, তখন অনাগত অবস্থারও পরীক্ষা সাধক কোন না কোন সামগ্রী থাকিতে পারে।) তখন, স্থূল সূক্ষ্ম দৃশ্যাদৃশ্য বহুগুণযুক্ত জগতের পরীক্ষার জন্য যে একটি সামগ্রী উপস্থিত থাকিবে, এমত সম্ভব হয় না। জগতের কোন বস্তুই অখণ্ড দণ্ডায়মান নহে, সুতরাং যে কালে পরীক্ষিতব্য বস্তু বর্ত্তমান আছে, সে

(১) ভ্রম জ্ঞান স্থলে বিষয়ের বোধ হয়—তদ্দৃষ্টে এখানে অবাধিত শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে।

কালে পরীক্ষা সাধক সামগ্রীটি না থাকিতেও পারে, যে কালে পরীক্ষা বর্ত্তমান, সে কালে পরিক্ষিতব্য না থাকিতেও পারে, এ রূপ হইলে পরীক্ষা পদার্থটি অপ্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়ে। আরও এক বিবেচনা আছে। পরীক্ষা কার্য্যটিকেও জগদন্তঃপাতী স্বীকার করিতে হইবে, না করিলে, জগতের অসম্পূর্ণতা আপত্তি হয়। অতএব জগৎ যেমন নানা, তেমনি প্রমাণও নানা। (১)

প্রমাণের সংখ্যাঘটিত অনেক মত আছে। কেহ ১, কেহ ২, কেহ ৩, কেহ ৪, কেহ ৫, কেহ বা ৬, প্রমাণ স্বীকার করেন। কপিল ৩ প্রমাণ বাদী। ঐন্দ্রিয়ক ১, যৌক্তিক ২, ঔপদেশিক ৩, এই তিন প্রকার জ্ঞানের উৎপাদক ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ সহকৃত জ্ঞান ও ভ্রমাদি দোষ রহিত সত্য বাক্য এই তিনটি। ইহার নামান্তর প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, শাব্দ। ইহার মধ্যে প্রত্যক্ষ সর্ব্ববাদি সম্মত, ইহাতে কাহারও আপত্তি দেখা যায় না, এই বলিয়াই হউক, আর প্রমাণান্তরের জীবন স্বরূপ বলিয়াই হউক, প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে যে কিছু বিচার্য্য আছে, তাহার অবধারণ সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষুরিন্দ্রিয়ই সর্ব্ব প্রধান সুতরাং প্রথমত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিচারণায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

(১) "ন প্রত্যক্ষনিবৃত্তিমাত্রাদভাবনিশ্চয়ঃ" বিদ্যমানোপ্যর্থ ইন্দ্রিয়াণাং কালভেদেন বিষয়োঽবিষয়শ্চ ভবতি "সম্ভবতি বাক্যান্যৎ প্রমাণং।"

জাতি-ভেদ বিষয়ে বর্ত্তমান আন্দোলন।

প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র সকল অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে সর্ব্ব প্রথমে ভারতবর্ষে জাতি বিভেদ বংশগত ছিল না ব্যবসায় ও চরিত্রগত ছিল এবং পরে বংশগত হইলেও চরিত্রানুসারে ব্যক্তির উন্নতি বা অবনতি হইত। এই পত্রিকার পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় এই সিদ্ধান্তের প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। যখন জাতি বিভেদ সম্পূর্ণ রূপে বংশগত হইল, তখন তাহা হইতে নানা অনিষ্ট উৎপন্ন হইতে লাগিল। সেই সকল অনিষ্টের প্রতি লোকে বিরক্ত হইয়া তাহার প্রতিকারের নিমিত্ত চেষ্টান্বিত হইল। জাতি বিভেদ প্রথা অসাধারণ ধীশক্তি ও বৈরাগ্য সম্পন্ন পরম সাহসিক ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারক বুদ্ধদেবের নিকট হইতে প্রথম আঘাত প্রাপ্ত হয়। রামানন্দ, কবীর, নানক, দাদু, চৈতন্য প্রভৃতি ধর্ম্মসংস্কারকেরা জাতিভেদ প্রথা নির্ম্মূল করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সাধারণ হিন্দু সমাজ বুদ্ধ হইতে চৈতন্য পর্য্যন্ত প্রত্যেক ধর্ম্ম সংস্কারকের মত অবলম্বন করিল না। তাঁহাদিগের মতাবলম্বী ব্যক্তিরা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে ও সাধারণ হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। কিন্তু এক্ষণে ভারতবর্ষে জাতি বিভেদ প্রথার এক প্রবল শত্রু প্রাদুর্ভূত হইয়াছে; সেই শত্রু ইংরাজী শিক্ষা। পূর্ব্বে এমন প্রবল শত্রুর সঙ্গে ইহার কখন যুদ্ধ করিতে হয় নাই। এক্ষণে এই অত্যন্ত বলবান শত্রুর সঙ্গে উহার বিলক্ষণ সংগ্রাম চলিতেছে। এই সংগ্রামের ফল কিরূপ দাঁড়ায়, তাহা এক্ষণে স্পষ্টরূপে স্থির করিয়া বলা যাইতে পারে না। এই রূপ বোধ হইতেছে যে ইংরাজীশিক্ষা জাতিভেদ প্রথাকে একেবারে নির্ম্মূল করিতে না পারুক, তাহার বর্ত্তমান আকার অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত করিবে, সন্দেহ নাই।

জাতি-ভেদ প্রথা লইয়া এক্ষণে হিন্দুসমাজে মহা আন্দোলন চলিতেছে। কেহ কেহ উহাকে একেবারে উঠাইয়া দিতে চান; কেহ কেহ উহাতে বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে

পারেন না; আবার কেহ কেহ উহা রাখিতে চান কিন্তু উহার বর্ত্তমান আকার পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছুক। এই তিন মতের প্রত্যেক মতাবলম্বী ব্যক্তিরা তর্কের সময় যে যে যুক্তি ব্যবহার করেন, তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে, তাহার মধ্যে কোন্ মতটি অধিকতর যুক্তিযুক্ত, তাহা পাঠকবর্গ অনায়াসে স্থির করিতে পারিবেন।

যাঁহারা বর্ত্তমান জাতিভেদ প্রথাতে বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন চান না, তাঁহাদিগের যুক্তি এই যে পিতৃ পিতামহ যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন করা উচিত হয় না। সামাজিক রীতি যদি পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন করা যায়, তাহা হইলে লোক সমাজে অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ঘটিবার সম্ভাবনা, অতএব পিতৃ পিতামহ যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে সন্তুষ্ট থাকাই কর্ত্তব্য। পরিবর্ত্তনের স্রোত আমাদিগকে কোথায় লইয়া যাইবে তাহার স্থিরতা নাই, অতএব পুরাতন প্রথা পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য নহে।

যাঁহারা জাতিভেদ প্রথা একেবারে উঠাইয়া দিতে চান, তাঁহাদিগের যুক্তি এই যে ঈশ্বর যখন সমস্ত মনুষ্যের পিতা স্বরূপ, তখন তাহারা সকলে পরস্পর ভ্রাতা; অতএব এক জনের পক্ষে আর এক জনকে নিকৃষ্ট জাতীয় বলিয়া ঘৃণা করা অত্যন্ত অন্যায়। এক প্রকার শোণিত সকলেরই শিরাতে প্রবাহিত হইতেছে; এক প্রকার মানসিক বৃত্তি সকলেরই অন্তরে কার্য্য করিতেছে। এক জন মনুষ্য আর এক জনকে হীন বলিয়া বিবেচনা করা কখনই তাহার পক্ষে উচিত হয় না। নিকৃষ্ট জাতীয় ব্যক্তি উপযুক্ত হইলে জাতিভেদ প্রথা তাহার উন্নতির পথে নানা প্রতিবন্ধক নিক্ষেপ করে। জাতিভেদ প্রথা অন্য জাতীয় ব্যক্তির সহিত ভোজ্যান্নতা নিবারণ ও তন্নিবন্ধন সমুদ্রযাত্রা নিষেধ করিয়া দেশের উন্নতির পক্ষে বিলক্ষণ ব্যাঘাত দেয়। মনের মিল হইলেও জাতিভেদ প্রথা নিবন্ধন লোকে পরস্পর আদান প্রদান করিতে সক্ষম হয় না, ইহা অল্প অসুখের কারণ নহে। যে পর্য্যন্ত না জাতিভেদ প্রথা ভারতবর্ষ হইতে উন্মূলিত হয়, সে পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের কোন প্রকার উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

যাঁহারা জাতিভেদ প্রথা রাখিতে চাহেন কিন্তু পরিবর্ত্তিত আকারে রাখিতে চাহেন, তাঁহারা বলেন যে জাতিভেদ প্রথা থাকিলেই যে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে পরস্পর ভোজ্যান্নতা ও সমুদ্র যাত্রা থাকে না এমত নহে; পূর্ব্বে ভারতবর্ষে জাতিভেদ ছিল অথচ সমুদ্র যাত্রা ও ভিন্ন দেশীয় ও ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিদিগের সহিত পরস্পর ভোজ্যান্নতাও ছিল। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যেরূপ জাতি বিভেদ ছিল, সেই রূপ জাতি বিভেদ পুনঃ প্রবর্ত্তিত করা কর্ত্তব্য; জাতি বিভেদ একেবারে উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, বস্তুতঃ উহা একেবারে উঠইয়া দিবার উপায়ও নাই। জাতিভেদ মনুষ্যের প্রকৃতিগত; সকল মনুষ্য সমান নহে। কেহ দরিদ্র, কেহ ধনী; কেহ বিদ্বান, কেহ মূর্খ। এই রূপ প্রভেদ চিরকালই থাকিবে। জাতি বিভেদ প্রথা কোন না কোন আকারে লোক সমাজে অবশ্য চিরকাল বিদ্যমান থাকিবে। বর্ত্তমান জাতি বিভেদ প্রথা উঠাইয়া দাও আর এক প্রকার জাতি বিভেদ প্রথা আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিবে। ভারতবর্ষে যেরূপ জাতি বিভেদ প্রথা প্রচলিত আছে, সে রূপ প্রথা ইউরোপ খণ্ডে প্রচলিত নাই বটে কিন্তু তথায় আর এক প্রকার জাতি বিভেদ প্রথা বিদ্যমান আছে। তথায় ধনী এক জাতি; দরিদ্র আর এক জাতি। এই দুই জাতির মধ্যে পরস্পর আহার ব্যবহার ও আদান প্রদান

নাই। যখন জাতি-ভেদ প্রথা চিরকাল লোক সমাজে বিদ্যমান থাকিবে, তখন ভারতবর্ষে পূর্ব্ব কালের জাতি বিভেদ প্রথা অর্থাৎ ধর্ম্ম ও বিদ্যা মূলক জাতিবিভেদ প্রথা পুনঃ প্রবর্ত্তিত করা কর্ত্তব্য, নতুবা সকল প্রকার জাতি বিভেদ অপেক্ষা নিকৃষ্ট ধনমূলক জাতিবিভেদ প্রথা ভারতবর্ষ অধিকার করিবে। পূর্ব্ব কালে ভারতবর্ষে জাতি বংশগত ছিল কিন্তু যিনি শূদ্র বংশোদ্ভব হইয়া ধার্ম্মিক সচ্চরিত্র ও বিদ্বান হইতেন, তিনি ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইতেন; যিনি ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব হইয়া অধার্ম্মিক, অসচ্চরিত্র ও মূর্খ হইতেন, তিনি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতেন। এই সুপ্রথা দ্বারা ধর্ম্ম ও বিদ্যাকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করা হইত। এই সুপ্রথা ক্রমে বিলুপ্ত হইয়াছিল কিন্তু একেবারে সম্পূর্ণ রূপে হয় নাই। এমন কি, আমাদিগের এক পুরুষ কি দুই পুরুষ পূর্ব্বে পান দোষ অথবা পরদারাভিগমন জন্য লোকে জাত্যন্তরিত ও অপাঙক্তেয় হইত। পূর্ব্বোক্ত অতি প্রাচীন কালের সুপ্রথা পূর্ণ আকারে পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইলে লোক সমাজের প্রভূত উপকার সাধন হইবার সম্ভাবনা। স্বদেশীয় রাজা থাকিলে এপ্রকার সৎপ্রথা পুনঃ প্রচলনে বিশিষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যাইত। কিন্তু যখন স্বদেশীয় রাজা নাই, তখন ধনী, মানী ও বিদ্বান সকলেই একত্রিত হইয়া এই বিষয় সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। জাতিভেদ প্রথা উক্ত প্রকারে শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন করিয়া লোক সমাজের বিশেষ উপকারী হয়। জাতিভেদ প্রথা কেবল ধর্ম্ম ও বিদ্যাকে উৎসাহ প্রদান পূর্ব্বক লোক সমাজের উপকার সাধন করে এমত নহে; দেশে বুদ্ধিমান ব্যক্তির প্রবাহ রক্ষা করিয়া আর এক প্রকারেও লোক সমাজের উপকার সাধন করে। দেশে বুদ্ধিমান ব্যক্তির প্রবাহ রক্ষিত না হইলে তাহার অমঙ্গলের সম্ভাবনা। এক্ষণে ইওরোপ খণ্ডের কোন কোন দেশে বিশেষ বুদ্ধিমান ব্যক্তির অভাব জন্য লোকে আক্ষেপ করিয়া থাকে। গ্যাল্‌টন সাহেব প্রভৃতি কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন যে ঐ অভাব মোচন জন্য বুদ্ধিমান পুরুষের সহিত বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকের বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে তাহারদিগের সন্তানও বুদ্ধিমান হইবে। এই প্রকারে বুদ্ধিমান ব্যক্তির প্রবাহ দেশে চিরকাল রক্ষিত হইবে। উল্লিখিত পণ্ডিতেরা ইউরোপখণ্ডে এইরূপ প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার প্রস্তাব করেন কিন্তু আমাদিগের দেশে এই প্রথা অনেক দিন অবধি আছে। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চ জাতীয় ব্যক্তিরা নিকৃষ্ট জাতীয় ব্যক্তি অপেক্ষা যে বুদ্ধিমান, তাহার সন্দেহ নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে অন্য জাতীয় ছাত্র অপেক্ষা ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈদ্য কুলোদ্ভব ছাত্রই অধিক। জাতিভেদ প্রথা বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের প্রবাহ দেশে রক্ষা করিয়া লোক সমাজের মঙ্গল সাধন করে; এবং ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে ধর্ম্ম ও বিদ্যাকে উৎসাহ প্রদান পূর্ব্বক লোক সমাজের চরিত্র সম্বন্ধীয় দোষ নিবারণ ও ধর্ম্মোন্নতি সাধনের বিশেষ সহকারী হয়। জাতি বংশগত হইবে অথচ নিকৃষ্ট জাতীয় ব্যক্তি জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক হইলে উৎকৃষ্ট জাতিতে উন্নত হইবে এবং উৎকৃষ্ট জাতীয় ব্যক্তি অধার্ম্মিক ও মূর্খ হইলে স্বজাতি হইতে অধঃপাতিত হইবে, এইরূপ রীতি প্রচলিত থাকিলে জাতি বিভেদ প্রথার দোষ নিবারিত হইয়া তাহা হইতে কেবল শুভফল উৎপন্ন হইবে। জাতি বিভেদ প্রথা রাখা উচিত কিন্তু বর্ত্তমান জাতিভেদ প্রথার কিছুমাত্র সংস্কার আবশ্যক নাই এ কথায় আমরা সায় দিতে পারি না। পিতৃ পিতামহের প্রতি ভক্তি জনিত রক্ষণশীল ভাব লোকসমাজের মঙ্গলকর কিন্তু যদি তাহা উন্নতি এবং সংস্কারের একান্ত প্রতিবন্ধক হয়, তাহা হইলে তাহা মঙ্গলকর নহে। বস্তুতঃ আমরা যে সংস্কারের প্রস্তাব করিতেছি, তাহাকে সংস্কার বলা যায় না; তাহা পিতৃ পিতামহের অতি শ্রদ্ধেয় পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রথা পুনঃ প্রবর্ত্তিত করা মাত্র।

বেদান্ত-দর্শন।

পরিবর্ত্তন-দ্বারাই প্রকৃতি সজীব রহিয়াছে। আলোক, উত্তাপ, বল, যাহারা প্রকৃতির প্রধান কার্য্য-কারক, তাহারদের পরিবর্ত্তন দেখিলে চমকিত হইতে হয়। আলোকের স্পন্দন-বেগ এত যে, তাহার যদি রেণু-পরিমাণ ভারিত্ব থাকিত, তাহা হইলে তাহার প্রচণ্ড আঘাতে পৃথিবী রসাতল-গামী হইত। উত্তাপ, আকর্ষণ, ইত্যাদির প্রত্যেকের বিষয় বলিতে গেলে বিস্তর বাহুল্য হইয়া পড়ে; এক কথায় এই যে, উহারদের প্রত্যেকেই পরিবর্ত্তনের সহচর। পরিবর্ত্তনের ভাব দেখিয়াই যদি আশ্চর্য্য হইতে হইতেছে,তবে সেই প্রভূত পরিবর্ত্তনের মধ্যে অপরিবর্ত্তনীয়-ভাব দেখিলে কত না আশ্চর্য্য হইতে হইবে! ঘটনা-সকল পরিবর্ত্তন-শীল কিন্তু সেই পরিবর্ত্তনের নিয়ম সকল অপরিবর্ত্তনীয়। যে নিয়মে বৃক্ষ হইতে ফল পড়িতেছে, সেই নিয়মে সৌর জগৎ চলিতেছে; যুগযুগান্তর পূর্ব্বে যে নিয়ম মানব-শূন্য জীব-শূন্য তরু-লতা-শূন্য পৃথিবীর পরিভ্রমণ-মার্গ চিহ্নিত করিয়া দিয়াছিল,—সেই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া এই মানব-পূর্ণ জীব-পূর্ণ ধন-ধান্য-পূর্ণ পৃথিবী আজিও সেই পথে পরিভ্রমণ করিতেছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, ঘটনার নিয়ম অগ্রে না ঘটনা অগ্রে? কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ব্যতিরেকে ঘটনা ঘটিতে পারে না; সুতরাং নিয়মের পূর্ব্বে ঘটনা ঘটিতে পারে না। কিন্তু যাহা ভবিষ্যতে ঘটিবে তাহার নিয়ম যখন অদ্য স্থির-নিশ্চিত আছে, তখন অবশ্যই মানিতে হইবে যে, ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্বে তদীয় নিয়ম বর্ত্তমান থাকা আবশ্যক। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে যখন নিয়মকে দেখা যায়, তখন হঠাৎ মনে হয় যে, ঘটনা অবলম্বন করিয়াই নিয়ম বর্ত্তমান রহিয়াছে, ঘটনার উপরেই নিয়ম নির্ভর করিতেছে। আমরা প্রথমে ঘটনা প্রত্যক্ষ করি, পশ্চাৎ নিয়ম আবিষ্কার করি; সুতরাং আমারদের দৃষ্টিতে অগ্রে প্রাকৃতিক ঘটনা পশ্চাতে প্রাকৃতিক নিয়ম। কিন্তু যখন আমরা ঘটনার মূলে তদীয় নিয়ম থাকিবার আবশ্যকতা জ্ঞানে উপলব্ধি করি, তখন আমারদের সে ভ্রম তিরোহিত হয়; তখন আমরা এইরূপ স্থির নিশ্চয় করি যে, ঘটনার উপরে নিয়ম নির্ভর করে না,প্রত্যুত নিয়মের উপরেই ঘটনা নির্ভর করে। ইহার উদাহরণ—মনে কর একটি গোলা ক হইতে খ খ হইতে গ এই দিকে চলিতেছে। যখন ক হইতে খ এই দিকে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখনই জানা যাইতেছে যে গোলাটি যদি অন্য কোন প্রকারে বাধিত না হয়,তবে যথা-কালে খ হইতে গ স্থলে উপনীত হইবে। গোলাটি নিয়তই স্থান পরিবর্ত্তন করিতেছে, কিন্তু ক হইতে খ এই দিকে চলিবার যে নিয়মটি, তাহা ক্রমাগতই অপরিবর্ত্তনীয় রহিতেছে। গোলাটি খ হইতে গ স্থলে নীত হইবার পূর্ব্বে "উহাকে ঐ স্থা হইতে হইবে" এ নিয়মটি ছিল; ক হইতে খ স্থলে পূর্ব্বেও সেই নিয়মটি ব রূপ দেখা যাইতেছে যে,

স্থান-পরিবর্ত্তনের সম্বন্ধে উক্ত স্থান-পরিবর্ত্তনের ঐ যে নিয়মটি, তাহা অপরিবর্ত্তনীয়। ঐ অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মটি অবলম্বন করিয়াই গোলাটি স্থান পরিবর্ত্তন করিতেছে।

নিয়ম নিয়মিত ঘটনার পূর্ব্ব-হইতে বর্ত্তমান। সুতরাং নিয়মিত ঘটনা যখন ছিল না, তখন নিয়ম ছিল। কিন্তু নিয়ম কোন বস্তু-বিশেষ নহে। সুতরাং "নিয়ম ছিল" বলিলেই এইরূপ বুঝায় যে উহা কোন বস্তুকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান ছিল। সে বস্তু কি? ইহাই জিজ্ঞাস্য। ঘটনা বিশেষ-বিশেষ, নিয়ম তাহারদের সকলের সম্বন্ধে সাধারণ; সুতরাং বিশেষ বিশেষ বস্তুর সম্বন্ধে যে বস্তু সাধারণ, তাহাই নিয়মের ভিত্তি ভূমি স্বরূপ; বিশেষ বিশেষ বস্তু সকলের সম্বন্ধে সাধারণ বস্তু কি? না জ্ঞান-পদার্থ। আমি একবার হস্তি দেখিতেছি, আর একবার অশ্ব দেখিতেছি, আর একবার আর কিছু দেখিতেছি; প্রত্যেককে আর আর সমস্ত বস্তু হইতে বিশেষ করিয়া দেখিতেছি। কিন্তু এক আমি হস্তিকে দেখিতেছি, আর এক আমি অশ্বকে দেখিতেছি, ইহা হইতে পারে না; একই আমি হস্তি অশ্ব প্রভৃতিকে দেখিতেছি। সুতরাং হস্তি অশ্ব প্রভৃতি বস্তু সকল বিশেষ-বিশেষ, জ্ঞান-পদার্থ বা "আমি" তাহারদের সম্বন্ধে সাধারণ। নিয়ম বিশেষ-বিশেষ ঘটনার [illegible] সাধারণ, সুতরাং যে বস্তু সাধারণ না[illegible]নিয়মের অবলম্বন-স্থল, জ্ঞান পদা-[illegible] হইতে[illegible] অবলম্বন-স্থল। বিশেষ বিশেষ [illegible]কও [illegible] সম্বন্ধে পরিবর্ত্তনশীল; নিয়ম [illegible] সম্বন্ধে অপরিবর্ত্তনীয়; সুতরাং [illegible] পরিবর্ত্তিত হয় না এমন [illegible] তাহাই নিয়মের অবলম্বন [illegible]াহা নিয়মের অধীন বা [illegible] নির্ভর করিতেছে, তাহার উপরে নিয়ম নির্ভর করিতেছে, একথার অর্থ নাই। সুতরাং স্বাধীন বস্তুই নিয়মের অবলম্বন-স্থল। জ্ঞান পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই স্বাধীন বস্তু হইতে পারে না; আপনাকে জানা-সহকারে থাকা, আপনার জ্ঞান-শক্তি সহকারে থাকা, আপনার শক্তিতে আপনি থাকা, এই যে স্বাধীন অস্তিত্ব, ইহা জ্ঞান ভিন্ন আর কোন বস্তুতেই থাকিতে পারে না। অতএব "স্বাধীন-বস্তুই নিয়মের অবলম্বন-স্থল" এই মাত্র বলিলেই প্রকারান্তরে বলা হয় যে জ্ঞান-বস্তুই নিয়মের অবলম্বন-স্থল। অতএব নিয়মিত ঘটনার পূর্ব্বে নিয়ম বর্ত্তমান ছিল ইহা বলিলে এইরূপ বুঝাইবেই বুঝাইবে যে, উহা জ্ঞান-পদার্থকে আশ্রয় করিয়াই বর্ত্তমান ছিল। অতএব এক মাত্র অদ্বিতীয় মূল জ্ঞানেতেই মূল নিয়ম-সকল পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান; জগতের নিয়ম-সকল পরমাত্মার জ্ঞানেতেই বর্ত্তমান; এ বিষয়ে আর সংশয় হইতে পারে না।

কেহ কেহ বলেন যে, নিয়ম জানিলেই জ্ঞানের যথেষ্ট চরিতার্থতা হইতে পারে, নিয়মের অবলম্বনস্থল জানা বাহুল্য। যথা;—"প্রতি দিন সূর্য্য-উদয়াস্ত হইবে" এই নিয়মটি জানিয়াই নিশ্চিন্ত থাকা যাইতে পারে; উক্ত নিয়মের অবলম্বন-স্থলকে জানিলে তাহা হইতে অধিক কি আর জানা হয়? ইঁহারদের প্রতি বক্তব্য এই যে, তোমরা নিয়মের ভক্ত, অথচ নিয়মের মূলকে দেখিতে পার না; যে শাখায় বসিয়া আছ তাহারই মূলোচ্ছেদ করা তোমারদের সংকল্প। তোমরা বলিতেছ যে, শাখা হইতেই আমরা ফল পাইতেছি, ফুল পাইতেছি, সকলই পাইতেছি; মূল হইতে আমরা কি পাইতেছি? অতএব মূল থাকিলেই বা কি আর না থাকিলেই বা কি। শাখা ত আছে—তাহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।

কিন্তু বল দেখি, মূল হীন নিয়ম অপেক্ষা মূল-যুক্ত নিয়ম শ্রদ্ধেয় কি না! নিয়মের প্রতি তোমার সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা আছে—ইহা আমি স্বীকার করিলাম; কিন্তু নিয়মের প্রতি সেই তোমার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা-বশতই কি তুমি নিয়মকে তদীয় মূল হইতে পৃথক্ করিতে (অর্থাৎ নির্ম্মূল করিতে) ইচ্ছা করিতেছ? এই যে নূতন-বিধ শ্রদ্ধা, যাহা স্বীয় বিষয়ের মূল-দ্বেষী, তাহাকে সমূলক বলিব না অমূলক বলিব? যদি সমূলক নিয়ম অপেক্ষা অমূলক নিয়ম শ্রেয়স্কর হয়, তবে সমূলক শ্রদ্ধা অপেক্ষা অমূলক শ্রদ্ধা তেমনিই শ্রেয়স্কর, তাহাতে আর সংশয় নাই।

ইতিপূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়াই নিয়ম বর্ত্তমান আছে। কিন্তু নিয়মকে জ্ঞানের সহিত যুক্ত করিয়া দেখিলেই বা তাহাতে ফল কি, এবং বিযুক্ত করিয়া দেখিলেই বা তাহাতে ক্ষতি কি, ইহা বুঝিতে না পারিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে নিয়ম জ্ঞানমূলক হইলেই বা কি না হইলেই বা কি, ওরূপ নিষ্ফল বিষয়ে অত প্রমাণ প্রয়োগ করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। অতএব নিয়মকে জ্ঞানের সহিত যুক্ত করিয়া দেখাতে কোন ফল আছে কি না তাহা একবার স্থির চিত্তে প্রণিধান করিয়া দেখা যাউক। জ্ঞানের সাফল্য বা নিষ্ফলতার উপরে বেদান্তের সাফল্য এবং নিষ্ফলতা নির্ভর করিতেছে।

নিয়ম কাহার? জ্ঞানের না অজ্ঞানের? ইহার উত্তর এই যে, জ্ঞানই নিয়মের ভিত্তি-ভূমি। ইহার প্রমাণ এই যে, "নিয়মেরই অধীন—ঘটনা; ঘটনার অধীন নিয়ম নহে" নিয়মের এই যে স্বাধীন-ভাব, ইহা স্বাধীন বস্তুরই পরিচয় দেয়। নিয়মের ব্যাপক-ভাব ব্যাপক বস্তুরই পরিচয় দেয়। নিয়মের অপরিবর্ত্তনীয়তা অপরিবর্ত্তনীয় বস্তুরই পরিচয় দেয়। জ্ঞান-বস্তু ভিন্ন আর কোন বস্তুরই স্বাধীনতা হইতে পারে না, জ্ঞান-বস্তু ভিন্ন আর কোন বস্তুরই ব্যাপকতা হইতে পারে না, চলাচল জগতের মধ্যে জ্ঞান বস্তুই নিশ্চল। অতএব স্বাধীনতা ব্যাপকতা এবং অপরিবর্ত্তনীয়তা, নিয়মের এই যে লক্ষণ-ত্রয়, ইহার সমষ্টি জ্ঞানপদার্থ ভিন্ন আর কোন পদার্থেই পাওয়া যাইতে পারে না। এই রূপ প্রমাণ দ্বারা এই রূপ সিদ্ধান্ত হয় যে নিয়ম জ্ঞানেতেই বদ্ধমূল রহিয়াছে। সত্যাসত্যের মীমাংসা উপলক্ষে প্রমাণ প্রয়োগ করা হইল; এক্ষণে ভাল মন্দের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

অত্রি সংহিতা।

হিন্দুদিগের সমস্ত ক্রিয়া কলাপ যে শাস্ত্রের বিধি অনুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহার নাম ধর্ম্মশাস্ত্র বা ধর্ম্ম-সংহিতা; তাহাকেই স্মৃতি শাস্ত্র কহে। এই ধর্ম্ম-সংহিতা বিংশতি সংখ্যায় * বিভক্ত। যে যে ঋষি প্রণীত যে যে ধর্ম্ম-সংহিতা, তাহা সেই সেই নামে প্রসিদ্ধ আছে, যথা—মনুপ্রণীত ধর্ম্ম-সংহিতা মনুসংহিতা, অত্রি প্রণীত ধর্ম্ম-সংহিতা অত্রি-সংহিতা, বিষ্ণু প্রণীত ধর্ম্ম-সংহিতা বিষ্ণু সংহিতা, ইত্যাদি।

এই সকল সংহিতার মধ্যে মনুসংহিতা অনেক প্রকারে অনেক বার অনুবাদিত ও প্রচারিত হইয়াছে, অন্যান্য সংহিতার অ[illegible] বাদ দৃষ্ট হয় না, অথচ সেই সেই [illegible] হিতায় কোন্ কোন্ ধর্ম্মের কি প্রক[illegible] [illegible]হতে [illegible] ব্যক্তি [illegible]তা আছে, [illegible]ন করিয়া থাকে। [illegible] সে সকলের অগ্র-[illegible]নেতা হয়। যিনি সর্ব্বাগ্রে [illegible], তাঁহাকেই আমি মনুষ্যের রাজা

* ১ মন্ব[illegible] ২ অত্রি ৩ বিষ্ণু ৪ হারীত যাজ্ঞ[illegible] ৮ যম ৯ আপস্তম্ব ১০ সম্বর্ত্তাঃ ১১ কাত্যা[illegible] ১৫ [illegible] ১৬ [illegible]

বিধান আছে, তাহা সাধারণের জানা আবশ্যক, এই জন্য অত্রি প্রভৃতি ধর্ম্ম সংহিতার ভাব অনুবাদে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

বেদবেত্তা, ও সর্ব্ব শাস্ত্র বিধিজ্ঞ অত্রি ঋষি অগ্নিহোত্র সমাপন করিয়া উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে মুনিগণ তথায় উপস্থিত হইয়া নমস্কার পূর্ব্বক কহিলেন,ভগবন্! সর্ব্ব লোকের হিতের নিমিত্ত কর্ত্তব্য বিধি আমারদিগের নিকট ব্যক্ত করুন। অত্রি কহিলেন, মুনিগণ! তোমরা বেদাদি সর্ব্ব শাস্ত্রের তত্ত্ব অবগত আছ, অতএব আমার নিকট তোমরা যে প্রশ্ন করিলে, তদ্বিষয়ে আমি যাহা কিছু দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, তৎসমুদায় তোমারদিগকে কহিব। ইহা বলিয়া অত্রি সর্ব্ব-তীর্থ-জল স্পর্শ পূর্ব্বক সকল দেবতাকে প্রণাম করত সূক্ত সকল জপ করিয়া চতুর্ব্বর্ণের কর্ত্তব্য বিষয়ে এই শাস্ত্র কল্পনা করিলেন।

যাহারা পাপে অনুরক্ত ও যাহারা ধর্ম্মতঃ পতিত, এই শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া তাহারা সকলেই পাপ হইতে মুক্ত হয়, অতএব ইহা বেদবেত্তাদিগের যত্নে অধ্যয়ন করা ও সচ্চরিত্র শিষ্যদিগকে ধর্ম্মত উপদেশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য, কিন্তু অকুলীন, অসচ্চরিত্র, জড়, শূদ্র, শঠ ও অব্রাহ্মণকে দান করা কর্ত্তব্য নহে।

যিনি একটি মাত্র অক্ষর উপদেশ দেন, তিনিও গুরু; পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু ই, যাহা গুরুকে দিয়া শিষ্য সেই ঋণ মুক্ত হইতে পারে। একাক্ষর দাতা যিনি অবমাননা করেন, তিনি শত র ও চণ্ডাল যোনি প্রাপ্ত ক্তি বেদাদি শাস্ত্র গ্রহণ া করে, সে সদ্য র্ত্তব্য কর্ম্মের লেও স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান জন্য লোকের প্রিয় হয়েন।

যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, ও তপস্যা এই সাতটি ব্রাহ্মণের স্বধর্ম্ম বৃত্তি। যজন, দান, অধ্যয়ন, তপস্যা, অস্ত্র ধারণ ও প্রজা রক্ষণ এই ছয়টি ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম বৃত্তি। দান, অধ্যয়ন যজন এই তিনটি বৈশ্যের স্বধর্ম্ম বৃত্তি। বার্ত্তাবহন, দ্বিজ শুশ্রূষা ও কারুকর্ম্ম এই তিনটি শূদ্রের স্বধর্ম্ম বৃত্তি। এই চারি বর্ণের ধর্ম্ম ব্যক্ত করিলাম, বর্ণ চতুষ্টয় এই রূপ স্বস্বধর্ম্মে অবস্থিতি করিলে বহু মান প্রাপ্ত হইয়া পরম গতি লাভ করেন।

যাহারা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরধর্ম্মে অবস্থিতি করে, রাজা তাহারদিগকে যথাযোগ্য দণ্ড প্রদান করিয়া স্বর্গ ভোগ করেন। স্বীয় ধর্ম্মে অবস্থিত শূদ্রেরও স্বর্গ ভোগ হয়, অতএব সুরূপা পর কামিনীর ন্যায় পরধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেক। শূদ্র হইয়া যিনি জপ-হোম-পরায়ণ হয়েন, রাজা তাঁহাকে বধ করিবেন, নতুবা জল যেমন অগ্নি নির্ব্বাণ করে, সেই রূপ সেই শূদ্র রাজ্য বিনাশ করে। প্রতিগ্রহ, অধ্যাপন, বিক্রেয় বিক্রয়, ও যাজন এই চারিটি কর্ম্ম করিলে ক্ষত্রিয় বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হয়েন, আর মাংস, লাক্ষা ও লবণ বিক্রয় করিলে ক্ষত্রিয় সদ্য সদ্যই পতিত হয়েন। তিন দিবস দুগ্ধ বিক্রয় করিলে ব্রাহ্মণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়েন। যে গ্রামের ব্রাহ্মণেরা বেদাধ্যয়ন বা ব্রতাচরণ না করিয়া ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করে, রাজা সেই গ্রামের লোককে বধরূপ দণ্ড প্রদান করিবেন। যে রাজ্যে জ্ঞানীদিগের ভোগ্য বস্তু অজ্ঞানীরা ভোগ করে, সে রাজ্যে অনাবৃষ্টি ও মহৎ ভয় উপস্থিত হয়। যে স্থানের রাজা সর্ব্ব শাস্ত্র-বিশারদ ও বেদ-পারগ ব্রাহ্ম সম্মান করেন, সেই স্থানেই যথা-

কালে সুবৃষ্টি হইয়া থাকে। তিন লোক, তিন বেদ, তিন আশ্রম, তিন অগ্নি এই সকলের রক্ষার নিমিত্তে ব্রাহ্মণের সৃষ্টি হইয়াছে, অতএব যে ব্রাহ্মণ উভয় সন্ধ্যাকালে ঈশ্বরে মনঃ সমাধান পূর্ব্বক মৌন-ব্রত অবলম্বন করেন, তাঁহার সহস্র বৎসর স্বর্গ ভোগ হয়। যে রাজা এই প্রকার গুণ দোষ পরীক্ষা করেন, তাঁহার যশঃ, স্বর্গ, রাজ্য ও ধন বৃদ্ধি হয়। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, ন্যায়-পূর্ব্বক ধন-বৃদ্ধি, অপক্ষপাত, রাজ্য রক্ষা রাজাদিগের এই পাঁচটি যজ্ঞ। রাজারা প্রজাপালন করিয়া যে পুণ্য প্রাপ্ত হয়েন, ব্রাহ্মণেরা সহস্র যজ্ঞ করিয়াও সে পুণ্য লাভ করিতে পারেন না।

বর্ণ-ভেদ প্রকরণ।

বৈদিক ঋষি ও পুরোহিত বংশ কি প্রকারে ক্রমে স্বতন্ত্র শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা ইতি পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহারা নিয়ত শাস্ত্রানুশীলন হেতু মার্জ্জিত বুদ্ধি ও অর্জ্জিত বিদ্যা বলে আর্য্য সমাজে সহজেই যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পদবী প্রাপ্ত হইয়া সকলের মাননীয় হইয়াছিলেন, ইহা অনায়াসেই অনুভব করা যাইতে পারে। সেই উন্নত পদবী রক্ষার্থে এবং আপনাদিগের ক্ষমতা,প্রতিপত্তি ও সামাজিক অধিকার বিস্তার করিবার জন্য তাঁহারা যে কি পর্য্যন্ত যত্নশীল ও কৃতকার্য্য হইয়া ছিলেন, সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রই তদ্‌বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

আধুনিক হিন্দুশাস্ত্রে সর্ব্ব কার্য্যে ব্রাহ্মণকে অকাতরে দান করিবার বিষয়ে যে উপদেশ ও অনুশাসন প্রাপ্ত হওয়া যায়, বৈদিক ঋষিগণ ঋগ্বেদের দান-স্তোত্র সকলে তাহার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। ঐ সকল স্তোত্রে ঋষি ও পুরোহিতগণকে অর্থ দানের অশেষবিধ ফল বর্ণিত হইয়াছে। যে সকল ভূপতি বেদোদিত মহা যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান দ্বারা পুরোহিত বর্গ ও বৈদিক কবিগণকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিতেন, ঋষিগণ তাঁহাদের প্রশংসা সূচক স্তোত্র সকল রচনা করিয়া সর্ব্বত্র তাঁহাদের যশ ঘোষণা করিতেন। সেই সকল স্তোত্র দান-স্তুতি নামে খ্যাত আছে। আর যাহারা বৈদিক ক্রিয়ানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ, অথবা পুরোহিতগণকে অর্থ দানে কৃপণতা করিত,তাহাদের যথেষ্ট নিন্দাবাদ ও অনেক স্থলে শাপান্ত করিতেও বৈদিক কবিগণ ত্রুটি করিতেন না। এই রূপে বৈদিক সময় হইতেই ব্রাহ্মণগণ প্রশংসার প্রত্যাশা ও নিন্দার ভয় প্রদর্শনে আর্য্য ভূপালগণকে অনেকাংশে আপনাদিগের আয়ত্তাধীনে আনিয়া তাহাদিগের নিকট নিয়ত বিপুল অর্থ উপার্জ্জন এবং তদ্দ্বারা স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। এই বিষয়ে বহুতর প্রমাণ বেদে দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১০৭ সূক্তে দান শীলতার গৌরব, বিবিধ দানের ফল, এবং দাতার প্রশংসা এই রূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে—যথা, "দাতাগণ এই তমোময় পৃথিবীর জ্যোতিঃ স্বরূপ, তাঁহারাই এই ধরাতলের তমোময় আবরণকে অবসৃত করিয়া দেন। দান কর্ত্তা ঊর্দ্ধে আকাশোপরি বাস করেন, অশ্ব দাতা সূর্য্যের সহবাস লাভ করেন, সুবর্ণ দাতা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন, এবং বস্ত্র দাতা দীর্ঘ জীবী হয়েন। যে দান দেবতার প্রীতিকর, তাহা কুণ্ঠিত চিত্ত হইতে আসিতে পারে না; অনুদার চিত্ত ব্যক্তি কিছুই দেয় না, আর অনেক দাতা আছে, যাহারা কেবল নিন্দার ভয়ে দান করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রকৃত দাতা সে সকলের অগ্রগামী ও সকলের নেতা হয়। যিনি সর্ব্বাগ্রে দান করেন, তাঁহাকেই আমি মনুষ্যের রাজা

বলিয়া মানি। যে ব্যক্তি স্বীয় পুণ্য ক্রিয়া সমাপনান্তে তৎসম্পূর্ণতা সাধন জন্য অগ্রে দান করেন, তাঁহাকেই লোকে ঋষি, ব্রহ্মা, উদ্‌গাতা ও আধ্যায়িক বলিয়া জানে। দানে গো, অশ্ব, রজত, কাঞ্চন প্রাপ্তি হয়, তাহাতে আমাদের জীবন স্বরূপ অন্ন লাভ হয়, জ্ঞানী লোক দান শীলতাকেই আপনার বর্ম্ম স্বরূপ করেন। বদান্য ব্যক্তিগণ বিপদাপন্ন অথবা মৃত্যু মুখে পতিত হন না। তাঁহারা সমগ্র পৃথিবী ও স্বর্গ লাভ করেন। তাঁহারা সুরম্য আবাস, সুবেশা পত্নী, এবং সুমধুর পানীয় লাভ করেন (১)। দানশীল ব্যক্তির জন্য দ্রুতগামী অশ্ব রক্ষিত হয় এবং উজ্জ্বল বর্ণা নারী তাঁহারই হয়, তাঁহার গৃহ দেব-প্রাসাদের ন্যায় সুসজ্জিত এবং কমল শোভিত সরোবরের ন্যায় সুদৃশ্য। তিনি যুদ্ধে শত্রুগণকে পরাভব করেন। হে দেবগণ! তোমরা উদার চরিত্র দানশীল ব্যক্তিকে সংগ্রামে রক্ষা কর"।

এই প্রকার সূক্ত সকলের দ্বারা ব্রাহ্মণগণ আপনাদের উপকারার্থে সকলকেই দানশীল হইবার জন্য উত্তেজিত করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন। যে সকল ভূপতি এবং উদার চরিত্র লোক ব্রাহ্মণগণকে অজস্র দানে পরিতোষ করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের যশ-কীর্ত্তন বেদের অনেক স্থানে সংরক্ষিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে দুই একটি উদাহরণ এই স্থানে প্রকটিত হইল। যথা—

"দেবদত্ত-পৌত্র পিজবন-সুত সুদাঃ হইতে দুই শত গো এবং অশ্ব যোজিত-দুই রথ প্রাপ্ত হইয়া আমি গৃহ পরিক্রমকারী পুরোহিতের ন্যায় যশ-ঘোষণা করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছি। ঋগ্বেদ ৭ মণ্ডল ১৮ সূক্ত।

(১) এই স্থলে প্রাচীন আর্য্য সমাজের অবস্থার কিঞ্চিৎ আভাসও প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

কুরয়ান পুত্র পাকস্থামা আমাকে সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী এক অশ্ব প্রদান করিয়াছিলেন। পাকস্থামা অন্ন বস্ত্র বল ও জীবন দান করেন। আমি তাঁহাকে চতুর্থ উদার চরিত্র দাতা বলিয়া প্রশংসা করি। অষ্টম মণ্ডল-৩-২১।

"তুর্ব্বসু শত শত অশ্ব রূপ ধন দান করিয়াছেন, এ জন্য তাঁহার প্রশংসা প্রচার কল্পিতেছি। কণ্ব-পুত্রের স্তোত্র বলে প্রিয়মেধ যে ষষ্টি সহস্র শুদ্ধ গো প্রাপ্ত হইয়াছিল,তাহা আমি (ঋষি) তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছি; ইহাতে বৃক্ষ সকলও আমার আগমনে আনন্দিত হইয়া কহিতেছে "ইহাঁরা প্রভূত গো প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহাঁরা অসংখ্য অশ্ব লাভ করিয়াছেন।" অষ্টম মণ্ডল-৩-১৯।

হে অশ্বিনদ্বয়! তোমরা দেখ, চেদি-বংশোদ্ভব কশু আমকে এক শত উষ্ট্র এবং দশ সহস্র গো দান করিয়াছেন। প্রজাগণ ইহাঁর পদানত, কোন ব্যক্তি দান শক্তিতে ইহাঁর তুল্য নহে। অষ্টম মণ্ডল-৫-৭।

যাহারা বৈদিক ক্রিয়ানুষ্ঠান করিত না অথবা পুরোহিত ও ঋষিগণকে অর্থ দান করিত না, তাহাদের সম্বন্ধে বৈদিক কবিগণ কি প্রকার ভাবোক্তি করিয়া গিয়াছেন, তাহার কএকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

ইন্দ্র কেবল ক্রিয়াবান ও উদার স্বভাব ব্যক্তিকে সাহায্য প্রদান করেন, তিনিই ঈশ্বর এবং অপ্রতিহত শক্তি। কবে ইন্দ্র ক্রিয়াহীন ব্যক্তিকে ক্ষুপের ন্যায় বিনষ্ট করিবেন? কবে তিনি আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করিবেন। প্রথম মণ্ডল-৮৪-৭।

হে ইন্দ্র! আমাদের স্তোত্র সকল তোমাকে আনন্দিত করুক। হে বজ্রিন্! আমাদিগকে ধন প্রদান কর, ব্রহ্ম-দ্বেষ্টাকে বিনষ্ট কর। যে কৃপণ ব্যক্তি কিছু দান

না করে, তাহাকে পদাঘাত দ্বারা বধ কর। অষ্টম মণ্ডল-৫১-১।

হে মিত্রা বরুণ! যে ব্যক্তি তোমাদের উদ্দেশে অভিষবণ করে না, সে আপনার হৃদয়কে জরজ্জরীভূত করে, কিন্তু ধার্ম্মিক ব্যক্তি আপনার দানশীলতায় তোমাদের অনুগ্রহ লাভ করে। প্রথম মণ্ডল ১২২-৯।

যাহারা হোমাদি অনুষ্ঠান করে না, তাহাদের সকলকে বিনষ্ট কর। আমাদিগকে ধন দান কর। বিপ্র সেই ধনের প্রত্যাশা করে। প্রথম মণ্ডল ১৭৬-৪।

যে ব্যক্তি দানে পরাঙ্মুখ, তাহাকে দান করিবার প্রবৃত্তি দেও। হে পূষন্! কৃপণের কঠিন হৃদয়কে কোমল কর। যে সকল পন্থা দ্বারা আমরা আহার্য্য প্রাপ্ত হই, তাহা মুক্ত করিয়া দেও। আমাদের শত্রু বিনাশ কর, যজ্ঞ সকল সফল কর। কৃপণ ব্যক্তির হৃদয়কে শলাকা দ্বারা বিদ্ধ কর এবং তাহাদিগকে আমাদের বশীভূত করিয়া দেও। ৬ মণ্ডল ৫৩-৩।

শিখ্ সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

১৭৯৫ শকের চৈত্র মাসের পত্রিকার, ২৫১ পৃষ্ঠায় শিখ ধর্ম্মের সংস্থাপক গুরু নানকের জীবন চরিত বিবৃত হইয়াছে। অতএব তাহার পুনরাবৃত্তি করা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

নানক স্বীয় পুত্রগণকে ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে অযোগ্য মনে করিয়া, ক্ষত্রিয় বর্ণের ত্রেহন কুলোদ্ভব লেহানা নামক এক ব্যক্তিকে তাঁহার উত্তরাধিকারী পদে অভিষিক্ত করিয়া গিয়াছিলেন। লেহানা নানকের একজন চিরানুগত শিষ্য ছিলেন। নানক তাঁহাকে শিখ ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সকলে দীক্ষিত করিয়া ও তাঁহাকে সন্ন্যাসীর পবিত্র বেশ পরিধান করাইয়া, সম্মানের চিহ্ন স্বরূপ "অঙ্গদ" * নামটি প্রদান করিয়াছিলেন। ইনি শিখদিগের নিকট এই নামেই পরিচিত।

* সংস্কৃত ভাষায় অঙ্গ ও পারস্য ভাষায় খোদ শব্দ, এই উভয় মিশ্রিত হইয়া অঙ্গদ শব্দটি উৎপন্ন হইয়াছে। "অঙ্গদ" "অঙ্গ খোদ" অর্থাৎ স্বীয় শরীর। পঞ্জাবী ভাষায় প্রায়ই এই রূপ মিশ্র ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

লাহোরান্তর্গত বিতস্তা নদী তীরে অবস্থিত খান্দুয়া নামক গ্রামে গুরু অঙ্গদ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার জীবনে কোন গুরুতর কার্য্য সংসাধিত হয় নাই। নানকের যে ধর্ম্ম মত ছিল, ইনি তাহাই শিক্ষা দিতেন ও গ্রন্থ নামক শিখদিগের ধর্ম্ম পুস্তকের কতকগুলি অধ্যায় ইঁহারই দ্বারা বিরচিত হয়। ভাস্থ ও দাতু নামক ইঁহার দুই পুত্র ছিল। কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে কাহাকেও তিনি গুরু পদে অভিষিক্ত করিয়া যান নাই। ১৬০৯ শম্বতে তাঁহার মৃত্যু হইলে, ক্ষত্রিয় বর্ণের ভালে কুলোদ্ভব, অমরদাস নামক একজন ব্যক্তি তাঁহার উত্তরাধিকারী হইলেন। ইনি দ্বাদশ বৎসর কাল গুরু অঙ্গদের নিকট সামান্য ভৃত্যের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। কথিত আছে, যে তিনি স্বীয় প্রভুর পদ প্রক্ষালনার্থ প্রতিদিন তিন ক্রোশ পর্য্যটন করিয়া, বিতস্তা নদী হইতে জল আনয়ন করিতেন; এক দিবস রাত্রি কালে জল লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, পথি মধ্যে প্রবল ঝটিকা সমুত্থিত হওয়াতে, ঝঞ্ঝাবাত ও অন্ধকারে অন্ধীভূত হইয়া, দৈবক্রমে তাঁর পদদ্বয় স্খলিত হইল ও তিনি ভূমিতলে পতিত হওয়াতে তাঁহার হস্তস্থিত জলের কুম্ভটী চূর্ণ হইয়া গেল। ঐ স্থানের সন্নিকটে গুরু অঙ্গদের বাটীর সম্মুখে একজন তন্তুবায় বাস করিত। তন্তুবায় পত্তন শব্দে চমকিত হইয়া, কোথা হইতে শব্দটি আসিল, জানিবার জন্য তাহার ভার্য্যাকে উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিল। ঐ স্ত্রীলোকটি, গুরু অঙ্গদের ভৃত্যের দৈনিক কার্য্য ও অসাধারণ প্রভু সেবার বিষয় বিলক্ষণ অবগত ছিল। সে উত্তর করিল যে "নিরীহ অমরদাস বোধ করি পড়িয়া গিয়াছে। আহা! তাহার রাত্রেও নিদ্রা নাই দিবসেও বিশ্রাম নাই"। এই কথা গুরু অঙ্গদ অন্তরাল হইতে শুনিতে পাইয়াছিলেন। পরদিন প্রাতে অমরদাস তাঁহার নিয়মিত কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত আসিলে পর, অঙ্গদ তাহার প্রতি অসাধারণ দয়া প্রকাশ করিলেন ও তাহাকে বলিলেন "এত দিন তুমি অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়াছ, অদ্য হইতে বিশ্রাম সম্ভোগ কর"। অমরদাস, নানকের ধর্ম্মমত গুলি উৎসাহ ও উদ্যম সহকারে প্রচার করিয়া, অনেক ব্যক্তিকে তাঁহার শিষ্য করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগের সাহায্যে সাংসারিক প্রভুত্বও কিয়ৎ পরিমাণে স্থাপন ও কজরবাল নামক একটি গ্রাম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং নানকের পুত্র ধরমচাঁদ কর্ত্তৃক সংস্থাপিত উদাসী সম্প্রদায়টি, শিখ সম্প্রদায় হইতে পৃথক করিয়া দিয়াছিলেন। বোধ হয় তৎকালে, উদাসী সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত প্রকৃত শিখ ধর্ম্মের মত বলিয়া পরিগণিত হইত না।

অমরদাসের একটি পুত্র ও একটি কন্যা ছিল। পুত্রের নাম মোহন ও কন্যার নাম মোহিনী। মোহিনী সাধারণ লোকের নিকট ভাইনি নামে পরিচিত। কথিত আছে এই কন্যাটির বিবাহ দিবার জন্য অমরদাস অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। শিখ গ্রন্থকারগণ এই ঘটনাটি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; যেহেতু এই বিবাহ হইতে এমন একটি বংশ উৎপন্ন হয়, যাহার মধ্যে অনেকেই গুরু পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন ও যাহারদিগকে শিখেরা অদ্যাপি যার পর নাই ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। একজন ব্রাহ্মণ অমরদাসের প্রধান ভৃত্য ছিল। তিনি তাহাকে তাঁহার কন্যার জন্য একটি পাত্র অনুসন্ধান করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ একটি সুযোগ্য পাত্র স্থির করিয়া, অমরদাসকে সংবাদ দিল। এতৎ সম্বন্ধে উভয়ে রাজপথে কথোপকথন হইতে লাগিল, অমরদাস ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বালকটি কত বড়"? এই সময়ে তাঁহাদিগের নিকট আর একটি বালক দণ্ডায়মান ছিল, তাহার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ব্রাহ্মণ উত্তর করিল "ঐ বালকটির ন্যায়"; অমরদাস তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি নেত্রপাত করিলেন ও তাহার নিকট নাম ধাম কুলের পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় বালক উত্তর করিল, "আমার নাম রামদাস, আমি সংদ্বশজাত, সন্দি কুলোদ্ভব ক্ষত্রিয় সন্তান, গন্দবাল গ্রামে আমার নিবাস"। অমরদাস ঐ বালকের পরিচয়ে অতীব সন্তুষ্ট হইয়া, স্বীয় ভৃত্য ব্রাহ্মণের মনোনীত পাত্রকে অগ্রাহ্য করিয়া, নব পরিচিত বালকটিকে স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করিলেন।

বিজ্ঞাপন।

বর্ষ গত হওয়াতে যাঁহাদিগের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম মূল্য নিঃশেষিত হইয়াছে, তাঁহারা বর্ত্তমান বর্ষের নিমিত্ত অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। অগ্রিম মূল্য অগ্রে প্রদান না করিলে সমাজের ক্ষতি করা হয়।

যাঁহাদিগের নিকট তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য দ্বাদশ মাস অনাদায় আছে, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান মাসের মধ্যে উহা পরিশোধ করিবেন। নতুবা সমাজ আর তাঁহাদের নিকট মাশুল দিয়া পত্রিকা প্রেরণে সমর্থ হইবেন না।

আগামী ৯ আষাঢ় সোমবার রাত্রি ৮ আট ঘণ্টার সময় ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের দ্বাবিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ
১ আষাঢ় ১৭৯৬ শক

শ্রীশ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

১৭৯৫ শকের চৈত্র ও ১৭৯৬ শকের বৈশাখ।

আয়	৫ ২ ৬ ॥৵১০
পূর্ব্বকার স্থিত ...	২ ৯ ৩ ।৵১০
সমষ্টি	৮ ২ ০ ৴
ব্যয়	৫ ৭ ৮
স্থিত	২ ৪ ২ ৴

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	১ ১ ৩ ৶
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২ ১ ৮ ॥৵
পুস্তকালয়	৪ ২ ।৴
যন্ত্রালয়	৯ ০
গচ্ছিত	৬ ১৸৵১০
সমষ্টি	৫ ২ ৬ ॥৵১০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	১ ৭ ৯ ।৴
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১ ৯ ৩ ।৵
পুস্তকালয়	৪ ৮ ॥
যন্ত্রালয়	৯ ৩ ॥
গচ্ছিত	৬ ৩ ।৴
সমষ্টি	৫ ৭ ৮

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৫ ০
" শিবচন্দ্র নন্দী ...	১ ০
" হরিমোহন নন্দী ...	১ ০
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন ...	৫
" হরচন্দ্র রায় ...	১
" মথুরামোহন সুর ...	২
" কৃষ্ণলাল মৈত্রেয় ...	৫
" রাখালরাজ রায় ...	১
" শ্রীনাথ মিত্র ...	৩
" কৈলাসচন্দ্র বসু ...	।৵
দানাধারে প্রাপ্ত	১ ৬ ।৶

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১ ০
	১ ১ ৩ ৶

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাকমাসুল বার্ষিক ছয় আনা। সম্বৎ ১৯৩১। কলিগতাব্দ ৪৯৭৫। ১ আষাঢ় রবিবার।

৭৩০

Registered No 58.

একমেবাদ্বিতীয়ং

অষ্টম কল্প
চতুর্থ ভাগ
শ্রাবণ ১৭৯৬ শক

৩৭২ সংখ্যা ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৫

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ।

প্রথম প্রপাঠক।

দ্বিতীয় খণ্ড।

দেবাসুরা হবৈ যত্র সংযেতিরে। উভয়ে প্রাজাপত্যাস্তদ্ধ দেবা উদ্গীথমাজহ্রুরনেনৈনানভিভবিষ্যাম ইতি। ১।

'দেবাসুরাঃ' দেবাঃ দীব্যতের্দ্যোতনার্থস্য শাস্ত্রোদ্ভাসিতা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ, অসুরাস্তদ্বিপরীতাঃ বিশ্বগ্বিষযাসু প্রাণনক্রিয়াসু রমণাৎ স্বাভাবিক্যস্তমআত্মিকা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ, 'হবৈ' ইতিপূর্ব্ববৃত্তোদ্ভাসকৌ নিপাতৌ 'যত্র' যস্মিন্নিমিত্তে ইতরেতরবিষযাপহারলক্ষণে 'সংযেতিরে' সংগ্রামং কৃতবন্তঃ। 'উভয়ে' দেবাসুরাঃ প্রজাপতেরপত্যানীতি 'প্রাজাপত্যাঃ' 'তৎ' তত্র নিমিত্তে 'হ' কিল 'দেবাঃ' 'উদ্গীথং' উদ্গীথভক্ত্যুপলক্ষিতমৌদ্গাত্রং কর্ম্ম জ্যোতিষ্টোমাদি 'আজহ্রুঃ' আহৃতবন্তঃ 'অনেন' কর্ম্মণা 'এনান্' অসুরান্ 'অভিভবিষ্যাম' 'ইতি' এবমভিপ্রায়াঃ সন্তঃ। ১।

শাস্ত্রীয় ইন্দ্রিয় বৃত্তির নাম দেবতা ও স্বাভাবিক ইন্দ্রিয় বৃত্তির নাম অসুর, এই উভয় দলের বিষয় অপহরণ জন্য পরস্পর যুদ্ধ হইয়াছিল, ইহারা উভয়েই প্রজাপতি হইতে উৎপন্ন, এই উপলক্ষে দেবতারা এই কর্ম্ম দ্বারা অসুরদিগকে পরাভব করিব, ইহা ভাবিয়া উদ্গীথ আহরণ করিয়াছিলেন। ১।

তে হ নাসিক্যং প্রাণমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে, তং হাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুঃ, তস্মাত্তেনোভয়ং জিঘ্রতি সুরভি চ দুর্গন্ধি চ পাপ্মনা হ্যেষ বিদ্ধঃ। ২।

'তে' দেবাঃ 'হ' কিল 'নাসিক্যং' নাসিকায়াং ভবং 'প্রাণং' প্রাণদৃষ্ট্যা 'উদ্গীথং' উদ্গীথাক্ষরমোঙ্কারং 'উপাসাঞ্চক্রিরে' কৃতবন্তঃ, 'তং' নাসিক্যং প্রাণং 'হ' কিল 'অসুরাঃ' স্বাভাবিকা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ 'পাপ্মনা' অধর্ম্মাসঙ্গরূপেণ 'বিবিধুঃ' সংসর্গং কৃতবন্তঃ, 'তস্মাৎ' কারণাৎ 'তেন' ঘ্রাণেন প্রাণেন 'সুরভি চ দুর্গন্ধি চ' 'উভয়ং' 'জিঘ্রতি' লোকঃ 'হি' যস্মাৎ 'এষঃ' প্রাণঃ 'পাপ্মনা বিদ্ধঃ' ।২।

সেই দেবতারা নাসিকাস্থ প্রাণ দৃষ্টিতে উদ্গীথাক্ষর ওঙ্কারের উপাসনা করিয়াছিলেন, এবং অসুরেরাও সেই ঘ্রাণকে পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিল, সেই হেতু এই ঘ্রাণ দ্বারা সুরভি ও দুর্গন্ধি উভয়ই গৃহীত হইয়া থাকে, যেহেতু এই ঘ্রাণ পাপে বিদ্ধ হইয়া আছে। ২।

অথ হ বাচমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে, তাং হাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুস্তস্মাত্তযোভযং বদতি সত্যঞ্চানৃতঞ্চ পাপ্মনা হ্যেষা বিদ্ধা ।৩।

অথ হেত্যাদি পূর্ব্ববৎ। ৩।

অনন্তর দেবতারা বাক্য দৃষ্টিতে উদ্গীথাক্ষর ওঙ্কারের উপাসনা করিয়াছিলেন, এবং অসুরেরাও সেই বাক্যকে পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিল, সেই

হেতু এই বাক্য দ্বারা সত্য ও অনৃত উভয় ব্যক্ত হইয়া থাকে, যেহেতু এই বাক্য পাপে বিদ্ধ হইয়া আছে। ৩।

অথ হ চক্ষুরুদ্‌গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে, তদ্ধাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুস্তস্মাত্তেনোভয়ং পশ্যতি দর্শনীয়ঞ্চাদর্শনীয়ঞ্চ পাপ্মনা হ্যেতদ্বিদ্ধং।৪।

অথ হ চক্ষুরিত্যাদি সমানং। ৪।

অনন্তর দেবতারা চক্ষুর্দৃষ্টিতে উদ্‌গীথাক্ষর ওঙ্কারের উপাসনা করিয়াছিলেন এবং অসুরেরাও সেই চক্ষুকে পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিল, সেই হেতু এই চক্ষু দ্বারা দর্শনীয় ও অদর্শনীয় উভয় দৃষ্ট হইয়া থাকে, যেহেতু এই চক্ষু পাপে বিদ্ধ হইয়া আছে। ৪।

অথ হ শ্রোত্রমুদ্‌গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে, তদ্ধাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুস্তস্মাত্তেনোভয়ং শৃণোতি শ্রবণীয়ঞ্চাশ্রবণীয়ঞ্চ পাপ্মনা হ্যেতদ্বিদ্ধং। ৫।

অথ হ শ্রোত্রমিত্যাদি সমানং। ৫।

অনন্তর দেবতারা শ্রোত্র দৃষ্টিতে উদ্‌গীথাক্ষর ওঙ্কারের উপাসনা করিয়াছিলেন এবং অসুরেরাও সেই শ্রোত্রকে পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিল, সেই হেতু এই শ্রোত্র দ্বারা শ্রবণীয় ও অশ্রবণীয় উভয় শ্রুত হইয়া থাকে, যেহেতু এই শ্রোত্র পাপে বিদ্ধ হইয়া আছে। ৫।

অথ হ মন উদ্‌গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে, তদ্ধাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুস্তস্মাত্তেনোভয়ং সংকল্পতে সঙ্কল্পনীয়ঞ্চাসঙ্কল্পনীয়ঞ্চ পাপ্মনা হ্যেতদ্বিদ্ধং। ৬।

অথহ মন ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। ৬।

অনন্তর দেবতারা মনোদৃষ্টিতে উদ্‌গীথাক্ষর ওঙ্কারের উপাসনা করিয়াছিলেন এবং অসুরেরাও সেই মনকে পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিল, সেই হেতু এই মন দ্বারা সঙ্কল্পনীয় ও অসঙ্কল্পীয় উভয় সংকল্পিত হইয়া থাকে, যেহেতু এই মন পাপে বিদ্ধ হইয়া আছে। ৬।

অথ হ যএবাযং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদ্‌গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে, তং হাসুরাঃ ঋত্বা বিদধ্বংসুর্যথাশ্মানমাখণমৃত্বা বিধ্বংসেত। ৭।

'অথ' অনন্তরং 'হ' এব 'যএবাযং' প্রসিদ্ধঃ মুখে ভবঃ 'মুখ্যঃ প্রাণঃ' 'তং উদ্‌গীথং উপাসাঞ্চক্রিরে' 'তং হ অসুরাঃ' পূর্ব্ববৎ 'ঋত্বা' প্রাপ্য 'বিদধ্বংসুঃ' বিনষ্টাঃ 'যথা' লোকে 'আখণং' ন শক্যতে খণিতুং কুদ্দালাদিভিঃ অখণঃ অখণএবাখণস্তং 'অশ্মানং' প্রস্তরং 'ঋত্বা' প্রাপ্য লোষ্টঃ অশ্মনঃ কিঞ্চিদপ্যকৃত্বা স্বয়ং 'বিধ্বংসেত' বিদীর্য্যেত তদ্বৎ। ৭।

অনন্তর যে এই মুখ্য প্রাণ, দেবতারা তদ্‌দৃষ্টিতে উদ্‌গীথাক্ষর ওঙ্কারের উপাসনা করিয়াছিলেন, অসুরেরা এই মুখ্য প্রাণকে প্রাপ্ত হইয়া বিনষ্ট হইল, যেমন লোষ্ট খণ্ড অভেদ্য প্রস্তরে পতিত হইলে স্বয়ং নষ্ট হইয়া যায়, তাহার ন্যায়। ৭।

বেদান্ত-দর্শন।

ইতিপূর্ব্বে জগতের মূল-নিয়ম উপলক্ষে বলা হইয়াছে যে তাহা ব্যাপক-ধর্ম্মী, সুতরাং তাহা ব্যাপক বস্তু ভিন্ন পরিচ্ছিন্ন-বস্তু-বিশেষকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তিতে পারে না; অতএব মূল-নিয়ম-সকল মূল-জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থিতি করিতেছে। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে এমনও সম্প্রদায় বিদ্যমান আছে, যাঁহারা জগৎকে উদার-দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হন। তাঁহারদের অভিপ্রায় এই যে কেবল সৌর-জগৎ-টুকুই যদি জগৎ শব্দের বাচ্য হয়, তবে তাহাতে পৃথিবীস্থ কাহারো কোন ক্ষতি হয় না; অতএব অদ্যাবধি সৌর জগৎকেই জগতের স্থলাভিষিক্ত করা হউক্। "জগতের নিয়ম" এ কথা শুনিলে তাঁহারা বলিবেন যে, "জগতের নিয়ম" এ কথাটি অতি অস্পষ্ট; কি তোমার অভিপ্রায়, তাহা স্পষ্ট করিয়া বল; "সৌর জগতের নিয়ম" এই যদি তোমার অভিপ্রায় হয়, তবে তোমার সহিত আমার আর কোন বিবাদ নাই, কিন্তু সে অভিপ্রায় মনে মনে রাখা অপেক্ষা স্পষ্ট করিয়া বলা ভাল; সৌর জগতের নিয়ম অতি সুস্পষ্ট—সে নিয়ম কি? না

গুরুত্ব-নিয়ম; অর্থাৎ যে নিয়মে গুরু-বস্তু গুরুতর বস্তুর নিকটবর্ত্তী হয়, পৃথিবী সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হয়, পার্থিব বস্তু পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হয়, সেই নিয়ম। এই প্রকার সঙ্কোচ-প্রিয় বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিকে অসংকোচে কোন কথা বলিলে, অভাবনীয় অল্প একটুকু সূত্র হইতে ক্রমে ক্রমে বাদানুবাদের এত বাহুল্য হইয়া পড়ে যে, উভয় পক্ষেরই বৈরক্তি উৎপাদন ভিন্ন তাহাতে আর কিছুই ফল লাভ হয় না। ইঁহাদিগকে বলি যে, "জগতের নিয়ম" যদি এতই শ্রুতি-কটু হয়, এবং "গুরুত্ব নিয়ম" বলিলে যদি তাহাতে কিছু মাত্র আপত্তির সম্ভাবনা না থাকে, তবে তাহাই বলা যাউক্।

গুরুত্ব-নিয়ম বিষয়ে প্রথম বক্তব্য এই যে, সে নিয়ম কোন বস্তু-বিশেষকে অবলম্বন না করিয়া আপনা-আপনি থাকিতে পারে না। দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, উহা পরস্পরাকৃষ্ট কোন বস্তু-দ্বয়ের এটিকে আশ্রয় করিয়া আছে, বা ওটিকে আশ্রয় করিয়া আছে, বা উভয়কে আশ্রয় করিয়া আছে, বা উভয় ভিন্ন অন্য কোন বস্তুকে আশ্রয় করিয়া আছে, এই চারিটির মধ্যে কোন্‌টি ঠিক্ তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। গুরুত্ব-নিয়ম এটিকে আশ্রয় করিয়া আছে, ওটিকে আশ্রয় করিয়া নাই, ইহা বলিলে পক্ষপাতিতা দোষ ঘটে; গুরুত্ব-নিয়ম উভয়কেই আশ্রয় করিয়া আছে বলিলে উক্ত নিয়মের কতক অংশ ইহাতে আছে, কতক অংশ উহাতে আছে, ইহাই বুঝায়, তদ্‌ভিন্ন উহা সমগ্র-রূপে প্রত্যেকেই আছে, ইহা কোন রূপেই প্রতিপন্ন হয় না; উহা প্রত্যেকে আংশিক রূপে আছে বলিলে নিরংশ গুরুত্ব-নিয়মের অংশ কল্পনা-রূপ দোষ ঘটে। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, গুরুত্ব-নিয়ম কোন একটি জড় পিণ্ডকে সমগ্র-রূপে বা আংশিক-রূপে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে না। এই রূপ যে পারে না তাহার কারণ কেবল নিয়মের ব্যাপকতা। সমুদ্রের জল-বিন্দুকে আশ্রয় করিয়া যেমন সমুদ্র থাকিতে পারে না, সেই রূপ ব্যাপ্য-বস্তুকে আশ্রয় করিয়া ব্যাপক-বস্তু থাকিতে পারে না, নিয়ম্য বস্তুকে আশ্রয় করিয়া নিয়ম থাকিতে পারে না; নিয়ম কেবল নিয়ন্তাকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান থাকে, যেহেতু নিয়ম অপেক্ষাও নিয়ন্তা ব্যাপক। যেমন নানা ঘটনার সম্বন্ধে নিয়মের একত্ব দেখা যায়, সেই রূপ নানা নিয়মের সম্বন্ধে নিয়ন্তার একত্ব প্রসিদ্ধই আছে। সুতরাং নিয়মিত ঘটনা, নিয়ম এবং নিয়ন্তা এই তিনের উত্তরোত্তর ব্যাপকতা বিষয়ে যেমন সংশয় হইতে পারে না। নিয়মিত ঘটনা-সকল নিয়মের আশ্রিত এবং নিয়ম নিয়ন্তার আশ্রিত, ইহাতেও সংশয় হইতে পারে না।

নিয়মের সত্তা যদি স্বয়ং-সিদ্ধ হইত অর্থাৎ এমন হইত যে তাহা অন্য কোন সত্তার অবলম্বন ব্যতিরেকে আপনাআপনি থাকিতে পারে, তবে "নিয়ন্তা" এমন একটি শব্দই হইতে পারিত না। কতকগুলি সত্তা এরূপ আছে যে তাহারা স্বকীয় অধিকারের মধ্যে থাকিলেই প্রকৃত-ভাবে প্রকাশ পায়, এবং স্থানান্তরিত হইলেই বিকৃত ভাব ধারণ করে। স্বাধীনতার সহিত সংযুক্ত হইলে সুখ যেমন প্রকৃত ভাবে প্রকাশ পায়; পরাধীনতার সহিত সংযুক্ত হইলে তাহা তেমনি বিকৃত ভাব ধারণ করে। ফলদায়কতার সহিত রমণীয়তা সংযুক্ত থাকিলে তাহা যেমন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয়, বিযুক্ত থাকিলে সেরূপ হয় না; এইরূপ ভূরি ভূরি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। নিয়ম-সম্বন্ধেও ঐ রূপ। মূল-জ্ঞানের সহিত সংযুক্ত থাকিলে নিয়ম যেমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়, তাহার অ-

ন্যথা হইলে তাহা কদাপি সেরূপ হইতে পারে না। যাঁহারা কঠোর নিয়ম-সর্ব্বস্ব, তাঁহারদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে, নিয়ম-বিশেষ অবগত হইলে তাঁহারা যেমন আপনারদিগকে কৃতকৃত্য মনে করেন, তদীয় মূলবর্ত্তী জ্ঞানকে অবগত হইলে তাঁহারা তাহা হইতে অধিক লাভ-বোধ করেন কি না? মূল-জ্ঞানকে জানিলে তাঁহারা মূল-জ্ঞানের ভক্ত না হইয়া কি ক্ষান্ত থাকিতে পারেন? একটি মাত্র প্রাকৃতিক নিয়ম অবগত হইলে যাঁহারা আনন্দে উৎফুল্ল হন, তাঁহারা সমস্ত নিয়মের একাধার স্বরূপ মূল-জ্ঞানকে অবগত হইলে কত না আনন্দিত হইবেন! যাঁহারা একটি মাত্র মুদ্রা লাভ করিলে আপনাকে পরম সুখী জ্ঞান করেন, তাঁহারা স্বর্ণ-খনি প্রাপ্ত হইলে কত না আনন্দিত হইবেন! নিয়ম-ভক্তেরা বলেন যে মূল-জ্ঞানের অস্তিত্ব অবগত হইবার যদি কোন উপায় থাকিত, তবে ত কোন কথাই ছিল না; তাহার উপায় নাই বলিয়াই,যে-প্রণালীতে আমরা প্রাকৃতিক নিয়ম সকল আবিষ্কার করিয়া আসিতেছি, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকা উচিত, তদতিরিক্ত লাভের প্রত্যাশা কেবল দুরাশা মাত্র। অনিশ্চিত স্বর্ণ-খনির প্রত্যাশায় উপস্থিত ধনে অযত্ন করা, কখনই বিধেয় নহে। ইহার প্রতি বক্তব্য এই যে মূল-জ্ঞানকে জানিবার যদি কোন উপায় না থাকিত এবং মূল-জ্ঞানের অস্তিত্ব যদি অনিশ্চিত হইত, তবে উক্ত আশঙ্কা সমূলক বোধ হইত। কিন্তু মূল-জ্ঞান স্বরূপ পরমাত্মতত্ত্ব যখন বৈজ্ঞানিক মূল তত্ত্ব সকলের ন্যায় সুনিশ্চিত এবং তাঁহাতে চিত্ত সমাহিত হইলে যখন আমারদের জ্ঞানের সম্যক্ চরিতার্থতা লাভ হয়, তখন সেই পরম লাভের প্রতি উপেক্ষা করিয়া কেন আমরা আমারদের মহোচ্চ মনোবৃত্তি সকলকে সঙ্কুচিত করিব? পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে জ্ঞানের অবলম্বন ব্যতীত নিয়ম বর্ত্তিতে পারে না, এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে জ্ঞান-স্বরূপ-পরমাত্মা যে প্রাকৃতিক সমস্ত নিয়মের মূল-স্বরূপে বর্ত্তমান আছেন, ইহা আমারদের পরম মঙ্গলের বিষয়। কোন অবিবেচক ব্যক্তি বলিলেও বলিতে পারেন যে, তোমাদের যাহা পরম প্রার্থনীয়, তাহা তোমাদের নিকট পরম সত্য না হইবে কেন? তাঁহার এ বিবেচনা নাই যে, প্রথমে "ইহা সত্য" এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তদুত্তরে "ইহা মঙ্গল বা ইহা প্রার্থনীয়" এইরূপ স্থিরীকৃত হইল; সুরতাং "ইহা প্রার্থনীয় অতএব ইহা সত্য" এরূপ কুযুক্তির আভাস মাত্রও এখানে আশঙ্কনীয় হইতে পারে না।

নিয়ম-বাদীরা যেমন মূল জ্ঞানের প্রতি তেমনি আবার মূল শক্তির প্রতিও উপেক্ষা করিতে বলেন। কার্য্য কারণময় জগতের মধ্যে কেবল কার্য্য ও তাহার নিয়ম ভিন্ন জানিবার বিষয় আর কিছুই নাই, ইহাই তাঁহাদের অভিপ্রেত। এমন কি কারণ-শব্দকে একেবারে ব্যবহার হইতে রহিত করিতেও তাঁহারদের কোন আপত্তি নাই; তবে যদি সুবিধার অনুরোধে অথবা ভ্রম-ক্রমে কখন তাঁহারা কারণ শব্দের উল্লেখ করিয়া থাকেন, তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। মনে কর যে, রাজ-নিয়ম প্রচুর পরিমাণে আছে কিন্তু রাজ-শক্তি লেশ মাত্রও নাই, এরূপ অবস্থায় রাজ-কার্য্য কি রূপ চলে? ধর্ম্ম-নিয়ম আছে কিন্তু তদনুসারে চলিবার শক্তি নাই, ইহাতে ধর্ম্ম-কার্য্য কি রূপ চলে? অতএব কেহ যেন এরূপ কথা না বলেন যে, নিয়ম থাকিলেই কার্য্য চলিতে পারে, শক্তি থাকিবার আবশ্যকতা নাই। শক্তি যে-বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে তাহাই কারণ-শব্দে উক্ত হয়। নিয়ম-বাদী যদি বলেন যে,শক্তি কি—আমাকে বুঝাইয়া দেও, তবে তাঁহাকে আর এক জন বলিবে যে, নিয়ম কি—আমাকে বুঝাইয়া দেও! যাহা সুবোধ্য তাহাকে দুর্ব্বোধ করিয়া বুঝিতে যাঁহাদের ইচ্ছা হয়, তাঁহারা ঐ রূপ প্রশ্ন লইয়া বাদানুবাদ করেন করুন; কিন্তু কি তত্ত্ববিদ্যা কি অপর বিদ্যা কোন বিদ্যাতেই উক্ত প্রশ্ন-সকল স্থান পাইবার যোগ্য নহে। জ্যামিতি বিদ্যাতে যদি "দৈর্ঘ্য কাহাকে বলে, প্রস্থ কাহাকে বলে," এই সুবোধ্য বিষয় সকলের বাদানুবাদেই অধ্যায়-পরম্পরা যাপিত হইত, তাহা হইলে জ্যামিতি বিদ্যার উপরে কাহার না ধিক্কার জন্মিত? তবে যদি বল যে শক্তি মানি কিন্তু কারণ মানি না, অর্থাৎ যাহার শক্তি তাহা মানি না, তবে ইহাও বলিতে পার যে "চন্দ্রের এ-পিঠ আছে" মানি, "ও পিঠ আছে" মানি না। যদি বল যে, পৃথিবীস্থ সমুদায় বস্তুরই যখন দুই পিঠ দৃষ্ট হয়, তখন চন্দ্রেরও দুই পিঠ আছে, ইহা কেন না মানিব? তবে জিজ্ঞাসা করি যে, পৃথিবীর সমুদায় স্থলে বায়ু আছে অতএব চন্দ্রেরও সমুদায় স্থলে বায়ু আছে, ইহা না-মানার কারণ কি? প্রকৃত কথা এই যে, চন্দ্রের ও-পিঠ আছে কি না, ইহা পরীক্ষা করিবার আবশ্যকতা নাই; কিন্তু চন্দ্রে বায়ু আছে কি না, ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক। চন্দ্রের ও-পিঠ আছে ইহা যেমন পরীক্ষা না করিয়াও সুনিশ্চিত রূপে বলা যাইতে পারে; সেই রূপ কার্য্য-বিশেষের কারণ আছে ইহা পরীক্ষা না করিয়াও সুনিশ্চিত রূপে বলা যাইতে পারে, সুতরাং ইহা অতীব নিঃসংশয়। নিয়ম-বাদীকে পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করি যে, যদি কোন রূপে কারণ জানা যায়, তবে তাহাতে কোন ফল আছে কি না? যদি কোন ফল না থাকে তবে তাঁহারদের কথাই যথার্থ; কিন্তু যদি তাহাতে কোন বিশেষ ফল থাকে, তবে আর তাহা কিরূপে উপেক্ষণীয় হইতে পারে। কোন ব্যক্তিকে কোন কার্য্যালয়ে যাতায়াত করিতে দেখিলে, "যাঁহারা কার্য্য করিয়া থাকেন তাঁহারাই কার্য্যালয়ে গমন করেন" এই নিয়মানুসারে আমরা স্থির করি যে তিনি কার্য্যার্থে গমন করেন। কিন্তু যদি কার্য্য করা ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন অভিপ্রায় থাকে, তবে আমারদের উক্ত সিদ্ধান্ত অসত্য হইয়া পড়ে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে কার্য্য দেখিয়া কার্য্যের নিয়ম অভ্রান্ত রূপে নির্ণীত হইতে পারে না। কিন্তু উক্ত যাতায়াতকারী ব্যক্তির মনোরূপ কারণ জানিতে পারিলে তাঁহার সমুদায় কার্য্য চেষ্টা নিশ্চিত রূপে অবগত হওয়া যাইতে পারে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে কারণ জানিলে কার্য্য-জ্ঞানের আর কিছু মাত্র অবশিষ্ট থাকে না। অতএব যদি কারণ জানিবার কোন উপায় থাকে, তবে তাহার প্রতি উপেক্ষা করিয়া কেবল মাত্র কার্য্য জানিবার যত্ন করা বিচারসঙ্গত নহে। কেন না, এক মাত্র কারণকে জানিলে তদন্তর্ভূত সমুদায় কার্য্য এক যোগে জানা যাইতে পারে; কিন্তু একটি কার্য্য জানিলে তদতিরিক্ত অন্য কিছুই জানা যাইতে পারে না।

মূল-জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া যেমন যাবতীয় নিয়ম বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেইরূপ মূল-শক্তিকে অবলম্বন করিয়া যাবতীয় কার্য্য চলিতেছে। ইহা নহে যে, মূল-জ্ঞান হইতে মূল-শক্তি স্বতন্ত্র কিংবা বিযুক্ত। ভাব এবং আবির্ভাব যেমন পরস্পর বিশ্লিষ্ট হইতে পারে না, বস্তু এবং বস্তুর শক্তি যেমন পরস্পর বিশ্লিষ্ট হইতে পারে না, মূল-জ্ঞান এবং মূল-শক্তি সেইরূপ। মূল-জ্ঞান এবং মূল-শক্তি ওতপ্রোত ভাবে পরমাত্মাতে অবস্থিতি করিতেছে। যিনি যে পরিমাণে

পরমাত্মাকে জানিতে পারেন, তিনি সেই পরিমাণে জগতের সমুদায় কার্য্য এবং সমুদায় নিয়ম যুগপৎ উপলব্ধি করিতে পারেন। যাঁহারা নিয়ম মানেন কিন্তু সমুদায় নিয়মের একাধার স্বরূপ মূল-জ্ঞানকে মানেন না, যাঁহারা কার্য্য মানেন কিন্তু সমুদায় কার্য্যের প্রস্রবণ-স্বরূপ মূল-শক্তিকে মানেন না, তাঁহারা এক দিন বলিলেও বলিতে পারেন যে, আমরা গ্রহ উপগ্রহ মানি কিন্তু সূর্য্য মানি না, অথবা সৌর জগৎ মানি তদতিরিক্ত জগৎ মানি না, অথবা পরিমিত আকাশ মানি, অপরিমিত আকাশ মানি না, পরিমিত কাল মানি অনাদ্যনন্ত কাল মানি না। এইরূপ, মানা না-মানা যাঁহাদের স্বেচ্ছাধীন তাঁহারদের সহিত বিচার-বাহুল্যে প্রবৃত্ত হওয়া বিড়ম্বনা-মাত্র। নিয়ম-বাদীরা এই কথা বলিতে পারেন যে আমরা যেমন প্রাকৃতিক কার্য্য-পরীক্ষা দ্বারা প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার করি এবং সেই নিয়ম দ্বারা কার্য্যের তথ্য সকল বুঝাইয়া দিতে পারি, কারণ-বিজ্ঞান দ্বারা তোমরা যদি সেইরূপ নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারিতে এবং সেই নিয়ম দ্বারা কার্য্য সকলের তথ্য বুঝাইয়া দিতে পারিতে, তবে তোমারদের কথা শিরোধার্য্য করিতাম; তাহা যখন পার না, তখন তোমারদের কথাতে কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি?

এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা যদিও অপ্রাসঙ্গিক তথাপি ইহার উত্তর না দিলে পাছে কেহ মনে করেন যে, আমারদিগকে অগত্যা নিরুত্তর হইতে হইয়াছে, এজন্য ইহার উত্তর দেওয়া আবশ্যক। কেন অপ্রাসঙ্গিক? না যখন জানা গেল যে, এটি নিশ্চয়ই সত্য, তখন যদি আমরা এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসি যে, যে পর্য্যন্ত না আমরা উহা দ্বারা অন্য কোন কিছু বুঝাইতে পারিব সে পর্য্যন্ত আমরা উহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব না, তাহা হইলে সুলভ সত্যও আমারদিগের নিকট দুর্লভ হইয়া উঠে। নিয়ম-বাদীরা বলেন যে, সর্ব্ব প্রথমে গণিত শাস্ত্রের সত্য সকল ধ্রুবত্ব লাভ করিয়াছিল; তাহার শত শত বৎসর পরে অন্যান্য শাস্ত্রের সত্য সকল তদনুরূপ পদবী প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই প্রথম-কালের গণিত-শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা যদি এইরূপ সংকল্প করিয়া বসিতেন যে, যে পর্য্যন্ত না আমরা সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতিবিধি গণিত দ্বারা বুঝাইতে পারিব, সে পর্য্যন্ত আমরা গণিত-শাস্ত্রের সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত সকলকেও সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব না, তাহা হইলে তাহাতে কাহার ক্ষতি হইত —সত্যের না তাঁহারদের নিজের? গণিত-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত বিশেষ সত্য কি না—এইটি যেখানে জিজ্ঞাস্য সেখানে "ইহা দ্বারা অন্য সত্য বুঝাইয়া দিতে পার কি না" এ প্রশ্ন যেমন সংলগ্ন হয় না, সেইরূপ "মূল-জ্ঞান এবং মূল-শক্তি সত্য কি না" ইহাই যেখানে জিজ্ঞাস্য সেখানে "তদ্দ্বারা জগতের সমস্ত ব্যাপার বুঝাইয়া দিতে পার কি না" এ কথা অপ্রাসঙ্গিক তাহার আর সন্দেহ কি? কিন্তু তথাপি আমরা উক্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদানে প্রবৃত্ত হইতেছি।

কার্য্য-জ্ঞান হইতে নিয়ম-জ্ঞানে উত্থান করিবার যেমন একটি সোপান আছে, অর্থাৎ মনে করিলেই কার্য্য-জ্ঞান হইতে নিয়ম-জ্ঞানে উত্থান করা যায় না, তজ্জন্য বিশেষ উপায় অবলম্বন করা চাই, শিক্ষা চাই, সামর্থ্য চাই, অনুরাগ চাই, ইত্যাদি নানা প্রকার সম্বল চাই; সেইরূপ কারণ-জ্ঞান হইতে নিয়ম-জ্ঞানে অবতরণ করিবারও একটি সোপান আছে, অর্থাৎ তাহা প্রকরণ, প্রযত্ন এবং শিক্ষা সাপেক্ষ; সুতরাং সকলেই যে তাহা পারিবে, ইহারও কোন অর্থ

নাই এবং কোন ব্যক্তি যে তাহা সম্যক্‌রূপে পারিবে ইহারও কোন অর্থ নাই। যদি কারণ-বিজ্ঞানের দ্বিতীয় নিউটন পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন, তবে তাঁহাকে বিদ্যাচলের মহোচ্চ শিখরে আরূঢ় দেখিয়া আমরা যত কেন বিস্মিত হই না, তিনি ইহা বলিতে ক্ষান্ত হইবেন না, যে অসীম বিদ্যা-সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া আমি কতকগুলি যৎসামান্য শুক্তিকা আহরণ করিয়াছি—ইহারাই যদি এত অমূল্য, তবে সমুদ্রের গর্ভে যে সকল মহারত্ন নিহিত আছে তাহারা না-জানি কি! কারণ কি? না যেখানে কার্য্য সকল শক্তি-ভাবে বা তন্ময়ী-ভাবে অবস্থান করে, সুতরাং কারণকে জানিতে হইলে কার্য্য সকলকে মূল-বস্তুতে শক্তি-ভূত বা তন্ময়ী-ভূত রূপে উপলব্ধি করা আবশ্যক; এই হেতু, এখন যেমন কার্য্যকে ব্যক্ত এবং কারণকে অব্যক্ত দেখা যাইতেছে, তখন সেইরূপ কারণকে ব্যক্ত এবং কার্য্যকে অব্যক্ত দেখা যাইবে। সমস্ত পুরাবৃত্তের সার সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহার মর্ম্ম অবগত হইয়া যে ব্যক্তি সুখী হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে যেমন "কোন্ বিশেষ সময়ে কোন্ বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছিল" ইহা স্মরণ করা আয়াস-সাধ্য, সেইরূপ যাঁহারা সমস্ত কার্য্যের সার-সঙ্কল্প এবং সার মর্ম্ম কারণেতে অবলোকন করিয়া সুখানুভব করেন, তাঁহাদের পক্ষে "কি বিশেষ কার্য্যের কি বিশেষ নিয়ম" ইহার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হওয়া অতীব আয়াস-সাধ্য। কিন্তু অতীব আয়াস-সাধ্য বলিয়া তাহা যে একেবারেই অসাধ্য তাহা নহে। কারণ হইতে কার্য্যে অবতরণ করিবার একটি প্রণালী আছে; সে প্রণালীটি আপাতত দুরূহ বলিয়া প্রায় কেহই সে দিকে যান না, অথচ প্রায় সকলেই তাহার ফল লাভের প্রত্যাশা করেন; তাঁহারা উপযুক্ত প্রণালী অবলম্বন করিবেন না অথচ তাঁহারা ফল লাভ করিবেন! একবারও ব্যাকরণ পড়িবেন না অথচ সাহিত্য-রসাস্বাদন করিবেন! যাঁহারা ফলের প্রত্যাশী তাঁহারা তাহার প্রকৃত উপায় অবলম্বন করুন, তাহা না করিলে তাঁহারা ফল লাভে বঞ্চিত হইবেন; ফল-লাভে পুনঃ পুনঃ বঞ্চিত হইলে তাঁহারা তাহাতে নিরাশ হইবেন; নিরাশ হইলে তাহার প্রতি তাঁহাদের দ্বেষ জন্মিবে; এইরূপে অমৃত-ফলের প্রত্যাশা বিষ-ফলে পরিণত হইবে। অতএব কারণ-জ্ঞান হইতে কার্য্য-জ্ঞানে অবতীর্ণ হইবার প্রণালী অবগত হইয়া তাহা অবলম্বন করা ভিন্ন জিজ্ঞাসু ব্যক্তির প্রশ্ন মীমাংসার আর দ্বিতীয় উপায় নাই। সে প্রণালী কি? না প্রথমতঃ মূল-কারণে মনঃ সমাধান করা; ইহাতে কারণ-জ্ঞানের পরিপক্কতা জন্মে; দ্বিতীয়তঃ মঙ্গল-কার্য্যের অনুষ্ঠান করা, ইহাতে করিয়া কারণের সহিত কার্য্যের যেরূপ সম্বন্ধ তাহা জ্ঞান-গোচর হয়। ইহা যদি সত্য হয় যে, সামান্য এক জন বিজ্ঞ ব্যক্তির উদ্দেশ্য মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল হইতে পারে না, তবে যিনি পরম পরাৎপর বিজ্ঞানঘন স্বরূপ, তাঁহার উদ্দেশ্য যে কখনই অমঙ্গল নহে প্রত্যুত পরাকাষ্ঠা মঙ্গলই তাঁহার উদ্দেশ্য, ইহাতে কি আর সংশয় হইতে পারে? প্রকৃষ্ট অভ্যাস দ্বারা আমরা যখন আমারদের মঙ্গল অভিপ্রায়কে কার্য্যে পরিণত করিয়া তাহাতে সমুচিত পরিপক্কতা লাভ করিব, তখনই আমরা মঙ্গল অভিপ্রায়-রূপ শ্রেষ্ঠ কারণের সহিত তদীয় কার্য্য সকলের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা স্পষ্টতর রূপে বুঝিতে পারিব। মঙ্গল-অভিপ্রায় এবং মঙ্গল কার্য্য দুয়ের মধ্যে যে একটি শৃঙ্খলা বর্ত্তমান আছে, ঈশ্বর এবং জগতের মধ্যে সেই শৃঙ্খলা প্রকৃষ্ট ভাবে আনুপূর্ব্বিক বর্ত্তমান আছে; সুতরাং মঙ্গল-কার্য্য দ্বারা সেই

শৃঙ্খলাটিকে আপনার অভ্যন্তরে পরিস্ফুট ভাব ধারণ করাইতে পারিলে, আপনা হইতেই তাহা আমাদের জ্ঞানে প্রকাশ পাইয়া উঠিবে। যে পরিমাণে অসভ্য-সমাজ সভ্য-সমাজে পরিণত হইতেছে * সেই পরিমাণে প্রাকৃতিক নিয়ম সকল আবিষ্কৃত হইবার পথ সুগম হইয়া আসিতেছে; ইহা দেখিয়া দৃঢ় প্রতীতি হইতেছে যে, এই সভ্য-সমাজ যখন আবার সাধু সমাজে পরিণত হইবে তখন কার্য্য কারণ শৃঙ্খলার সহিত প্রাকৃতিক নিয়ম-সমূহের কি রূপ সম্বন্ধ এবং কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলার সহিত মূল কারণের কিরূপ সম্বন্ধ ইহা সুস্পষ্ট রূপে আবিষ্কৃত হইবে। কম্‌টির মতের প্রলোভন বাক্য অধুনাতন কৃতবিদ্য-দলের অনেকের মনকে আকর্ষণ করিতেছে; এ জন্য সত্যের সহিত তাঁহার মতের কোথায় বা ঐক্য কোথায় বা অনৈক্য তাহা সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ প্রদর্শিত হইতেছে; দেখা যাইবে যে, তাঁহার নিজেরই মতকে যদি সমুচিত বিস্তার করিয়া দেখা যায় তবে তাঁহার সিদ্ধান্তের মধ্যে যে একটি ভ্রম প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহা দেদীপ্যমান হইয়া উঠিবে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের মুক্তভাব ও মহত্ত্ব।

ব্রাহ্মধর্ম্ম চির কাল পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে। সকল দেশে ও সকল কালে এমন সকল মহাত্মা উদিত হয়েন যাঁহারা স্বদেশের প্রচলিত উপধর্ম্মকে অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের নিরাকার অনন্ত স্বরূপে বিশ্বাস করেন ও তাঁহার সহিত আত্মার নিগূঢ় যোগ সংস্থাপন করিতে যত্নবান হয়েন। কিন্তু সেই সকল মহাত্মা ভ্রমপ্রমাদ শূন্য এমন বলা যাইতে পারে না। কোন মনুষ্য অভ্রান্ত নহেন; সুতরাং তাঁহারা যে ভ্রমপ্রমাদ শূন্য তাহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? আমরা মনে করি যে ব্রাহ্মধর্ম্ম বর্ত্তমান কালে অত্যন্ত উন্নত আকার ধারণ করিয়াছে কিন্তু আমাদিগেরও ভ্রম থাকিতে পারে। কোন মনুষ্য আপনার ভ্রম অনুভব করিতে সক্ষম হয় না। আমাদিগের নিজের ভ্রম আমরা এক্ষণে অনুভব করিতে পারিতেছি না; ভবিষ্যৎবংশীয়েরা তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম এক্ষণে যে উন্নত অবস্থায় উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহা অপেক্ষা যে তাহা আর উন্নত হইবে না ইহা কে বলিতে পারে? এমন কোন মনুষ্য পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত হয়েন নাই এবং হইবেনও না যিনি বলিতে পারিয়াছেন অথবা বলিতে পারিবেন যে আমি ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্যক রূপে অধিকার করিয়াছি। ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন বিশেষ সম্প্রদায়ে বদ্ধ থাকিতে পারে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম বায়ুর ন্যায় মুক্ত ও আকাশের ন্যায় উচ্চ। কেহ যেমন বলিতে পারে না যে বায়ু কেবল আমার নিজের বস্তু তেমনি কোন ব্রাহ্মসম্প্রদায় বলিতে পারেন না যে ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল তাঁহাদেরই বস্তু। আকাশ মণ্ডল যেমন সকল অপেক্ষা উচ্চ ও সকলকে নিম্নে ধারণ করে তেমনি ব্রাহ্মধর্ম্ম সকল ব্রাহ্ম অপেক্ষা উচ্চ ও সকল ব্রাহ্মকে তাঁহার নিম্নে ধারণ করেন। লক্ষ্মণ যেমন সীতার চতুর্দ্দিকে গণ্ডি অঙ্কিত করিয়া দিয়া তাহার বাহিরে আসিতে তাঁহাকে বারণ করিয়াছিলেন, তেমনি কেহ ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য নির্দ্ধারণ করিয়া বলিতে পারেন না যে এই কয়েকটী সত্য ব্যতীত ব্রাহ্মধর্ম্মের আর সত্য নাই, তেমনি কেহ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ভ্রম নির্দ্ধারণ করিয়া বলিতে পারেন না যে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ভ্রম এই মাত্র, আর ভ্রম থাকিতে পারে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন বিশেষ ব্যক্তির নির্দ্দিষ্ট মত নহে। আমরা কিছু অবতারে বিশ্বাস করি না যে এক ব্যক্তি যাহা কহিবেন তাহাই সত্য বলিয়া মানিতে হইবে। আমরা কিছু দেবানুগৃহীত ব্যক্তি দ্বারা প্রেরিত ঈশ্বরাদেশে বিশ্বাস করি না যে এক জন যাহা ঈশ্বরাদেশ বলিয়া ব্যক্ত করিবেন তাহাই সত্য বলিয়া মানিতে হইবে। যাঁহারা আপনাদিগকে প্রধান ব্যক্তি মনে করিয়া অপর মনুষ্যদিগকে যন্ত্রবৎ পরিচালনা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কখন ব্রাহ্মদিগের নেতা হইতে পারেন না। যিনি ব্রাহ্মদিগের নেতা হইতে বাসনা করেন, তাঁহার কর্ত্তব্য যে তিনি অন্য সকলকে আপনা অপেক্ষা প্রধান মনে করেন। তাঁহার শরীর মৃত্তিকাতে পরিণত হইবার পূর্ব্বে মৃত্তিকার ন্যায় তাঁহার নম্র হওয়া কর্ত্তব্য। কোন ব্যক্তি এক জন ধার্ম্মিককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে "আপনার ন্যায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এ প্রদেশে কয় জন আছে?" তিনি উত্তর করিলেন যে "আর সকলেই শ্রেষ্ঠ, আমি কেবল অধম"। যিনি ব্রাহ্মদিগের নেতা হইবেন তাঁহার কর্ত্তব্য যে অত্যন্ত উদারচিত্ত হয়েন। তাঁহার কর্ত্তব্য যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে ঐক্য থাকিলে অন্যকে মত বিষয়ে স্বাধীনতা প্রদান করেন। যতই তিনি ব্রাহ্মদিগকে শত বন্ধনে বদ্ধ করিতে চেষ্টা করিবেন, ততই তিনি বিচ্ছেদের বীজ বপন করিবেন। ধনুকের জ্যা অধিক টানিতে গেলে তাহা ছিন্ন হইয়া যায়। আমি যেটী বিশ্বাস করিতেছি, অন্যে যদি সেটী বিশ্বাস না করে, তবে তাহাকে অবিশ্বাসী বলিয়া আমার ভৎর্সনা করা কর্ত্তব্য হয় না। ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে ঐক্য থাকিলে সামান্য মত-প্রভেদ জন্য অন্য ব্রাহ্মকে অব্রাহ্ম বলা কখনই কর্ত্তব্য হয় না। আপনার মুখ-শ্রীতে অন্য সকলের মুখশ্রী পরিণত করা যেমত দুষ্কর, মত বিষয়ে সম্পূর্ণ রূপে ঐক্য সম্পাদন করা সেই রূপ দুষ্কর। ধর্ম্ম রূপ উদ্যানে নানা প্রকার পুষ্প প্রস্ফুটিত হইবেই হইবে; যে উদ্যান-রক্ষক দুই একটী বিশেষ পুষ্পের প্রতি পক্ষপাতী হইয়া অন্যান্য পুষ্প-বৃক্ষ উচ্ছেদ করিতে যত্নবান হয়েন, তিনি উদ্যান রক্ষকের পদের উপযুক্ত নহেন। ব্রাহ্ম নেতাদিগের যদি ঔদার্য্য না থাকে, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে আত্ম-বিচ্ছেদ হইয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রভূত অনিষ্ট হইবে। মুক্ত স্বাধীনতা বিহীনে ব্রাহ্মসমাজে অধর্ম্ম প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা। যদি ব্রাহ্মসমাজে বদ্ধ ভাব থাকে তাহা হইলে তাহাতে কপটতা আসিয়া প্রবেশ করিবে। ধর্ম্ম বিষয়ে অল্প মত-প্রভেদ হইলে কেহ তাহা প্রকাশ করিতে সাহস করিবে না, সুতরাং কপটাচরণে প্রবৃত্ত হইবে। অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে এই রূপে কপট ব্যবহার প্রবেশ করিয়াছে, ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও সেই রূপ কপট ব্যবহার প্রবেশ করিবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের মহত্ত্ব এই বিষয়ের প্রতি অধিকাংশে নির্ভর করে যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে ঐক্য থাকিলে অন্য সকল বিষয়ে তিনি স্বাধীনতা প্রদান করেন। যে ব্রাহ্ম-নেতা মনুষ্যের বিশেষত্ব নষ্ট করিয়া রাজত্ব করিতে চান, তাঁহার শীঘ্রই সিংহাসনচ্যুতি ঘটিয়া থাকে। ব্রাহ্মধর্ম্মে কোন দল অথবা সম্প্রদায় হইতে পারে না। যিনি খৃষ্ট অথবা মহম্মদের ন্যায় ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় একটি বিষয়ে মত অবধারণ পূর্ব্বক তাহা ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া সমস্ত জগৎকে তাহাতে আনয়ন করিতে চেষ্টা করিবেন, তিনি যে নিষ্ফল-প্রযত্ন হইবেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি অন্য ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন; এই প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া যতই আমরা চলিব, ততই ধর্ম্ম রাজ্যের মঙ্গল সাধিত হইবে।

---

* প্রকৃত সভ্যতার লক্ষণ এখানকার সমাজে অতি বিরল।

অত্রি সংহিতা।

৩৭০ সংখ্যক পত্রিকার ৪৯ পৃষ্ঠার পর।

যে ব্যক্তি অসমর্থ না হয়েন, তিনি অকৃত্রিম নদ্যাদির জলাভে হ্রদে বা সরোবরে অবগাহন কালে তাহা হইতে চারিটি মৃৎপিণ্ড উঠাইয়া ফেলিয়া স্নানাদি করিবেন।

বসা*, শুক্র, রক্ত, মজ্জা†, মূত্র, বিষ্ঠা এবং কর্ণমল, নখ, শ্লেষ্মা, অস্থি, নেত্রমল, ঘর্ম্ম এই দ্বাদশ প্রকার দৈহিক মল; পণ্ডিতেরা ক্রমে ইহার ছয়টি ছয়টির শুদ্ধি কহিয়াছেন। মৃত্তিকা ও জল দ্বারা পূর্ব্ব ছয়টির শুদ্ধি এবং কেবল জল দ্বারা শেষ ছয়টির শুদ্ধি হয়।

অনসূয়া, শৌচ, মঙ্গল, অনায়াস, অস্পৃহা, দম, দান ও দয়া এই আটটি ব্রাহ্মণের লক্ষণ। গুণি ব্যক্তির গুণে দোষারোপ না করা ও অন্যের গুণকে স্তব করা এবং অন্য লোকের দোষে উপহাস না করার নাম অনসূয়া। অভক্ষ্য পরিত্যাগ ও সাধু সঙ্গ এবং সদাচার এই সকলকে শৌচ বলে। প্রশস্ত কর্ম্ম আচরণ ও অপ্রশস্ত পরিত্যাগকে মঙ্গল কহে। শুভকর্ম্ম হউক বা অশুভ কর্ম্মই হউক যাহার দ্বারা শরীরের অত্যন্ত পীড়া জন্মে এমত কর্ম্ম না করার নাম অনায়াস। যথালাভে সন্তোষ এবং পরদ্রব্য ও পরদারে স্পৃহা না করাকে অস্পৃহা বলে। অপর দ্বারা বাহ্য কি আন্তরিক দুঃখ উৎপন্ন হইলে কোপ বা প্রতিহিংসা না করারই নাম দম। প্রতিদিন অকাতরে যত্নের সহিত যৎকিঞ্চিৎ দান করাই দান পদের বাচ্য। অপর বা বন্ধু কি মিত্র বা দ্বেষ্য বা শত্রু এই সকলেতে আত্মবৎ ব্যবহার করাই দয়া। যে ব্রাহ্মণ এই সকল লক্ষণে লক্ষিত হয়েন, তিনি গৃহস্থ হইলেও ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহার আর সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় না।

অগ্নিহোত্র, তপস্যা, সত্য ব্যবহার, বেদরক্ষা, অতিথি সেবা ও বৈশ্বদেব হোম এই সকলের নাম ইষ্ট কর্ম্ম। বাপী, কূপ, তড়াগ, দেবতায়তন, অন্ন দান এবং উপবন এই সকলকে পূর্ত্ত কর্ম্ম বলে। ব্রাহ্মণেরা ইষ্ট ও পূর্ত্ত উভয় কর্ম্মই করিবেন, ইষ্ট কর্ম্মে স্বর্গ প্রাপ্তি এবং পূর্ত্ত কর্ম্মে মোক্ষ লাভ হয়। ব্রাহ্মণদিগের ইষ্ট ও পূর্ত্ত উভয়ই ধর্ম্ম সাধন, শূদ্রেরা কেবল পূর্ত্ত কর্ম্মে অধিকারী; বৈদিক ইষ্ট কর্ম্মে অধিকারী নহে।

যম ও নিয়মের মধ্যে নিত্য যম সাধন করিবেক, কিন্তু নিত্য নিয়ম সাধন করিবেক না, যেহেতু যম সাধন না করিয়া কেবল নিয়ম সাধন করিলে পতিত হয়। অদ্রোহ, ক্ষমা, সত্য, অহিংসা, দান, শরলতা, প্রীতি, প্রসন্নতা, মধুরতা ও মৃদুতা এই দশ প্রকারের নাম যম। শৌচ, যজ্ঞ, তপস্যা, দান, স্বশাখাধ্যয়ন, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ব্রত, মৌন, উপবাস ও স্নান এই দশ প্রকারকে নিয়ম কহে।

কুশময়ী প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করিয়া তীর্থজলে নিমগ্ন করিবেক, যাহাকে উদ্দেশ করিয়া নিমগ্ন করিবেক, সে ব্যক্তি সেই তীর্থস্নান জন্য পুণ্যের অষ্টমাংশ লাভ করিবেক। আর মাতা, পিতা, ভ্রাতা, সুহৃৎ বা গুরু প্রভৃতি যাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া নিমগ্ন করিবেক, তিনি তাহার দ্বাদশাংশ পুণ্য প্রাপ্ত হইবেন।

অপুত্রক ব্যক্তি পিণ্ডোদক ক্রিয়ার নিমিত্তে যত্নের সহিত পুত্র প্রতিনিধি করিবেক। পিতা জাত মাত্র জীবিত পুত্রের মুখ দর্শন করিলে পিতৃ ঋণ হইতে মুক্ত হয়েন এবং মুক্তির অধিকারী হয়েন। পুত্র জন্মিবামাত্র পিতা পিতৃগণের নিকট অঋণী

* মাংসস্থিত ধাতু বিশেষ, অর্থাৎ চর্ব্বি।

† অস্থি মধ্যস্থ ধাতুবিশেষ।

হয়েন, এবং তৎক্ষণাৎ তিনি শুদ্ধ হয়েন, যেহেতু পুত্র পিতাকে নরক হইতে পরিত্রাণ করে। বহু পুত্র জন্মিলে তাহার মধ্যে এক জন না একজন গয়ায় গমন করিতে পারে বা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে পারে অথবা নীল বৃষ উৎসর্গ করিতে পারে। নরকান্তর প্রাপ্তি ভয়ে পিতৃগণ এই অভিলাষ করেন, যে যে পুত্র গয়ায় গমন করিবেন, তিনিই আমারদিগকে নরক হইতে পরিত্রাণ করিবেন। ফল্গু নদীতে স্নান করিলে ও গদাধর দর্শন করিলে এবং গয়া শীর্ষে গমন করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হইতে মুক্ত হয়। মহানদী স্পর্শ পূর্ব্বক দেব পিতৃগণের তর্পণ করিলে অক্ষয় লোক প্রাপ্তি হয় এবং স্বীয় কুলকে উদ্ধার করা হয়।

ভক্ষ্য ভোগ বর্জ্জিত অথচ কোন প্রকার শঙ্কা সঙ্কুল স্থানে অভক্ষ্য ভক্ষণ করিলে তাহার শুদ্ধি কহিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর; তিন দিন অক্ষার লবণ* ভোজন ও তেজ বিশিষ্ট ব্রাহ্মী বৃক্ষ নির্জ্জাস অথবা শঙ্খ পুষ্পী তৃণ রস দুগ্ধের সহিত পান করিবেক। যদি কোন ব্রাহ্মণ অনবধানতা বশত মদ্য ভাণ্ডস্থিত জল অজ্ঞাতসারে পান করেন, তাঁহার প্রায়শ্চিত্তই বা কি প্রকার এবং কি কর্ম্ম করিলে তিনি পাপ হইতে মুক্ত হয়েন? তিনি পলাশ পত্র, বিল্ব পত্র, কুশ পত্র, পদ্ম পত্র, ও যজ্ঞ ডম্বুর পত্রের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তিন দিন পান করিলে শুদ্ধ হয়েন। যিনি অনবধানতা বশত সায়ং প্রাতরাদি সন্ধ্যা বন্দনাদির কাল অতিক্রম করেন, তিনি স্নানানন্তর সমাহিত হইয়া সহস্র বার গায়ত্রী জপ করিবেন। শোকেতে আক্রান্ত কিম্বা পথ শ্রান্ত হইয়া যদি কেহ স্নান বা গায়ত্রী জপ না করেন, তবে তিনি ব্রহ্ম কূর্চ্চ ব্রতাচরণ করিবেন এবং যথা শক্তি দান করিয়া শুদ্ধ হইবেন। হিংস্র জন্তু দংশন করিলে মহানদী সঙ্গমে গোশৃঙ্গ জলে স্নান ও সমুদ্র দর্শন দ্বারা শুদ্ধি হয়। ব্রাহ্মণ বৃক, কুক্কুর বা শৃগাল কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে হিরণ্য জল মিশ্রিত ঘৃত পানে শুদ্ধ হয়েন। ব্রাহ্মণী যদি ঐ সকল জন্তু দ্বারা দষ্টা হয়েন, তবে তিনি উদিত গ্রহ নক্ষত্র দর্শনে সদ্য শুচি হয়েন। ব্রতাচরণ কালে যদি কুক্কুরে দংশন করে, তবে ত্রিরাত্র উপবাসের পর সঘৃত যবমণ্ড ভোজনে শুদ্ধ হইয়া ব্রত শেষ সমাপন করিবেক। লোভেতে বা মোহেতে কিম্বা অনবধানতাতে যদি আচরিত ব্রত ভঙ্গ হয়, তবে ত্রিরাত্র উপবাসে শুদ্ধ হইয়া পুনরায় ব্রতী হইবেক। ব্রাহ্মণ যদি উচ্ছিষ্ট ব্রাহ্মণান্ন অজ্ঞানত ভোজন করেন, তবে দুই দিন গায়ত্রী জপ করিলে শুদ্ধ হয়েন, যদি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের উচ্ছিষ্ট অন্ন অজ্ঞানত ভোজন করেন, তবে ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া শুচি হয়েন। অভোজ্য অন্ন বা স্ত্রী শূদ্রোচ্ছিষ্ট অন্ন অথবা অভক্ষ্য মাংস ভোজন করিলে সাত দিন যবমণ্ড ভক্ষণ করিয়া শুদ্ধ হইবেন। কুক্কুর বা অন্য কোন প্রকার অস্পৃশ্য জন্তু স্পর্শ হইলে স্নান করিবেক ও কুক্কুরাদি অস্পৃশ্য জন্তুর উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে ছয় মাস কৃচ্ছ্র ব্রতাচরণ করিবেক। যদি অজ্ঞানত মদ্যের সহিত বিষ্ঠা ভোজন বা মূত্র পান করে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য তিন বর্ণের পুনঃ সংস্কার করিতে হয়। পুনঃ সংস্কার কর্ম্মে মুণ্ডন, মেখলা, দণ্ড, ভিক্ষাচরণ ও ব্রতাচরণ করিতে হয় না।

যদি গৃহের মধ্যে মনুষ্যের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তাহা অশুদ্ধ ও ব্যবহারের অযোগ্য হয়, সেই শব-দূষিত গৃহের শুদ্ধি কহিতেছি। গৃহ মধ্যস্থ ব্যবহার্য্য মৃৎপাত্র

* অক্ষার-লবণ শব্দের পারিভাষিক অর্থ—গোক্ষীরং গোঘৃতঞ্চৈব ধান্যমুদ্গাস্তিলা যবাঃ।

সকল ও সিদ্ধ অন্নাদি বহির্নিক্ষেপ পূর্ব্বক গৃহের অভ্যন্তরে গোময় দ্বারা উপলেপ দিয়া তন্মধ্যে ছাগ পশু বন্ধন করিবেক, ছাগ দ্বারা আঘ্রাত হইলে গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারা হিরণ্য মিশ্রিত কুশ জল প্রক্ষেপে পবিত্র হইয়া শুদ্ধ হইবেক। রাজাজ্ঞায় ম্লেচ্ছ জাতি কর্ত্তৃক বলে বিচালিত হইলে ব্রাহ্মণ পুনঃ সংস্কারানন্তর তিন কৃচ্ছ্র ব্রতাচরণে শুদ্ধ হয়েন। ব্রাহ্মণ কুক্কুর সংস্পৃষ্ট হইলে স্নান করিবেন এবং তদুচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে যত্ন পূর্ব্বক কৃচ্ছ্র ব্রতাচরণ করিবেন।

আর্য্য ঋষিদিগের যোগ-সাধন পদ্ধতি।

৩৬৯ সংখ্যক পত্রিকার ৩০ পৃষ্ঠার পর।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, ও সমাধি রূপ অষ্ট বিধ যোগাঙ্গ সাধন করিবার নিমিত্ত যে সকল উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার আরাংশ পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যক পত্রিকায় যথাক্রমে বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে, উক্ত সাধনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের আচার ব্যবহার কি রূপ, তৎ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে। যাঁহারা সাংসারিক লোকদিগের ন্যায় আচার ব্যবহার করেন, তাঁহারা কোন মতেই যোগের সমুদায় অঙ্গ সাধন করিতে পারেন না। এই কারণ বশতঃ পূর্ব্ব পূর্ব্ব যোগ পারদর্শী আচার্য্যগণ সাধকদিগের হিতার্থে বিশেষ বিশেষ রূপ আচার ব্যবহারের নিয়ম সকল প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল ব্যবহার নিয়ম অতীব কঠোর বটে, কিন্তু যোগ সাধনের পক্ষে পরম হিত জনক বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। সেই নিয়ম গুলি সাধারণের গোচরার্থে আমরা যথাক্রমে বিবৃত করিবার মানস করিয়াছি।

যোগ সাধকদিগের শরীর অনাহারাদিতেও সতত সুস্থ থাকা ও দীর্ঘায়ু হওয়া নিতান্ত আবশ্যক; কারণ শরীরে কোন প্রকার বৈফল্য জন্মিলে মনের প্রশান্ত ভাব ও একাগ্রতার ব্যাঘাত সঙ্ঘটিত না হইয়া থাকিতে পারে না। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থে যোগাচার্য্যগণ সাধকদিগের নিমিত্ত কতিপয় অসাধারণ ব্যবস্থা প্রকটন করিয়া গিয়াছেন। যোগসাধকদিগের আহারাদি বিষয়ক নিয়মের সহিত সাংসারিক লোকদিগের আহারাদির নিয়মের এত দূর বৈলক্ষণ্য যে তৎ সমুদায় শ্রবণ করিলে সাংসারিক ব্যক্তি মাত্রই বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারেন না।

১ আহার।—যোগাচার্য্যগণ সাধকদিগের জীবন ধারণার্থে প্রধানতঃ তণ্ডুল, গোধূম, যব, মুগ, দুগ্ধ, ঘৃত, নবনীত, মধু ও শর্করা আহারের বিধান করিয়াছেন। উদ্ভিদ্ পদার্থের মধ্যে পুনর্নবা, হেলঞ্চ বাস্তুক, কালকাসুন্দা, কাঁটানটিয়া, এবং পটোল আহার করিবার পক্ষেও তাঁহাদের কোন নিষেধ নাই। তীক্ষ্ণাস্বাদ বিশিষ্ট পদার্থাদির মধ্যে তাঁহারা কেবল অল্প পরিমাণে আর্দ্রক সেবন করিতে পারেন। অপরন্তু, লবণ বা সৈন্ধব, অম্ল পদার্থ, মৎস্য মাংস, সুরা, তৈল, সর্ষপ, পলাণ্ডু, লশুন ও এতদ্রূপ পদার্থ সকল তাঁহাদিগের পক্ষে সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ। শুদ্ধ যে নিষিদ্ধ এমত নহে, এই রূপ পদার্থ সকল তাঁহারা যাবজ্জীবন স্পর্শও করিতে পারিবেন না।

আহার সম্বন্ধীয় উপর্য্যুক্ত বিধি ও নিষেধ সকল যে যোগ সাধনের পক্ষে কত দূর উপযোগী তাহা কেহই সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। কিন্তু যদি বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ পূর্ব্বক জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করা যায়; তাহা হইলে সকলেই উক্ত বিধি নিষেধ গুলিকে বিশেষ কার্য্যকারী বলিয়া স্বীকার

করিবেন। শারীর-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ বহু পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, যে সকল জীবের শোণিত শীতল, তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাল জীবিত থাকে এবং তাহারাই অধিকতর প্রশান্ত ভাবে কার্য্য করিতে পারে। তাঁহারা আবার বহুল পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা ইহাও স্থির করিয়াছেন যে, যে সকল জীব মাংস-ভোজী তাহাদিগের অপেক্ষা উদ্ভিদ্-ভোজীদিগের শোণিত অপেক্ষাকৃত শীতল। এই রূপ সিদ্ধান্ত যদি প্রামাণিক হয়, তাহা হইলে যোগ-সাধনাকাঙ্ক্ষীদিগের আহার সম্বন্ধে যে সকল বিধি নিষেধ উল্লিখিত হইল, তৎসমুদায় যে দীর্ঘায়ু ও মনের স্থৈর্য্য সাধন পক্ষে বিশেষ অনুকূল, তাহা সহজেই অবধারণ করা যাইতে পারে। যে সকল সামগ্রী শরীর সম্বন্ধে উত্তেজক ও প্রবল জীর্ণ কারক, তাহাই শরীরের ক্ষয় সাধক; এই নিমিত্তই বোধ হয় সুরা, পলাণ্ডু, লশুন ও লবণ প্রভৃতি পদার্থ আমিষ না হইয়াও নিষিদ্ধ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

আহার সম্বন্ধীয় উপর্য্যুক্ত বিধি নিষেধ গুলি যে প্রাণায়াম সাধনের পক্ষে বিশেষ অনুকূল, তাহা আধুনিক দৃষ্টান্তাদি দ্বারাও প্রতীয়মান হইতে পারে। মহারাজ রণজিৎ সিংহের রাজ্য শাসন কালে যে যোগী তাঁহার কৌতূহল পরিতৃপ্ত্যর্থে চল্লিশ দিবস পর্য্যন্ত ভূমিতলে প্রোথিত থাকিয়াও জীবিত ছিলেন, তিনি প্রোথিত হইবার পূর্ব্বে কিছু দিন পর্য্যন্ত শুদ্ধ মাত্র দুগ্ধ পান করিয়াই জীবন ধারণ করেন। আবার, যে যোগী প্রাণায়াম সাধন প্রভাবে অনশনাবস্থায় থাকিয়া জশলমির প্রদেশীয় রাজা ও কতিপয় ইংরেজ দর্শকের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন, তিনিও উক্ত অবস্থা গ্রহণের পূর্ব্বে কিছু দিন পর্য্যন্ত শুদ্ধ মাত্র দুগ্ধ পান করিয়াই জীবন ধারণ করেন।

ইউরোপাদি দেশেও এরূপ দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে। করনেল টাউন্‌সেণ্ড নামক জনৈক বিখ্যাত গুণ সম্পন্ন ইংরেজ-সৈন্যাধ্যক্ষ স্বীয় শরীরকে এরূপ বশীভূত করিয়াছিলেন, যে অস্মদ্দেশীয় প্রাণায়াম সাধকদিগের ন্যায় তিনি ইচ্ছাক্রমে মৃতবৎ হইয়াও পড়িয়া থাকিতে পারিতেন এবং ইচ্ছাক্রমে চৈতন্য লাভ করিয়াও জীবিতবৎ হইতে পারিতেন। তিনি যেরূপ আহার নিয়ম সকল পালন করিয়া প্রাণায়াম সাধ্যের ন্যায় অবস্থা লাভ করিতেন, তাহা ইউরোপীয় সৈনিক আহার-নিয়মের সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি কোমল ও লঘুপাক উদ্ভিজ্জ দ্রব্য, গর্দ্দভ দুগ্ধ এবং সামান্য আমিষ মাত্র ভোজন করিয়াই জীবন ধারণ করিতেন। সুরার পরিবর্ত্তে তিনি সামান্য জল মাত্র পান করিয়াই তৃপ্তি লাভ করিতেন।

যোগীদিগের পক্ষে যে সকল আহারীয় পদার্থ বিহিত হইয়াছে, তাহা যে শুদ্ধ প্রাণায়াম সাধনের পক্ষেই অনুকূল এরূপ নহে। পরম্পরা সম্বন্ধে তদ্দ্বারা আত্মার সত্ত্ব গুণেরও বিলক্ষণ স্ফূর্ত্তি হইতে পারে। কারণ, বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই ইহা অবাধে স্বীকার করিবেন যে যত দিন মানবাত্মা শরীর সমন্বিত হইয়া অবস্থিতি করে, তত দিন যাহা দ্বারা শরীরের স্থৈর্য্য ও নিরাময়তা সাধিত হয়, তাহা দ্বারাই আত্মার স্বাভাবিক সুস্থাবস্থা প্রকাশিত না হইয়া থাকিতে পারে না। যদি সর্ব্ব-কলা-সমন্বিত চন্দ্রের ন্যায় অক্ষুন্ন ও নিরাময় আত্মা দেহ মধ্যে বিরাজিত হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার সত্ত্ব গুণবৎ যে মনোহর দীপ্তি, তাহা কখনই অপ্রকাশিত থাকিতে পারে না।

২ উপবাস।—যোগ সাধকদিগের যে সকল সামগ্রী পান আহার করিবার বিধান আছে, তাহা যে তাঁহারা প্রতিদিনই নিয়-

গিত রূপে পান ও ভোজন করেন এমত নহে, মধ্যে মধ্যে অনশনে কাল যাপন করাও তাঁহাদিগের নিয়ম বিরুদ্ধ নহে। সাংসারিক লোকদিগের ন্যায় তাঁহারা কোন দ্রব্যই এককালে অধিক পরিমাণে সেবন করেন না। আবার যে পরিমাণ সেবন করেন তাহাও প্রত্যহ নহে। তাঁহারা যে মধ্যে মধ্যে উপবাস করেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের অভীষ্ট যোগ সাধনের পক্ষে যথেষ্ট আনুকূল্য হইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে উপবাস করিলে শরীর নির্ম্মল ও চাঞ্চল্য শূন্য হয়। শরীর নিরাময় ও স্থৈর্য্য সম্পন্ন হইলে আত্মা প্রশান্তভাবে ব্রহ্মধ্যানে অগ্রসর হইতে পারে। অস্মদ্দেশীয় যোগীরাই যে কেবল উপবাসের কার্য্যকারিতা বুঝিতে পারিয়া তাহার অনুষ্ঠানে আয়াস স্বীকার করিয়া থাকেন এমত নহে, অপরাপর দেশীয় ধর্ম্মাচার্য্যেরাও উহার প্রতি সাতিশয় অনুরাগ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। মহম্মদ যে উপবাসের কত দূর অনুরাগী ছিলেন, তাহা তৎপ্রচারিত রোজা পদ্ধতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই প্রতীয়মান হইতে পারে। যিশু খৃষ্ট উহার এত দূর অনুরাগী ছিলেন যে তিনি একাদিক্রমে চল্লিশ দিবস পর্য্যন্ত অনশনে থাকিয়া ঈশ্বরের ধ্যান ও মহিমা প্রচার করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার উপদেশ অনুসারে তাঁহার ভক্ত বৃন্দের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি এখনও সময়ে সময়ে উপবাস করিয়া থাকেন। গ্রীসদেশীয় অসামান্য পণ্ডিত পিথাগোরসও এক সময়ে একাদিক্রমে চল্লিশ দিবস পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া তাহার মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

৩ বাসস্থান।—সাংসারিক লোকদিগের ন্যায় যোগ-সাধকগণ তৃণ বা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহাদিতে বাস করেন না। তাঁহারা উচ্চ ভূমি বা পর্ব্বতাদির অভ্যন্তরে গর্ত্ত নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতেই কাল যাপন করেন। আপাততঃ মনে হয় যে তাঁহারা স্বাভীষ্ট সাধনার্থে সতত নির্জ্জন স্থানের অনুসন্ধান করেন বলিয়াই ঐ রূপ গর্ত্তাদিতে বাস করেন, কিন্তু তাঁহাদের অভিপ্রায় কেবল তাহাই নহে। শরীরকে সর্ব্বদা সম শীতোষ্ণ ভাবে রাখাই তাঁহাদিগের প্রধান লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্য সাধনার্থেই তাঁহারা গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূগর্ভে বাস করেন। তাঁহারা যে গর্ত্তে বাস করেন, তাহার নাম গুকা। ঐ গুকা রূপ গৃহের সজ্জা অতি সামান্য। ধাতু সামগ্রী সর্ব্বদা স্পর্শ করিলে শরীরের তাপাংশ শীঘ্রই বাহির হইয়া যায়, এই জন্য তাঁহারা গুকা মধ্যে কোন প্রকার ধাতু পাত্র রাখেন না। শুষ্ক কুশা, তৃণ, পত্র ও লোম নির্ম্মিত সামগ্রী সমুদায় দ্বারাই তাঁহাদিগের যাবতীয় কার্য্য সম্পাদিত হয়। শুষ্ক তৃণাদি তাপের অপরিচালক, এই নিমিত্ত বোধ হয় তাঁহারা ঐ সমুদায় দ্বারা আসন, বসন ও শয়নাদির কার্য্য সম্পাদন করেন।

৪ শরীর পরিচালন।—যোগ-শাস্ত্রের বিধানানুসারে সাধকদিগের পক্ষে অধিক শরীর পরিচালন করা কর্ত্তব্য নহে। উদরপরায়ণ সাংসারিক জনগণ যেরূপ শরীর পরিচালন ব্যতিরেকে স্বাস্থ্য সুখ সংভোগ করিতে পারেন না, সেইরূপ অনশন-পরায়ণ যোগ-সাধকগণ অধিক পরিমাণে শরীর চালনা করিলে অভীষ্ট সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। আহারীয় দ্রব্যের পরিমাণ ও শ্বাস প্রশ্বাস সংখ্যা ক্রমশঃ অল্প হইতে অল্পতর করাই তাঁহাদিগের যোগ-সাধন প্রণালীর প্রধান সোপান। এই সোপানে উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত তাঁহারা প্রায় সততই আপন আপন গুকা মধ্যে উপবিষ্ট থাকেন। শরীর নিশ্চল রাখিলে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া মন্দগতি হয় এবং শ্বাস

237

ক্রিয়ার মন্দতা জন্মিলে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার মন্দতা জন্মে। ঐ সমুদায়ের মন্দতা নিমিত্ত সুতরাং ক্ষুধা তৃষ্ণা অধিক হইতে পারে না। তাঁহারা অধিক পরিমাণে পান আহার করেন না বলিয়া যে তাঁহাদিগের আয়ু ক্ষয় হয় এমত নহে, তাঁহাদিগের শ্বাস ও রক্ত সঞ্চলন ক্রিয়া জনিত ক্ষয়ের সহিত আহার ও পান জনিত পুষ্টির অনুপাত সততই সমান থাকে, এই নিমিত্ত তাঁহাদিগের শরীরের কিছুই অনিষ্ট হয় না। যাহার আয় ব্যয় উভয়ই সমান তাহার মূল ধনের ক্ষয় কোথায়। যদি তাঁহারা নিশ্চল ভাবে অবস্থিত থাকিয়া আমাদিগের ন্যায় সর্ব্বদাই গুরু ও ভূরি ভোজন করিতেন, তাহা হইলে শ্বাস ও রক্ত সঞ্চলন ক্রিয়ার মন্দতা বশতঃ ভুক্ত অন্নের অধিকাংশ রীতি মত জীর্ণ হইতে না পারিয়া বিবিধ পীড়া উৎপাদন পূর্ব্বক আয়ু ক্ষয় করিত। অতএব তাঁহাদিগের এক স্থানে স্থির ভাবে বসিয়া থাকা, আমাদিগের ন্যায় অনিষ্ট জনক নহে।

৫ যোগ-সাধকগণ আহার পরিমাণ লাঘব করণার্থে শ্বাস ক্রিয়ার সম্বন্ধে আর একটি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহারা আমাদিগের ন্যায় নিরন্তর মুক্ত বায়ুতে নিশ্বাস প্রশ্বাস না করিয়া প্রায় সর্ব্বক্ষণই স্বস্ব গুকাস্থিত বদ্ধ বায়ুতেই তাহা সম্পাদন করেন। তাঁহাদিগের গুকার একটি মাত্র সঙ্কীর্ণ প্রবেশ দ্বার থাকে; সুতরাং বাহ্য বায়ু যে সহজে গুকার মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সঞ্চরণ করিতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্য। ঐ রূপ গুকাভ্যন্তরে যে পরিমাণ বায়ু থাকে, তাহাতে কয়েক বার মাত্র শ্বাস ত্যাগ করিলেই তাহা দূষিত হইয়া যায়, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, তাঁহারা তাহা হইতেই ক্রমাগত শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিতে থাকেন। এই রূপ বদ্ধ ও দূষিত বায়ুতে শ্বাসক্রিয়া সম্পাদিত হইতে থাকে বলিয়া তদ্দ্বারা শরীরস্থ রক্ত সুচারুরূপে পরিষ্কৃত হইতে পারে না; কারণ যে বায়ু পুনঃ পুনঃ শ্বাস রূপে গৃহীত ও পরিত্যক্ত হয়, তাহার অম্লজান অংশ ক্রমশই নিঃশেষ হইতে থাকে বলিয়া তাহার যোগে রক্তের অঙ্গার ভাগ অঙ্গারাম্ল রূপে পরিণত হইয়া বহির্গত হইতে পারে না। এই রূপে রক্তের অঙ্গার ভাগের সহিত বহির্বায়ুস্থিত অম্লজান পদার্থ সংযোগের অনেক ব্যাঘাত জন্মে, এই হেতু শারীরিক তাপ উৎপত্তি, প্রশ্বাস দ্বারা শারীরিক পদার্থের ক্ষয় এবং রক্ত সঞ্চালক যন্ত্রের ক্রিয়ার লাঘব সংঘটিত হয়। ঐ সমুদায়ের লাঘব ঘটিলে ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি শরীর পূরক ক্রিয়া গুলিও যে হীন বল হইয়া পড়ে, তাহা বলা বাহুল্য। এই ক্ষুৎ পিপাসা নিবারক উপায়টি আয়ত্ত করা নিতান্ত কঠিন।

৬ সাধকগণ যে সকল বাহ্য উপায় দ্বারা শরীর সুস্থ রাখিয়া ক্ষুৎপিপাসার লঘুতা সাধন করেন, তাহা এক প্রকার সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল। উক্ত উদ্দেশ্য সাধনার্থে ঐ সকল উপায় ভিন্ন তাঁহাদিগের আর একটি মানসিক উপায় আছে। একাগ্র চিন্তা শীলতাই সেই উপায়। তাঁহারা নিরন্তর ব্রহ্ম চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন বলিয়া তাঁহাদিগের ক্ষুধা তৃষ্ণা আপনা হইতেই অল্প হইয়া যায়। শরীরের সহিত মনের এমনই আশ্চর্য্য সম্বন্ধ, যে শ্বাস রোধ পূর্ব্বক কোন চিন্তা করিতে গেলে মন সহজেই একাগ্রতা সম্পন্ন হইয়া উঠে এবং মন একাগ্রতা সহকারে কোন বিষয় চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেই শ্বাস প্রবাহ অনেক পরিমাণে মন্দগতি হইয়া আইসে। এই নৈসর্গিক নিয়মানুসারে চিন্তা-পরায়ণ যোগীদিগের শ্বাস গতির হ্রাস হয়। শ্বাস গতি সর্ব্বক্ষণ

মৃত্যু থাকিলে রক্ত সঞ্চলন ও পাকাশয়ের ক্রিয়াও যে মৃত্যু ভাবে হইতে থাকে তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। অতএব একাগ্র চিন্তা শীলতাও যোগীদিগের ক্ষুৎপিপাসা নিবারণের পক্ষে বিলক্ষণ অনুকূল। আমাদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রায় শাস্ত্র চিন্তা ও অধ্যয়নাদিতেই কাল যাপন করেন, তাঁহারা যে প্রায়ই মন্দাগ্নি জনিত ব্যাধি পীড়িত হয়েন তাহার কারণ উক্ত নৈসর্গিক নিয়মেই নিহিত রহিয়াছে। তাঁহারা যোগীদিগের ন্যায় কঠোর মানসিক চিন্তা দ্বারা ক্ষুৎপিপাসার অল্পতা সাধন করিয়া যদি সাংসারিক লোকদিগের ন্যায় পান ভোজনাসক্ত না হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে অজীর্ণতা জনিত পীড়াগ্রস্ত হইতে হয় না। অনুকরণ সর্ব্বাঙ্গীন হইলে তাহাতে কিছু মাত্র দোষ থাকে না; উহা আংশিক হইলেই বিপদ জনক হয়।

৭ রেতঃ সংযমন।—এবিষয়ে যোগসাধকদিগের ব্যবহার যে কিরূপ তাহা না বলিলেও বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রে সহজেই অনুমান করিতে পারেন। যাঁহারা শারীরিক ক্ষয় নিবারণার্থে সর্ব্ব প্রকার ত্যাগ স্বীকার করেন এবং সকল দ্বার রুদ্ধ করেন, তাঁহারা যে উক্ত সংযমনে কত দূর যত্নশীল, তাহা বলিয়া বুঝাইবার প্রয়োজনাভাব। যদি বলিতে হয় তবে এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে তাঁহারা স্মৃতি শাস্ত্রের বিধানানুসারে পূর্ণিমা, অমাবস্যা, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী ও রজঃস্বলা প্রভৃতির প্রতিও দৃক্‌পাত করেন না এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের বিধানানুসারে সুস্থাসুস্থ অবস্থার প্রতিও দৃক্‌পাত করেন না কিন্তু যাহাতে শরীর হইতে কোন সময়ে এক বিন্দুও রেতঃপাত না হয় তাহার প্রতিই তাঁহাদিগের বিশেষ দৃষ্টি থাকে।

যোগ সাধনের পদ্ধতি কিরূপ এবং সাধকদিগের প্রধান প্রধান বাহ্য আচার ব্যবহারই বা কিরূপ তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইল, এক্ষণে ব্রাহ্মদিগের যোগ-সাধন পদ্ধতি এবং তদর্থে তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার কিরূপ হওয়া উচিত, তদ্বিষয় সাধ্য মতে আগামীতে পর্য্যালোচনা করিবার বাসনা রহিল।

ভবানীপুর দ্বাবিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

১৭৯৬ শক, ৯ আষাঢ় সোমবার।

করুণাময় পরমেশ্বর যেমন জ্ঞানের আকর, প্রেমের সাগর, মঙ্গলের অনন্ত উৎস; তেমনি তিনি পবিত্রতার উচ্চতম আদর্শ। অসীম চরাচর অহর্নিশি যেমন তাঁহার জ্ঞান, প্রেম, মঙ্গল-স্বরূপের পরিচয় প্রদান করিতেছে, তেমনি দিবারাত্রি, দ্যুলোক-ভূলোক প্রভৃতি একতানে তাঁহার পবিত্রভাব ঘোষণা করিতেছে। তাঁহার বিশুদ্ধ-সত্য-স্বরূপ যেমন প্রত্যেক আত্ম-পটে জলদক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, তেমনি তাঁহার পবিত্র আদর্শ প্রতি আত্মাতেই জাজ্বল্যতর-রূপে প্রকাশ পাইতেছে। আমরা প্রাকৃতিক-তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহার জ্ঞান-শক্তি-মহিমার পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারি, আত্ম-তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া, তাঁহার সত্য-স্বরূপের অমোঘ নিদর্শন সকল প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে পারি কিন্তু এক মাত্র তাঁহার পবিত্র-স্বরূপের অনুকরণ করিয়াই আমরা তাঁহার পবিত্র-সন্নিকর্ষ-লাভে সমর্থ হই। আমরা ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, চিকিৎসা-তত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব এবং জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি বিবিধ তত্ত্ব অধ্যয়ন করিয়া লোক-সমাজে তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারি কিন্তু সেই পবিত্র স্বরূপের অনুকরণ ও পবিত্রতার অনুষ্ঠান ভিন্ন কোন ক্রমেই তাঁহার সহবাস লাভ করিতে পারি না।

পবিত্রতা এমনই হৃদয়গ্রাহী, পবিত্র বস্তু সকল এমনই নয়ন মনের পরিতৃপ্তিকর যে, পবিত্র চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলে হৃদয় উৎফুল্ল হইতে থাকে, পবিত্র বস্তু সন্দর্শন করিলে মনে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের আবির্ভাব হয়, নয়ন-যুগল অনুপম তৃপ্তি লাভ করে। সেই জন্য সেই পবিত্র-স্বরূপ পরমেশ্বর পবিত্রতার ভূষণে তাঁহার বিশ্ব-সংসারকে বিভূষিত করিয়া আপনি পবিত্রতার পূর্ণ মহিমায় পবিত্রতম আত্ম-কোষ মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। আমারদের বুদ্ধি নেত্র বহির্ম্মুখ হইয়া চর্ম্ম-চক্ষু-যোগে যখন বাহ্য-জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তখন গগন-চন্দ্রাতপে, বিশাল-শ্যামল-উদ্ভিদ্-রাজ্যে, সুনীল-সমুদ্রে, জলদ-প্রাচীর-সদৃশ পর্ব্বতমালায় তাঁহারই পবিত্র-জ্যোতি বিকীরিত দেখিয়া, অপার আনন্দ অনুভব করিতে করিতে সকল পবিত্রতার অনন্ত উৎসকে সন্দর্শন করিবার জন্য সমুৎসুক হইয়া থাকে। যখন

সেই দুর্নিবার্য্য ঔৎসুক্য-সহকারে মানব আত্মা শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্র হইয়া অন্তর্দ্দৃষ্টি দ্বারা সকল পবিত্রতার অদ্বিতীয় আকর, পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বরকে হৃদয়-রাজ্যে অন্বেষণ করিতে যায়, তখনই সে তাঁহাকে তথায় প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হয়, তখন তাঁহা হইতে বিচ্যুতি ভয়ে তাঁহাকে দৃঢ় প্রেমের আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিতে যত্নবান্ হয়।

সুন্দর পবিত্র বস্তু, বালক যুবা বৃদ্ধ, কৃষি শিল্পী পণ্ডিত সকলেরই হৃদয়গ্রাহী। সেই জন্য দুগ্ধপোষ্য শিশু মাতৃ-ক্রোড়ে থাকিয়া আকাশের চন্দ্র ধারণ করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করে, কুমার পবিত্র কুসুম গুচ্ছ লাভের জন্য, আপনার স্বর্ণ-বলয় উন্মোচন করিয়া দিতেও উদ্যত হয়, লক্ষপতি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, প্রাকৃতিক পবিত্রতা সন্দর্শন জন্য সম্পদ পরিবারের প্রতিও বিমুখ হইতে কাতর হয় না, কৃষী দুঃসহ রৌদ্র জল সহ্য করিয়াও শস্য-ক্ষেত্রের পবিত্র-ছবি দেখিবার জন্য ধাবিত হয়, শিল্পী প্রাণোৎসর্গ করিয়া হৃদ্গত পবিত্র-ভাব চিত্রপটে অঙ্কিত করিবার জন্য ব্যাকুল হয়, পণ্ডিত সমুদায় পবিত্রতার আকর—পবিত্র-স্বরূপ পরমেশ্বরের নিরুপম সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিবার জন্য কি দুঃসহ কষ্টই না সহ্য করিয়া থাকেন!

পৃথিবীতে পবিত্রতাই স্পৃহণীয় ও লভনীয়। অপবিত্রতাই যার পর নাই নিন্দনীয় এবং পরিত্যজ্য। পবিত্রতার তারতম্য অনুসারেই মনুষ্য, লোক-সমাজে নিন্দিত, ঘৃণিত; সমাদৃত ও পূজিত হইয়া থাকে। মনুষ্য যদি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, বিবিধ বিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিত হয়, অথচ যদি তাহার চরিত্র অপবিত্র হয় এবং মনঃ-বাক্ কর্ম্ম যদি বিশুদ্ধ না থাকে, অন্যের কথা দূরে থাকুক নিরন্ন-নিরক্ষর-কৃষকের সন্নিধানেও তিনি সম্মান সমাদর লাভ করিতে পারেন না; সামান্য গৃহস্থেরও তিনি প্রত্যয় ও বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন না; অবিদ্বান্ ব্যক্তিও যদি পবিত্র চরিত্র হয়, তিনিও সকলের নিকটে সমাদৃত ও পূজিত হইয়া থাকেন। এক সূর্য্যালোকে পালিত হইয়া, এক ধরা পৃষ্ঠে অবস্থান করিয়া মনুষ্য আপনাপেক্ষা কাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিশেষ সম্মান করে? যিনি চিন্তাতে, বাক্যেতে এবং কার্য্যেতে পবিত্র। লেখকগণ হর্ষোৎফুল্ল মনে কার্ জীবন-বৃত্তান্ত লিখিবার সময় অসঙ্কোচ ভাবে লেখনী সঞ্চালন করেন? যিনি পৃথিবীতে পবিত্র-কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন! কবিকুল কোন্ বিষয় সকলকে কবিতা-শৃঙ্খলে চিরবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য চেষ্টা করেন? পবিত্র-কীর্ত্তি, পবিত্র চরিত্র, পবিত্র ঘটনা সকলকেই চির-স্মরণীয় করিয়া রাখিবার নিমিত্ত অসামান্য কবিত্ব-শক্তি প্রদর্শন করিতে যত্নবান্ হইয়া থাকেন। ভাস্কর ও শিল্পীগণ কোন্ বিষয়ে সবিশেষ পরিশ্রম করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করেন? যখন তাঁহারা কোন দেশ-হিতৈষী, জ্ঞানী-প্রধান, ধর্ম্ম-পরায়ণ, পবিত্র চরিত্র মহাপুরুষের পবিত্র মূর্ত্তি খোদিত বা অঙ্কিত করণে কৃতকার্য্য হন। নতুবা ভুবন বিজয়ী সম্রাট্ যদি ধর্ম্ম শাসন উল্লঙ্ঘন করেন, সুদক্ষ শাসন কর্ত্তাও যদি মনোবাক্ কর্ম্মে পবিত্রতা প্রদর্শন করিতে সমর্থ না হন, অসামান্য বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন মহাপণ্ডিতও যদি পবিত্র জীবন বহন না করেন, তাঁহাদিগকে দস্যু দানব নরাধম বলিতেও লোকে সঙ্কুচিত হয় না।

পবিত্র বস্তু পৃথিবীর অলঙ্কার, পবিত্রতা অবিনশ্বর আত্মার উজ্জ্বল-ভূষণ। পবিত্র চরিত্র ব্যক্তির সহবাস লাভের জন্য সকলেই আকাঙ্ক্ষী হয়, পবিত্র আত্মাকে ত্রিভুবন পতি পরমেশ্বর সর্ব্বদাই আপনার প্রতি আকর্ষণ করেন। পবিত্র স্বভাব মনুষ্যের নিকটে লোকে নিঃসংশয়ে গূঢ় বিষয় সকল ব্যক্ত করে, পবিত্র আত্মার সন্নিধানে করুণাময় পরমেশ্বর আত্ম-স্বরূপ প্রকাশ করেন, এই জন্য সেই পবিত্রতা রূপ অমূল্য রত্ন লাভের আশা প্রতি আত্মাতেই উদ্দীপ্ত রহিয়াছে। সাধু চরিত পুণ্যাত্মাগণ পবিত্রতা লাভের জন্য—পবিত্রতা রক্ষার জন্যই অহর্নিশি সংসারের সঙ্গে, দুর্দ্দান্ত রিপুগণের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধে নিযুক্ত রহিয়াছেন। ইহারই নিমিত্ত এই অশেষ রত্ন-ভাণ্ডার পৃথ্বিতলে অবস্থান করিয়াও, মানব-আত্মা দীন-ভাবে ঈশ্বর সন্নিধানে কেবলই পবিত্রতা যাচঞা করিতেছে। পবিত্রতা দ্বারাই মনুষ্য ইহলোকে অতুল কীর্ত্তি, বিপুল মান, অসামান্য খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করে, পবিত্রতা দ্বারাই মনুষ্য অনন্ত কালের সম্বল, পবিত্র-স্বরূপ পরমেশ্বরকে লাভ করিয়া দেবলোকেও সমাদৃত হইয়া থাকেন। এই জন্যই করুণা-নিধান পরমেশ্বর মানব-আত্মাতে পবিত্রতা লাভের দুর্নিবার্য্য আশা প্রদান করিয়াছেন, মনুষ্য সেই দেব দত্ত আশা প্রভাবেই উত্তেজিত ও চালিত হইয়া সৃষ্টিকাল হইতেই পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বর লাভে নিযুক্ত রহিয়াছে। ইহারই জন্য মনুষ্য, হৃদয় মন আত্মার নির্ম্মলতা সাধনে সর্ব্বদাই যত্নশীল হইয়া থাকে। পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বরের উপরে মনুষ্যের এমনই স্বাভাবিক প্রাণগত অনুরাগ যে, অন্যান্য বিষয়ে তাহার প্রকৃতি যতই কেন মলিন ও অপবিত্র থাকুক না, একবার সেই পবিত্র স্বরূপের পবিত্র জ্যোতি হৃদয়ে প্রতিভাত হইলে অমনি সে অপবিত্র বাক্যালাপ, অপবিত্র কার্য্য-কলাপ, মনের অপরিশুদ্ধ মলিন চিন্তা পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিয়া পবিত্র স্বরূপের ধ্যানধারণার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। যে ঘোর বিষয়ী কর্ম্ম ক্ষেত্রে বিষয়-জঞ্জালের মধ্যে অবস্থান করেন, শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপের ধ্যানধারণা পূজার্চ্চনার সময়ে তিনিও পরিস্নাত শরীরে শুদ্ধ সত্ত্ব হইয়া সুনির্ম্মল উপাসনা মণ্ডপে প্রবেশ করিয়া থাকেন। রাজ্য শাসন কালে যে নরপতি হিরণ্য খচিত সিংহাসনে উন্নত মস্তকে উপবেপন করিয়া সম্পদ গৌরব প্রদর্শন জন্য মণিমাণিক্য বিভূষিত বহু মূল্য বেশ ভূষা পরিধান করিয়া থাকেন, মুহূর্ত্তের জন্য ধর্ম্ম, ঈশ্বর ও পরলোক বিষয়ক পবিত্র চিন্তা মনে উদয় হইলে, তাঁহাকেও সমুদায় গর্ব্ব অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিনীত বেশে বিনম্র-হৃদয়ে পবিত্র সাধন ক্ষেত্রে অবনত-মস্তকে উপবেশন করিতে দেখা যায়। যে অপরিমিত বীর্য্যশালী অসম সাহসী সেনাপতি রণক্ষেত্রে নর রুধির প্রবাহে আপনার বস্ত্রকে অনুরঞ্জিত করিতে পারিলে লোক-সমাজে অসামান্য খ্যাতি প্রতিপত্তি প্রাপ্ত হন, সেই অপবিত্র বেশে দেব মন্দির দ্বারে উপস্থিত হইতেও তাঁহার সাহস হয় না! সেই পবিত্র স্বরূপের প্রতি অন্তশ্চক্ষু নিপতিত হইলে তাঁহারও শরীর মন কম্পিত হইতে থাকে!

সকল মনুষ্যেরই আত্মাতে ঈশ্বরের পবিত্র ভাবের উচ্চ আদর্শ বর্ত্তমান থাকাতে সকল দেশে সর্ব্ব জাতি

সধ্যেই আবহমান কাল সংসার-ধর্ম্মের, বিষয় বাণিজ্যের ও ধর্ম্ম কার্য্যের পার্থক্য রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, বিষয় প্রণালী ও সাধন পদ্ধতিও পৃথক্‌রূপে অনুষ্ঠিত হইতেছে। পৃথিবীস্থ সমুদায় জাতির প্রাচীনতম ইতিবৃত্ত সকল উদ্ঘাটন করিয়া দেখ, এই সত্যকেই সপ্রমাণিত দেখিতে পাইবে। বর্ত্তমানের সকল প্রকার দেব-মন্দিরে, উপাসনা-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া পরীক্ষা কর, পবিত্রতার উপকরণেই সকল স্থান অলঙ্কৃত দেখিবে।

অপরাপর জনপদের কথা দূরে থাকুক, যখন ভারতেও গৃহ অট্টালিকা নির্ম্মাণের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হয় নাই, তখন ঈশ্বর প্রাণ ভারত সন্তান সকল প্রাকৃতিক পবিত্র স্থান সকলকেই উপাসনার উপযোগী সাধন অবস্থানের জন্য নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছিলেন। সুপবিত্র স্বরস্বতী-কুল, স্বভাব পরিষ্কৃত নির্জ্জন-কানন, প্রকৃতি-ধৌত-পরিচ্ছন্ন গিরি গুহাই তাঁহাদের আরাধনার স্থান ছিল। অর্থ সামর্থ্য সঙ্গতির সঙ্গে সঙ্গেই কালক্রমে সেই সকল স্থানেই প্রাকৃতিক পবিত্র-উপাদানে মঠ-মন্দির ও আবাস গৃহ নির্ম্মিত হইয়া আসিতেছে। ভারতের নদ নদী সকল ধর্ম্ম কীর্ত্তি রূপ দিব্য অলঙ্কারে দিন দিন অলঙ্কৃত হইতেছে। ভারত সন্তানগণের আবাস গৃহ যতই কেন অপরিষ্কৃত অপরিচ্ছন্ন হউক না, কিন্তু তাঁহারদের নির্ম্মিত দেব-মন্দির ও সাধন স্থান সকলে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পৃথিবীস্থ জাতি সাধারণ অপেক্ষা ভারতবর্ষ বাসীগণ ধর্ম্মানুষ্ঠানে, পবিত্রতা সাধনে, দেব মন্দির ও সাধন ভূমির পরিশুদ্ধতা সম্পাদনে অধিকতর যত্নশীল থাকিয়াও আবার সংসার-ধর্ম্মের এবং বিষয় বাণিজ্যের ও ধর্ম্ম কার্য্যের পরস্পর বিরুদ্ধ সম্বন্ধের সময়য় করিয়া সর্ব্বত্র ধর্ম্মেরই একাধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন।

ভারত সন্তানগণের যেমন দূর দূরান্তরে স্বতন্ত্র সাধন ভূমি ও পুণ্য ক্ষেত্র সকল বিদ্যমান রহিয়াছে, তেমনি আবার প্রতি গৃহে দেব-মন্দির, প্রতি আবাস নিকেতনেই ধ্যান-ধারণা, পূজার্চ্চনার স্থান সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে। পর্ণ কুটীরবাসী প্রত্যেক গৃহস্থ ভবনে গমন কর, ধর্ম্মানুরাগিতার নিদর্শন স্বরূপ—গৃহের ভূষণ স্বরূপ, পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন দেব-মণ্ডপ দেখিতে পাইবে। ধন ঐশ্বর্য্যশালী ভারতবাসীদিগের সুরম্য আলয়ে প্রবেশ কর, সেই শোভনতম অট্টালিকার অলঙ্কার স্বরূপ প্রাসাদ নিন্দিত বহু মূল্য মনোহর দেব-মন্দির সন্দর্শনে চমৎকৃত হইবে। পণ্য গৃহ ও বাণিজ্য শালায় উপনীত হও, তাহার কোন না কোন স্থানে দেব মূর্ত্তি বা দেব চিত্র সংস্থাপিত রহিয়াছে দেখিতে পাইবে। বিষয়-বাণিজ্যের বিষমতর কোলাহলের মধ্যেও প্রাতঃসন্ধ্যা উভয় কালেই ঈশ্বরের পবিত্র নাম উচ্চারিত হইতেছে শ্রুতি গোচর হইবে। ধর্ম্মরাজ পরমেশ্বরকে স্মরণে রাখিয়া প্রলোভন পূর্ণ কর্ম্ম-ক্ষেত্রের পরিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল ব্যবসায়িরাই প্রথমে ঈশ্বরের নাম না লিখিয়া—তাঁহার পূজা বা প্রিয় কার্য্য সাধন নিমিত্ত যৎকিঞ্চিৎ দান না করিয়া বিষয়-ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয় না। কি গৃহ কর্ম্ম, কি ধর্ম্ম কার্য্য সকল বিষয়ে ঈশ্বরই ভারত-সন্তানগণের একমাত্র শরণ্য, একমাত্র বরেণ্য। তিনিই ইহারদিগের সকল কর্ম্মের একমাত্র সাক্ষী স্বরূপ। সেই পবিত্র-স্বরূপের পূজার্চ্চনা, তাঁহার সেই পবিত্র নাম জপনাই ভারতবর্ষ-বাসীদিগের কি গৃহ শুদ্ধি কি চিত্ত শুদ্ধির অদ্বিতীয় সাধন। ভারত সন্তানগণের রন্ধন-ভোজন, শয়ন উপবেশন জন্যও যে স্থান প্রক্ষালিত করা আবশ্যক হয় না, উপাসনার জন্য সে স্থান মার্জ্জনা না করিলেই নয়। পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বরের ধ্যান-ধারণা জন্য ভারতবাসীদিগের ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা সাধনের যেরূপ বিশুদ্ধ পদ্ধতি দৃষ্ট হইয়া থাকে, বোধ হয় এরূপ পরিশুদ্ধ প্রণালী পৃথিবীর অন্য কোন জাতি মধ্যেই দেখা যায় না। অনেকেই বাহ্যিক পবিত্রতা সাধনকেই কুসংস্কার-মূলক বলিয়া থাকেন কিন্তু শরীর মনে যেরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, বাহ্য বস্তুর সহিত জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলের যে প্রকার ছুশ্ছেদ্য-যোগ, তাহাতে বাহ্যিক পবিত্রতা সাধন কোন রূপেই নিষ্প্রয়োজন বা অনাবশ্যক নহে। যখন শরীর রুগ্ন ভগ্ন হইলে মনও নিস্তেজ-নির্ব্বীর্য্য হয়, যখন শরীরে ঘর্ম্ম-ক্লেদাদি থাকিলে মনও গ্লানিযুক্ত হইয়া থাকে এবং মনে গ্লানি বা ছুশ্চিন্তার উদ্রেক হইলে শরীরের স্বাভাবিক শ্রী-সৌন্দর্য্য মলিন হইয়া পড়ে, তখন যে পবিত্র স্থানে গমন করিলে, পবিত্র বস্তু দর্শন করিলে, শুদ্ধ-সত্ব পবিত্র হইয়া পবিত্র উপাদানের মধ্যে উপবেশন করিলে যে মনেরও পবিত্র ও প্রসন্ন ভাব আরও উদ্দীপ্ত ও বর্দ্ধিত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া কে এই পরীক্ষা-সিদ্ধ বিজ্ঞান অনুমোদিত অভ্রান্ত সত্যের মূলোচ্ছেদ করিবে? ভৌতিক বা বাহ্যিক পবিত্রতা যদি কোন কার্য্যকারক না হয়, তবে স্রোতস্বতী নদী, সুনীল-সমুদ্র, ঘন-নিবিড় অরণ্য, শুভ্র তুষার-মণ্ডিত-গিরি-চূড়া, পঙ্কজ-শোভিত সুপরিষ্কৃত সরোবর, শরতের সুনির্ম্মল জ্যোস্না, বর্ষার বারিধৌত বৃক্ষ-লতা, হেমন্তের শিশির সিক্ত দূর্ব্বাদল, বসন্তের নবীন-পল্লব-মুকুল, শিশুর নিষ্কলঙ্ক মুখশ্রী সন্দর্শন করিলে কেন হৃদয়ে অননুভূত আনন্দের সঞ্চার হয়? কেন সেই সকল শুভ্র সুন্দর সুপবিত্র বস্তুর স্রষ্টা ও বিধাতা পরমেশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রীতি আপনা হইতেই উচ্ছ্বসিত হয়? অন্তরে পবিত্রতার ভাব রহিয়াছে বলিয়াই বাহিরে পবিত্র বস্তু দেখিলেই অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হয়। পবিত্রতার প্রতি আত্মার প্রাণগত নিষ্ঠা আছে বলিয়াই, পবিত্র চরিত্র সাধ্বী-সতী, পবিত্র-স্বভাব ঈশ্বর-প্রাণ সরল সাধুকে দেখিলেই তাঁহারদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি অনুরাগ স্বতঃই উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। ঈশ্বর পবিত্রতার অনন্ত-উৎস বলিয়াই হৃদয় মন সহজেই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হয়, তিনি পবিত্রতার অনুপম উচ্চ আদর্শ বলিয়াই মানব-আত্মা তাঁহার প্রতি নিঃশঙ্ক চিত্তে সমুদায় আশা ভরসা স্থাপন করে—তাঁহার নিকটে আন্তরিক গূঢ়-ভাব সকল ব্যক্ত করে। ঈশ্বর অদ্বিতীয় পবিত্র-স্বরূপ বলিয়াই মনুষ্য পাপ তাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য তাঁহার একান্ত শরণাপন্ন হয়। আমরাও সেই জন্য এই পবিত্র উপাসনা-ক্ষেত্রে সেই পবিত্র-স্বরূপের শরণাগত হইয়াছি। ঈশ্বরের সেই পবিত্র মঙ্গল-জ্যোতিতে হৃদয় অন্ধকার-বিদূরিত করিবার জন্য তাঁহার সম্মুখে মনোদ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিতেছি, তাঁহাকে লাভ করিয়া কৃতপুণ্য হইব, এই প্রত্যাশায় অন্তস্ফূর্ত্ত-বাক্যে তাঁহাকে প্রার্থনা করিতেছি।

হে শুদ্ধ সত্ব পবিত্র-স্বরূপ সর্ব্বদর্শী সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বর! তোমার নিকটে আর কি যাচ্ঞা করিব, তুমি আমারদের প্রত্যেকের হৃদয়-কন্দরে বিরাজিত থাকিয়া, অন্তরের গূঢ়-কামনা, গভীর-অভাব সকল প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করিতেছ, তুমি আমারদিগের অন্তরতম-কামনা সংসিদ্ধ কর—তুমি আমারদিগকে তোমার পবিত্র-সহবাসের উপযুক্ত করিয়া কৃতার্থ কর, আশাপূর্ণ-হৃদয়ে তোমার সন্নিধানে এই প্রার্থনা করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

শিখ সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে ও ১৬৩১ সম্বতে, লাহোরের অন্তঃপাতি গণ্ডবালি গ্রামে অমর দাস মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, তাঁহার জামাতা রামদাস গুরুপদে অধিরূঢ় হইলেন। অমরদাসের জীবদ্দশাতেই রামদাস শিখ ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সকলে দীক্ষিত ও ধর্ম্ম নিষ্ঠার জন্য প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। বিশেষত তিনি অমৃতসরের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া এতাদৃশ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন যে, অমৃতসর রামদাসের নামানুসারে, রামপুর অথবা রামদাসপুর বলিয়া কিয়ৎকাল অভিহিত হইয়াছিল। কোন কোন শিখ গ্রন্থকার বলেন, যে উপরোক্ত নগরটী রামদাস কর্ত্তৃকই স্থাপিত হয়, কিন্তু ইহা সত্য নহে, এই নগরটী বহু পুরাতন—পূর্ব্ব কালে ইহা চক্ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। রামদাস যদিও এই নগর পত্তন করেন নাই, তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে, তাঁহারই যত্নে ইহার লোক সংখ্যা বৃদ্ধি ও অমৃতসর নামক তত্রস্থ প্রসিদ্ধ সরোবর নির্ম্মিত হয়। শিখগণ এই সরোবরকে এরূপ পবিত্র জ্ঞান করে, যে রামদাসপুর নগর এক্ষণে অমৃতসর নামে আখ্যাত হইয়াছে। রামদাস, শিখধর্ম্ম প্রচারে সমস্ত জীবন নিষ্কণ্টকে অতিবাহিত করিয়া, ঐ ধর্ম্মের ব্যাখ্যান স্বরূপ কতিপয় গ্রন্থ রচনা করত অবশেষে অর্জ্জুনমল ও ভরতমল নামক ছুই পুত্রকে পশ্চাতে রাখিয়া, ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে ও ১৬৩৭ সম্বতে, অমৃতসরে মানবলীলা সম্বরণ করেন। রামদাসের মৃত্যুর পর, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অর্জ্জুনমল, গুরু পদে অভিষিক্ত হয়েন। ইনিই আদি গ্রন্থ নামক শিখদিগের প্রথম ধর্ম্ম পুস্তকের সংগ্রহ-কর্ত্তা। আদিগ্রন্থ বিংশতি ভাগে বিভক্ত; ইহার কিয়দংশ নানক ও তৎপরবর্ত্তী আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক বিরচিত হয়। অর্জ্জুনমলই তাঁহাদিগের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট রচনাগুলির সহিত তাঁহার স্বকীয় রচনা সংযোজিত করিয়া গ্রন্থটীকে বর্ত্তমান আকারে পরিণত করিয়াছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে অর্জ্জুনই শিখ ধর্ম্মকে গ্রন্থাকারে বদ্ধ করিয়া, তাহার স্থিরতা সম্পাদন করিয়াছেন। এই কার্য্যটী দ্বারা, শিখ জাতির মধ্যে ঐক্য বন্ধন দৃঢ়তর হইয়া ও তাহাদিগের দল সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইল বটে কিন্তু ইহাই আবার তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইয়া উঠিল। মুসলমান রাজ সরকার তাঁহার প্রতি কুপিত হইয়া ঘোর নির্যাতন পূর্ব্বক তাঁহার প্রাণ বধ করিলেন। ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়,

এই ঘটনাটীর বিবরণ সম্বন্ধে, শিখ গ্রন্থকারদিগের মধ্যে মহা অনৈক্য দৃষ্ট হয়। তাহাদের মধ্যে অনেকেই বলেন, যে তৎকালে ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব ধনিচাঁদ নামক একজন ধর্ম্মান্ধ প্রচারক তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বি ছিলেন। ঈশ্বর এক ও সর্ব্বশক্তিমান, এই বিশুদ্ধ মতের সহিত ধনিচাঁদের লিখিত রচনা সকলের সামঞ্জস্য না হওয়ায়,অর্জ্জুনমল, ঐ সকল রচনা আদিগ্রন্থ মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেন নাই। ইহাতেই অর্জ্জুনের প্রতি ধনিচাঁদের জাত ক্রোধ উপস্থিত হয়। তৎপ্রদেশের মুসলমান শাসনকর্ত্তরের সহিত ধনিচাঁদের বিশেষ আলাপ পরিচয় ছিল। তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া, তিনি অর্জ্জুনকে কারাগারে প্রেরণ করিলেন। কোন কোন গ্রন্থকার বলেন, যে এই কারাবাসের কঠোর ক্লেশেই তাহার প্রাণ বহির্গত হয়। আবার কেহ কেহ বলেন, যে মুসলমানেরা নির্যাতন পূর্ব্বক, অতি নিষ্ঠুরতা সহকারে তাঁহার প্রাণ বধ করিয়াছিল। যাহাই হউক মুসলমান রাজ সরকার কর্ত্তৃকই যে এই নিদারুণ হত্যাকাণ্ড উপস্থিত হয়,তাহা অর্জ্জুনমলের শিষ্যগণের বিলক্ষণ প্রত্যয় জন্মিয়াছিল। এত দিন শিখগণ অতি নিরীহ ও শান্তি প্রিয় জাতি ছিল কিন্তু এই ঘটনাটীর অব্যবহিত পরেই, অর্জ্জুনমলের হত্যায় যাহাদিগের কিছু মাত্রও সংস্রব ছিল, তাহাদিগের সমুচিত প্রতিফল দিবার জন্য, অর্জ্জুনমলের পুত্র হরগোবিন্দের কর্ত্তৃত্বাধীনে, সমস্ত শিখ জাতিই অস্ত্র ধারণ করিল।

নূতন পুস্তকের সমালোচন।

১। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, পূর্ব্বকাণ্ড। শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত। রামায়ণ যন্ত্র। ১৭৯৬ শক।

এই গ্রন্থ খানি গুণী ও গুণজ্ঞ শ্রীযুক্ত রায় কালীকিঙ্কর রায় বাহাদুরের অভিমতানুসারে উক্ত ভট্টাচার্য্যদ্বয় দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্ব আচার্য্য পূজনীয় শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের সংসার ত্যাগী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত হরিহরানন্দ নাথ তীর্থ স্বামী কর্ত্তৃক বিরচিত,টীকা সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। ছাপা অতি উত্তম হইয়াছে। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র সকল তন্ত্র অপেক্ষা প্রধান। ইহাতে ধর্ম্ম বিষয়ে যেমন মহদুপদেশ আছে,এমন অন্য কোন তন্ত্রে নাই। লোকে তন্ত্রের যে সকল দোষ কীর্ত্তন করিয়া থাকে, তাহা ইহাতে অল্প দৃষ্ট হয়। ইহাতে বীর সাধনের বিধি আছে বটে কিন্তু অন্যান্য তন্ত্রে যেমন মদ্যপানকে বিলক্ষণ উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে, ইহাতে সেরূপ দৃষ্ট হয় না, বরং স্থানে স্থানে অপরিমিত মদ্যপানের বিলক্ষণ নিন্দা করা হইয়াছে। ধর্ম্মের দৃষ্টি স্বতন্ত্র রাখিয়া কেবল পুরাতত্ত্ব কৌতূহল চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায়েও তন্ত্র সকল পুনঃ মুদ্রিত করা আবশ্যক। আগমকারেরা বঙ্গদেশে ধর্ম্মের আকার একেবারে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিয়া ছিলেন। তাঁহারা এতদ্দেশে বৈদিক হোম, দীক্ষা, ও অন্যান্য ক্রিয়ায় পরিচিত তান্ত্রিক হোম, দীক্ষাদি ক্রিয়া সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এক্ষণে বঙ্গদেশে যে ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, তাহার অল্পাংশ বৈদিক ও অধিকাংশ তান্ত্রিক। বঙ্গদেশের ধর্ম্মের পুরাবৃত্ত

অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিতে গেলে তন্ত্র শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন না করিলে কৃতকার্য্য হওয়া যাইতে পারে না।

২। মহাভাগবত পুরাণ প্রথম খণ্ড। শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ ন্যায়ভূষণ কর্ত্তৃক অনুবাদিত ও শ্রীরামতারণ রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বিডন যন্ত্রে মুদ্রিত। ১২৮০।

এই অনুবাদটি দেশ হিতৈষীণী শ্রীশ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ীকে উৎসর্গিত হইয়াছে। উক্ত মহাশয়াকে পুস্তক উৎসর্গ করিয়া পুস্তক প্রকাশক উচিত কার্য্যই করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে যেমন শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, এই পুরাণে তেমনি ভগবতীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। এই পুরাণ ভাগবত পুরাণের ন্যায় অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত নহে কিন্তু তাহা না হইয়াও ইহা হিন্দু বর্গের অতি শ্রদ্ধেয় পুস্তক সন্দেহ নাই। অনুবাদ উত্তম হইয়াছে।

৩। বান্ধব। মাসিক প্রবন্ধ ও সমালোচন। প্রথম খণ্ড প্রথম সংখ্যা। শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ঢাকা ইষ্টবেঙ্গাল প্রেস।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষজ মহাশয় পূর্ব্ব বাঙ্গলার এক জন প্রধান সদ্বক্তা ও সুলেখক। তিনি ওপ্রদেশে বঙ্গদর্শনের ন্যায় এক খানি মাসিক সন্দর্ভ প্রকাশ করিতে সংকল্পারূঢ় হইয়াছেন, ইহাতে আমরা অতিশয় আনন্দিত হইলাম। তিনিই এই কার্য্যে সম্পাদন করিবার উপযুক্ত পাত্র। যে সকল প্রস্তাব এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে "শক্তি" ও "জীবন চরিত" এই শিরোযুক্ত প্রস্তাবদ্বয় অতীব সারবান হইয়াছে। কিন্তু আজ কাল এরূপ সারবান প্রস্তাবের তত মর্য্যাদা নাই। লোকে গম্ভীর উপদেশ অপেক্ষা আমোদ অধিক চায়। এপ্রকার রুচি এ সময়ের লোকের সম্বন্ধে গৌরবের বিষয় কি না সে বিষয়ে আমরা এস্থলে কোন অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে চাহি না। এই মাসিক প্রবন্ধে এক একটি বিশুদ্ধ আমোদ জনক প্রস্তাব থাকিলে ভাল হয়। "ফুলবধূ" এতদাখ্যাত প্রস্তাবটি এই প্রকারের প্রস্তাব বটে কিন্তু তাহাতে তত ক্ষমতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গেল না।

৪। Sixteenth Anniversary Report of the Family Literary Club, Burrabazar. Calcutta, 1873.

এই পুস্তকটি কলিকাতার বড় বাজারে সংস্থাপিত, গার্হস্থ্য সাহিত্য সভার ষোড়শ সাম্বৎসরিক বিবরণ। আমরা দেখিতেছি এই সভার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। আমাদিগের দেশে সকল সভার শ্রীবৃদ্ধি সাহেব-সমাগম দ্বারা আমরা পরিমাণ থরিয়া থাকি। যদি সাহেব-সমাগম কোন সভার শ্রীবৃদ্ধির যথার্থ নিদান হয়, তবে বড় বাজারের গার্হস্থ্য সভা অত্যন্ত উন্নতি শালীনী হইয়াছে বলিতে হইবে। ইহার অধিবেশনে অনেক বড় বড় সাহেব উপস্থিত থাকিয়া উৎসাহ প্রদান ও বক্তৃতা করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান পুস্তকে গ্রীসদেশীয় মহাজ্ঞানী সক্রেটিসের বিষয়ে উড় সাহেবের প্রগাঢ় ভাবগত বক্তৃতার সারমর্ম্ম পাঠ করিয়া আমরা অতীব সন্তুষ্ট হইলাম। শ্রীযুক্ত বাবু গোষ্ঠবিহারী মল্লিকের বক্তৃতাটিও উৎকৃষ্ট হইয়াছে কিন্তু তাহা পাঠ করিয়া আমাদিগের ক্ষোভ জন্মিল। গোষ্ঠবিহারী বাবু ইংরাজীতে ভাল বক্তৃতা করিতে পারিলেও তিনি কখন এমন প্রত্যাশা করিতে পারেন না যে ইংলণ্ডের বিখ্যাত বাগ্মীদিগের মধ্যে পরিগণিত হইবেন। তিনি ইংরাজীতে বাকপটুতা লাভ করিবার জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিয়া থাকেন, দেশীয় ভাষায় বাকপটুতা লাভ করিবার জন্য যদি সেইরূপ পরিশ্রম স্বীকার করেন, তাহা হইলে তিনি স্বদেশের বিস্তর উপকার সাধন করিতে পারেন।

সংবাদ।

গত ১৬ বৈশাখ দিবসে আদি ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে শ্রীযুক্ত রাজনায়ণ বসুর তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী সুকুমারীর সহিত জগাছা নিবাসী শ্রীমান্ ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষের শুভবিবাহ কার্য্য সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। কন্যার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক আর বরের বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর হইবে। বিবাহ সভায় কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

আয় ব্যয়।

জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৬ শক, আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৩৪১॥৶০
পূর্ব্বকার স্থিত ...	২৪২ /০
সমষ্টি	৫৮৩॥৵০
ব্যয়	৩১১৸/১০
স্থিত	২৭১৸/১০

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	৫২ ৶১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১৯৭॥ ১০
পুস্তকালয়	২৬ ৶১৫
যন্ত্রালয়	৩৯
গচ্ছিত	২৬৸০
সমষ্টি	৩৪১॥৶০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	১২৩॥৵০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৮২। ১০
পুস্তকালয়	১৮৸৵১০
যন্ত্রালয়	৪৬॥/ ৫
গচ্ছিত	৪০।/ ৫
সমষ্টি	৩১১৸/১০

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৪০
" শিবচন্দ্র নন্দী ...	৫
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন ...	১
" যদুনাথ দে ...	১
দানাধারে প্রাপ্ত	৫ ৶১৫
	৫২ ৶১৫

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

Registered No 58.

একমেবাদ্বিতীয়ং

অষ্টম কল্প
চতুর্থ ভাগ
ভাদ্র ১৭৯৬ শক

৩৭২ সংখ্যা ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৫

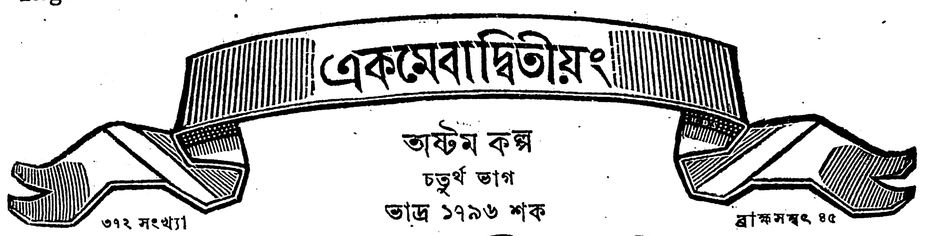

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ছান্দোগ্যউপনিষৎ।

প্রথম প্রপাঠক।

দ্বিতীয় খণ্ড।

এবং যথাশ্মানমাখণমৃত্বা বিধ্বংসতএবংহৈব সবিধ্বংসতে যএবং বিদি পাপং কামযতে যশ্চৈনমভিদাসতি সএষোঽশ্মাখণঃ।৮।

'এবং' বিশুদ্ধঃ প্রাণইতি যথেত্যাদি দৃষ্টান্তঃ। 'এবং হএব সঃ' 'বিধ্বংসতে' বিনশ্যতি, কোসাবিত্যাহ 'যঃ' 'এবং বিদি' যথোক্তপ্রাণবিদি 'পাপং' তদর্হং কর্ত্তুং 'কামযতে' ইচ্ছতি 'যঃ চ' 'এনং' প্রাণবিদং 'অভিদাসতি' হিনস্তি, যস্মাৎ 'সঃ এষঃ' প্রাণবিৎ 'অশ্মাখণঃ' অশ্মাখণ ইব। ৮।

যেমন লোষ্ট খণ্ড অভেদ্য প্রস্তরে পতিত হইয়া চূর্ণ হয়, সেইরূপ তিনিও নষ্ট হয়েন, যিনি প্রাণোপাসকের প্রতি পাপ কামনা করেন, বা প্রাণোপাসককে হিংসা করেন, যেহেতু প্রাণোপাসক অভেদ্য প্রস্তর স্বরূপ। ৮।

নৈবৈতেন সুরভি ন দুর্গন্ধি বিজানাত্যপহতপাপ্মা হ্যেষ তেন যদশ্নাতি যৎ পিবতি তেনেতরান্ প্রাণানবতি। এতমু এবান্ততোঽবিত্বোৎক্রামতি ব্যাদদাত্যেবান্তত ইতি। ৯।

যস্মান্ন বিদ্ধোঽসুরৈর্ম্মুখ্যঃ প্রাণস্তস্মাৎ 'ন এব' 'এতেন' মুখ্যপ্রাণেন 'সুরভি দুর্গন্ধি' বা উভয়ং 'বিজানাতি' লোকঃ অতশ্চ 'অপহতপাপ্মা' অপহতো বিনাশিতো পাপ্মা যস্মাৎ সোঽযমপহতপাপ্মা 'হি এষঃ' বিশুদ্ধ ইত্যর্থঃ। 'তেন' মুখ্যেন প্রাণেন 'যৎ অশ্নাতি যৎ পিবতি' লোকঃ 'তেন' অসিতেন পীতেন চ 'ইতরান্' 'প্রাণান্' ঘ্রাণাদীন্ 'অবতি' পালযতি। 'এতং' মুখ্যং প্রাণং 'উ এব' খলু 'অন্ততঃ' অন্তে মরণকালে 'অবিত্বা' অলব্ধা 'উৎক্রামতি' ঘ্রাণাদিপ্রাণসমুদায়ঃ অতঃ 'ব্যাদদাতি' আস্যবিদারণং করোতি 'অন্ততঃ' অন্তে 'ইতি'।৯।

মুখ্য প্রাণ দ্বারা সুরভি বা দুর্গন্ধি উপলব্ধ হয় না, যেহেতু মুখ্য প্রাণ পাপে বিদ্ধ নহে। মুখ্য প্রাণ দ্বারা যাহা আহার করে বা যাহা পান করে, তাহাতেই ঘ্রাণাদি প্রতিপালিত হয়, এই মুখ্য প্রাণকে লাভ করিতে না পারিয়াই অন্ত কালে ঘ্রাণাদি উৎক্রান্ত হয়, এই জন্যই প্রাণি সকল মরণ কালে মুখ ব্যাদান করে। ৯।

তং হাঙ্গিরা উদ্গীথমুপাসাঞ্চক্র এতমু-এবাঙ্গিরসং মন্যন্তে অঙ্গানাং যদ্রসঃ। ১০।

'তং' মুখ্যং প্রাণং 'হ' 'অঙ্গিরাঃ' অঙ্গিরাইত্যেবগুণং 'উদ্গীথং' ভক্তিং 'উপাসাঞ্চক্রে' উপাসনং কৃতবান্ বকোদাল্ভ্য ইতি বক্ষ্যমাণেন সম্বন্ধঃ অতঃ 'এতং' মুখ্যং প্রাণং 'উ এব' খলু 'অঙ্গিরসং' ইতি 'মন্যন্তে' 'যৎ' যস্মাৎ মুখ্যঃ প্রাণঃ 'অঙ্গানাং' প্রাণঃ সন্ 'রসঃ' তেনাসাবাঙ্গিরসঃ। ১০।

দল্ভের পুত্র বক নামক ঋষি এই মুখ্য প্রাণকে অঙ্গিরা গুণ বিশিষ্ট করিয়া উদ্গীথ রূপে উপাসনা করিয়াছিলেন, অতএব এই মুখ্য প্রাণকে

অঙ্গিরা করিয়া মানে, যেহেতু এই মুখ্য প্রাণ অঙ্গের রস স্বরূপ। ১০।

তেন তং হ বৃহস্পতিরুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্র এতমু এব বৃহস্পতিং মন্যন্তে বাগ্‌ঘি বৃহতী তস্যা এষ পতিঃ। ১১।

'তেন' ঋপেণ 'তং' মুখ্যং প্রাণং 'হ' 'বৃহস্পতিঃ' বৃহস্পতিরিত্যেব গুণং অন্যৎ পূর্ব্ববৎ 'বৃহস্পতিং' ইতি 'মন্যন্তে' 'হি' যস্মাৎ 'বাক্ বৃহতী' 'তস্যাঃ' বাচোবৃ-হত্যাঃ 'এষঃ' মুখ্যপ্রাণঃ 'পতিঃ' পালয়িতা। ১১।

বক নামক ঋষি এই মুখ্য প্রাণকে বৃহস্পতি গুণ বিশিষ্ট করিয়া উদ্‌গীথ রূপে উপাসনা করিয়াছিলেন, অতএব এই মুখ্য প্রাণকে বৃহস্পতি করিয়া মানে, যেহেতু বাক্যই বৃহতী এবং এই মুখ্য প্রাণই তাহার পতি। ১১।

তেন তং হাযাস্যমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্র এতমু এবাযাস্যং মন্যন্ত আস্যাদ্‌যদযতে। ১২।

'আযাস্যং' আযাস্যমিত্যেব গুণং। 'যৎ' যস্মাৎ 'আস্যাৎ' মুখাৎ 'অযতে' নির্গচ্ছতি। ১২।

বক ঋষি এই মুখ্য প্রাণকে আয়াস্য গুণ বিশিষ্ট করিয়া উদ্‌গীথ রূপে উপাসনা করিয়াছিলেন, অতএব এই মুখ্য প্রাণকে আয়াস্য করিয়া মানে, যেহেতু এই মুখ্য প্রাণ আস্য অর্থাৎ মুখ হইতে নির্গত হয়। ১২।

তেন তং হ বকোদাল্‌ভ্যো বিদাঞ্চকার, সহ নৈমিষীযানামুদ্‌গাতা বভূব সহ স্মৈভ্যঃ কামানাগাযতি। ১৩।

'তেন' ঋপেণ 'তং' মুখ্যপ্রাণং 'হ' এব দল্‌ভস্যা-পত্যং 'দাল্‌ভ্যঃ' 'বকঃ' নাম ঋষিঃ 'বিদাঞ্চকার' বিদি-তবান্। বিদিত্বাচ 'সঃ হ' 'নৈমিষীযানাং' সত্রিণাং ঋষীণাং 'উদ্‌গাতা বভূব' 'সঃ হ' প্রাণবিজ্ঞানসামর্থ্যাৎ 'এভ্যঃ' নৈমিষীযেভ্যঃ ঋষিভ্যঃ 'কামান্' 'আগাযতি' 'স্ম'। ১৩।

দল্‌ভের পুত্র বক নামক ঋষি সেই মুখ্য প্রা-ণকে উক্ত রূপে জানিয়াছিলেন এবং তিনি নৈ-মিষারণ্য বাসী ঋষিদিগের যজ্ঞে উদ্‌গাতা হইয়া-ছিলেন। ১৩।

আগাতা হবৈ কামানাং ভবতি যএতদেবং বিদ্বানক্ষরমুদ্‌গীথমুপাস্ত ইত্যধ্যাত্মং। ১৪।

'যঃ' 'এতৎ' এতং মুখ্যং প্রাণং 'বিদ্বান্' জানন্ 'অক্ষরং উদ্‌গীথং উপাস্তে' সঃ 'কামানাং' 'আগাতা' 'ভবতি' 'ইতি অধ্যাত্মং' আত্মবিষয়মুদ্‌গীথোপাসনং। ১৪।

যে ব্যক্তি এই মুখ্য প্রাণকে উক্ত রূপে জা-নিয়া উদ্‌গীথাক্ষরের উপাসনা করেন, তিনিও কামনা সকলের উদ্‌গাতা হয়েন, ইহাই আত্ম বিষয়ক উদ্‌গীথ উপাসনা। ১৪।

সাংখ্য দর্শন।

প্রত্যক্ষ ও ইন্দ্রিয় পরীক্ষা।

চক্ষুরিন্দ্রিয়।

চক্ষুরিন্দ্রিয় কি?—কি প্রকারেই বা চক্ষু দ্বারা বস্তু-গ্রহ হয়?—এ বিষয়েও নানা মত। কোন কোন বৌদ্ধেরা বলেন, চক্ষুর কেন্দ্র স্থানে যে, স্বচ্ছ-কৃষ্ণবর্ণ-গোল লাঞ্ছিত অংশ দৃষ্ট হয়, লোকে যাহাকে "তারা" বা "চোকের মণি" বলে, উহার আর একটি নাম কৃষ্ণসার। চাক্ষুষ জ্ঞানের প্রতি ঐ কৃষ্ণ-সার যন্ত্রটিই কারণ; কেন না, কৃষ্ণসার যন্ত্র অবিকৃত থাকিলেই বস্তু গ্রহ হয়, নচেৎ হয় না। সুতরাং ঐ কৃষ্ণসার যন্ত্রটিই ইন্দ্রিয়, তদ্ভিন্ন চক্ষুরিন্দ্রিয় নামে অপর কোন বস্তু নাই।

সাংখ্য বলেন, আছে। কেন না, কৃষ্ণ-সারটিকে ইন্দ্রিয় বলা সম্পূর্ণ যুক্তি বিরুদ্ধ। "অতীন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়ং ভ্রান্তানামধিষ্ঠানং" যেটি বাস্তবিক ইন্দ্রিয়, সেটি অতীন্দ্রিয়, কোন কালেই তাহা প্রত্যক্ষ হয় না। দৃশ্যমান কৃষ্ণসারটি তাহার অধিষ্ঠান স্থান মাত্র। সুতরাং অধিষ্ঠানকে (আশ্রয়কে) ইন্দ্রিয় বলা সম্পূর্ণ ভ্রম।

মনে কর, বিষয় এবং ইন্দ্রিয়, এতদুভয়ের সংযোগ না হইলে, কোন ক্রমেই বস্তু-গ্রহ হইতে পারে না। সন্নিকর্ষ ব্যতীত বস্তুদ্বয়ের সংযোগ ঘটনা হইতে পারে না, বিষয় এক প্রদেশে থাকে, ইন্দ্রিয় অন্য প্রদেশে থাকে, সন্নিকর্ষের সম্ভাবনা কি?—অতএব বিষয় ও

ইন্দ্রিয় এতদুভয়ের অত্যন্ত অসন্নিকৃষ্টতা নিবন্ধন সংযোগ হয় না, সংযোগ না হইলে উপলব্ধি হইতেও পারে না, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যদ্যপি, সংযোগ ব্যতিরেকে কেবল মাত্র কৃষ্ণসার থাকাতে বস্তু-জ্ঞান জন্মিত, তাহা হইলে জগতের কোন বস্তুই অপ্রকাশ থাকিত না। কৃষ্ণসার সকল সময়েই বর্ত্তমান আছে, বস্তু রাশিও সর্ব্বত্র পতিত রহিয়াছে, জ্ঞান না হয় কেন?—ব্যবহিত বস্তুই বা অপ্রকাশ থাকে কেন?—অপিচ, জগতে যত প্রকার প্রকাশক পদার্থ দেখা যায়, সকল পদার্থই প্রকাশ্য বস্তুর সহিত সংযুক্ত হইয়াই তাহাকে প্রকাশ করে। দীপালোক একটি প্রকাশক বস্তু, উহা যে বস্তুর সহিত সংযুক্ত হয়, সেই বস্তু-কেই প্রকাশ করে। যে বস্তুর সহিত সংযুক্ত হইতে পায় না, তাহাকে প্রকাশ করিতেও পারে না। যদি পারিত, তবে গৃহান্তরীয় দীপ গৃহান্তরীয় বস্তুকেও প্রকাশ করিতে পারিত। অতএব দূরস্থিত বস্তুর সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগ সিদ্ধির নিমিত্ত এমন কোন পদার্থকে ইন্দ্রিয় বলা উচিত যে, যে পদার্থ চক্ষু গোলকে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও গোলক হইতে অবিচ্ছিন্ন রূপে প্রসর্পিত হইয়া দূরস্থ বস্তুর সহিত সংগত হইতে পারে (১)।

সে পদার্থ কি?—এই প্রশ্নের উত্তরে নৈয়ায়িক বলেন, সে পদার্থ ভৌতিক অর্থাৎ তেজ বিশেষ। সাংখ্য বলেন, সে বস্তু আহঙ্কারিক (অহং তত্ত্বের পরিণাম বিশেষ)। এ সম্বন্ধে নৈয়ায়িকদিগের মত এইরূপ—

"কৃষ্ণসার যন্ত্রে এক প্রকার রশ্মি আছে, তাহাই চক্ষুরিন্দ্রিয় বলিয়া অভিহিত হয়। ঐ রশ্মি, সম-সূত্র-পাত ক্রমে ধারাকারে অ-বিচ্ছিন্নভাবে কৃষ্ণসার হইতে বিনিঃসৃত হইয়া বস্তুর সহিত সংযুক্ত হয়। সংযোগ হইবা মাত্র সেই বস্তু "ইহা অমুক বস্তু" ইত্যাকারে আত্মার নিকট প্রকাশ পায়। দীপালোক যেমন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির সম্বন্ধে বস্তু প্রকাশ করে, ঐ রশ্মিময় চক্ষুরিন্দ্রিয়ও তেমনি মনঃ সংযুক্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে বস্তু প্রকাশ করে। মনঃ সংযোগ ব্যতীত কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তি হইতে পারে না (২)।

এই মত নৈয়ায়িকদিগের। সাংখ্য মত ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। সাংখ্য বলেন, চক্ষুরিন্দ্রিয় কোন ক্রমেই ভৌতিক নহে। কেন না, চক্ষু আপন অপেক্ষা ন্যূন পরিমাণ বস্তুকে গ্রহণ করে, বৃহৎ পরিমাণ বস্তুকেও গ্রহণ করে। চক্ষুরিন্দ্রিয় যদি ভৌতিক হইত, তাহা হইলে কদাচ বৃহৎ পরিমাণ বস্তুকে গ্রহণ করিতে পারিত না। কেন না, কোন অল্প পরিমিত ভৌতিক বস্তু যে, কস্মিন্ কালে কোন বৃহৎ বস্তুকে ব্যাপিতে পারিয়াছে, এরূপ সম্ভব হয় না। বিশেষতঃ ভূত পদার্থের এমন কোন শক্তি নাই যে, সে তদ্দ্বারা বিনা বিভাগে দূরস্থিত বস্তুর সহিত মিলিত হইতে পারে। যদ্যপি তে-জের ঐরূপ শক্তি আছে বলা যায়, কেন না দেখা যাইতেছে যে ক্ষুদ্র দীপালোক প্রভা রূপে দূর প্রদেশে গমন করে, আপন অপেক্ষা অধিক পরিমাণযুক্ত বস্তুকেও গ্রহণ করে। তথাপি তন্মধ্যে একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টি করা আব-শ্যক। প্রভা বস্তুটি কি?—নিপুণ হইয়া বিবেচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, প্রভা বস্তুটি আর কিছুই নহে, কেবল বিরল-

---

(১) "নাপ্রাপ্তপ্রাপকত্বমিন্দ্রিয়াণামপ্রাপ্তেঃ সর্ব্বদা প্রাপ্তের্ব্বা" "দূরবস্তুনঃ সম্বন্ধার্থং গোলকাতিরিক্তমি-ন্দ্রিয়ং বাচ্যং" "তন্ন ভৌতিকং"—(কপিল—বাচস্পতি—বিজ্ঞানভিক্ষু প্রভৃতি)

(২) "রশ্ম্যর্থসন্নিকর্ষাত্তু গ্রহণং" "রশ্মির্গোলকাব-চ্ছিন্নং তেজঃ" "রশ্মেশ্চ সংহত্যকারিত্বং" "সংহননং বিষয়দেশে" "জ্ঞানত্বাবচ্ছিন্নং প্রতি ত্বঙ্মনঃসংযোগএব হেতুঃ" (গৌতম—বিশ্বনাথ প্রভৃতি)

অবয়ব তেজ। সুক্ষ্ম-তৈজস পরমাণুর ঘনতম সংযোগ হইলে অগ্নি বলা যায়, আর বিরল ভাব হইলে প্রভা বলিয়া ব্যবহৃত হয়। এখন বিবেচনা কর, যে সকল আগ্নেয় পরমাণু দীপ শিখা (পুঞ্জীভূত আগ্নেয় পরমাণু). হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়াছে, পরস্পর বিরলভাবে দূর প্রদেশে চলিয়া গিয়াছে, তাহাদিগের সহিত দীপের বা তাহাদের পরস্পরের সংযোগ নাই অবশ্য বলিতে হইবে, না বলিলে, “দাহ জন্মায় না কেন ?”—ইত্যাদি অনেকবিধ আপত্তি উত্থিত হয়। তেমনি, কৃষ্ণসার হইতে যে সকল রশ্মি চলিয়া গিয়াছে, তাহাদিগেরও পরস্পরের সহিত পরস্পরের এবং কৃষ্ণসারের সহিত সংযোগ নাই বলিতে হয়। যদ্যপি না বল, ধারার ন্যায় সম্প্রসারণ শক্তি স্বীকার কর, তথাপি কেবল মাত্র তেজের অপসর্পণ শক্তি দেখিয়া চক্ষুকে তৈজস কল্পনা করা যায় না, কেন না, ওরূপ অপসর্পণ শক্তি অন্য পদার্থেরও দৃষ্ট হয়। প্রাণ বায়ু যে দেহ ত্যাগ না করিয়াও প্রসর্পিত হয়, তাই বলিয়া চক্ষুকে কি বায়বীয় কল্পনা করা যায়। অতএব চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ভৌতিকত্ব পক্ষ অতি দুর্ব্বল, আহঙ্কারিক পক্ষই প্রবল (৩)।

ইন্দ্রিয়ের ভৌতিকত্ব পক্ষ যেরূপ সহজ বোধ্য, আহঙ্কারিক পক্ষ সেরূপ নহে, এপক্ষে কিঞ্চিৎ সুক্ষ্ম দৃষ্টি আবশ্যক। বিবেচনা কর, যাবৎবুদ্ধির পরিণাম অহং ভাব। কেন না জগতে যত প্রকার বিশেষ বিশেষ জ্ঞান উপস্থিত হইতে দেখা যায়, তত্তাবতের সঙ্গে ‘আমি’ বা ‘আমার’ ইত্যাদি প্রকার অহংভাব অনুস্যূত আছে। যদ্যপি স্থল বিশেষে উক্ত শব্দের ‘আমি’ বা ‘আমার’ স্পষ্টত উল্লেখ হয় না বটে তথাপি তাহার অভ্যন্তরে উহা নিহিত আছে সংশয় নাই। যথা ‘অ’ এই বর্ণটিকে সকল বর্ণের বীজ বলিয়া গণ্য করা হয়, কেন না ঐ ‘অ’ সমুদায় শব্দের অভ্যন্তরে নিহিত আছে। যেমন কোন বংশীতে ফুৎকার প্রদান করিবা মাত্র তন্মধ্য হইতে একটি অবিকৃত সরল শব্দ সমুত্থিত হয়, অনন্তর অঙ্গুলি দ্বারা বিকৃত হইয়া নানা আকারে প্রকাশ পায়, সেই রূপ প্রাণিদিগেরও প্রথমত জাঠরাগ্নি ও প্রাণ বায়ু সহযোগে উদর কন্দর হইতে একটি অবিকৃত সরল শব্দ উৎপন্ন হয়। এই বিশুদ্ধ সরল শব্দটিকে নাদ বলিয়া ব্যবহার করা হয় এবং ইহার আকার ঐ ‘অ’ পশ্চাৎ ঐ ‘অ’ প্রযত্ন অনুসারে কণ্ঠতালু প্রভৃতির আঘাতে বিকৃত হইয়া ‘আ’ ‘ই’ ‘ক’ ‘খ’ প্রভৃতি বর্ণের উৎপত্তি করে, সুতরাং ঐ ‘অ’ই বর্ণ মাত্রের বীজ। এই রূপ অহংতত্ত্বও যাবৎ বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের প্রধান বীজ। সুতরাং যাবৎ বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের করণ যে ইন্দ্রিয়, তাহাও আহঙ্কারিক অর্থাৎ অহং ভাবের পরিণাম বিশেষ মাত্র। ইন্দ্রিয় যদি আহঙ্কারিক নিশ্চয় হইল, তবে তাহাকে অনুভব করিতে হইলে, বুদ্ধি-স্থলাভিষিক্ত করিয়া অনুভব করিতে হইবে। বুদ্ধির অব্যাপ্য পদার্থ জগতে নাই।

এক্ষণে, সাংখ্য মতের আহঙ্কারিক ইন্দ্রিয় কি প্রণালীতে বস্তু গ্রহণ করে, তাহা বলা আবশ্যক হইতেছে।

এস্থলে কপিলের অভিপ্রায় যেরূপ হউক, আচার্য্যদিগের বিভিন্ন অভিপ্রায় দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে কেহ কেবল, শক্তিবাদী,—কেবল শক্তি সহকৃত বৃত্তিবাদী। শক্তিবাদী সাংখ্য বলেন, কৃষ্ণসারের এক প্রকার বিষয়গ্রাহিণী শক্তি আছে, তাহাই চক্ষুরিন্দ্রিয় শব্দের বাচ্য। আমরা যাহা দেখি, উহা দৃশ্যমান বস্তুর প্রতিবিম্ব মাত্র। কৃষ্ণসার স্বীয় শক্তিতে

(৩) “ন তেজোঽপসর্পাত্তৈজসং চক্ষুর্ব্বৃত্তিতস্তৎসিদ্ধেঃ।” (কপিল সূত্র)

আপনার স্বচ্ছাংশে উহা গ্রহণ করে, অনন্তর জ্ঞান জন্মে “ইহা অমুক বস্তু” (৪)।

বৃত্তিবাদী সম্প্রদায় বলেন, যদি কৃষ্ণসার ইন্দ্রিয় না হয়, তবে তাহার শক্তিও ইন্দ্রিয় হইতে পারে না। কারণ, শক্তি পদার্থ কি ?—স্বতন্ত্র কি কাহারও অনুগত ?—বিবেচনা করিতে গেলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় শক্তি, রূপ প্রভৃতির ন্যায় কোন বস্তুর অধীন গুণ-পদার্থ। গুণ কোন ক্রমেই আপনার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া অন্যত্র সংগত হইতে পারে না। বিশেষতঃ দ্রব্য ভিন্ন অন্য কোন পদার্থে ক্রিয়া জন্মে না, ক্রিয়া না জন্মিলেও বস্তুর চলন হয় না। যদি শক্তিক্ষেত্রে ক্রিয়া বা চলন না হয়, তবে সে দূরস্থ পদার্থের সহিত কিরূপে সংযুক্ত হইবে ?—মনে কর, অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে, জলের শৈত্য গুণ আছে, পুষ্পের সৌরভ আছে,—দাহিকা শক্তি, শৈত্য গুণ, সৌরভ, ইহারা কি অগ্নি, জল, ও পুষ্প পরিত্যাগ করিয়া যায় ?—কখনই না। তবে যে দূর হইতে তাপ বা স্ফুলিঙ্গ, শৈত্য বা সৌরভ আসিতে দেখা যায়, তাহা কেবল গুণ বা শক্তি নহে—সকলই আপন আপন আশ্রয় দ্রব্যের পরমাণু সহযোগেই আইসে। যদি অগ্নি পিণ্ড হইতে স্ফুলিঙ্গের ন্যায়, কৃষ্ণসার হইতে শক্তিও বিভক্ত হইয়া বিষয় দেশে যায়, এরূপ বল, তাহা হইলে আর মনের সহিত ইন্দ্রিয়ের বা বিষয়ের সম্পর্ক থাকে না। মনের সহিত সম্বন্ধ ব্যতিরেকে জ্ঞানোৎপত্তিও হইতে পারে না। অতএব গোলক বা শক্তি, উভয়ের কেহই ইন্দ্রিয় নহে (৫)।

বৃত্তিবাদী সাংখ্যাচার্য্য শক্তি বাদীকে এই প্রকার দোষ প্রদান করেন বটে, কিন্তু সেই শক্তি যে বিষয় দেশে যাইবে, শক্তি বাদীর অভিপ্রায় যে এরূপ তাহা বোধ হয় না। শক্তি বাদীর অভিপ্রায় এই যে, সে শক্তি চুম্বকের আকর্ষণ শক্তির ন্যায় স্বস্থানে অবস্থিত থাকিয়াই বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে(৬)। তন্মতে বস্তু গ্রহণ পদ্ধতি এই রূপ—একটি বৃক্ষ ও কৃষ্ণসার যন্ত্র পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছে, মধ্যে শক্তি প্রতিবন্ধক ব্যবধান নাই, এমন হইলে চুম্বক ও লৌহ পরস্পর সম্মুখীন হইবা মাত্র লৌহ শরীরে যেমন এক প্রকার বিষ্টম্ভ অর্থাৎ বিমর্দ্দ উপস্থিত হয়, অনন্তর চুম্বকের আকর্ষণ শক্তি প্রবল বা কার্য্যোন্মুখী হইয়া লৌহকে স্বাভিমুখে আকর্ষণ করে, তৎপ্রভাবে লৌহখণ্ড আকৃষ্ট হইয়া চুম্বকের সহিত সংগত হয়, সেই রূপ, চক্ষু ও বৃক্ষ উভয়ের সাম্মুখ্য প্রভাবে স্বভাব বশতঃ কৃষ্ণসার বিষ্টম্ভিত হইয়া স্বীয় প্রতিবিম্ব গ্রাহিণী শক্তিকে কার্য্যোন্মুখী করিবা মাত্র, তৎপ্রভাবে বৃক্ষটির প্রতিবিম্ব আকৃষ্ট হইয়া, কৃষ্ণসারের স্বচ্ছাংশে গর্ভস্থ ভৌতিক পদার্থ বিশেষের বলে ধৃত হয়, সঙ্গে সঙ্গে তদনুগত বুদ্ধি বৃত্তিও বৃক্ষাকারে পরিণত হয়, নিকটে আত্মা আছেন, ঐ বৃক্ষাকারা বুদ্ধি বৃত্তি আত্মচৈতন্যে উজ্জ্বল হইবা মাত্র জ্ঞান হয় “এই বৃক্ষ”—বৃক্ষটির প্রতিবিম্ব যেরূপ হইয়াছে, জ্ঞানের আকারও ঠিক্ সেই রূপই হইয়াছে। পরিমাণ, রূপ, শাখা, কাণ্ড, পত্র প্রভৃতি সমুদায় বিশেষণ (ভঙ্গী) গুলি যুগপৎ ভান হইয়াছে। এই রূপে অন্তঃকরণ একবার যে আকারে পরি-

(৪) এই মতটি কপিল সূত্র হইতে স্পষ্টত উদ্ধার করা যায় না। তবে যে কোন কোন আচার্য্য ঐরূপ বলিয়াছেন, বোধ হয় তাহার বীজ “শক্তিভেদেপি ভেদসিদ্ধৌ”—এই সূত্র। যাহা হউক, এ মত সাধারণ প্রচলিত নহে।

(৫) “ভাগগুণাভ্যাং তত্ত্বান্তরং” (সূত্র) “বিভাগে হি সতি তদ্দ্বারা চক্ষুষঃ সূর্য্যাদিসম্বন্ধো ন ঘটতে, গুণত্বেচ সর্পণাখ্যক্রিয়ানুপপত্তেশ্চ” (ভাষ্য)

(৬) “অথবার্থপ্রতিবিম্বোদ্‌গ্রহণমেবার্থপ্রকাশকত্বমিন্দ্রিয়াণাং” (ভাষ্য) “প্রতিবিম্বোদ্‌গ্রাহিণী শক্তিরেব” “অয়স্কান্তবৎ সান্নিধ্যমাত্রেণ তথাত্বং” (বাচস্পতি—তত্ত্বটীকা)

ণত হইবে, অন্তঃকরণের তদবধি সেই আকারে পরিণত হইবার শক্তি জন্মিবে। অন্তঃকরণের এই প্রকার সামর্থ্য জন্মানকে সংস্কার বলে। এই সংস্কার চিরস্থায়ী। যখন যখন ঐ সংস্কারের উদ্বোধক উপস্থিত হইবে, তখন তখনই বুদ্ধি তদাকার প্রাপ্ত হইবে। এই কারণে, বৃক্ষের অভাব হইলেও—চক্ষু নিমীলিত করিলেও—প্রতিবিম্বের ধ্বংস হইলেও—কালান্তরে বা দেশান্তরে সেই বৃক্ষের রূপটি সংস্কার বলে অন্তঃকরণে পুনরুদিত হইয়া থাকে। তাহাতে এই মাত্র প্রভেদ যে, যাহা সংস্কার বলে দৃষ্ট হয়, তাহা অস্পষ্ট, যেমন স্বপ্ন দর্শন(৭)।

বৃত্তিবাদীরা প্রায় এই রূপ বলেন, কেবল দূর বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণের নিমিত্ত বিষয় দেশ পর্য্যন্ত অন্তঃকরণের গতি স্বীকার করেন, দৃষ্টান্ত দেখান—যেমন কোন পার্থিব বস্তুতে (কাষ্ঠে বা প্রস্তরে) বিমর্দ্দ উপস্থিত হইলে তদনুগত তেজঃ পদার্থ অগ্নি রূপ ধারণ করে, সেই প্রকার, কৃষ্ণসার বিষ্টম্ভিত হইবা মাত্র তদনুগত অন্তঃকরণ বৃত্তিমান হয়, অর্থাৎ প্রাণ বায়ু যেমন আয়ত হইয়া আচ্ছন্ন ভাবে বহির্গত হয়, তাহার ন্যায় অন্তঃকরণও বিম্বস্থান পর্য্যন্ত প্রসর্পিত হয়। বৃত্তিবাদীর মত এই টুকু মাত্র অতিরিক্ত, নচেৎ আর সকলই সমান(৮)।

উক্ত প্রকারে অন্তঃকরণের বিষয়াকার প্রাপ্ত হওয়া—আত্ম চৈতন্যে উদ্ভাসিত হওয়া—অনন্তর আত্মার প্রতিফলিত হওয়াকে সাংখ্য শাস্ত্রে প্রমা, জ্ঞান, বোধ, ফল, ইত্যাদি নামে ব্যবহার করা হয়। উক্ত প্রণালীর কোন ব্যাঘাত বা ব্যতিক্রম ঘটিলে জ্ঞান জন্মে না, যদি জন্মে তবে তাহা বিপরীত জ্ঞান, যাহাকে আমরা মিথ্যা জ্ঞান, ভ্রম বা আরোপ, অজ্ঞান বা অবিজ্ঞ বলি। কপিল ও কপিল মতের আচার্য্যেরা এই সকল বিষয় বহু বিস্তার করিয়া বলিয়াছেন, আমরা তদপেক্ষা সংক্ষেপে বলিলাম(৯)।

এস্থলে আরও দুই চারিটি সিদ্ধান্ত বাক্য সংক্ষেপে বলা আবশ্যক হইতেছে। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে বাহ্য-আলোকের সাহায্য অপেক্ষা করে এবং বস্তুতে অভিব্যক্ত রূপ ও বৃহত্ত্ব থাকা আবশ্যক,—কাচ প্রভৃতি স্বচ্ছ পদার্থ ভিন্ন অন্য বস্তু মধ্যে ব্যবধান না থাকা উচিত,—বস্তুর সর্ব্ব শরীর প্রত্যক্ষের বিষয় নহে,—এক অর্দ্ধ প্রত্যক্ষের বিষয়, অপরার্দ্ধ অনুমেয়,—গোলক দুইটি হইলেও ইন্দ্রিয় এক,—অতি দূরত্ব প্রভৃতি নব বিধ প্রতিবন্ধক না থাকাও আবশ্যক।

পক্ষী অতি দূরে উঠিলে প্রত্যক্ষ হয় না, লোচনস্থ অঞ্জন বা নাসা মূল অতি সামীপ্য বশত প্রত্যক্ষ হয় না, গোলক বা ইন্দ্রিয়ের অবঘাত হইলে প্রত্যক্ষ হয় না, বিমনা হইলেও উপলব্ধি জন্মে না, পরমাণু অতি সূক্ষ্ম বলিয়া দেখা যায় না, অস্বচ্ছ বস্তু ব্যবধান থাকিলে দেখা যায় না, সৌরালোকে অভিভূত হয় বলিয়া দিবাতে গ্রহ নক্ষত্রের উপলব্ধি হয় না, স্বজাতীয় বস্তুদ্বয় একত্রিত হইলে, তাহার প্রত্যেকটি লক্ষ্য হয় না, কাষ্ঠ মধ্যে অগ্নি আছে, দুগ্ধ মধ্যে দধি আছে, ঘৃতও আছে, কিন্তু যাবৎ না তাহা ব্যক্ত হয়, তাবৎ প্রত্যক্ষ হইবে না। অতএব অতি দূরত্ব, অতি সামীপ্য, ইন্দ্রিয় বা গোলকের অবঘাত, অমনোযোগ, অতি সূক্ষ্মতা, ব্যবধান, অভিভব, সজাতীয় বস্তুর সম্মিলন, অনভিব্যক্ততা,—চাক্ষুষ জ্ঞানের প্রতি এই নববিধ প্রতিবন্ধক আছে(১০)। এই সকল প্রতিবন্ধক যে কেবল প্রত্যক্ষের নিবৃত্তিজনক এমত নহে, প্রত্যুত স্থল বিশেষে বিপর্য্যয়েরও জনক।

(৭) "কৃষ্ণসারার্থয়োঃ সাম্মুখ্যে"—(প্রাচীন)

(৮) "বৃত্তিঃ সম্বন্ধার্থং সর্পতি" (কপিল) "যথা পার্থিবোপষ্টম্ভেন তদনুগতাত্তেজসোঽগ্নির্ভবতি এবমেব তত্রত্যাতেজআদিভূতোপষ্টম্ভেন তদনুগতাহঙ্কারাচ্চক্ষুরাদীন্দ্রিয়াণি"—(ভাষ্য)

(৯) "যৎসম্বদ্ধং সত্তদাকারোল্লেখি বিজ্ঞানং তৎ প্রত্যক্ষম্" (কপিল) "চক্ষুরাদিদ্বারকবুদ্ধিবৃত্তিশ্চ প্রদীপস্য শিখাতুল্যা, বাহ্যার্থসন্নিকর্ষানন্তরমেব তদাকারোল্লেখিনী ভবতি" (ভাষ্য)

এই রূপ নানা স্থানে নানা প্রকার চাক্ষুষ জ্ঞানের কথা বার্ত্তা আছে। কাচাদি স্বচ্ছ পদার্থ ব্যবধান থাকিলে দেখা যায়, আর মলিন পদার্থ থাকিলে দেখা যায় না, ইহার কারণ কি?—আদর্শে দৃষ্ট বস্তুর দর্শন বিপরীত ক্রমে হয় কেন?—নদী তীরস্থ বৃক্ষকে অধঃশির দৃষ্ট হয় কেন?—চন্দ্র প্রতিবিম্বের ভাসমানতা দর্শন না হইয়া গভীর জলের মধ্যে নিমগ্নের ন্যায় দেখা যায় কেন?—কত দূর, কত সামীপ্য, কত সূক্ষ্ম, কত স্থূল বস্তুর যথার্থ দর্শন হয়, কোথা হইতেই বা ব্যতিক্রম আরম্ভ হয়, এই সকল বিষয় শাস্ত্রের স্থানে স্থানে থাকিলেও তাহা আহরণ করা অনাবশ্যক বোধে পরিত্যাগ করা গেল।

সাংখ্য মতের চাক্ষুষ প্রমাণ সংক্ষেপে সমাধা করা হইল, এক্ষণে চাক্ষুষ ভ্রমের বিষয় কিছু বলা আবশ্যক।

ব্রহ্ম-সাধন।

সকল সাধন অপেক্ষা ব্রহ্ম-সাধন সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ ও আয়াসসাধ্য। শুদ্ধ তাহাই নহে, আর আর সমুদায় সাধনের ফলই আবার একমাত্র ব্রহ্ম-সাধনের ফলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে; সুতরাং এই সাধনে কৃতার্থতা লাভ করিতে পারিলে আর কোন প্রকার সাধনেরই প্রয়োজন থাকে না। কি ধন, কি যশঃ, কি বিদ্যা যাহাই যিনি সাধন করুন না কেন, একমাত্র অক্ষুণ্ণ শান্তিই সকলের লক্ষ্য। এই রূপ লক্ষ লক্ষ বিষয় সাধন দ্বারা প্রত্যেক হৃদয়ের শান্তি-স্পৃহা যে পরিমাণে পরিতৃপ্ত হয়, একমাত্র ব্রহ্ম-সাধনে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই তাহা তদপেক্ষা অধিকতর রূপে পরিতৃপ্ত না হইয়া থাকিতে পারে না। যাঁহার সত্তাতে সত্তান্বিত হইয়া ভূলোক ও দ্যুলোকের কি মহৎ কি সামান্য সমুদায় পদার্থ ও বিষয়ই প্রকাশ পাইতেছে এবং যাঁহার অভাব হইলে সকলই শূন্যে বিলীন হইয়া যায়, তাঁহার সাধনই যে শ্রেষ্ঠতম ও মূলতম সাধন, তাহা বলিবার প্রয়োজন প্রতি অল্প।

যিনি ওঁকারের প্রতিপাদ্য এবং যিনি সৃষ্টির পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিলেন, পরেও থাকিবেন, তাঁহাকে অবিকৃত জ্ঞান দ্বারা প্রত্যক্ষবৎ জানিয়া তাঁহার নিত্য সহবাস লাভ করিতে পারা সাধনের একমাত্র লক্ষ্য। পৃথিবীর সকল দেশের প্রায় সকল লোকেই ঈশ্বর সাধন করিয়া থাকেন, কিন্তু সকলের সাধন সমান নহে। জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি ও অনুষ্ঠানের অভিপ্রায় ভেদে ঈশ্বর সাধনের সোপানকে প্রধানতঃ তিন বিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা, ১—স্বার্থ সাধন বিভাগ, ২—প্রীতি বিভাগ এবং ৩—যোগ বিভাগ। যে বিভাগে যে রূপ অনুষ্ঠানের প্রাধান্য অধিকতর দৃষ্ট হয়, তদনুসারে তাহা এস্থলে অভিহিত হইল।

১—স্বার্থসাধন বিভাগ।—যাঁহারা সাধন সোপানের এই বিভাগে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহারা ঈশ্বরের অন্য লক্ষণ অপেক্ষা তাঁহার শক্তি অধিকতর উপলব্ধি করেন। ভয়ই ইহাঁদিগের সকল কার্য্যের মূল। এই বিভাগস্থিত লোকদিগের অনু-

(১০) "অতিদূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয়বিঘাতান্মনোনবস্থানাৎ। সৌক্ষ্ম্যাৎ ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ।" (ঈশ্বর কৃষ্ণ)।

স্থান অতি বিচিত্র। কিন্তু তাঁহাদিগের অর্চ্চনা যে ভাবেই নিষ্পন্ন হউক না কেন, সে অর্চ্চনার লক্ষ্য যে অধম তাহা না বলিয়া থাকা যায় না। যাঁহারা ঈশ্বর সাধনের এই সোপানে অবস্থিত, তাঁহাদিগের বিশ্বাসস্থল দেবতা বা দেবতাদিগের ক্রোধ বিদ্বেষাদি নিবারণ করা এবং তত্তাবৎ দ্বারা স্বস্ব সাংসারিক সুখ স্বচ্ছন্দতার বর্দ্ধন ও দুঃখ শোক বিপদাদির বিমোচন সাধন করাইয়া লওয়া ভিন্ন উক্ত অর্চ্চনার আর দ্বিতীয় লক্ষ্য নাই। তাঁহাদিগের সহিত ঈশ্বরের যে সম্বন্ধ, তাহা এই রূপ স্বার্থ সাধন রূপ সূত্রেই গ্রথিত। যেমন চাটুকারগণ কোন মহৎ লোকের সন্নিকর্ষ লাভ করিতে পারিলে বাক্‌চাতুর্য্য প্রভৃতি বিবিধ উপায় দ্বারা তাঁহার মনোরঞ্জন করিয়া তাঁহার দ্বারা কখন আপনাদিগের বিপদুদ্ধার এবং কখন আপনাদিগের সুখ স্বচ্ছন্দতা বর্দ্ধন করাইয়া লয় এবং যেমন স্বার্থ সাধনের ব্যাঘাত জন্মিলে তাহারা আর সেই ব্যক্তির ছায়া দর্শনও করে না, সেই রূপ যাঁহারা সাধনের এই বিভাগের অধিবাসী, তাঁহারা বিবিধরূপ পূজোপহার দ্বারা স্বস্ব বিশ্বাস ভাজন দেবতার তুষ্টি সাধন করিয়া তাঁহার দ্বারা আপনাদিগের বিপদুদ্ধার ও সুখ-স্পৃহা-তৃপ্তি কার্য্যের অসাধ্য অংশ সাধন করাইয়া লইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হইলে ঈশ্বরের সহিত আর কোন সম্বন্ধ রাখেন না। তাঁহারা কখনই ঈশ্বরের মাহাত্ম্য অনুভব করিয়া তাঁহার প্রতি বিশুদ্ধ প্রীতি স্থাপন করেন না। পূজার্চ্চনা কালে তাঁহারা যে কিঞ্চিৎ ভক্তির ভাব প্রকাশ করেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে স্বার্থ সাধনের ব্যাঘাত-ভয়-সম্ভূত। যে প্রীতি স্বার্থ-সমুৎপন্ন তাহা প্রীতিই নহে। এই প্রকার লোকের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। পৃথিবীতে যত জাতি—যত ধর্ম্ম সম্প্রদায় আছে, সকলই এই রূপ লোকে প্রায় পরিপূর্ণ।

২—প্রীতি বিভাগ।—যাঁহারা এই বিভাগে বিচরণ করেন, তাঁহারা বাহ্য জগৎ ও আত্মার অন্তর প্রদেশ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা পরমেশ্বরের সত্ত্বা, কর্ত্তৃত্ব ও মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে প্রীতি করেন এবং যাহা তাঁহার প্রিয় কার্য্য বলিয়া বুঝিতে পারেন, তাহাই প্রফুল্ল চিত্তে সাধন করেন। যাঁহারা প্রকৃত রূপে এই সোপানে উত্থিত হয়েন, অন্যের ন্যায় তাঁহাদিগেরও সুখ স্পৃহা থাকে বটে, কিন্তু তাহা সকল সত্য, সকল সৌন্দর্য্য ও সকল সম্পদের একমাত্র আধার স্বরূপ ব্রহ্মের সেবা ব্যতীত আর কিছুতেই সমধিক পরিতৃপ্ত হয় না। তাঁহারা যে ব্রহ্মকে প্রীতি করেন, সেবা করেন, তাহাতে স্বার্থের কিছু মাত্র যোগ নাই। সাধারণ দৃষ্টিতে এই কথাটি অসঙ্গত ও অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে বটে, কিন্তু বাস্তবিক ইহা নিতান্ত সত্য। বিশুদ্ধ সত্য, বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্য এবং বিশুদ্ধ মহত্ত্ব সন্দর্শন করিলেই যদি মানব হৃদয় হইতে নিঃস্বার্থ প্রীতি-স্রোত প্রবাহিত হওয়া অসঙ্গত না হয়, তাহা হইলে এই বিভাগস্থিত লোকদিগের নিঃস্বার্থ ভাবে ব্রহ্মকে প্রীতি ও সেবা করা কিছু মাত্র অসঙ্গত বা অসম্ভব হইতে পারে না; কারণ তাঁহারা ইহ জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এক মাত্র ব্রহ্মকেই সকল সত্য, সকল সৌন্দর্য্য ও সকল মহত্ত্বের কেন্দ্র স্বরূপ উপলব্ধি করেন। এই বিভাগস্থিত ব্যক্তিগণ পূর্ব্বোক্ত স্বার্থসাধনাকাঙ্ক্ষীদিগের ন্যায় ঈশ্বরের নিকট কোন প্রকার ফল লাভের প্রার্থনা করেন না বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের নিঃস্বার্থ প্রীতি হইতে যে কোন ফলই উৎপন্ন হয় না এমত নহে। তাঁহারা ঈশ্বরে প্রীতি স্থাপন করিয়া সততঃ যে রূপ অনুপম

আনন্দ উপভোগ করেন, তাহা বাক্যে প্রকাশ করা সুকঠিন। উক্ত আনন্দ লাভের জন্য তাঁহারা কিছু মাত্র যত্ন না করিলেও তাহা আপনা হইতে আসিয়া তাঁহাদিগের হৃদয় মন প্লাবিত করিতে থাকে। পৃথিবীর অতি অল্প লোক সাধনের এই প্রদেশের সুস্নিগ্ধ সমীরণ উপভোগ করিতে সমর্থ। এই প্রদেশে উত্থিত হওয়া বিস্তর কঠোর সাধন সাপেক্ষ। জ্ঞান পরিমার্জ্জন ও মনের সংসারাসক্তি হ্রাস করিবার জন্য যে সকল কৃচ্ছ্র সাধন আবশ্যক, তত্তাবতের প্রতি যাঁহারা পরাঙ্মুখ, তাঁহারা এই সোপানে উত্থিত হইতে গেলে স্খলিত-পদ হইয়া প্রথম সোপানে তাঁহাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেই হয়।

৩—যোগ বিভাগ।—ইহাই ব্রহ্ম সাধনের উচ্চতম বিভাগ। যাঁহারা এই বিভাগে বিরাজ করেন, তাঁহারা পরিস্ফুট ও অবিকৃত জ্ঞান দ্বারা যেমন বাহ্য জগতে, তেমনি স্বস্ব আত্মাতে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেন। প্রীতি-বিভাগস্থিত ব্যক্তিরাও ইহাঁদিগের ন্যায় বাহ্য জগৎ ও আত্মাতে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের দর্শন অপেক্ষা ইহাঁরদিগের দর্শন অনেক গুণে পরিস্ফুট ও বিস্তৃত। যেমন দীপশিখা বা দগ্ধ লৌহপিণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দীপ্তিমান অগ্নি ভিন্ন তৈল-বাষ্প বা লৌহ কিছুই লক্ষিত হয় না, সেইরূপ কি বহির্জ্জগৎ কি অন্তর্জগৎ সর্ব্বত্রই এক মাত্র সুমহান্ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই ইঁহাদিগের নিকট লক্ষিত হয় না। ফলতঃ ইঁহারা নিরন্তর ব্রহ্ম সাগরেই নিমগ্ন থাকেন। ইঁহারা দৃশ্যতঃ পৃথিবীতে বিচরণ করেন, বায়ুতে শ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ করেন, পান আহার দ্বারা জীবন ধারণ করেন এবং দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা বিবিধ বিষয় উপভোগ করেন বটে, কিন্তু ইহাঁরা যখন যাহা করেন, সকলই ব্রহ্মেতে সমর্পিত হয়। ইঁহাদিগের সকল কার্য্যের লক্ষ্য, আশ্রয়, উপায় এক মাত্র ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইঁহারা এই রূপ ব্রহ্মের সহিত জ্ঞানতঃ ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত হইয়া তাঁহাতেই অবস্থিতি করেন।

যাঁহারা এই বিভাগের অধিবাসী, আপনাদিগের সুখ দুঃখ তাঁহাদিগের লক্ষ্য নহে, পরমাত্মার প্রতি প্রীতি বা অপ্রীতি প্রকাশ করাও তাঁহাদিগের লক্ষ্য নহে, কিন্তু তাঁহার সহিত সম্পূর্ণ জ্ঞানযোগই তাঁহাদিগের এক মাত্র লক্ষ্যের বিষয়। পরমাত্মার সহিত তাঁহাদিগের যে অব্যবহিত যোগ, কখন তাহার অভাব ঘটিলেই তাঁহারা কাতর ও ব্যাকুল হয়েন, কিন্তু তাহা লাভ করিলে তাঁহারা হর্ষে স্ফীত হয়েন না। যেমন স্বাস্থ্যের অভাব হইলে সকলেই কাতর ও ব্যাকুল হয়েন, কিন্তু তাহা হস্তগত থাকিলে কেহই তাহা লইয়া কোন প্রকার আনন্দোৎসব করেন না; যেমন নিদ্রিত শিশুর মুখ হইতে মাতৃস্তনাগ্র বাহির করিয়া ফেলিলে সে অমনি ক্রন্দন করিয়া উঠে, কিন্তু তাহা তাহার মুখাভ্যন্তরে থাকিলে, সে হর্ষের কোন চিহ্নই প্রকাশ করে না; এবং যেমন চুম্বক দণ্ডের দুই প্রান্ত পরস্পর অসংযুক্ত থাকিলেই তাহারা লৌহ প্রভৃতিকে আকর্ষণ করিবার জন্য ব্যগ্র হয়, কিন্তু অন্য লৌহ খণ্ড দ্বারা তাহাদিগকে পরস্পর সংযুক্ত করিয়া দিলে তাহাদিগের কোন প্রকার শক্তি স্ফূর্ত্তির আভাস পাওয়া যায় না, সেইরূপ যাঁহারা পরমাত্মার সহিত অব্যবহিত যোগে আবদ্ধ হইয়া থাকেন, তাঁহারা তাহার অভাবেই ব্যাকুল হয়েন, কিন্তু তাঁহার সহবাসে কিছু মাত্র স্ফীত বা শ্লাঘান্বিত হয়েন না। এই রূপ যোগে তাঁহাদিগের অপর্য্যাপ্ত বিম-

লানন্দ লাভ হয় বটে, কিন্তু সেই লাভ তাঁহাদিগের যেমন অযাচিত তেমনি আবার অননুভূত। তাঁহারা নিজের সুখ বা দুঃখের অনুরোধে কোন কার্য্যই করেন না, কিন্তু যাহা আত্মার সর্ব্বস্ব পরমাত্মার সাক্ষাৎ আদেশ বলিয়া উপলব্ধি করেন, তাহাই প্রাণপণে কার্য্যে পরিণত করেন। তাঁহারা অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে আদর্শ স্বরূপ জানিয়া তাঁহারই কার্য্য প্রণালী অনুসারে সমুদায় কার্য্য সাধন করেন। পরমাত্মার সহিত ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিত যে এই বিশ্ব, ইহার কিছুই তাঁহাদিগের নিকট অপবিত্র বা নীচ বলিয়া প্রতিভাত হয় না। পৃথিবীতে এই রূপ লোকের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। এই বিভাগের অধিবাসী হইতে গেলে যার পর নাই কঠিন সাধন সকল আবশ্যক। আত্মার সত্ত্ব গুণের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি ব্যতিরেকে কেহই এই বিভাগের সীমা মধ্যে পাদক্ষেপ করিতে সমর্থ হয়েন না। রজস্তমের নির্ব্বাণ সাধন করিতে না পারিলে সত্ত্ব গুণের সম্যক্ বিকাশ সাধন করা অসম্ভব; সুতরাং তাহা যে কত দূর বিমল-জ্ঞান-স্ফূর্ত্তিসাপেক্ষ তাহা বলা সুকঠিন।

উল্লিখিত তিনটি সোপানের মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ, তাহাতে উত্থান করিবার নিমিত্ত কি রূপ উপায় সকল আমাদিগের অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, তাহা অতঃপর পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

বর্ত্তমান কালে ধর্ম্মভাবের হ্রাস।

সভ্যতার পুরাবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীত হইবে যে, যখন মনুষ্য প্রকৃতির উপরে আধিপত্য অধিক স্থাপন করিতে সক্ষম হয় না, তখন লোকে ধর্ম্মপরায়ণ থাকে। যতই প্রকৃতির উপর মনুষ্যের আধিপত্য বৃদ্ধি এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয় সুখের বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই ধর্ম্মের প্রতি তাহার শ্রদ্ধার হ্রাস হয়। ইউরোপ খণ্ডের লোকে এক্ষণে লোকসমাজের এই অবস্থায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহাদিগের সভ্যতা ইন্দ্রিয়-সুখ-প্রধান। যতই বাষ্পীয় পোত, লৌহবর্ত্ম, তাড়িত বার্ত্তাবহের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, ততই ধর্ম্মের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে। সম্প্রতি এক জন ইউরোপীয় গ্রন্থকর্ত্তা লিখিয়াছেন যে ইউরোপ খণ্ডের অনেক স্থানে পূর্ব্বের সঙ্গে তুলনায় অতি অল্প লোকই ঈশ্বরোপাসনার সময় গির্জায় উপস্থিত থাকে। সংশয়বাদীর সংখ্যা এবং ধর্ম্মের প্রতি ঔদাসীন্যভাব অবলম্বনকারী ব্যক্তির সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু লোক সমাজের অবস্থা যে চিরকাল এইরূপ থাকিবে এমন বোধ হয় না। এমন সময় অবশ্য আসিবে, যখন পৃথিবীতে প্রকৃত সভ্যতা অর্থাৎ ধর্ম্ম-প্রধান-সভ্যতার অভ্যুদয় হইবে। সে সভ্যতার ভিতর বর্ত্তমান ইন্দ্রিয় সুখসাধক সভ্যতা ভুক্ত থাকিবে কিন্তু ইন্দ্রিয় সুখেচ্ছা ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অধীন হইয়া কার্য্য করিবে।

এক্ষণে ইউরোপীয় সভ্যতা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতেছে; সেই সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের প্রতি ঔদাসীন্য ভাবও প্রবেশ করিতেছে। এক্ষণে শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ধর্ম্ম ভাবের বিলক্ষণ বিরলতা দৃষ্ট হয়। প্রচলিত ধর্ম্মে তাঁহাদিগের বিশ্বাস শিথিল হইয়াছে কিন্তু শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্মে বিশ্বাস তাঁহাদিগের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয় নাই। শিক্ষিত দলের মধ্যে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে আন্তরিক বিশ্বাস প্রায় কাহারো নাই। যাঁহারা হিন্দু সমাজের চূড়ামণি বলিয়া বিখ্যাত ও খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে হিন্দু আচার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করেন, ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে তাঁহাদিগেরও প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের দেব দেবীতে বিশ্বাস নাই। খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে যাঁহারা হিন্দু আচার পালন করেন, তাহাদিগের কথা আমরা বলিলাম। যাঁহারা খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে উক্ত আচার পালন করেন না, তাঁহারদিগের বিশ্বাস ও আচরণ পরস্পর আরো অসঙ্গত। দালানে দেবীর পূজা হইতেছে; এদিকে বৈঠকখানায় অভক্ষ্য ভক্ষণ ও অপেয় পান চলিতেছে। এক্ষণে এমনি দাড়াইয়াছে যে প্রচলিত ধর্ম্মে লোকের আন্তরিক বিশ্বাস না থাকুক কিন্তু বিবাহ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কয়েকটি গুরুতর ক্রিয়া উপলক্ষে নির্দ্দিষ্ট পৌত্তলিক-ক্রিয়া-পদ্ধতি অনুসারে কার্য্য করিলে লোকে আর কিছুই বলে না। যে সমাজ ধর্ম্ম বিষয়ে অসার, সে অন্য সকল বিষয়েতেও অসার হইয়া পড়ে। যে সমাজে ধর্ম্ম বিষয়ে এরূপ অসারতা প্রবেশ করিয়াছে, তাহার সমূহ অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা। বঙ্গদেশে এক্ষণে হিন্দু সমাজ এইরূপ অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এ প্রকার অশুভ অবস্থার একমাত্র ঔষধ পরম পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতেই আমরা ভারতবর্ষের ভাবী মঙ্গল সম্পূর্ণ রূপে প্রত্যাশা করি কিন্তু ব্রাহ্মদিগের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে আরো ক্ষোভ প্রাপ্ত হইতে হয়। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর যখন ব্রাহ্মধর্ম্মের আন্দোলন পুনরায় আরম্ভ হইল, তখন ব্রাহ্মদিগের এক ভাব ছিল, এখন তাঁহাদিগের আর এক ভাব দাঁড়াইয়াছে। তখন ব্রাহ্মে ব্রাহ্মে পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে কেবল ঈশ্বরপ্রসঙ্গ হইত। এক্ষণে ব্রাহ্মে ব্রাহ্মে পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে কেবল বিবাহ ও বিবাদোত্তেজক সম্বাদপত্রের উক্তির

কথা হইয়া থাকে। ভগবদ্গীতাতে উক্ত হইয়াছে যে "মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরং। কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তিচ রমন্তিচ"। "যাঁহারা ঈশ্বরগত-প্রাণ ও ঈশ্বরগত-চিত্ত, তাঁহারা পরস্পরকে ঈশ্বরের স্বরূপ বুঝাইয়া দেন, তাঁহারা তাঁহারই বিষয়ে সর্ব্বদা কথা কহেন, তাঁহাতেই তাঁহাদিগের আনন্দ, তাঁহাতেই তাঁহারা সর্ব্বদা রমণ করেন।" ব্রাহ্মের লক্ষণ এই শ্লোকে কি সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছে! কিন্তু এক্ষণে ব্রাহ্মের লক্ষণ অন্য রূপ দাঁড়াইয়াছে। এক্ষণে তাঁহারদিগের চিত্ত ঈশ্বরের প্রতি অর্পিত না হইয়া ধর্ম্মান্দোলন ও ধর্ম্মের বাহ্য আড়ম্বরের প্রতি অর্পিত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহারা ঈশ্বরের স্বরূপ পরস্পরকে না বুঝাইয়া ব্রাহ্ম-নেতাদিগের স্বরূপ পরস্পরকে বুঝাইয়া দেন। তাঁহাদিগের বিষয়ে তাঁহারা সর্ব্বদা কথা কহেন; এইরূপ কথাতেই তাঁহাদিগের বিশেষ আহ্লাদ জন্মে; এই রূপ প্রসঙ্গে তাঁহাদিগের চিত্ত সর্ব্বদা রমণ করে। অনেকেই আক্ষেপ করেন যে ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মোৎসাহ স্থায়ী হয় না। অধিকাংশ ব্রাহ্ম সম্বন্ধে এইরূপ দেখা যায় যে তাঁহারা যত দিন অজাতশ্মশ্রু থাকেন, ততদিন ব্রাহ্মধর্ম্মে তাঁহাদিগের শ্রদ্ধা থাকে; শ্মশ্রু বিনির্গত হইলেই সে শ্রদ্ধা অন্তর্হিত হয়। এক সময়ে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কেবলই ধর্ম্ম সঙ্গীত গান, উপাসনার পর উপাসনা ও ধর্ম্মালোচনার পর ধর্ম্মালোচনা দৃষ্ট হয়; কিছু দিন পরে তাহার চিহ্ন মাত্রও দেখা যায় না। ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মোৎসাহের এরূপ হ্রাসের কারণ কি? ইহার দুই কারণ আছে। প্রথমতঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম অতি উচ্চ ধর্ম্ম, অতি মহৎ ধর্ম্ম। অবতারবাদ ও পৌত্তলিকতা সম্পর্কশূন্য হইয়া কেবল নিরাকার অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক উপাসনার জন্য মনের

বল অত্যন্ত আবশ্যক করে। এপ্রকার বল অনেকের নাই। যাঁহারা স্বভাবতঃ দুর্ব্বল, তাঁহাদিগের পক্ষে বলোপার্জ্জনের জন্য ধর্ম্মের প্রাত্যহিক নিয়ম পালন আবশ্যক কিন্তু ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এরূপ ধর্ম্মের প্রাত্যহিক নিয়ম পালন দৃষ্ট হয় না। প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মে যাঁহাদিগের আন্তরিক বিশ্বাস আছে, তাঁহারা দেবপূজা না করিয়া জল গ্রহণ করেন না কিন্তু কয় জন ব্রাহ্ম তাঁহাদিগের উপাস্য গৃহদেবতা সম্বন্ধে এরূপ করিয়া থাকেন? ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ধর্ম্ম সাধন অপেক্ষা ক্ষণিক ধর্ম্মোন্মত্ততার ভাব অধিক প্রবল। ক্ষীণ লোকে যেমন মদ্যপান করিয়া মত্ত হয় এবং মত্ততার সময় বলের কার্য্য করে কিন্তু সেই মত্ততার ভাব অপগত হইলে পূর্ব্বকার ক্ষীণ অবস্থায় পুনরাবর্ত্তন করে, তেমনি অধিকাংশ ব্রাহ্ম ধর্ম্মোন্মত্ততায় মত্ত হইয়া ভক্তির প্রবলতা প্রদর্শন করেন কিন্তু সেই মত্ততার ভাব বিগত হইলে পূর্ব্বকার আধ্যাত্মিক ক্ষীণ অবস্থায় পুনরাবর্ত্তন করেন।

উভয় প্রচলিত ধর্ম্মাবলম্বীদিগের অবস্থা এবং ব্রাহ্মদিগের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীত হইবে যে বঙ্গদেশে এক্ষণে ধর্ম্ম ভাবের বিলক্ষণ হ্রাস হইয়াছে। যে দেশে ধর্ম্ম ভাবের হ্রাস হয়, সে দেশের উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, তাহার সম্বন্ধে সকল প্রকারে অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা। হিন্দু সমাজের এরূপ শোচনীয় অবস্থা আর কত কাল থাকিবে? হে ধর্ম্ম! তুমি আর্য্য জাতির প্রাণ স্বরূপ; তুমি কোথায় অন্তর্হিত হইলে? তুমি ভারতে পুনরায় দর্শন দেও যে ভারত পুনর্জ্জীবিত হউক।

বৈজ্ঞানিক সংবাদ।

ওয়ালটর নোয়েল হার্টলি সাহেব, কিয়ৎ দিবস হইল, "বায়ু ও জীবনের সহিত তাহার সম্বন্ধ" এই বিষয়ক চারিটী বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, যে, পৃ, ডিবেরিনে, টমসন্ প্রভৃতি সাহেবগণ যে বলেন, যে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের কোন নির্দ্দিষ্ট অংশের সম্মিলনে বায়ু বিরচিত হয়, তাহা যথার্থ নয়। তিনি বলেন যে বিভিন্ন অবস্থায়, অক্সিজেন ও নাইট্রিজিনের বিভিন্ন অংশ মিশ্রিত হইয়া বায়ু উৎপন্ন হয়। এই দুই উপকরণ কখনই সকল সময়ে এক রূপ নিয়মে মিশ্রিত হয় না। এইরূপ মিশ্রতার তারতম্যের উপর, তদুৎপন্ন বায়ুর গুণাগুণ নির্ভর করে। সমুদ্রের তটের বায়ুর সহিত, কোন জনপূর্ণ লোকালয়ের বায়ুর যে আমরা স্পষ্ট প্রভেদ উপলব্ধি করি, তাহা যে শুদ্ধ আমাদের কল্পনা তাহা নহে। বায়বীয় উপকরণের মিশ্রতার তারতম্যই উহার এক মাত্র কারণ। হার্টলি সাহেব উপকরণের ভিন্ন ভিন্ন অংশ সংযোগে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বায়ু রচনা করিয়া, তাহাদিগের গুণাগুণ শ্রোতৃবর্গের নিকট বিবৃত করিয়াছিলেন।

আমাদের দেহস্থ স্নায়ু মণ্ডলীর উত্তেজন শীলতা কিসে বর্দ্ধিত ও কিসে প্রশমিত হয়, এতৎ সম্বন্ধে, আচার্য্য রথ্‌ফোর্ড সাহেব সম্প্রতি এক বক্তৃতা করেন। তিনি পরীক্ষা দ্বারা দেখাইয়াছিলেন, যে শৈত্যে, স্নায়ুর উত্তেজন শীলতা প্রশমিত, ও উত্তাপে তাহা বর্দ্ধিত হয়। আরও তিনি বলেন, যে যেমন এক দিকে আহার বন্ধ করিলে স্নায়ু জালের উত্তেজনশীলতা বিনষ্ট হইয়া, অবশেষে পক্ষাঘাত উৎপন্ন করে, সেই রূপ আবার পুষ্টি সাধনের ন্যূনতা উপস্থিত হইলে, স্নায়ুর উত্তেজনশীলতা প্রশমিত না

২৪৬

হইয়া, বরং আরও বর্দ্ধিত হয়। অত্যন্ত বলবান্ ব্যক্তিগণকেও, অনাহার, রক্ত হানি, অথবা অতি পরিশ্রম প্রযুক্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, অতিশয় উত্তেজন-প্রবণ হইতে দেখা যায়। চীৎকারে তাঁহাদিগের বিরক্তি জন্মে, উজ্জ্বল আলোকে তাঁহাদিগের চক্ষু পীড়িত হয়, ও তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ সহজেই নানা প্রকার ক্লেশ-জনক চিন্তায় অভিভূত হয়। কিন্তু এই প্রকার বর্দ্ধিত উত্তেজন-প্রবণতার মূল কারণ—এখনও পর্য্যন্ত অবিদিত রহিয়াছে। ফিক্ সাহেব কৃত শিরাগতি নিরূপক যন্ত্রে কি রূপে শিরা গতির পরিমাণ হয়, তাহাও রথ্‌ফোর্ড্ সাহেব বক্তৃতা কালীন দেখাইয়াছিলেন। ভেকের স্নায়ুর বেগ এক সেকণ্ডে ৯০ ফিট্, ও মানবদেহে ছয় স্নায়ুর বেগ এক সেকেণ্ডে প্রায় ১১১ ফিট্ দৃষ্ট হয়। এইরূপ বেগ উত্তাপ দ্বারা বৃদ্ধি ও শৈত্যের দ্বারা হ্রাস হইয়া থাকে এবং ভেক ও মনুষ্য শরীরের শীতোত্তাপের বিভিন্নতা প্রযুক্তই, তাহাদিগের স্নায়ু বেগের এই রূপ হ্রাস বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাতেই উত্তেজন-প্রবণতা বৃদ্ধি হয়, তাহাতেই বেগেরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আলোক, এক সেকেণ্ডে, ১৯৫,০০০ মাইল ও বিদ্যুতীয় পদার্থ, তার যোগে, ৮৭,৫০০ মাইল পরিভ্রমণ করে। ইহাদের তুলনায় স্নায়ু বেগের পরিমাণ কত অল্প!

কয়লা খনির গর্ভে এক প্রকার দাহ্য গ্যাস উৎপন্ন হয়, এই গ্যাস্ অগ্নি সংযোগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে, তাহা হইতে কার্বনিক অ্যাসিড্ গ্যাস্ নির্গত হয়। অনেক সময় এইরূপ ঘটনা হয় যে যাহারা খনি গর্ভে কার্য্য করে, তাহারা এই গ্যাসে আচ্ছন্ন হওত নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয়। এই বিপন্ন ব্যক্তিগণকে উদ্ধার করিবার জন্য খনির গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিতে প্রায়ই অধিক বিলম্ব হইয়া থাকে। যে সকল খনিতে এইরূপ বিষবৎ গ্যাস উৎপন্ন হইবার আশঙ্কা থাকে, সেখানে যাহাতে, আলোক লইয়া, নির্ব্বিঘ্নে ও নির্ভয়ে পরিভ্রমণ করা যাইতে পারে, তাহার জন্য একটী যন্ত্র এক জন ফরাসিস কর্ত্তৃক সম্প্রতি নির্ম্মিত হইয়াছে। যে যুক্তি অনুসারে, ডুবুরিগণ জল গর্ভে প্রবেশ করিবার সময়, এক প্রকার, শিরস্ত্রাণ ও বায়ু-নল ব্যবহার করে, ঠিক সেই যুক্তি অবলম্বন করিয়াই এই যন্ত্রের রচনা হইয়াছে। রচয়িতার নাম ডেনেরুজ্। ইনি এক জন ফরাসীস জাতীয় যন্ত্রবিৎ পণ্ডিত। দশ বৎসর পূর্ব্বে রুকোরাল সাহেব যে যন্ত্রের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, তাহারই উন্নতি সাধন করিয়া এই যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার নাম এয়ীরোফোর্। প্রথমতঃ কতকগুলি লঘু চোঙ্গায় বায়ু পূর্ণ করিবার নিমিত্ত, একটী বায়ু-যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, এই যন্ত্রের মধ্যে দুইটী জলের স্তর আছে। এই দুই স্তরের মধ্যে বায়ু আবদ্ধ। বায়ুকে এই দুই জল রাশির মধ্যে দিয়া সঞ্চালিত করিয়া, শীতল ও ঘনীভূত করা হয়। উপরোক্ত, লঘু বহনীয় চোঙ্গা সকল এই ঘনীভূত বায়ুর দ্বারা পূর্ণ করত, খনি গর্ভে নীত হয়। যাহারা খনি গর্ভে থাকে, তাহারা এই চোঙ্গাস্থিত বায়ু ব্যবহার করে। তাহাদিগের মুখে একটী মুখ নল থাকে—এই মুখ নল আর একটী নলের সহিত যুক্ত,—এই নলের সহিত বায়ুর আধারের যোগ। বায়ু-আধারস্থিত সমস্ত ঘনীভূত বায়ু যদি একেবারে, মুখে ও নাসারন্ধ্রের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই বায়ুর বেগ কখনই সহ্য করা যাইতে পারে না। এই জন্য তাহাদিগের পৃষ্ঠ দেশে আর একটী বায়ু-নিয়ামক যন্ত্র স্থাপিত থাকে। এই নিয়ামক যন্ত্রের মধ্যে আশ্চর্য্য এই যে ইহা ওজনে ৪ সের

মাত্র। এই যন্ত্রের সাহায্যে, পূর্ব্বোক্ত ঐ ঘনীভূত বায়ু নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে, অল্পে অল্পে, মুখে ও নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত আর একটী নিয়ামক যন্ত্র আছে। খনিস্থিত ব্যক্তিগণের সঙ্গে যে প্রদীপ থাকে, এই প্রদীপের আলোক পোষণ করিবার জন্য, অল্প অল্প বায়ু, ঐ নিয়ামক যন্ত্রের মধ্য দিয়া সঞ্চালিত করিয়া, প্রদীপের মধ্যে নীত হয়। এই রূপে এই বায়ু-নিয়ামক ও প্রদীপ-নিয়ামক যন্ত্র অবলম্বন করিয়া, মুখে একটী মুখ নল ধারণ পূর্ব্বক আর একটী নলে নাসারন্ধ্র রুদ্ধ করত ও অনিষ্টকর ধূম হইতে চক্ষুকে রক্ষা করিবার জন্য এক প্রকার চস্মা ধারণ করত, খনি গর্ভস্থিত অনিষ্টকর বিষবৎ গ্যাসের মধ্যে দিয়া অনায়াসে ও নির্ব্বিঘ্নে বিচরণ করা যাইতে পারে।

পিগ্‌মি নামক এক প্রকার খর্ব্বাকার মনুষ্য জাতির বিবরণ যাহা হোমর প্রভৃতি, গ্রিশীয় কবিদিগের গ্রন্থে পাঠ করা যায়, তাহা নিতান্ত কল্পনা সম্ভূত নয়। সভাইনফর্থ নামক এক জন প্রসিদ্ধ জর্ম্মণ দেশীয় পরিব্রাজক বলেন, যে সম্প্রতি আফ্রিকা দেশের আলবর্ট নিয়ানজা প্রদেশে এক প্রকার খর্ব্বাকার মনুষ্য জাতি তিনি দেখিয়াছেন। ডুসেয়ু নামক এক জন ফরাসীস্ পরিব্রাজকও বলেন যে তিনি একবার এইরূপ খর্ব্বাকার মনুষ্য জাতির সংস্রবে আসিয়াছিলেন। সাধারণতঃ তাহাদিগের শরীরের উচ্চতা ৪ ফিট্ ৭ ইঞ্চি।

কিছু দিন হইল, সর্ জন লবক্ সাহেব, "বোল্‌তা ও মৌমাছির সংস্কার" এই বিষয়ক একটী প্রস্তাব ইংলণ্ডীয় কোন বিজ্ঞান সভায় পাঠ করিয়াছিলেন। হ্যবর্ সাহেব, তাঁহার "পিপীলিকার প্রাকৃতিক ইতিহাস" নামক গ্রন্থে বলেন, যে সঙ্গীগণকে সংবাদ দিবার এক প্রকার প্রথা বোল্‌তাদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে, এবং একটী বোল্‌তা কিঞ্চিৎ মধু কিম্বা চিনি সংগ্রহ করিতে পারিলেই অল্পক্ষণের মধ্যেই, আর এক শত বোলতাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আইসে। কিন্তু লবক্ সাহেব বলেন, এই বিবরণটীর সত্যতা পরীক্ষা দ্বারা সমর্থিত হয় না। তিনি বলেন যে মধুমক্ষিকাগণকে, ঘণ্টায় পাঁচ বার, মধুচক্র হইতে যাতায়াত করিতে তিনি দেখিয়াছেন, কিন্তু তাহাদিগকে অন্য মধুমক্ষিকা সঙ্গে করিয়া আনিতে কখন দেখেন নাই। বোল্‌তাদিগের সম্বন্ধেও তিনি এই রূপ অবলোকন করিয়াছেন। বোলতা ও মধুমক্ষিকাগণের অভ্যাস ও সংস্কার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তিনি আর একটী সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, যে তাহাদিগের কিছু মাত্র শ্রবণ শক্তি নাই; কিন্তু তাহাদিগের বর্ণ চিনিবার শক্তি আছে।

বর্ণ-ভেদ প্রকরণ।

পূর্ব্বোদ্ধৃত সূক্ত সকলের দ্বারা প্রতীত হইবেক যে যাহারা বেদোদিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি প্রথমে উপেক্ষা করিত, ও ব্রাহ্মণগণের প্রতি যাহাদের সমধিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল না, তাহারাও ক্রমে পুরোহিতবর্গের শাসনাধীন হইতে বাধ্য হইয়াছিল। এইরূপে আর্য্য সমাজে ব্রাহ্মণবর্গের ক্ষমতা ও প্রাদুর্ভাবের বৃদ্ধি সহকারে তাঁহাদিগের গৌরব, মর্য্যাদা ও সামাজিক অধিকার সকলও স্বভাবত সুবিস্তৃত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণের প্রতি অত্যাচার, ব্রহ্মস্ব অপহরণ, ও ব্রাহ্মণ পত্নীর অবমাননা করা ঘোরতর প্রত্যবায় ও অপরাধ স্বরূপ গণ্য হইয়া তজ্জন্য গুরুতর শাস্তি ও প্রতিফলের বিধান সকল ক্রমে প্রচারিত হইল। এই বিষয়ের

উদাহরণ স্থলে ঋগ্বেদ ও অথর্ব্ব বেদের কএকটি স্থান হইতে অনুবাদ করা যাইতেছে।

অথর্ব্ব বেদে ব্রাহ্মণের প্রতি অন্যায় আচরণ, এবং বল পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের গো অপহরণ বা ভক্ষণ বিষয়ে রাজন্যগণকে নিষেধ করণার্থে যেমত লিখিত হইয়াছে, তাহাতে ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব, গৌরব, ও স্পর্দ্ধার বিলক্ষণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা

"হে রাজন্! দেবগণ ভক্ষণার্থে এই গো আপনাকে অর্পণ করেন নাই। ব্রাহ্মণের এই গো ভক্ষণ করিবেন না। অক্ষবিজিত পাপিষ্ঠ ও আত্মঘাতী রাজন্য এই বলিয়া ব্রাহ্মণের গো ভক্ষণ করে, "কল্য যাহা হউক অদ্য জীবিত থাকিতে দেও"। এই চর্ম্মাবৃত গো সর্পের ন্যায় বিষ পূর্ণ; হে রাজন্য! সাবধান হও, যেন ব্রাহ্মণের গো ভক্ষণ করিও না, তাহা বিস্বাদু এজন্য আদরণীয় নহে। ঐ গো প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় ভূপতির রাজধর্ম্ম, তেজ ও বিক্রম সকলই ধ্বংস করে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে আহার্য্য রূপে জ্ঞান করে, সে ভুজঙ্গের গরল ভক্ষণ করে। যে দেব-দ্বেষ্টা নিরীহ ব্রাহ্মণকে আঘাত করে, এবং নির্ব্বোধের ন্যায় তাহার ধনাকাঙ্ক্ষী হয়, ইন্দ্র তাহার হৃদয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দেন, এবং ভূলোক ও দ্যুলোক উভয়ে তাহাকে ঘৃণা করে। নিজ নিজ দেহের প্রতি লোক যেমন হিংসা করে না, সেই রূপ অগ্নি তুল্য ব্রাহ্মণের প্রতি হিংসা করিবেক না। সোম ইহাঁর আত্মীয় (দায়াদ), ইন্দ্র ইহাঁকে অভিসম্পাত হইতে রক্ষা করেন। যে কাপুরুষ (মল্ল) ব্রাহ্মণের অন্ন সুস্বাদু মনে করিয়া আহার করে, সে পরিপাক শক্তি হীন হইয়া শত শত সুতীক্ষ্ণ কণ্টক ভক্ষণ করে। ব্রাহ্মণের রসনা জ্যা স্বরূপ, তাঁহার স্বর শর স্বরূপ, তাঁহার কণ্ঠা অগ্নি দগ্ধ শরকণ্টক। এই সকল দেব-যোজিত হৃদয়-বিদ্ধকারী ধনু দ্বারা দেব-দ্বেষ্টাকে ব্রাহ্মণ বিদ্ধ করেন। তীক্ষ্ণ ধন্বা সশস্ত্র ব্রাহ্মণ শরনিক্ষেপে কখনই আপন লক্ষ্যচ্যুত হন না। সতেজে ও সক্রোধে বাণ নিক্ষেপ করিলে অতি দুর হইতেও লক্ষ্যকে বিদ্ধ করেন। সহস্র লোকের শাসন কর্ত্তা বীতহব্যের সন্তানগণ দশ শত সংখ্যক হইলেও এক ব্রাহ্মণের গো হনন করিয়া অভিভূত হইয়াছিল। যে ব্যক্তি দেব-বন্ধু ব্রাহ্মণকে হিংসা করে, সেই দেব-দ্বেষ্টা গরলাবিষ্ট অস্থিসার মাত্র হইয়া মর্ত্ত্যলোকে বাস করে, সে পিতৃলোক প্রাপ্ত হয় না। হে রাজন্! বিষদিগ্ধ ইষুর ন্যায়, বিষ সর্পের ন্যায়, ব্রাহ্মণের ভয়ানক শর; তদ্দ্বারা তিনি শত্রুকে ধ্বংস করেন *।" অথর্ব্ব ৫-১৮।

"যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে পীড়ন করে, তাহার জন্য মিত্রাবরুণ বারি বর্ষণ করেন না, সে যুদ্ধে জয় লাভ করে না সে বন্ধুকে আপন বশে আনিতে পারে না।" অথর্ব্ব ৫-১৯-১৫।

"ব্রাহ্মণই সকলের অধিপতি। যে ক্ষত্রিয় ব্রহ্ম-গবীকে আক্রমণ এবং ব্রাহ্মণকে পীড়ন করে, তাহার সুনৃত, বীর্য্য, পুণ্য, লক্ষ্মী, বল, তেজ, সাহস, বাগ্মিতা, ক্ষমতা, সৌভাগ্য, ধর্ম্ম, বেদ-বিদ্যা, রাজশ্রী, রাষ্ট্র, প্রজা, গৌরব, যশ, জ্যোতি, ধন, আয়ু, রূপ, নাম, কীর্ত্তি, অন্নপান, সত্য, পবিত্রতা, সন্ততি, এই সমস্তই অপগত হয়।" অথর্ব্ব ১২-৫।

উপরের প্রমথোদ্ধৃত অথর্ব্ব বেদীয় শ্লোকচয়ে ব্রাহ্মণকে "দেব বন্ধু" † ও "অগ্নি সদৃশ"

---

* ইষুরিব দিগ্ধা নৃপতে পৃদাকুরিব গোপতে। সা ব্রাহ্মণস্য ইষুর্ঘোরা তয়া বিধ্যতি পীয়তঃ।

† যো ব্রাহ্মণং দেব-বন্ধুং হিনস্তি, নসপিতৃযানম-প্যেতি লোকং।

পশ্চাতোদ্ধৃত ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১০৯ সূক্তে ব্রাহ্মণকে দেব সদৃশ এবং ব্রহ্মচারীকে দেবতার অঙ্গ বলা হইয়াছে।

বলা হইয়াছে, ক্রমে এই ভাবটি পরিণত হইয়া ব্রাহ্মণগণ ভূদেব বা মনুষ্যদেব পদ বাচ্য হইয়াছেন। এই উপাধি শত পথ ব্রাহ্মণে স্পষ্ট রূপে প্রয়োগ হওয়া দৃষ্ট হয়, যথা—

দ্বয়াঃ বৈ দেবাঃ দেবাং অহৈব দেবাঃ অথ যে ব্রাহ্মণাঃ শুশ্রুবাংসোঽনূচানাস্তে মনুষ্যদেবাঃ তেষাং দ্বেধা বিভক্তএব যজ্ঞং আহুতয়ঃ এব দেবানাং দক্ষিণাঃ মনুষ্যদেবানাং ব্রাহ্মণানাং শুশ্রুবুষাং অনূচানানাং। আহুতিভিরেব দেবান্ প্রীণাতি দক্ষিণাভির্ম্মনুষ্যদেবান্ ব্রাহ্মণানাং শুশ্রুবুষোঽনূচানাং। তএনং উভয়ে দেবাঃ প্রীতাঃ সুধায়াং দধাতি। ২ অধ্যায়-২।

দেবতা দুই প্রকার, এক প্রকৃত দেবতা, দ্বিতীয় যে সকল ব্রাহ্মণ বেদ বিদ্যা বিশারদ ইহাঁদিগকে মনুষ্যদেব বলা যায়। এই দুই প্রকার দেবগণের পূজা দ্বিবিধ, প্রকৃত দেবগণের সম্বন্ধে আহুতি, এবং মনুষ্য দেবগণের সম্বন্ধে দক্ষিণাই পূজা। আহুতি দ্বারা দেবগণ প্রীত হন, দক্ষিণা দ্বারা মনুষ্যদেব রূপ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্ট হন। এই উভয় প্রকার দেবতা প্রীত হইলে সুখ ধাম প্রাপ্তি হয়।

উপরোক্ত প্রকার ভাব যজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় সংহিতায়ও প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা—

পরোক্ষং বৈ অন্যে দেবাঃ ইজ্যন্তে প্রত্যক্ষং অন্যে। যদ্ যজতে যএব দেবাঃ পরোক্ষং ইজ্যন্তে তানেব তদ্ যজতি। যদ্ অন্বাহার্য্যং আহরত্যেতে বৈ দেবাঃ প্রত্যক্ষং যদ্ ব্রাহ্মণাস্তান্ এব তেন প্রীণাতি। অথো দক্ষিণা এবাস্য এষা। অথো যজ্ঞস্যৈব চ্ছিদ্র[illegible]পি দধা[illegible] [illegible]রং যদ্ বিশিষ্টং তদ্ অন্বাহার্য্যেণ অন্বাহরতি। তদন্বাহার্য্যস্য অন্বাহার্য্যত্বং। দেবদূতাঃ বৈ এতে যদ্ ঋত্বিজো যদন্বাহার্য্যং আহরতি দেবদূতানেব প্রীণাতি। ১-৭-৩।

কোন কোন দেবতার পরোক্ষ ভাবে এবং কোন কোন দেবতার প্রত্যক্ষ ভাবে পূজা করা হয়। যে সকল দেবতার পূজা পরোক্ষ ভাবে হয়, যজমানেরা তাঁহাদের উদ্দেশে যজ্ঞাহুতি প্রদান করেন। কিন্তু যে সকল দেবতা প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ, তাঁহাদের পূজার্থে অন্বাহার্য্য (পক্ক তণ্ডুল) প্রদত্ত হয়। এই অন্বাহার্য্যই ইহাঁদের দক্ষিণা, তদ্দ্বারা যজমান যজ্ঞ সংক্রান্ত ছিদ্র এবং যে কোন অতিরেক দোষ বা ক্রটি থাকে, তাহা সংশোধন করেন। অন্বাহার্য্যের এই উদ্দেশ্য। ঋত্বিক্‌গণ দেব দূত, ইহাঁদিগকে অন্বাহার্য্য প্রদানে যজমান পরিতুষ্ট করেন।

ব্রাহ্মণবর্গ যখন সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ও সকলের পূজ্য হইলেন, তখন স্বভাবত ব্রাহ্মণ-পত্নীগণেরও তদনুযায়ী মর্য্যাদা ও গৌরব বৃদ্ধি হইল। আর্য্য সমাজের শৈশবাবস্থায় বৈবাহিক বিধি ও দাম্পত্য ধর্ম্ম অপেক্ষাকৃত শিথিল ছিল। বাস্তবিক একই স্ত্রী পর্য্যায় ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন স্বামী কর্ত্তৃক গৃহীত হওয়ার উল্লেখ বেদের স্থানে স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরাক্রমশালী ক্ষত্রিয় ও নৃপতিগণ স্বেচ্ছামতে পর নারী হরণ করিতে ক্রটি করিতেন না। সময়ে সময়ে ঋষি ও পুরোহিতকন্যাগণের প্রতিও এই প্রকার অত্যাচার হইত। সুতরাং ব্রাহ্মণগণ আপনাদের সামাজিক আধিপত্য স্থাপনানন্তর স্বকীয় পত্নীগণের সম্ভ্রম ও পবিত্রতা রক্ষার্থে যে বিশেষ রূপে যত্নবান হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা নিম্ন লিখিত ঋক্ ও অথর্ব্ব বেদীয় বচন সমূহে প্রতীয়মান হইবেক।

দেবাঃ এতস্যামবদন্ত পূর্ব্বে সপ্ত ঋষয়স্তপসে যে নিষেদুঃ। ভীমা জায়া ব্রাহ্মণস্য উপনীতা দুর্ধাং দধাতি পরমে ব্যোমন্। ব্রহ্মচারী চরতি বেবিষদ্ বিশ্বঃ স দেবানাং ভবতি একং অঙ্গং। তেন জায়ামন্ববিন্দদ্ বৃহস্পতিঃ সোমেন নীতাং জুহ্বং ন দেবাঃ। পুনর্ব্বৈ দেবাঃ অদদুঃ পুনর্মনুষ্যা উত। রাজানঃ সত্যং কৃণ্বানাঃ ব্রহ্ম জায়াং পুনর্দদুঃ। পুনর্দায় ব্রহ্মজায়াং কৃত্বী দেবৈর্নিকিল্বিষং। ঊর্জং পৃথিব্যাঃ ভক্তায় উরুগায়মুপাসতে। ঋ-১০ মণ্ডল-১০৯।

দেবতা স্বরূপ তপশ্চর্য্যা নিষণ্ণ পূর্ব্বতন সপ্তর্ষিগণ এই মত বলিয়াছেন, যে "ব্রাহ্মণ জায়া ভীম রূপা, কোন ব্যক্তি তাঁহাতে উপগত হইলে তিনি পরম আকাশে বিপ্লব ও বিপর্য্যয় উপস্থিত করেন"। ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ব্রহ্মচারী দেবতাগণের অঙ্গ স্বরূপ হন, তাঁহার দ্বারা বৃহস্পতি স্বীয় পত্নীকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দেবগণ ব্রহ্ম-জায়াকে প্রত্যর্পণ করিলেন, মানবগণ তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন, সত্যপরায়ণ রাজগণ তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। ব্রহ্ম-পত্নীকে প্রত্যর্পণ করত দেবতাগণের নিকট নিষ্পাপ হইয়া নৃপতিগণ স্বচ্ছন্দে পৃথিবীর অজস্র উৎপন্ন উপভোগ করেন।

এই সূক্তটি অবলম্বন করিয়া অথর্ব্ব বেদে ব্রহ্ম জায়ার প্রতি অত্যাচারের ফল এই মত লিখিত হইয়াছে, যথা—

"যে রাষ্ট্রে, ব্রহ্ম-জায়া অকারণ রুদ্ধ থাকে, তথাকার রাজ-পত্নী কদাপি স্বচ্ছন্দে আপন শয্যায় বিশ্রাম করিতে পারেন না। সে রাজ্যে শোভন কর্ণ ও পরিণত মস্তক সন্তান জন্মে না; তথায় সুবর্ণ কণ্ঠহার সজ্জিত রথী, সেনাগণের অগ্রগামী হয় না, তথায় কৃষ্ণকর্ণ শ্বেত অশ্ব রথ-ধুরী বহন করে না, তথায় ক্ষেত্রস্থ পুষ্করিণী উৎপল শোভিত হয় না, এবং তথায় গো দুগ্ধ দান করে না। যে স্থানে স্বীয় পত্নী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ব্রাহ্মণ রাত্রি অতিবাহিত করে, সে রাজ্যে ধেনু কল্যাণযুক্তা হয় না এবং বৃষ যুগ কাষ্ঠ বহন করে না।" অথর্ব্ব-৫-১৭।

আর্য্য সমাজের ব্রাহ্মণগণের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠতা ও সামাজিক আধিপত্য স্থাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ বংশীয় নারীগণের অপরাপর বর্ণের সহিত বিবাহ সহজেই অপ্রচলিত ও নিষিদ্ধ হইয়া আসিল। এবং এই নিয়মটি বর্ণ-ভেদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল, স্থায়ী ও অলঙ্ঘনীয় বন্ধন স্বরূপ অদ্যাপি বিদ্যমান থাকিয়া হিন্দু সমাজের জাতি বিভাগ প্রথাকে চির জীবিত রাখিয়াছে।

কিন্তু তৎকালে ব্রাহ্মণবর্গ স্বয়ং অন্যান্য জাতীয় নারীগণের পাণিগ্রহণ করিতে পারিতেন, সে অধিকারটি খর্ব্ব করা দূরে থাকুক বরং তাহা অসম্ভব রূপে প্রশস্ত ছিল।

এই বিষয়ের প্রমাণ নিম্ন-প্রকটিত অথর্ব্ব বেদীয়বচনে প্রকাশ হইবেক, যথা—

উৎযৎপতয়ো দশস্ত্রিয়া পূর্ব্বে অব্রাহ্মণাঃ। ব্রহ্মা চেদ্ হস্তমগ্রহীৎ স এব পতিরেকধা। ব্রাহ্মণ এব পতির্ন রাজন্যোন বৈশ্যঃ। ৫-১৭।

কোন নারীর যদি পূর্ব্বে দশটি পতি হইয়া থাকে, যাহারা ব্রাহ্মণ নহে এবং যদি পরে কোন ব্রাহ্মণ তাহার পাণি গ্রহণ করেন, তবে সেই ব্রাহ্মণই তাহার পতি। এক মাত্র ব্রাহ্মণই পতি, রাজন্য নহে, বৈশ্যও নহে।

ব্রাহ্মাবধূত শ্রীযুক্ত শ্রীনারায়ণ গিরি-স্বামীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

৩৬৫ সংখ্যক পত্রিকার ২১২ পৃষ্ঠার পর।

মিশর হইতে নিগিরি স্থান চারি ক্রোশ, নিগিরি হইতে পারস্ পাঁচ ক্রোশ, পারস্ হইতে গড়তোপ পাঁচ ক্রোশ। এই গড়তোপ কেবল বাম্বুর সহর। এখানে চীন, তাতার ও ইয়ার কন্দ প্রভৃতি দেশীয় মহাজনেরা বৃহৎ বৃহৎ তাম্বুর মধ্যে লক্ষ লক্ষ টাকার দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করিতেছে। গড়তোপের মধ্য স্থানে কাশী লামাগুরুদিগের একটী উৎকৃষ্ট মঠ আছে, কাশীর সন্ন্যাসীরা বা তদ্দেশীয় লোকেরা আসিয়া তথায় থাকিবার স্থান পাইয়া থাকেন। এখানে প্রজারা অতি সুখে আছে, নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। সহরের নানা প্রকার আশ্চর্য্য ভাব দেখিতে দেখিতে ক্রমশঃ গিয়া রাজভবনে উপস্থিত হইলাম। শত শত অশ্বারোহী সৈন্যগণ ভবন রক্ষক নিযুক্ত রহিয়াছে কিন্তু সন্ন্যাসীর কোন স্থানে যাইতে বারণ নাই। একটী গৃহের চতুর্দ্দিকে বৃহৎ বৃহৎ কুক্কুর দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, এইটী ধনাগার, কুক্কুরেরা এই আগার রক্ষা করে। কিয়দ্দূর হইতে দেখিলাম একটী গৃহে সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া রাজা রাজ কার্য্য করিতেছেন। এখানে রাজাকে ধর্ম্মরাজ কহে। তথায় চোর ডাকাইত প্রভৃতি দুষ্ট

লোকের দণ্ড হইতেছে। কাহাকে কশাঘাত করিতেছে, কাহারও অঙ্গুলিতে শলাকা বিদ্ধ করিতেছে, কাহারও হস্ত ছেদন করিয়াদিতেছে। আমি ক্রমশঃ ধর্ম্মরাজের নিকটবর্ত্তী হইয়া দর্শনার্থ প্রার্থনা করিলাম, তাহাতে তাঁহার অনুমতি হইলে আমি কিঞ্চিৎ মিছরি দিয়া আশীর্ব্বাদ করাতে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইনি কে? দোভাষি লামা কহিলেন, ইনি যোগী লামা গুরু। পরে বসিতে আজ্ঞা হইল, আমি বসিলাম, এবং পান ভোজনের বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে কহিলাম, যেমন শ্রদ্ধা হয়। পরে আজ্ঞা দিলেন গুরুকে চা পান করাও, তাহাতে এক ব্যক্তি চা আনিয়া দিলে আমি তাহা পান করিলাম। পরে আমাকে কিছু অর্থ দিতে অনুমতি হইলে এক ব্যক্তি আমাকে দশটী টাকা আনিয়া দিল, আমিও তাহা গ্রহণ করিলাম। তদনন্তর রাণী আসিয়া আমাকে দর্শন করিলেন এবং প্রণাম করিয়া কহিলেন, কাশী লামাগুরুজী আশীর্ব্বাদ করুন, আমি এতদ্দেশীয় ভাষায় কহিলাম, মাতা! তোমার যে প্রকার বিশ্বাস ঈশ্বর তদ্রূপ করুন। পরে রাণীও আমাকে কিছু ভোজন করিতে দিলেন, আমি তাহা ভোজন করিলাম। শেষে রাণী কহিলেন, আপনি নিষ্কল পরমাত্মা। আমি কহিলাম, মাতা! সত্য বচন, আমি অবিদ্যা মায়ামুক্ত শিব শান্ত স্বরূপ, পরম শিব সর্ব্বজ্ঞ নিষ্কল কেবল। ইত্যাদি কথোপকথনান্তর রাণী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, তখন অন্যান্য সভাসদ বর্গের সহিত কতকক্ষণ আলাপ হইল, পরে রাজ সভা ভঙ্গ হইলে ক্রমশ সকলে স্বস্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন, আমিও তথা হইতে স্থানান্তরে গমন করিলাম।

প্রাপ্ত।

ধ্যান।

নাছিল জগৎ অসংখ্য অপার
কিছুই ছিলনা কেবল আঁধার!
কেমনে হইল ব্রহ্মাণ্ড প্রচার,
সুসজ্জিত সব দেখিতে পাই।
দিগন্ত ব্যাপিয়া জ্যোতিষ্ক মণ্ডল,
অসংখ্য অথচ বৃহৎ বিরল,
অনন্ত আকাশে পাইয়াছে স্থল,
এমন আকাশ তোমাতে স্থায়ী!

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড! অসীম বিস্তার!
ইচ্ছাতে করিলে সৃষ্টি চমৎকার,
সৃষ্টিকর্ত্তা তুমি সর্ব্ব মূলাধার
নিরাকার নিত্য সত্য সজ্ঞান।
কিছুই ছিলনা করিলে সৃজন,
সৃজন করিয়া করিছ পালন,
সুনিয়মে সব করিয়া রক্ষণ
হইয়া রয়েছ জগৎ প্রাণ।

অনাদি অনন্ত তুমি পরাৎপর,
দেব দেব মহাদেব মহেশ্বর,
আমি তৃণ রেণু কীট সম নর
আমার আত্মাতে বিরাজমান!
জ্ঞান ধর্ম্ম-বুদ্ধি বিবেকাদি সব
দেব সজ্জা এ যে, আত্মাতে উদ্ভব,
এত বাড়াইলে নরের গৌরব
আপনারে প্রভু করিলে দান!

কি ভাগ্য আমার জগতের সার
নিত্য সত্য ধন হৃদয়ে আমার,
শুচি নাহি থাকা উচিত কি আর
হৃদি নিরমল করি এবার।
দূর করি পাপ-চিন্তা আবর্জ্জন,
করি পরিষ্কার হৃদয় আসন,
জ্ঞান ধর্ম্ম-জ্যোতি দিয়া সুশোভন
করি দেবালয় হৃদি আগার।

নিরন্তর থাকি শ্রদ্ধা ভক্তিমান,
প্রীত মনে সদা করি প্রীতি দান,
তব প্রিয় কাজ করি সমাধান,
তোমার প্রেমেতে মগন হই।
গুরু সন্নিধানে শিষ্যের মতন,
মাতার নিকটে সন্তান যেমন,
প্রভুর সকাশে ভৃত্যের সমান,
আজ্ঞার অধীন হইয়া রই।

শুনিব তোমার উপদেশ-সার,
তব স্নেহে পার আনন্দ অপার,
পালিব মঙ্গল আদেশ তোমার,
পাইব অমৃত আত্ম প্রসাদ।
ছার নর দেহে ইহা হতে আর,
কি সুখ অধিক হইবে আবার,
দেবের দুর্লভ সুখে অধিকার,
ইহাতেও হায় সাধিনু বাদ!!

আপন সারত্ব মহত্ব ভুলিয়ে,
তত্ত্বজ্ঞান নিধি হেলায় হারায়ে,
মোহ অধীনতা শিকল পরিয়ে,
নিরয় নিলয়ে যাইতে আশ!
সদা সাবধান থাকিতে সজ্ঞান,
কৃপা করি প্রভু কর বল দান,
নিজ বলে কভু নাহি পরিত্রাণ,
প্রবৃত্তির স্রোতে মহা বিনাশ।

ভেবেও ভাবিনা জগতের পতি,
আমার আত্মায় করেন বসতি,
নিখিল জগৎ তাঁহার সম্পতি,
আমারো তাহাতে নিজাধিকার।
তাঁর পুত্র কন্যা নর নারীগণ,
নিজ পরিবার ভাবিনা কখন,
নর সুখে সুখী দুখে দুখী মন,
স্বার্থ অন্ধ হেতু হয় না আর।

বিশ্বাস বিহীন হৃদয় আমার,
সদা সঙ্কুচিত দীন হীনাকার,
হও পিতা তুমি সহায় এবার,
ঘুচুক জড়ত্ব লঘুত্ব তার।
আশ্বস্ত হৃদয়ে বিশ্বস্ত হইয়া,
তব আবির্ভাব আত্মাতে দেখিয়া,
তোমার অভয় আশ্রয় পাইয়া,
কভু যেন তাহা ছাড়িনা আর।

সাধনা করিতে সদা সাবধান,
থাকি যেন প্রভু কর কৃপাদান,
অমৃত সদনে কর নীয়মান,
অনন্ত মহিমা দেখাও নাথ।
মহিমা দেখিতে করেছ সৃজন,
তত্ত্বজ্ঞানে যেন থাকি নিমগন,
অনন্ত বিশ্বের কৌশল কেমন,
দেখাও রাখিয়া আপন সাথ।

সঙ্গেতে থাকিব মাহাত্ম্য দেখিব,
যতই দেখিব ততই সেবিব,
ততই সুখিত উন্নত হইব,
পূরিবে কি মম এসুখ আশ?
চিরকাল সহচর অনুচর,
করিয়া রাখিবে প্রভু কৃপাকর,
এ আশা কেমনে ছাড়িবে অন্তর,
এখনি হৃদয়ে করিছ বাস।

নূতন পুস্তকের সমালোচন।

১। A Free Enquiry after Truth by Kissori Lal Roy. Calcutta, 1874.

এই গ্রন্থে বগুড়া প্রবাসী কিশোরী বাবু অল্প তর্ক শক্তির পরিচয় প্রদান করেন নাই। এই গ্রন্থে কিশোরী বাবু যুক্তিই সত্য ধর্ম্মের একমাত্র পত্তন ভূমি ও কোন ধর্ম্ম গ্রন্থের সকল অংশ সত্য নহে, ইহা প্রথমে সপ্রমাণ করিয়া ঈশ্বর অসৎ হইতে জগৎ সৃষ্টি করেন নাই, এক নিত্য আদিম জড়পিণ্ড হইতে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, মনুষ্যের শরীর যেমন জড় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তেমনি সেই বিশ্বাত্মা হইতে সকল আত্মা উৎপন্ন হইতেছে। মনুষ্যের ইচ্ছা স্বাধীন, মনুষ্য পাপ পুণ্যের জন্য দায়ী ও পরকালে নিজ কর্ম্ম জন্য দণ্ড পুরস্কার প্রাপ্ত হয়, পুরাতন আত্মা সকল ঈশ্বরে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, নূতন আত্মা সকল তাঁহা দ্বারা সৃষ্ট হইতেছে, লয়ের অবস্থা সচৈতন্য নিত্যপূর্ণ সুখের অবস্থা, এই সকল মত প্রতিপাদন করিয়াছেন। গ্রন্থের শেষে ব্রাহ্মের প্রতি খৃষ্টানের উক্তি ব্রাহ্মের উত্তর ও তদ্বিষয়ে তৃতীয় ব্যক্তির অভিপ্রায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই তৃতীয় ব্যক্তি যে নিজে কিশোরী বাবু, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। কিশোরী বাবু ঈশ্বরকে অন্য সকল বিষয়ে পূর্ণ স্বভাব মানিয়াছেন কিন্তু দুর্ধর্ষ জড়পিণ্ডকে আপনার মঙ্গলাভিপ্রায়ের সম্পূর্ণ বশবর্ত্তী করিতে পারেন নাই, ইহাতে তাঁহার শক্তির অপূর্ণতা প্রকাশ পাইতেছে এমত স্পষ্টই বলিয়াছেন। আমাদিগের মতে যিনি কোন বিষয়ে অপূর্ণ তাঁহাকে আর ঈশ্বর বলিয়া মানা যাইতে পারে না। কিশোরী বাবু গ্রন্থের ভূমিকার প্রারম্ভে যাহা বলিয়াছেন তাহা আমরা হৃদয়ের সহিত অনুমোদন করিতেছি। তিনি বলেন "প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম-মত সকল দোষপূর্ণ এবং তাহার সংস্কার আবশ্যক। ধর্ম্ম সন্নীতির রক্ষক এবং বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। অশ্লীল গল্প এবং মদ্যপান ও বলিদানের বিধি উহাতে থাকা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু সমস্ত হিন্দুধর্ম্মকে পরিত্যাগ করাকে সংস্কার বলা যাইতে পারে না, উহাকে বিনাশ বলা যাইতে পারে। হিন্দুধর্ম্ম যে সকল জঞ্জাল দ্বারা আচ্ছাদিত রহিয়াছে তাহা উঠাইয়া ফেলা কর্ত্তব্য কিন্তু উক্ত ধর্ম্মকে নির্ম্মূল করা উচিত হয় না। যদ্যপি সেই মূল সত্য হয় তবে উহার উচ্ছেদের জন্য আমরা কেন যত্নবান হই? একটি সুন্দর বস্তু ভস্মাচ্ছাদিত আছে বলিয়া ভস্মের প্রতি আমরা যেরূপ ব্যবহার করি নিজ সুন্দর বস্তুর প্রতি সেরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। হিন্দুধর্ম্ম সত্য কি মিথ্যা তাহা উহার অসার অংশ দ্বারা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য হয় না, উহার সারাংশ দ্বারা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। যদ্যপি কোন ধর্ম্মের সারাংশ সত্য হয় তবে তাহাকে সত্য ধর্ম্ম বলা কর্ত্তব্য কারণ তাহার অসারাংশ সকল আরোপিত অংশ মাত্র। আরোপিত অংশ সকল যদি অনিষ্টকর হয় তাহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য কিন্তু সারাংশ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। যে সকল লোক সমকালবর্ত্তী লোকদিগকে সম্মান যোগ্য হইলেও গ্রাহ্য করে না তাহারা পূর্ব্বকালের ব্যক্তি সকল অধিকতর

গুণান্বিত না হইলেও আপনাদিগকে তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তী বলিয়া আহ্লাদ পূর্ব্বক পরিচয় দেয়। প্রাচীনতা সকল ব্যক্তি দ্বারা পূজিত হইয়া থাকে যদি সৌভাগ্য বশতঃ কোন সত্য ধর্ম্মের এই অমূল্য গুণ থাকে তবে তাহা অত্যন্ত প্রচলিত হইবার সম্ভাবনা।"

২। A Discourse on the Duties of Man, read in the Burrisal Brahmo Samaj Hall. By Babu Chandi Charan Sen. Dacca, East Bengal Press. 1873.

এই পুস্তকে বাবু চণ্ডীচরণ সেন দেখাইয়াছেন যে মনুষ্য অবস্থার অধীন কিন্তু তিনি আপনার অবস্থাকে আত্মপ্রভাবে অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত করিতে পারেন। তিনি আরো দেখাইয়াছেন যে স্বভাবের নিয়মানুসারে মনুষ্যের চলা কর্ত্তব্য এবং মনোবৃত্তিদিগের সর্ব্ব সমঞ্জসীভূত কার্য্যকেই ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। এই পুস্তক খানি দেখিতে ভাল নহে। কাগজ অপকৃষ্ট, ছাপাও অপকৃষ্ট, কিন্তু ইহাতে গাঢ় ভাব আছে। ইহা বাঙ্গলাতে লিখিত হইলে অধিক উপকারের সম্ভাবনা ছিল।

৩। Eleventh Annual Report of the Catholic Sunday School. Calcutta, 1873.

এই পুস্তিকা খানি "য়িশু খ্রীষ্টের মহা মূল্য শোণিতের নেতৃত্বাধীন যে যুবক সভা এই নগরে সংস্থাপিত হয়, তাহার সভ্যদিগের দ্বারা ধর্ম্মতলাস্থিত য়িশুর পবিত্র হৃদয়ের গির্জা মধ্যে যে রবিবাসরিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার একাদশ সাম্বৎসরিক বিবরণ।" পুস্তিকার আখ্যা পত্রে তাহার যেরূপ বিবরণ লিখিত হইয়াছে তাহা আমরা উপরে অবিকল অনুবাদ করিয়া দিলাম। আমাদিগের পাঠকবর্গ বোধ হয় তাহা সম্যক্ রূপে বুঝিতে পারিবেন না কিন্তু তাঁহাদিগের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীর ভাষা অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর নিকট এইরূপে দুর্ব্বোধই হইয়া থাকে। উল্লিখিত স্কুলের দ্বারা অনেক সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। স্কুলের অধ্যক্ষদিগের দ্বারা বয়স্কা দরিদ্র স্ত্রীলোকদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে। তাহাদিগকে বস্ত্রও দান করা হয়। এই স্কুলের হিতার্থ একটি পুস্তকালয়ও সংস্থাপিত হইয়াছে। স্কুল কমিটির সভাপতি ফাদর ডিবোঁ। তিনি অন্যান্য রোমাণ কাথোলিক পাদরির ন্যায় বিবাহ না করিয়া ধর্ম্মচর্চ্চায় ও পরোপকারব্রতপালনে সকল সময় ক্ষেপণ করেন। খ্রিস্ট একজন সন্ন্যাসী ছিলেন সন্দেহ নাই। এই বিষয়ে প্রকৃত খ্রিষ্টীয় ভাব যেমন রোমাণ কাথোলিক সম্প্রদায়ের দ্বারা সংরক্ষিত হইয়াছে তেমন প্রোটেষ্টণ্ট সম্প্রদায়ের দ্বারা হয় নাই। শেষোক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিলাস ও সাংসারিকতা বিলক্ষণ প্রবেশ করিয়াছে।

৪। ভূগোল বৃত্তান্ত। লাহোর। সংবৎ ১৮৩১। এই পুস্তক খানি লাহোরবাসী আমাদিগের মান্যবর মিত্র লালা বিহারী লাল কর্ত্তৃক পঞ্জাবী বালকদিগের পাঠার্থ পঞ্জাবী ভাষায় লিখিত হইয়াছে। আপনার দেশের হিতের জন্য লালা বিহারীলাল যেরূপ প্রভূত পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া থাকেন, তাহা আমাদিগের পত্রিকার পাঠক মহাশয়েরা অবগত আছেন। তাঁহার প্রণীত অন্যান্য পুস্তকের ন্যায় এই পুস্তক খানিও সেই যত্নসম্ভূত। ইহা লালা বিহারীলালের খ্যাতির উপযুক্ত হইয়াছে।

আয় ব্যয়।

আষাঢ় ১৭৯৬ শক, আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৩০৩ ৸৹
পূর্ব্বকার স্থিত	২৭১ ৸৴১০
সমষ্টি	৫৭৫ ‖৵১০
ব্যয়	২৫৩ ৸৶ ৫
স্থিত	৩২১ ৸৶ ৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	২৮
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	১০৮ ‖৶৹
পুস্তকালয়	১১ ৸৶৹
যন্ত্রালয়	১৪২ ‖৹
গচ্ছিত	১২ ‖৶৹
সমষ্টি	৩০৩ ৸৹

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	৬৪। ১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৮৫ ।১০
পুস্তকালয়	২০।৹
যন্ত্রালয়	৫৬ ৸৵১০
গচ্ছিত	২৭ ।৴১০
সমষ্টি	২৫৩ ৸৶ ৫

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু রামলাল গঙ্গোপাধ্যায়	১৪
" সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়	১০
" লক্ষ্মীনারায়ণ বসু	২
" পার্ব্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১
" কাণাইলাল পাইন	১
	২৮

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

"বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ে মনুর মত।" মূল্য ।৹ আনা, আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাকমাসুল বার্ষিক ছয় আনা। সম্বৎ ১৯৩১। কলিগতাব্দ ৪৯৭৫। ১ ভাদ্র রবিবার।

১৫০

Registered No 58.

একমেবাদ্বিতীয়ং

অষ্টম কল্প
চতুর্থ ভাগ
আশ্বিন ১৭৯৬ শক

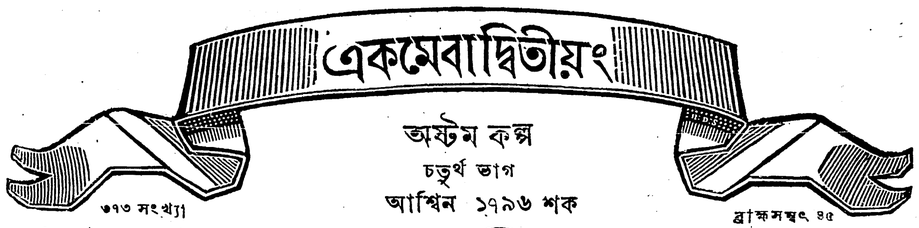

৩৭৩ সংখ্যা ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৫

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ [illegible] বিমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ।

প্রথম প্রপাঠক।

তৃতীয় খণ্ড।

অথাধিদৈবতং। যএবাসৌ তপতি তমুদ্গীথমুপাসীতোদ্যন্বা এষ প্রজাভ্য উদ্গায়তি। উদ্যংস্তমোভয়মপহন্ত্যপহন্তা হবৈ ভয়স্য তমসো ভবতি যএবং বেদ। ১।

'অথ' অনন্তরং 'অধিদৈবতং' দেবতাবিষয়মুদ্গীথোপাসনং প্রস্তুতমিত্যর্থঃ। 'যএবাসৌ' আদিত্যঃ 'তপতি' 'তং উদ্গীথং উপাসীত' আদিত্যদৃষ্ট্যা উদ্গীথমুপাসীত ইত্যর্থঃ। 'উদ্যন্' উদ্গচ্ছন্ 'বৈ' 'এষঃ' আদিত্যঃ 'প্রজাভ্যঃ' প্রজার্থং 'উদ্গায়তি' ব্রীহ্যাদেঃ পক্তিং সম্পাদয়তি। কিঞ্চ 'উদ্যন্' নৈশং 'তমঃ' তজ্জঞ্চ 'ভয়ং' প্রাণিনাং 'অপহন্তি' তমেবং গুণং সবিতারং 'যঃ বেদ' সঃ 'অপহন্তা' নাশয়িতা 'হ বৈ' 'ভয়স্য' জন্মমরণাদিলক্ষণস্য আত্মনঃ 'তমসঃ' চ তৎকারণস্যাজ্ঞানলক্ষণস্য 'ভবতি'। ১।

অনন্তর দেবতাবিষয়ক উদ্গীথোপাসনা আরম্ভ হইতেছে। যিনি এই উত্তাপ দেন, সেই আদিত্য দৃষ্টিতে উদ্গীথের উপাসনা করিবেক। ইনি উদিত হইয়াই প্রজাদিগের অন্ন সম্পাদন করেন এবং উদিত হইয়াই তমোভয় নষ্ট করেন। যিনি এই রূপ জানেন, তিনি তমোভয়ের অপহন্তা হয়েন।১

সমান উএবায়ঞ্চাসৌ চোষ্ণোয়মুষ্ণোসৌ স্বরইতীমমাচক্ষতে স্বরইতি প্রত্যাস্বরইত্যমুং তস্মাদ্বাএতমিমমমুঞ্চোদ্গীথমুপাসীত। ২।

'সমানঃ উ এব' তুল্যএব গুণতঃ 'অয়ং চ' মুখ্যঃ প্রাণঃ সবিত্রা 'অসৌ চ' সবিতা চ মুখ্যপ্রাণেন, যস্মাৎ 'উষ্ণঃ অয়ং' প্রাণঃ 'উষ্ণঃ অসৌ' সবিতা, কিঞ্চ 'স্বরইতি ইমং' মুখ্যপ্রাণং 'আচক্ষতে' কথয়ন্তি, তথা 'স্বরইতি প্রত্যাস্বর ইতি অমুং' সবিতারং আচক্ষতে, স্বরতি গচ্ছতি ইতি স্বরঃ। যস্মাৎ প্রাণঃ স্বরত্যেব ন পুনর্ম্মৃতং প্রত্যাগচ্ছতি, সবিতা ত্বস্তমিত্বা পুনরপ্যহন্যহনি প্রত্যাগচ্ছতি। 'তস্মাৎ' কারণাৎ 'এতমিমং' মুখ্যপ্রাণং 'অমুঞ্চ' আদিত্যং 'উদ্গীথং উপাসীত'। ২।

প্রাণ ও সবিতা উভয়ে সমান, যেহেতু প্রাণও উষ্ণ সবিতাও উষ্ণ, আর প্রাণকে স্বর এবং সবিতাকে স্বর ও প্রত্যাস্বর বলে, সেই হেতু এই মুখ্য প্রাণকে ও আদিত্যকে উদ্গীথ রূপে উপাসনা করিবেক। ২।

অথ খলু ব্যানমেবোদ্গীথমুপাসীত। যদ্বৈ প্রাণিতি সপ্রাণোযদপানিতি সোপানঃ। অথ যঃ প্রাণাপানযোঃ সন্ধিঃ সব্যানো যোব্যানঃ সা বাক্। তস্মাদপ্রাণন্ননপানন্ বাচমভিব্যাহরতি ।৩।

'অথ' অনন্তরং 'খলু' উদ্গীথস্য প্রকারান্তরেণ উপাসনমুচ্যতে। 'ব্যানং এব' বক্ষ্যমাণলক্ষণং 'উদ্গীথং উপাসীত'। 'যৎ বৈ' লোকঃ 'প্রাণিতি' বহির্নিঃসারয়তি সপ্রাণঃ, 'যৎ অপানিতি' অন্তরাকর্ষতি 'সঃ

অপানঃ' 'অথ যঃ' উভযোঃ 'প্রাণাপানযোঃ সন্ধিঃ' 'সঃ ব্যানঃ'। 'যঃ ব্যানঃ সা বাক্' ব্যানকার্য্যত্বাদ্বাচঃ যস্মাদ্ব্যাননির্ব্বর্ত্ত্যা বাক্ 'তস্মাৎ' 'অপ্রাণন্ অনপানন্' প্রাণাপানব্যাপারমকুর্ব্বন্ 'বাচং' 'অভিব্যাহরতি' উচ্চারয়তি লোকঃ। ৩।

অনন্তর প্রকারান্তরে উদ্গীথ উপাসনা উক্ত হইতেছে। ব্যানকে উদ্গীথ রূপে উপাসনা করিবেক। লোকে নাসিকা দ্বারা যে বায়ু বহির্নিঃস্বরণ করে তাহার নাম প্রাণ, যাহা অন্তরে আকর্ষণ করে তাহাকে অপান বলে, এই উভয়ের মধ্যস্থ যে বায়ু তাহাই ব্যান, এই ব্যান দ্বারাই বাক্য নির্ব্বাহ হয়, অতএব প্রাণ অপান ব্যতীতও বাক্য উচ্চারিত হইয়া থাকে। ৩।

যা বাক্ সর্ক্স্মাদপ্রাণন্ননপানন্নৃচমভিব্যাহরতি যর্ক্ তৎসাম তস্মাদপ্রাণন্ননপানন্ সাম গায়তি যৎ সাম সউদ্গীথস্তস্মাদপ্রাণন্ননপানন্নুদ্গায়তি। ৪।

'যা বাক্ সা ঋক্ তস্মাৎ অপ্রাণন্ অনপানন্ ঋচং অভিব্যাহরতি যা ঋক্ তৎ সাম তস্মাৎ অপ্রাণন্ অনপানন্ সাম গায়তি যৎ সাম সউদ্গীথঃ তস্মাৎ অপ্রাণন্ অনপানন্ উদ্গায়তি' বাগ্বিশেষাং ঋচং ঋক্সংস্থঞ্চ সাম সামাবয়বঞ্চ উদ্গীথং ব্যানেনৈব নির্ব্বর্ত্তয়তীত্যভিপ্রায়ঃ। ৪।

যে বাক্য সেই ঋক্, অতএব প্রাণ ও অপান ব্যতীতও ঋক্ উচ্চারিত হয়, যে ঋক্ সেই সাম, অতএব প্রাণ অপান ব্যতীতও সাম গীত হইয়া থাকে, যে সাম সেই উদ্গীথ, অতএব প্রাণ অপান ব্যতীতও উদ্গীথ নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। ৪।

অতোযান্যন্যানি বীর্য্যবন্তি কর্ম্মাণি যথাগ্নের্ম্মন্থনমাজেঃ সরণং দৃঢ়স্য ধনুষ আযমনমপ্রাণন্ননপানংস্তানি করোত্যেতস্য হেতোর্ব্ব্যানমেবোদ্গীথমুপাসীত। ৫।

ন কেবলং বাগাদ্যভিব্যাহরণং 'অতঃ' অস্মাৎ 'অন্যানি যানি বীর্য্যবন্তি কর্ম্মাণি' প্রযত্নাধিকনির্ব্বর্ত্ত্যানি 'যথা অগ্নের্ম্মন্থনং' 'আজেঃ' মর্য্যাদায়াঃ 'সরণং' ধাবনং 'দৃঢ়স্য ধনুষঃ আযমনং' আকর্ষণং 'অপ্রাণন্ অনপানন্ তানি করোতি' 'এতস্য হেতোঃ' কারণাৎ 'ব্যানমেব উদ্গীথং উপাসীত'। ৫।

এতদ্ভিন্ন যে সকল বল-সাধ্য কর্ম্ম যেমন অগ্নি মন্থন, যুদ্ধে গমন, দৃঢ় ধনু আকর্ষণ প্রভৃতি, প্রাণাপান ব্যতীত কেবল ব্যানই তাহা সম্পন্ন করিয়া থাকে, এই হেতু ব্যানকেই উদ্গীথ রূপে উপাসনা করিবেক। ৫।

অথ খলূদ্গীথাক্ষরাণ্যুপাসীতোদ্গীথ ইতি প্রাণএবোৎ প্রাণেন হ্যুত্তিষ্ঠতি বাগগীর্ব্বাচো হ গির ইত্যাচক্ষতে অন্নং থমন্নে হী[illegible] স্থিতং। ৬।

টি [illegible] া 'খলু' নিশ্চিতং 'উদ্গীথাক্ষরাণি' 'উপা[illegible]নি তানি 'উৎ গী থ ইতি' 'প্রাণএব উৎ' উদিত্যস্মিন্নক্ষরে প্রাণদৃষ্টিঃ 'হি' যস্মাৎ 'প্রাণেন উত্তিষ্ঠতি' অতঃ উদঃ প্রাণস্য চ সাম্যং, 'বাক্ গীঃ' 'বাচঃ হ গিরঃ ইত্যাচক্ষতে' শিষ্টাঃ, 'অন্নং থং' 'অন্নে হি ইদং সর্ব্বং স্থিতং' অতো অন্নস্য থস্যচ সামান্যং। ৬।

অনন্তর উদ্গীথের অক্ষর সকলের উপাসনা করিবেক, উৎ গী থ ইতি, প্রাণই উৎ যেহেতু প্রাণ দ্বারাই উঠিতে সমর্থ হয়, বাক্যই গী যেহেতু বাক্যকেই গী বলে, অন্নই থ, যেহেতু অন্নেতেই সকলে স্থিতি করে। ৬।

বেদান্ত-দর্শন।

(কম্‌টির মতের সহিত ঐক্যানৈক্য)

কম্‌টি মানবীয় উন্নতির তিনটি পদ্ধতি নিরূপণ করিয়াছেন, পারমার্থিক, দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক। তিনি বলেন "কার্য্য সকলের মূল-কারণ এবং চরম অভিসন্ধি অনুসন্ধান করত ভাবতের মধ্যে দৈব-কর্ত্তৃত্ব নির্ণয় করা পারমার্থিক পদ্ধতি। দৈব-কর্ত্তৃত্বের পরিবর্ত্তে অধিষ্ঠাত্রী শক্তি, অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ইত্যাদি সমুদায়কে কারণ বলিয়া স্থির করা দার্শনিক পদ্ধতি। নিরবচ্ছিন্ন সত্য, জগতের মূলকারণ এবং চরম গতি, জগতীয় ভান সকলের কারণ, ইত্যাদি বিষয় সকলের অনুসন্ধানে ক্ষান্ত হইয়া উক্ত সকলের নিয়মাবলির আলোচনায় যত্ন সমর্পণ করা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।

251

"একমাত্র পরমেশ্বরকে জগতের কারণরূপে অবধারণ করা পারমার্থিক পদ্ধতির চরম সীমা। প্রকৃতিকে সমুদায়ের কারণ রূপে প্রতিপাদন করা দার্শনিক পদ্ধতির চরম সীমা। কোন একটি সর্ব্ব-সাধারণ নিয়মের সহিত জগতের যাবতীয় ভানের * যোগ-স্থাপন করা, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির চরম সীমা।"

কম্‌টি এই যে তিনটি পদ্ধতি নিরূপণ করিয়াছেন, ইহার মধ্যে এই এক অন্যায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিদ্যানুশীলনের পদ্ধতি-নিরূপণ করা যেখানে তাঁহার উদ্দেশ্য, সেখানে তিনি আলোচ্য বিষয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া গোল করিয়াছেন। পারমার্থিক পদ্ধতি কি? না যাহার চরম আলোচ্য বিষয় ঈশ্বর; দার্শনিক পদ্ধতি কি? না যাহার চরম আলোচ্য বিষয় প্রকৃতি; বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কি? না যাহার চরম আলোচ্য বিষয় যাবতীয় ভানের সার্ব্ব-ভৌমিক নিয়ম †। কিন্তু এমন কি কোন বাধ্য-বাধকতা অছে যে, আলোচ্য বিষয়ও যত গুলি, আলোচনার পদ্ধতিও তত গুলি হইবে? জ্যোতিষ এবং রসায়ন বিদ্যার মধ্যে আলোচ্য বিষয় লইয়া বিস্তর প্রভেদ সত্ত্বেও উভয়ে যখন একই বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতি অনুসারে অলোচিত হইতে পারিতেছে, তখন পারমার্থিক, দার্শনিক এবং বৈষয়িক বিদ্যার মধ্যে আলোচ্য-বিষয় লইয়া বহুতর প্রভেদ সত্ত্বেও তাহারা একই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কেন না আলোচিত হইতে পারিবে? যদি এমন বলিতে পারিতে যে, পারমার্থিক-বিষয়-মাত্রই কাল্পনিক, দার্শনিক-বিষয়-মাত্রই বৈতর্কিক, এবং বৈষয়িক-বিষয়-মাত্রই বৈজ্ঞানিক, তাহা হইলে পারমার্থিক এবং দার্শনিক বিষয়কে বিজ্ঞান-রাজ্য হইতে একেবারে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেও তাহাতে কোন আপত্তির সম্ভাবনা ছিল না; কিন্তু সাধ্য কি যে তাহা বলিতে পার? ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে পারমার্থিক এবং দার্শনিক বিষয়ে দেশ-কাল-পাত্র-বিশেষে কাল্পনিকতা এবং তার্কিকতার যেমন প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, অপারমার্থিক অদার্শনিক বিষয়েও দেশ-কাল-পাত্র-বিশেষে তাহারদিগের তেমনি প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়—তাহার কোন অংশে ন্যূন নহে। দেকার্ত্ত নামক ফরাশিস্ পণ্ডিতের জ্যোতিষ এবং নিউটনের জ্যোতিষ উভয়ের কোনটিই পারমার্থিক বা দার্শনিক নহে, অথচ পূর্ব্বোক্তের কল্পনাধিক্য দেখিয়া শেষোক্ত মতাবলম্বীরা হাস্য করিয়া থাকেন। যদি বল যে, বৈষয়িক-বিষয়ে কাল্পনিকতা বা তার্কিকতা যে মূলেই থাকিতে পারে না ইহা আমরা বলি না, আমরা কেবল এই বলি যে, বৈষয়িক-বিষয়ে যে-কিছু কাল্পনিকতা এবং তার্কিকতা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা স্থায়ী নহে; তবে তাহার উত্তর এই যে, অবশ্য তোমার ওরূপ বলিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে; কিন্তু ইহা মনে করিও না যে, ওরূপ বলিবার অধিকার কেবল তোমারই আছে, আর কাহারো নাই; পারমার্থিক এবং দার্শনিক পণ্ডিতেরও এরূপ বলিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে যে, পারমার্থিক এবং দার্শনিক বিদ্যার মধ্যে

* Phenomenon গ্রীক শব্দ, ইহার ইংরাজী প্রতি শব্দ Appearence এই অর্থে সংস্কৃত ভাষায় জগদ্ভাবন শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

† ঈশ্বর এবং প্রকৃতি বিষয়-বিশেষ; কিন্তু নিয়ম কোন একটি বিষয়-বিশেষ নহে কেন না নিয়ম সকল বিষয়েতেই নির্বিশেষে খাটে। সুতরাং বৈজ্ঞানিক শব্দ পারমার্থিক এবং দার্শনিক শব্দের ন্যায় বিষয়-শূচকতা দোষে দূষিত নহে। এ জন্য ঐ তিনটি শব্দের মধ্যে বৈজ্ঞানিক শব্দটিই নির্দ্দোষ। এজন্য বৈজ্ঞানিক শব্দটির প্রতি আমাদের কোন আপত্তি নাই।

যে কিছু কাল্পনিকতা এবং তার্কিকতা দৃষ্ট হয়, তাহা স্থায়ী নহে। যদি বল যে, পারমার্থিক এবং দার্শনিক বিষয়কে ওরূপ অধিকার দেওয়া যাইতে পারে না, তবে প্রকারান্তরে বলা হয় যে,বিষয়-বিশেষকে বিজ্ঞান চক্ষু দিয়া পর্য্যবেক্ষণ করা নিষিদ্ধ। আপনার ছায়া দেখিতে নাই,উল্কাপাত দেখিতে নাই, এ সকল নিষেধ-বাক্য যেমন কাল্পনিক, পারমার্থিক এবং দার্শনিক বিষয়কে বিজ্ঞান-চক্ষু দিয়া দেখিতে নাই ইহাও সেইরূপ। অনতিবিলম্বে আমরা প্রমাণ করিব যে, কি পারমার্থিক,কি দার্শনিক, কি বৈষয়িক,সকল বিষয়েই কাল্পনিকতা এবং তার্কিকতার দিন দিন হ্রাস হইতেছে; কিন্তু আপাততঃ আমাদের বক্তব্য এই যে আলোচ্য-বিষয়ের প্রভেদানুসারে আলোচনা-পদ্ধতির প্রভেদ নিরূপণ করিতে গেলে যখন নানা দিক্ দিয়া নানা প্রতিবাদের উত্থাপন হইতে পারে, এবং স্বপক্ষ সমর্থনে যখন বাদী-প্রতিবাদী উভয়েরই তুল্য অধিকার, তখন গ্রন্থকারের উচিত ছিল যে, কোন আলোচ্য বিষয়ের উপর কটাক্ষপাত না করিয়া আলোচনা-পদ্ধতি বিষয়ে তাঁহার যাহা প্রকৃত মন্তব্য, তাহাই তিনি ব্যক্ত করেন; তাহা না করিয়া আলোচ্য-বিষয় এবং আলোচনা-পদ্ধতি উভয়কেই কম্‌টি এক যোগে নিষ্পন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। এরূপ করাতে আলোচনা-পদ্ধতির দোষ গুণ আলোচ্য বিষয়ের স্কন্ধে নিপতিত হইয়া একের ভার অন্যের স্কন্ধে আরোপিত হইলে যে-দোষ হয় তাহাই ঘটিয়াছে। অতএব ইহা বলা বাহুল্য যে, এরূপ একটি গোলযোগের পথ খুলিয়া দেওয়া কম্‌টির উচিত ছিল না; এই তাঁহার উচিত ছিল যে, আলোচ্য-বিষয় সম্বন্ধে অগ্রে কোন কথা না বলিয়া শুদ্ধ কেবল আলোচনা-পদ্ধতি বিষয়ে স্বমত ব্যক্ত করেন। পারমার্থিক শব্দের অর্থ ঈশ্বর-বিষয়ক, দার্শনিক শব্দের অর্থ নিগূঢ়-তত্ত্ব-বিষয়ক, কিন্তু বৈজ্ঞানিক শব্দের অর্থ সেরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়কে অপেক্ষা রাখে না; যে বিষয় হউক না কেন, বিজ্ঞান-পদ্ধতি-অনুসারে আলোচিত হইলেই তাহা বৈজ্ঞানিক শব্দের বাচ্য হইতে পারে। বৈজ্ঞানিক শব্দে যেমন আলোচ্য বিষয়-বিশেষ বুঝায় না, পরন্তু শুদ্ধ কেবল আলোচনার পদ্ধতি-বিশেষ বুঝায়, পারমার্থিক বা দার্শনিক শব্দে তদ্রূপ কোন একটি পদ্ধতি-বিশেষ মাত্র বুঝায় না; প্রত্যুত আলোচনার বিষয় এবং আলোচনার পদ্ধতি উভয়-জড়িত একটি মিশ্র-কাণ্ড বুঝায়। এই গোলযোগটি যাহাতে নিবারিত হয়, অথচ কম্‌টির তাৎপর্য্যের কোন ব্যাঘাত না হয়, এই অভিপ্রায়ে পারমার্থিক এবং দার্শনিক এ দুই শব্দের পরিবর্ত্তে যদি কাল্পনিক এবং বৈতর্কিক এই দুই শব্দ ব্যবহার করা যায়, তাহাতে বিচারতঃ কম্‌টির কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। কাল্পনিক বৈতর্কিক এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বিষয়ে বেদান্তের মত কিরূপ দেখা যাউক।

বেদান্তের মত এই যে, মন সংকল্প-বিকল্প ও সংশয়াত্মক, বুদ্ধি বা বিজ্ঞান নিশ্চয়াত্মক। কাল্পনিকতা এবং তার্কিকতা মনের ধর্ম্ম, নিশ্চয়তা বিজ্ঞানের ধর্ম্ম। মানসিক কাল্পনিকতা এবং তার্কিকতাকেই কম্‌টি Theological এবং Metaphysical শব্দে নির্বাচন করিয়াছেন, আর বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়তাকেই তিনি Positive নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, Theological এবং Metaphysical শব্দ অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছে। ঐ দুই শব্দের পরিবর্ত্তে কম্‌টি যদি Imaginative এবং Argumentative অথবা Controversial শব্দ ব্যবহার করিতেন তাহা হইলে তাঁহার অভিপ্রায় দ্বিভাব-দ্বারা দুষিত হইত না ও তাঁহার মূল কথা সর্ব্ববাদিসম্মত হইত। সত্যের আপেক্ষিকতা কম্‌টির মতে অলঙ্ঘনীয়; অর্থাৎ কম্‌টি বলেন যে, সকল সত্যই আপেক্ষিক কোন সত্যই ঐকান্তিক নহে; ইহাতে আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, কম্‌টি কোন সত্যকেই ঐকান্তিক সত্য বলিয়া ধার্য্য করেন নাই। কিন্তু যখন দেখা যায় যে, তাঁহার মতে পারমার্থিক বিষয় একান্তই কাল্পনিক, দার্শনিক বিষয় একান্তই বৈতর্কিক, তখন মনে হয় যে, ইনি যখন আপেক্ষিকতার ভক্ত হইলেন, তবে ঐকান্তিকতার ভক্ত কে? স্বমত-সমর্থনের জন্য যত টুকু আপেক্ষিকতার প্রয়োজন, কেবল সেই টুকু আপেক্ষিকতার প্রতি ভক্তি, এবং তদতিরিক্ত আপেক্ষিকতার প্রতি অভক্তি প্রকাশ করা কম্‌টির উদ্দেশ্য নহে,কিন্তু ফলে তাহাই দাঁড়াইতেছে। জ্যোতিষ-বিদ্যা কিমীয়-বিদ্যা ইত্যাদি কম্‌টির স্বাভিপ্রেত কতকগুলি বিদ্যা-সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, উক্ত বিদ্যা-পরম্পরাতে কাল্পনিকতা ও তার্কিকতা পরিমাণ-বিশেষে আছে এবং বৈজ্ঞানিকতাও পরিমাণ-বিশেষে আছে; এই স্থলেই কম্‌টি আপেক্ষিকতা-ভক্ত; কিন্তু অন্য এক দিকে তিনি বলেন যে, পারমার্থিক বিদ্যাতে একান্তই কাল্পনিকতা, দার্শনিক বিদ্যাতে একান্তই তার্কিকতা; এস্থলে কম্‌টি ঐকান্তিকতা-ভক্ত; এইরূপ দেখা যাইতেছে যে কম্‌টি স্থির-প্রতিজ্ঞ নহেন। আর এক দিকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কম্‌টি আবশ্যক মতে দার্শনিক তত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক পদবী প্রদান করিতে ঘৃণা বোধ করেন নাই। ইহার কতিপয় দৃষ্টান্ত কম্‌টির পজিটিব্ ফিলজফি নামক তাঁহার মূল গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদ হইতে নিম্নে উদাহৃত হইতেছে।

"And thus we have that part of the scale appropriate to modern civilization divided into three great orders;—the Industrial or practical; the Æsthetic or poetic; and the Scientific or philosophical,—of which this is the natural order. All are indispensable in their several ways: they represent *universal*, though not equally pressing needs; and aptitudes also *universal*, though unequally marked. They correspond to the three several aspects under which every subject may be positively regarded—as *good* or beneficial as *beautiful* and as *true*."

এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি যে "সত্য সুন্দর এবং মঙ্গল" মানবীয় উন্নতি-প্রবাহের এই যে তিনটি শ্রেণী-বিভাগ, ইহা কি দার্শনিক তত্ত্ব নহে? প্লেটো নামক গ্রীক-দেশীয় সুবিখ্যাত তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের যে ওটি প্রধানতম সিদ্ধান্ত, ইহা কাহারো অবিদিত নাই। এইরূপ, কম্‌টি নিজে যদি দার্শনিক তত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন, তবে দার্শনিক পণ্ডিতেরা আপনারদিগের সুনিশ্চিত তত্ত্ব-সকলকে বৈজ্ঞানিক বলিলে তাঁহার তাহাতে অমত হইবার কারণ কি? কম্‌টি যদি দার্শনিক সিদ্ধান্ত সকলের মধ্য-হইতে কাল্পনিক অংশ এবং বৈতর্কিক অংশ বাদ দিয়া তদীয় বৈজ্ঞানিক অংশ রক্ষা করিবার পথ রাখিতেন, তবে তাহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না; কিন্তু তিনি দার্শনিক তত্ত্ব সকলকে সমূলে নির্ম্মূল করিতে গিয়া এমনি একটি ভ্রমাবর্ত্তে পড়িয়াছেন যে,তথা হইতে নির্গমন করা সুকঠিন। আর এক স্থানে মানব-বিজ্ঞানের আলোচনা-প্রণালীর আদর্শ সম্বন্ধে কম্‌টি এইরূপ বলেন।

"This scheme must comprehend, on the one hand, *Humanity* itself in its *existence* and *action*; and on the other

hand the general medium whose permanent influence is an essential element in the whole movement."

Humanity শব্দের প্রতি কম্‌টির যেমন অনুরাগ entity শব্দের প্রতি তাঁহার তেমনি বিরাগ; কিন্তু কেন যে এরূপ,তাহা বুঝা দুষ্কর; কেন না উক্ত দুই শব্দের মধ্যে পরস্পর এরূপ নিকট সম্বন্ধ যে, একটিকে আরেকটির সহোদর বলিলেও বলা যায়। বলিতে কি, "মনুষ্যত্বের অস্তিত্ব এবং কার্য্য", একথা কম্‌টির মুখে কোন ক্রমেই শোভা পায় না। কম্‌টি তবে মনুষ্যত্বের অস্তিত্ব মানেন? তাহা যদি হয় তবে entity শব্দের অপরাধ কি? বস্তুর অস্তিত্ব, মনুষ্যের অস্তিত্ব, ইত্যাদি—এই এক শ্রেণী, এবং বাস্তবিকতার* অস্তিত্ব,মনুষ্যত্বের অস্তিত্ব ইত্যাদি—এ আর এক শ্রেণী। ইংরাজি ভাষায় শেষোক্ত শ্রেণী Scholastic শব্দে উক্ত হয়,বঙ্গীয় সাধু ভাষায় Scholastic শব্দের প্রতিশব্দ সহসা পাওয়া যাইতেছে না কিন্তু ইতর ভাষায় টুলো (টোল-সম্বন্ধীয়) শব্দ তাহার অবিকল প্রতিশব্দ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। বাস্তবিকতার অস্তিত্ব এবং কার্য্য বলিলে কম্‌টির মতে দার্শনিকতা হয়, কিন্তু মনুষ্যত্বের অস্তিত্ব এবং কার্য্য বলিলে দার্শনিকতা হয় না; এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, কম্‌টির মতে চলিতে গেলে, দার্শনিকই বা কি এবং অদার্শনিকই বা কি, ইহা স্থির করিয়া উঠিতে পারা যায় না। কম্‌টির বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মর্ম্মের প্রতি যদি দৃষ্টি করা যায় তবে বোধ হয় যে "মনুষ্যত্ব" এ শব্দটি তিনি নিতান্তই বল পূর্ব্বক আনয়ন করিয়াছেন। গ্রহত্বের অস্তিত্ব এবং কার্য্য, তাপত্বের অস্তিত্ব এবং কার্য্য, জলত্বের অস্তিত্ব এবং কার্য্য, প্রাণত্বের অস্তিত্ব এবং কার্য্য, এ সকলই কম্‌টির মতে অবৈজ্ঞানিক, কিন্তু মনুষ্যত্বের অস্তিত্ব এবং কার্য্য ইহা তাঁহার মতে বৈজ্ঞানিক—এত বৈজ্ঞানিক যে বিজ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ শিখরে স্থান পাইবার যোগ্য! ইহার প্রত্যুত্তরে কম্‌টি বলিবেন যে, মনুষ্যের পরিবর্ত্তে মনুষ্যত্ব শব্দ ব্যবহার করিবার একটি বিশেষ কারণ আছে যথা—মনুষ্য নিজে অস্থায়ী কিন্তু মনুষ্যত্ব চিরস্থায়ী; মনুষ্যের বিদ্যা বুদ্ধি ধর্ম্ম স্বাধীনতা, এসমস্ত মনুষ্যের সঙ্গে সঙ্গে বিনাশ পায় না, প্রত্যুত মনুষ্যত্বের পুষ্টি-সাধন করত উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিতে থাকে। একজন মনুষ্য বিদ্যার বা ধনের বা ধর্ম্মের যত টুকু বৃদ্ধি করিবার তাহা করিয়া চলিয়া গেলেন; তাহার পরে আর এক জন উঠিলেন; ইনি আর এক গ্রাম উন্নতি-সাধন করিয়া চলিয়া গেলেন, তাহার পরে আর এক জন উঠিলেন; এইরূপ করিয়া বিদ্যা ঐশ্বর্য্য ধর্ম্ম স্বাধীনতা এ সমস্তের বৃদ্ধি হইতে লাগিল, কিন্তু যাঁহারা সেই উন্নতির প্রবর্ত্তক তাঁহারা একে একে অন্তর্হিত হইতে লাগিলেন। এই প্রকার পদ্ধতি অনুসারে মনুষ্যত্বের ক্রমাগতই উন্নতি হইতেছে; মনুষ্যের ক্রমাগতই বিলোপ হইতেছে। অস্থায়ী মনুষ্যের বিষয় আলোচনা করিলে কি হইবে? চিরস্থায়ী এবং চির-বর্দ্ধমান যে মনুষ্যত্ব, তদ্বিষয়ের আলোচনা কর যে, উত্তম জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া কৃতার্থ হইবে। কম্‌টির এই যে কথা, শুদ্ধ কেবল ঐহিক বিবেচনা করিলে এ কথা অতীব সত্য কিন্তু কম্‌টির বৈজ্ঞানিক মতের সহিত উহার ঐক্য হয় কি না ইহাই এক্ষণে বিচার্য্য। মনুষ্যত্ব কি এমন কোন একটি পদার্থ যে, তাহার অস্তিত্ব আছে এবং কার্য্য করিবার সামর্থ্য আছে? মনুষ্যত্বকে যদি মরণ-ধর্ম্ম-রহিত রাক্ষস-রূপে কল্পনা করা যায় এবং বিদ্যা বুদ্ধি শ্রী ঐশ্বর্য্য নৈ-

* Entity প্রভৃতি।

পুণ্য ইত্যাদি সম্বলিত মনুষ্যগণকে তাহার ভোজ্য-সামগ্রী রূপে কল্পনা করা যায়, তবে বলা যাইতে পারে যে মনুষ্য-ভোজন দ্বারা মনুষ্যত্ব দিন দিন স্ফীত হইয়া উঠিতেছে; কিন্তু কম্‌টি বলিবেন যে মনুষ্যত্বকে ব্যক্তি বিশেষ বলিয়া ধার্য্য করিলে পারমার্থিকতা হয়,আমরাও বলিব যে, তাহা করিলে কাল্পনিকতা হয়। যদি বলা যায় যে,মনুষ্যত্ব একটি নিগূঢ় তত্ত্ব,এবং মনুষ্য তাহার আবির্ভাব বা অভিব্যক্তি, তাহা হইলে কম্‌টির মতে দার্শনিকতা হয় এবং আমারদের মতে তার্কিকতা হয়। তার্কিকতা কেন হয়? না যেহেতু মনুষ্য-ছাড়া মনুষ্যত্ব যে কি তাহা ঠিক করিতে গেলে তর্ক বিতর্কের আর সীমা থাকে না। কিন্তু যদি এরূপ বলা যায় যে মনুষ্যের স্থায়ী এবং চিরোন্নতি-ক্ষম যে-সকল অনন্য-সাধারণ গুণ, মনুষ্যত্ব সেই-সমুদায় গুণের সমষ্টি, তাহা হইলে কাল্পনিকতাও হয় না, তার্কিকতাও হয় না, সুতরাং বিজ্ঞানের কিছু মাত্র বিরোধিতা হয় না। প্রকৃত কথা এই যে, মনুষ্য মাত্রেতেই মনুষ্যত্ব আছে—কোথাও বা, কখনওবা, মনুষ্যত্বের সমুচিত অভিব্যক্তি হয়, কোথাও বা, কখনো বা, মনুষ্যত্ব অনভিব্যক্ত থাকে—এবং উপযুক্ত কাল-সহকারে মনুষ্যত্বের ক্রমশই অভিব্যক্তি হয়।

মনুষ্যত্ব যদি ব্যক্তি-বিশেষ না হইল, মনুষ্যত্ব যদি স্বতন্ত্র সত্তা-বিশেষ না হইল, তবে "মনুষ্যত্বের অভিব্যক্তি" একথার অর্থ কি? এই উহার অর্থ যে, মনুষ্যের যে-সকল অনন্য-সাধারণ গুণ আছে তাহারদেরই অভিব্যক্তি। মনুষ্যের পুরাবৃত্ত অধ্যয়ন করিলে সেই-সমস্ত ক্রমোন্নতি-ক্ষম অনন্য-সাধারণ গুণেরই পরিচয় পাওয়া যায়। মনুষ্যত্ব প্রতি-মনুষ্যেই আছে, কিন্তু তাহার অভিব্যক্তি সকল মনুষ্যে সমান নহে। এজন্য, যে মনুষ্যে মনুষ্যত্বের ভাব অপেক্ষাকৃত অভিব্যক্ত হইয়াছে, সেই মনুষ্যের ইতিবৃত্ত অধ্যয়ন করা অপেক্ষাকৃত ফলদায়ক। "মনুষ্যত্বের ইতিবৃত্ত" বলিলে কি বুঝায়? না, যে সকল মনুষ্য স্ব স্ব সময়ে মনুষ্য-সমাজের নেতা এবং আদর্শ-স্বরূপ ছিলেন তাঁহারদের সহিত তাৎকালিক অন্যান্য উচ্চ নীচ মনুষ্যগণের এবং তাৎকালিক অবস্থা ও ঘটনাবলির কিরূপ বাধ্য-বাধকতা ছিল; এবং উত্তরোত্তর নূতন নূতন নেতৃগণের উত্থান বশতঃ সেই বাধ্য-বাধকতার ক্রমশ কিরূপ রূপান্তর ঘটিয়া আসিয়াছে, এই সমস্তের ইতিবৃত্ত। এইরূপ দেখা যাইতেছে মনুষ্যত্বের ইতিবৃত্তও যাহাকে বলে, উচ্চ নীচ নেতৃ-মনুষ্যগণের এবং তাঁহারদের আনুসঙ্গিক অন্যান্য মনুষ্যগণের ইতিবৃত্তও তাহাকে বলে; ইহা ভিন্ন মনুষ্যের-ইতিবৃত্ত-ছাড়া যে মনুষ্যত্বের ইতিবৃত্ত,তাহা খ-পুষ্পবৎ নিতান্ত অলীক। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব মনুষ্যগণের যে সকল সমবেত কার্য্য, তাহা কি কেবল অতীত কালের ইতিবৃত্ত মাত্র হইয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে, বর্ত্তমান কালের উপর কি তাহারদের কিছু মাত্র অধিকার নাই? পূর্ব্ব পূর্ব্ব সময়ে যে-সকল কার্য্য কৃত হইয়াছে, বর্ত্তমান কালে অবশ্যই তাহার ফল বর্ত্তিয়াছে। সে ফল কি? না মনুষ্যত্বের উচ্চতর অভিব্যক্তি। ইহাতে এই দাঁড়াইতেছে যে, মনুষ্যত্ব-বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে মনুষ্যের পুরাবৃত্ত অধ্যয়ন করা ভিন্ন যে, দ্বিতীয় উপায় নাই, এমন নহে; বর্ত্তমান মনুষ্যের ভাব-গতি প্রণিধান করিয়া দেখিলেও মনুষ্যত্ব-বিষয়ে যথোচিত জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়; কেন না মনুষ্যের যে কিছু পুরাবৃত্ত, (জ্ঞাতই হউক আর অজ্ঞাতই হউক তাহাতে আইসে যায় না) সমুদায়ই বর্ত্তমান মনুষ্যগণের মধ্যে ফল-রূপে অন্তর্ভূত রহিয়াছে; ইহা কেবল নয়, ভবিষ্যতে

যাহা ঘটিবে তাহাও বীজরূপে অন্তর্ভূত রহিয়াছে। জ্ঞান, ধর্ম্ম, বিশুদ্ধ প্রীতি ইত্যাদির স্ফূর্ত্তিতেই যে মনুষ্যত্ব, এবং নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশীকরণেতেই যে মনুষ্যত্ব, ইহা বিশেষ-রূপে জানিতে হইলে আত্মজ্ঞানের যত প্রয়োজন, পুরাবৃত্ত-পাঠের তত প্রয়োজন নাই। বালকেরা প্রথমে অনবরতই কড়ানিয়া শতকিয়া প্রভৃতি মুখস্থ করে, কিন্তু যখন তাহারা ত্রৈরাশিকের নিয়ম অবগত হয় তখন সে কার্য্য হইতে তাহারা অব্যাহতি লাভ করে—কেন না, তখন, কড়ানিয়া প্রভৃতির যে কোন অংশ জানিবার আবশ্যকতা হয় তাহা তাহারা ত্রৈরাশিক গণনা দ্বারাই নিশ্চয় করিতে পারে। এইরূপ যতক্ষণ না আত্মজ্ঞান উদ্বোধিত হয় ততক্ষণই পুরাবৃত্তের নিকট মনুষ্যত্বের সংবাদ জিজ্ঞাসা করা শোভা পায়, পরন্তু আত্মজ্ঞান উদ্বোধিত হইলে অত আয়াস পাইবার কিছু মাত্র আবশ্যকতা থাকে না। কেন না মনুষ্যের আত্মাই মনুষ্যত্বের বাস-স্থান। কম্‌টি বলেন যে মনুষ্যত্ব-বিজ্ঞানের কেবল একটি মাত্র পদ্ধতি; কি? না ঐতিবৃত্তিক পদ্ধতি। আমরা বলি যে, তদ্ভিন্ন তাহার আর একটি পদ্ধতি আছে; কি? না দার্শনিক পদ্ধতি। এবং আরো এই বলি যে, ঐতিবৃত্তিক পদ্ধতির ন্যায় দার্শনিক পদ্ধতিও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অন্তর্গত। কিন্তু কম্‌টির মত এই যে আত্মজ্ঞান এক বারেই অসম্ভব। তিনি এইরূপ বলেন যে "Since science has shown the marvellous power of the positive method, modern metaphysics has endeavoured to make its own philosophy congenial with the existing state of the human mind by adopting a logical principle equivalent to that of science, whose conditions were less and less understood. This procedure, very marked from the time of Locke onward, has now issued in dogmatically sanctioning, under one form or another, the isolation and priority of moral speculation, by representing this supposed philosophy to be, like science itself, founded on a collection of observed facts. This has been done by proposing, as analogous to genuine observation, which must always be external to the observer, that celebrated interior observation which can be only a parody on the other and according to which the ridiculous contradiction would take place, of our reason contemplating itself during the common course of its own acts.

এখানে কম্‌টি আত্ম-বিজ্ঞানের প্রতি তিনটি দোষ আরোপ করিয়াছেন; প্রথম দোষ এই যে, আত্মবিজ্ঞান প্রকৃত বিজ্ঞানের এক প্রকার কিম্ভূত অনুকরণ; দ্বিতীয় দোষ এই যে, আত্মবিজ্ঞানের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত সকল কৃত্রিম; সেই কৃত্রিম পরীক্ষার বলে ধর্ম্ম-বিষয়ক আলোচনাকে বিজ্ঞানের প্রথানুসারে একটি স্বতন্ত্র এবং অনন্যাপেক্ষ স্থান দেওয়া অবৈধ। তৃতীয় দোষ এই যে, জ্ঞান আপনার প্রতি লক্ষ্য করিলে জ্ঞানের অন্য কার্য্য চলে না, এবং জ্ঞানের কার্য্য-বৈচিত্র্য না থাকিলে জ্ঞান-বিষয়ে জানিবার কিছুই থাকে না; সুতরাং দার্শনিক আত্মজ্ঞান নিতান্তই অসম্ভব। প্রথম দোষ কত দূর সত্য তাহা প্রথমে দেখা যাইতেছে। আত্মবিজ্ঞান কি বাস্তবিকই প্রকৃত বিজ্ঞানের এক প্রকার কিম্ভূত অনুকরণ? কম্‌টির মতে বেকন এবং দেকার্ত্তের সময়ে প্রকৃত বিজ্ঞানের সূত্রপাত হইয়াছে। বেদান্ত-দর্শন তাহার বহু পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল। সুতরাং কোন পূর্ব্বতন বেদান্ত-গ্রন্থে যদি বিশিষ্ট রূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলোকন করা যায় (যে প্রণালী উপলক্ষে উপরের উদ্ধৃত ভাগে এইরূপ উক্ত হইয়াছে, "a logical principle equivalent to that of science") পূর্ব্বতন কোন বেদান্ত-গ্রন্থে যদি ঐরূপ স্পষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রণালী পাওয়া যায়, তবে তাহা যে, কোন অংশেই আধুনিক বিজ্ঞানের অনুকরণ নহে, তাহা যে প্রকৃত প্রস্তাবেই বৈজ্ঞানিক, এবিষয়ে আর কাহারো সংশয় থাকিতে পারে না। শাঙ্কর-ভাষ্যের ভূমিকাটি পাঠ করিয়া দেখিলে কেহই এমন বলিতে পারিবেন না যে, তাহা কোন অংশে বৈতর্কিক কিংবা কাল্পনিক—প্রত্যুত সকলকেই বলিতে হইবে যে, সেখানে বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে। উক্ত ভূমিকার তাৎপর্য্য এইরূপ, যথা,—"আমি" এইরূপ জ্ঞানের যিনি গোচর তিনিই বিষয়ী, এবং "তদ্‌ভিন্ন অন্য" এইরূপ জ্ঞানের যাহা গোচর তাহাই বিষয়; সুতরাং জ্ঞানের সিদ্ধান্তে বিশ্বাস করা যদি উচিত হয় তবে বিষয় এবং বিষয়ী উভয়ের মধ্যে প্রভেদ মানিতে হয়। কিন্তু লৌকিক ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি করিলে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, জ্ঞানের সিদ্ধান্তের বিপরীতে বিষয়ের সহিত বিষয়ীকে এবং বিষয়ীর সহিত বিষয়কে জড়িত করিয়া দেখা জনসমাজে আবহমান-কাল প্রচলিত রহিয়াছে। জ্ঞানের সহিত লৌকিক ব্যবহারের এই যে বিরোধিতা ইহারই নাম অবিদ্যা। শঙ্করাচার্য্যের এই যে যুক্তি প্রণালী ইহা যদি বৈজ্ঞানিক না হয় তবে কি যে বৈজ্ঞানিক তাহা স্থির করা দেবতাদিগেরও অসাধ্য হইয়া পড়ে। কম্‌টির মতে যাহা বৈজ্ঞানিক তাহার একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। রাসায়নিক প্রণালী অনুসারে জলকে বিভাগ করিলে দুইটি মাত্র বাষ্প পাওয়া যায়, তৃতীয় আর কিছুই পাওয়া যায় না। কিন্তু যখন সেই দুইটি বাষ্পকে যথা পরিমাণে একত্র মিলিত করা যায় তখন তদ্দ্বারা জল উদ্ভূত হয় না। "উক্ত দুই বায়ুর সংযোগে জল উদ্ভূত হয় না" ইহা দেখিয়া রাসায়নিক পণ্ডিতেরা এমন কথা বলিবেন না যে, তবে বুঝি উক্ত বাষ্পদ্বয় জলের মূলাংশ না হইবে। কিন্তু তাঁহারা অনুসন্ধান দ্বারা জানিলেন যে, উক্ত বাষ্পদ্বয় সম্মিলিত করিয়া তন্মধ্যে যদি তাড়িত-প্রবাহ চালনা করা যায়, তাহা হইলে উভয়ে তৎক্ষণাৎ জল রূপে পরিণত হয়। ইহাতে এইরূপ সিদ্ধান্ত হইল যে, উক্ত বায়ুদ্বয় জলের মূলাংশ হইয়াও যে ইতি পূর্ব্বে জলোৎপাদনে অশক্ত হইয়াছিল, তাহার কারণ কেবল তাড়িত প্রবাহের অবর্ত্তমানতা। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে পূর্ব্বোক্ত বেদান্তের যুক্তি-প্রণালী কি শেষোক্ত বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রণালীর অবিকল প্রতিরূপ নহে? রসায়ণ-বিদ্যা বলেন যে জলের দুইটি মূলাংশ; বেদান্ত বলেন জ্ঞানের দুইটি মূল-তত্ত্ব, কি? না বিষয় এবং বিষয়ী। রসায়ণ-বিদ্যা বলেন যে, তাড়িত-প্রবাহ বশতঃ জলের মূলাংশদ্বয় পরস্পর সংশ্লিষ্ট-ভাবে পরিণত হয়, বেদান্ত বলেন যে অবিদ্যা বশতঃ বিষয় এবং বিষয়ী পরস্পর সংশ্লিষ্ট রূপে প্রতিভাত হয়। রসায়ণ বিদ্যা এইরূপ প্রমাণ প্রদর্শন করেন যে, দুইটি মূলাংশের মধ্যে একটি কেবল লৌহের সহিত সম্মিলিত হইতে পারে, এবং যখন তাহা লৌহের সহিত সম্মিলিত হয় তখন অপরটি স্বভাবতঃ লৌহের সহিত সম্মিলিত হইতে পারে না বলিয়া স্বাতন্ত্র্য লাভ করে; এইরূপে জলের মধ্য-হইতে দুইটি মূলাংশ পৃথক্‌কৃত হইতে পারে। বেদান্তের প্রমাণ এই যে, জ্ঞানেরই কেবল আপনার প্রতি এইরূপ একটি আকর্ষণ আছে যে, জ্ঞান স্বভাবতঃই আপনাকে অজ্ঞান-হইতে ভিন্ন করিয়া দেখে; এজন্য জ্ঞানের চক্ষে বিষয় এবং বিষয়ী পরস্পর বিবিক্ত না হইয়া থাকিতে

পারে না ; যেমন উত্তপ্ত লৌহের সন্নিধানে জলের মূলাংশদ্বয় পৃথক্‌কৃত না হইয়া থাকিতে পারে না,—সেইরূপ। পুনশ্চ যেমন তাড়িতের প্রভাবে উক্ত মূলাংশদ্বয় জলীভূত হইয়া যায় সেইরূপ অবিদ্যা বা মোহের প্রভাবে বিষয়-বিষয়ী একত্র জড়ীভূত দেখায় ; ইহা পরীক্ষা করিলেই জানা যাইতে পারে। কিন্তু কম্‌টির মতে আত্মা নিষিদ্ধ বস্তু ; তাঁহার মতে জল-বিষয়ে বিজ্ঞান-প্রয়োগ করিবার কোন বাধা নাই কিন্তু আত্মা-বিষয়ে বিজ্ঞান-প্রয়োগ করিলে বিজ্ঞান কলঙ্কিত হয়। কিন্তু বেদান্তের বিষয় নিষিদ্ধ হউক বা না হউক, এবং বেদান্তের সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক হউক বা না হউক, বেদান্তের যুক্তি প্রণালী যে কাল্পনিক বা বৈতর্কিক নহে সুতরাং তাহা যে বিশুদ্ধ রূপে বৈজ্ঞানিক, এবং তাহার সে বৈজ্ঞানিকতা যে আধুনিক বৈজ্ঞানিকতার এক প্রকার কিম্ভূত অনুকরণ নহে, প্রত্যুত তাহা বহু পুরাতন, এবিষয়ে এক্ষণে আর সংশয় হইতে পারে না।

পরীক্ষিত বৃত্তান্ত-সকলের কৃত্রিমতা এবং তন্নিবন্ধন—ধর্ম্ম-বিষয়ের যে বিজ্ঞানানুরূপ স্বতন্ত্র এবং অনন্যাপেক্ষ আলোচনা, তাহার অবৈধতা, কম্‌টির মতে, আত্মবিজ্ঞানের দ্বিতীয় দোষ। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, বেদান্তের তাৎপর্য্য উপরে যাহা প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার কোন্ স্থানটি কৃত্রিম ?. বিষয় হইতে বিষয়ী ভিন্ন অর্থাৎ যে জানিতেছে এবং যাহাকে জানিতেছে উভয়ে বিভিন্ন, ইহা কৃত্রিম না লৌকিক ব্যবহার স্থলে বিষয়-বিষয়ীর বিবেক সাধিত হয় না এই যে একটি পরীক্ষিত বৃত্তান্ত, ইহা কৃত্রিম ? জ্ঞান আপনাকে জ্ঞান বলিয়া জানে, ইহা কৃত্রিম ? না বিষয়কে তদ্বিপরীত বলিয়া জানে ; ইহা কৃত্রিম ? না মনুষ্য যখন আপনাকে জ্ঞান-বর্জ্জিত জড়-পদার্থ বলিয়া স্থির করে, তখন জ্ঞানের প্রতিকূলে চলা হয়, ইহা কৃত্রিম ? অপর জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি জ্যোতি-র্বিদ্যা,রসায়ন-বিদ্যা ইত্যাদি বিদ্যা-সকল অন্যান্য বিদ্যা হইতে স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ ভাবে আলোচিত হইতে পারে, তবে আত্মতত্ত্ববিদ্যা সে রূপে আলোচিত হইতে না পারিবে কেন ? যে কোন বিদ্যা হউক্, চাই তাহাকে স্বতন্ত্র রূপে আলোচনা করি, চাই অন্যান্য বিদ্যার সহিত একত্রে আলোচনা করি, যেমন করিয়াই আলোচনা করি না, তাহাতে তাহার বৈজ্ঞানিকতার কিছুমাত্র হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে না। চাই সকল ধাতুর বিষয় নির্বিশেষে আলোচনা করি, চাই স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতির বিষয় পৃথক্ পৃথক্ রূপে আলোচনা করি, তাহাতে ধাতুবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিকতার কিছুমাত্র হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। অতএব আত্মতত্ত্ব বিদ্যাকে স্বতন্ত্র এবং অনন্যাপেক্ষ রূপে আলোচনা করাতে তাহার বৈজ্ঞানিকতাতে কোন প্রকার দোষ পৌঁছিতে পারে না।

কম্‌টির মতে আত্মবিজ্ঞানের তৃতীয় দোষ এই যে আত্ম-বিজ্ঞান হইতেই পারে না। তিনি বলেন যে জ্ঞান অন্যান্য-বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিলে তাহার আত্ম-চিন্তার সামর্থ্য থাকে না এবং অন্যান্য বিষয়ে ব্যাপৃত না থাকিলে জ্ঞানের ভিতরে জানিবার বিষয় কিছুই থাকে না, অতএব আত্মজ্ঞান অসম্ভব। ইহার প্রতি বক্তব্য এই যে,"জ্ঞান অন্যান্য বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিলে তাহার আত্ম-চিন্তায় সামর্থ্য থাকে না" ইহার অর্থ এই যে, জ্ঞান অন্য বিষয়েও নিযুক্ত থাকিবে এবং আত্ম-বিষয়েও নিযুক্ত থাকিবে,এ দুইটি কার্য্য এক সঙ্গে হইতে পারে না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, "দুই বিষয় এক-সঙ্গে জ্ঞাত হইতে পারে না" এ তথ্যটি কম্‌টি কোথা হইতে পাইলেন ? তিনি কি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া ও-কথা বলিতেছেন ? না স্বতঃসিদ্ধ বিবেচনা করিয়া তাহা পরীক্ষা করিবার আবশ্যকতাই বোধ করিতেছেন না ? পরীক্ষাতে ত এই রূপ দেখা যায় যে, নিরবচ্ছিন্ন একটি মাত্র বিষয় চিন্তা করা যত কঠিন, দুই বিরোধী বিষয় একত্রে চিন্তা করা তত কঠিন নহে। আমি যখন একটা অট্টালিকা চিন্তা করি, তখন তাহার বাম-পার্শ্ব এবং দক্ষিণ-পার্শ্ব, তাহার তল-দেশ এবং ছাদ, ইত্যাদি বিপরীত অংশ-সকল যুগপৎ চিন্তা করি; এ অবস্থায় অন্য কোন ব্যক্তি যদি ইহার বিপরীত করিয়া থাকেন, তবে তিনি তাহা ব্যক্ত করিয়া বলুন। স্বীয় পক্ষকে যদি স্বতঃ সিদ্ধ বল, তাহাতেও নিস্তার নাই। "দুই বিষয়ের পরস্পর বাধ্য-বাধকতা ভিন্ন কোন বিষয় চিন্তনীয় হয় না" ইহাই আমারদের মতে স্বতঃসিদ্ধ; যদি স্বতঃসিদ্ধ শব্দটি শুনিতে-তীব্র বোধ হয়, তবে "উহা স্বতঃ সিদ্ধ" ইহার পরিবর্ত্তে "উহা নিশ্চিত সত্য" এই কথা বসাও, তাহাতে আমারদের কোন আপত্তি নাই। কোন অট্টালিকা ভাবিতে গেলে তাহার পত্তন-ভূমি এবং তাহার ছাদ দুই-ই একত্রে ভাবিতে হয়, কোন ঘটনা ভাবিতে গেলে তাহার অব্যবহিত আদি অব্যবহিত অন্ত দুই-ই যুগপৎ ভাবিতে হয়, কোন ভূমি বিশেষ ভাবিতে গেলে তাহার চতুঃসীমা ভাবিতে হয়, এক কথায় এই যে, বাধ্য-বিষয় ভাবিতে গেলে বাধক-বিষয় ভাবিতে হয়। এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবের মীমাংসা-জন্য আর অধিক কষ্ট পাইতে হইবে না। বিষয়ী এবং বিষয়ের মধ্যে বাধ্য-বাধক সম্বন্ধ, সুতরাং উভয়কে এক সঙ্গে চিন্তা করিবার কিছুমাত্র বাধা নাই। ছায়া এবং আলোক উভয়কে এক সঙ্গে চিন্তা করিবার কিছু মাত্র বাধা নাই। বাধা দূরে থাকুক, নিরবচ্ছিন্ন আলোক অপেক্ষা ছায়া-পরিবৃত আলোক ভাবনা করা সহজ। আমি যখন কোন বিষয়-বিশেষ ভাবিতেছি তৎকালে আমি অনায়াসে এই তথ্যটির প্রতি মনো-নিবেশ করিতে পারি যে, আমিই এই বিষয়টি ভাবিতেছি; সুতরাং মন যখন বিষয়-বিশেষে ব্যাপৃত আছে, তখনও আত্ম-চিন্তা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত। তবে কি ? না যদিও বাধ্য এবং বাধক রূপ দুই পক্ষ যুগপৎ চিন্তা করা প্রয়োজনীয় কিন্তু যখন যে পক্ষে অধিকতর ভর দেওয়া যাইবে, সেই পক্ষই তখন মুখ্যরূপে এবং অপর পক্ষ গৌণরূপে চিন্তার বিষয় হইবে। যদি আত্ম-পক্ষে অধিকতর ভর দেওয়া যায় তবে আত্মাই চিন্তার মুখ্য বিষয় হয়, এবং যদি বিষয়-পক্ষে অধিকতর ভর দেওয়া যায়, তবে তাহাই চিন্তার মুখ্য বিষয় হয়। এই রূপে আত্মাকে মুখ্য-রূপে চিন্তার বিষয় করাকেই আত্ম-চিন্তা কহে। আত্ম-চিন্তা দ্বারা কি রূপে আত্মতত্ত্ব নির্ণীত হয়, তাহা পরে বিবেচনা করা যাইবে। এক্ষণে কম্‌টির "মনুষ্যত্বের অস্তিত্ব এবং কার্য্য" বিষয়ে যাহা চরম বক্তব্য তাহা অগ্রে সমাপন করিয়া পশ্চাৎ বেদান্ত-মতে কাল্পনিকতা বৈতর্কিকতা এবং বৈজ্ঞানিকতা এ তিনের পরস্পর সম্বন্ধ কি রূপ তদ্বিষয়ে আলোচনা করা যাইতেছে।

রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস।

আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের তত্ত্ব সকল যে কত দূর জ্ঞানস্ফূর্ত্তি-বিধায়ক, তাহা কৃতবিদ্য ব্যক্তি মাত্রের অবিদিত নাই। অধুনা পদার্থ বিজ্ঞান সম্বন্ধে যত বিধ শাস্ত্রের অনুশীলন হইতে দেখা যাইতেছে, তাহার মধ্যে রসায়ন শাস্ত্রের সত্য সকল যেরূপ প্রত্যক্ষ পরীক্ষাসিদ্ধ ও তত্ত্বজ্ঞানোদ্দীপক, সেরূপ আর প্রায় কোন শাস্ত্রই নহে। বাহ্য

জগতের সূক্ষ্ম তত্ত্ব অবগত হইতে না পারিলে যদি অন্তর্জ্জগতের সূক্ষ্মতত্ত্ব উপলব্ধি করা অসম্ভব হয়, তাহা হইলে কেহই রসায়ন শাস্ত্রের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারেন না। অধুনা অস্মদ্দেশের অনেকেই আগ্রহ সহকারে রসায়ন শাস্ত্রের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইতেছেন দেখিয়া ভরসা হইতেছে যে ইহার সাহায্যে ভৌতিক পদার্থের গূঢ় তত্ত্ব সকল অবগত হইয়া সকলেই ক্রমশঃ অভৌতিক পদার্থের তত্ত্ব লাভে উন্নত হইতে পারিবেন। যে রসায়ন শাস্ত্র আমাদিগকে কিয়দ্দূর উন্নত করিয়াছে এবং যাহা আমাদিগকে চির দিন উন্নত করিবার দৃঢ় আশ্বাস প্রদান করিতেছে, তাহার ইতিবৃত্ত যে কত দূর আদরণীয়, তাহা উক্ত শাস্ত্রের অনুশীলন কারী মাত্রেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। আমরা তাঁহাদিগের তৃপ্ত্যর্থে অল্প অল্প করিয়া উক্ত শাস্ত্রের প্রথম সূত্রপাত হইতে বর্ত্তমান উন্নতি পর্য্যন্ত সমুদায় বিষয়ের যথাসম্ভব ইতিবৃত্ত প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি।

মানব জাতির ইতিহাসের ন্যায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ইতিহাসের উপকারিতা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। বিজ্ঞান সমূহের প্রতিদিন যে সকল উন্নতি সাধিত হইতেছে, তাহা লইয়াই যাঁহারা ব্যস্ত, তাঁহারা কোন শাস্ত্রের ভূতকালীয় অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে অবকাশ প্রাপ্ত হয়েন না। ফলতঃ বর্ত্তমান কালে বিজ্ঞানোন্নতির এত দূর প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিয়াছে যে যদি কেহ কোন বিজ্ঞানের অদ্যকার আবিষ্ক্রিয়াদি হইতে দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্ব্বক তাহার গত কল্যের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে তাঁহার আর বহমান উন্নতি স্রোতের সহচর হইয়া থাকিবার সম্ভাবনা থাকে না। কালের গতি এইরূপ হইয়া উঠিলেও সকলেরই ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক যে, আমাদিগের সামাজিক ও রাজ-নৈতিক ব্যবহার-নিয়ম সকল যেমন বিগত সহস্রাধিক বর্ষের লক্ষ লক্ষ ধী-শক্তি সম্পন্ন লোকের মানসিক শ্রমে গঠিত ও সংশোধিত হইয়াছে; সেইরূপ বিজ্ঞান শাস্ত্র সমূহের বর্ত্তমান উন্নত অবস্থাও ততোধিক বিগত কালের অসংখ্য চিন্তাশীল মহাজনের শ্রম ব্যতিরেকে গঠিত ও পরিমার্জ্জিত হইতে পারে নাই। পৃথিবীতে এপর্য্যন্ত সামাজিক বিপ্লব-সংখ্যা অপেক্ষা, বৈজ্ঞানিক বিপ্লব-সংখ্যা এবং তরবারির সমর-সংখ্যা অপেক্ষা লেখনীর সমর-সংখ্যা কোন অংশেই ন্যূন হয় নাই। কোন সাম্রাজ্যের ধ্বংশ জনিত কোলাহল অপেক্ষা কোন বৈজ্ঞানিক মতের পতন-জনিত কোলাহল-ধ্বনি কোন অংশেই অল্প হয় নাই। অতএব যাঁহারা সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস পাঠ করিয়া তৃপ্তি লাভ করেন, তাঁহারা বিজ্ঞান শাস্ত্রের ইতিহাস পাঠ করিয়া কোন মতেই অতৃপ্ত হইবেন না।

কোন বিজ্ঞান শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিতে হইলে পুরাকালীয় লোকদিগের সেই বিজ্ঞান বিষয়ে কত দূর জ্ঞান ছিল তাহাই প্রথমতঃ দেখা আবশ্যক। এই সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রায় সমুদায় বিদ্যায়ই তাঁহাদিগের যথা কথঞ্চিৎ সংস্কার ছিল। তাঁহারা বিজ্ঞান মাত্রকে তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত করিতেন; যথা, দর্শন বা মনোবিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং নীতি বিজ্ঞান। কেহ মনোবিজ্ঞান এবং কেহ বা নীতি বিজ্ঞানকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেন কিন্তু কাহাকেও কখন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে শুনা যায় নাই। কেহ কেহ বিজ্ঞানকে বিহঙ্গাণ্ডের

সহিত তুলনা করিয়া মনোবিজ্ঞানকে তাহার আবরক কোষ স্বরূপ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে তাহার লালা স্বরূপ এবং নীতি বিজ্ঞানকে তাহার কুশুম স্বরূপ বলিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ আবার বিজ্ঞানকে মনুষ্যের সহিত উপমা করিয়া মনোবিজ্ঞানকে তাহার অস্থি স্বরূপ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে তাহার মাংস স্বরূপ এবং নীতি বিজ্ঞানকে তাহার আত্মা স্বরূপ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। প্লেটো বলিয়া গিয়াছেন যে মনোবিজ্ঞান আর প্রাকৃতিক বিজ্ঞান দুই পৃথক্ পদার্থ; কারণ যাহা অপরিবর্ত্তনীয় ও অক্ষয়, তাহাই মনোবিজ্ঞানের এবং যাহা নিত্য পরিবর্ত্তন ও ক্ষয়শীল, তাহাই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। সিনিক সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিরা * বিজ্ঞান মাত্রকেই নিতান্ত অনর্থক জ্ঞান করিয়া তাহার প্রতি সম্পূর্ণ বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেন। ইহ জীবনে সর্ব্ব প্রকার স্বার্থাভিসন্ধি হইতে মুক্ত হওয়াই তাঁহাদিগের পরম ধর্ম্ম। সক্রেটিস্ সর্ব্বাপেক্ষা দর্শন শাস্ত্রেরই অধিকতর অনুরাগী ছিলেন। তিনি বলিতেন যে কিছুমাত্র পর্য্যবেক্ষণ না করিয়াও শুদ্ধ চিন্তা দ্বারাই বাহ্য পদার্থের প্রকৃত তত্ত্ব সকল অবগত হওয়া যাইতে পারে। আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানই সকল বিজ্ঞানের যথার্থ লক্ষ্য। তাঁহার উক্তি এই যে বাহ্য পদার্থ পরিদর্শন দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর—শস্য ক্ষেত্র ও বৃক্ষাদি পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা মনুষ্যের কিছু মাত্র শিক্ষা করিবার বিষয় নাই সুতরাং আবশ্যকতাও নাই। কথিত আছে অনেক দর্শনানুরাগী পণ্ডিত সক্রেটিসের এই রূপ মতের [illegible] স্বীয় চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটন [illegible]। তাঁহার এই রূপ কার্য্যের তাৎপর্য্য এই যে তিনি ঐ উপায় দ্বারা বাহ্য বস্তুর দর্শনাকর্ষণ হইতে বিমুক্ত হইয়া নিরন্তর কেবল চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকিতে পারিবেন। এই রূপ অনুষ্ঠানের সহিত গ্যালিলিওর মৃত্যু কালীন বাক্যের কি আশ্চর্য্য বিপরীত সম্বন্ধ! তিনি বলিয়াছিলেন "আমার যে দক্ষিণ চক্ষুর কার্য্য নিচয় হইতে এতাদৃশ মহৎ ফল সকল উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার শক্তি এক্ষণে জন্মের মত নির্ব্বাপিত হইল। যে বাম চক্ষুর দর্শন শক্তি বহু দিন হইতে অপটু হইয়া রহিয়াছে, তাহাও অবিরাম ক্রন্দন দ্বারা এক্ষণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া গেল"। পুরাকালীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ আবার বলিতেন যে ক্ষেত্রতত্ত্ব বিদ্যা শুদ্ধ ভূমি পরিমাপন কার্য্যে এবং জ্যোতির্ব্বিদ্যার উন্নতি সাধিত হইলে তাহা কেবল নাবিকগণের পোত পরিচালন কার্য্যেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে, এতভিন্ন তদুভয় আর কোন কারণেই মনুষ্যের বিশেষ চিন্তা বা অনুশীলনের বিষয় হইতে পারে না।

এইরূপে ভূত কালের ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে তৎকালীন পণ্ডিতদিগের সামান্য সংস্কার অপেক্ষা আর অধিক কিছুই ছিল না। এইক্ষণকার দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক ছাত্রেরা পৃথিবী, জল ও অগ্নি প্রভৃতি পদার্থের যেরূপ তত্ত্ব সকল অবগত হইতে পাইতেছে, তাহা পুরাকালীয় মহাচিন্তা-পরায়ণ পণ্ডিতদিগের প্রণীত গ্রন্থাবলির ত্রিসীমায়ও দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা হউক বর্ত্তমান কালে বিজ্ঞান শাস্ত্রের এরূপ উন্নতি সত্ত্বেও আমরা কোন মতেই প্রাচীন পণ্ডিতগণের প্রতি কিছুমাত্র অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে পারি না; কারণ তাঁহারা বহু সত্যের আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।

* [illegible] সম্প্রদায়ের গুরু [illegible]।

আমাদিগকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে প্লেটো স্বকীয় অসাধারণ ধীশক্তি প্রভাবে উৎকৃষ্ট গ্রীক ভাষার গঠন ও সংস্করণ বিষয়ে অশেষ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং আরিষ্টটেলের ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তি পৃথিবীতে অতি অল্পই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ মহাত্মাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী কাল বা সমকালে যে সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছিল, তৎসমুদায়ই তাঁহাদিগের প্রণীত গ্রন্থাবলিতে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

প্রাচীন পণ্ডিতেরা বৈজ্ঞানিক বিষয় সম্বন্ধে স্বচ্ছন্দে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে পারিতেন বটে, কিন্তু তাঁহারা প্রকাশ্য ভাবে তৎসম্বন্ধীয় পরীক্ষাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন না। তাঁহারা যে সকল বিঘ্ন বাধার মধ্যে অবস্থিতি করিয়া বৈজ্ঞানিক সত্য সমুদায়ের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা অবগত হইলে কেহই তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারেন না। পূর্ব্বে জন-সাধারণ মধ্যে এই রূপ সিদ্ধান্ত প্রচারিত ছিল যে এই জগতের সকলই দেবতাদিগের কার্য্য; তৎসমুদায়ের তত্ত্বানুসন্ধান করা নিতান্ত স্পর্দ্ধা ও পাপ-জনক। এক সময়ে এথেন্স নগরে জিউস্ দেবতার বজ্রাগ্নি মেঘ-ঘর্ষণোৎপন্ন সামান্য অগ্নি রূপে ব্যাখ্যা[illegible] হওয়ায় সাধারণ জনগণ মধ্যে মহাকোলাহ[illegible] উপস্থিত হইল। জিউস্ দেবতা অস্মদ্দেশী[illegible] ইন্দ্রের ন্যায় বায়ু ও মেঘাদির অধিপ[illegible] এবং তিনিই বজ্রপাত করেন বলিয়া গ্রীকে[illegible] বিশ্বাস করিতেন, সুতরাং ঐরূপ ব্যাখ্যা[illegible] দ্বারা উক্ত দেবতার অবমাননা হইল জ্ঞা[illegible] করিয়া এথেন্সের লোকেরা ব্যাখ্যান কর্ত্[illegible] প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল।

এই রূপ উপধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সহস্র[illegible] প্রতিবন্ধকতা বশতঃ প্রায় সকল দেশে[illegible] বহুকাল পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণা-স্রো[illegible]

একেবারে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। ঐ সময়ে অধিকাংশ লোকেই বিস্ময় ও শ্রদ্ধা সহকারে প্রাকৃতিক পদার্থাদির পূজা করিতেন; সুতরাং তৎকালে যাঁহারা তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা ঐরূপ পদার্থ সকলকে সামান্য ভৌতিক পদার্থ বলিয়া অন্তরে বিশ্বাস করিতেন, তাঁহারা লোক-ভয়ে তৎসম্বন্ধে কিছুই প্রকাশ করিতে সাহস পাইতেন না। কলম্বস্ ও গ্যালিলিওর সময় পর্য্যন্তও যে বিজ্ঞান বিষয়ে মনের গতি এই রূপ ছিল তাহা অনেকেই অবগত আছেন। স্যালামানকা নিবাসী যে সকল পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি কলম্বসের নিকট আটলাণ্টিক মহাসমুদ্র পারস্থ ভূভাগের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অসংখ্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং ইটালি দেশস্থ ধর্ম্মাধিকরণের যে সকল বিচারপতি গ্যালিলিওর বৈজ্ঞানিক মত সমুদায় পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহারা পুরাকাল প্রচলিত উপধর্ম্মের কুসংস্কার পরতন্ত্র হইয়া উক্ত দুই ব্যক্তিকে যে কত দূর নির্যাতন করিয়াছিলেন তাহা বলা বাহুল্য।

উক্ত রূপ উপধর্ম্মের প্রতিবন্ধকতা ভিন্ন পূর্ব্ব কালে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উন্নতি সম্বন্ধে আরও অনেক প্রকার বাধা ছিল। তৎকালে পৃথিবীতে যত সভ্য জাতি ছিল, তাহার মধ্যে কেহই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনের উপযুক্ত হইতে পারেন নাই। গ্রীক জাতির [illegible]ন প্রথমাবধি দর্শন শাস্ত্রের অনুশীলনেই [illegible]

তাঁহারা দুই একটি মা[illegible] নৈসর্গিক ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া[illegible] তদ্দ্বারা একেবারে বৃহৎ বৃহৎ প্রাকৃতিক [illegible]নিয়ম সকল অবধারণ করিতে কিছু মাত্র [illegible]সঙ্কুচিত হইতেন না। কালডিয়া ও পারস্য দেশীয় লোকেরাও পূর্ব্ব কালে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিশেষ কোন উন্নতি সাধন[illegible] করিতে পারেন নাই। তাঁহারাও তত্ত[illegible]দ্দেশীয় ফলিত জ্যোতিষ্, যাদু বিদ্যা এবং অন্যান্য বিবিধ রূপ কুসংস্কারাত্মক [illegible] অনুবর্ত্তী লোকদিগের সার্ব্বক্ষণিক [illegible] বশতঃ কিছুই করিতে পারেন [illegible]। প্রাচীন কালে অস্মদ্দেশীয় আর্য্যগণ [illegible] দর্শন শাস্ত্রীয় বিবিধ [illegible] ব্যস্ত হইয়া [illegible] তাঁহারাও প্রাকৃতিক বি- [illegible] গনোনি[illegible] [illegible] হয়েন নাই। [illegible] দেশে উক্ত বিজ্ঞানে[illegible] টুকু উন্নতি [illegible] তাহা [illegible] [illegible] অন্যের [illegible] বিন্দু মাত্র [illegible] না। [illegible] ঐ দেশ [illegible] অনেক [illegible] লাভ করিয়াছিলেন [illegible] যে ঐ দে[illegible] কোন্ গ্রন্থ হইতে তা[illegible] কিছুই সন্ধান পাওয়া [illegible] না। গ্রীকেরা [illegible]ফিনিশীয়দিগের নিকট [illegible] বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অনেক বিষয় শিক্ষা [illegible]য়াছিলেন [illegible] কিছু মাত্র নিশ্চিত সন্ধান [illegible]

তড়িতের কি আশ্চর্য্য লীলা।

এই রহস্যময় জগতের সকলই মহৎ, সকলই বিস্ময় জনক। ইহার যে পদার্থ গত কল্য যার পর নাই সামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল, অদ্য তাহা কোন কোন তত্ত্বদর্শীর নিকটে অসীম রহস্য-পূর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে, এবং অদ্য যাহা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া সাধারণের প্রতীতি হইতেছে, হয়ত কল্যই তাহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য সকল পরিজ্ঞাত হইয়া কোন তত্ত্বানুসন্ধায়ি ব্যক্তি অনির্ব্বচনীয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকিবেন। ফলতঃ যিনি এই জগতের কিছুই সামান্য বোধে পরিত্যাগ না করিয়া সকলেরই স্থূল তত্ত্ব সকল অবলম্বন পূর্ব্বক [illegible] সূক্ষ্ম তত্ত্বের অনুসন্ধানে ধাবি[illegible] হইতেছেন, তাহার আনন্দো[illegible] মুখী[illegible] ন্যায় কখন[illegible] হইবার [illegible] অদ্য আমরা যে [illegible] পদার্থের [illegible] আশ্চর্য্য কার্য্য বিশেষ বর্ণনা করিবার [illegible] করিয়াছি, পূর্ব্বে [illegible] আকাশ[illegible] মেঘোৎপন্ন বস্তু বিশেষ বলিয়া নির্ণয় করিয়া তাহার তত্ত্বানুসন্ধানে সম্পূর্ণ রূপে বিরত [illegible] ছিলেন। [illegible] প্রত্যয় ছিল [illegible] বুদ্ধির অতীত; [illegible] পূর্ব্বে [illegible] পরীক্ষা [illegible] [illegible]

দেবশ্রী ধারণ করিবে। কিন্তু যিনি আমাদিগকে ক্রমে উন্নত হইতে উন্নততর অবস্থায় লইয়া যাইবেন বলিয়া সৃষ্টি কালেই সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাঁহার এমনই ইচ্ছা যে যাঁহারা পার্থিব পদার্থের মধ্য হইতে তড়িৎ প্রকাশ করিবার সন্ধান পাইলেন, তাঁহারা অধিক কাল তাহাকে লোকের প্রমোদ ক্ষেত্রের সহচর ভাবে রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা অনতিকাল বিলম্বেই তদ্দ্বারা বিবিধ প্রয়োজন সাধন করাইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং ক্রমে পরীক্ষা দ্বারা জানিতে লাগিলেন যে যাহাকে তাঁহারা প্রথমে [illegible] ও পরিত্যাজ্য এবং [illegible] কৌতুকাবহ [illegible] স্থান করিতেন, ভৌতিক পদার্থের [illegible] তাহার [illegible] হিতকারী মিত্র [illegible] নাই। [illegible] হইবার পর [illegible] বর্ত্তমান [illegible] তাহার দ্বারা মা[illegible] কুলের [illegible] প্রয়োজন সাধিত হইয়াছে [illegible] সঙ্কীর্ণ প্রস্তাবে উল্লেখ করিয়া [illegible] যায় না। এস্থলে [illegible] বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে ইহার সাহায্যে [illegible] কালের ব্যবধান ঘটিত বাধা অতিক্রম করিয়া পৃথিবীর [illegible] দেশের লোকেই এক্ষণে ইচ্ছা [illegible] করিতেছেন, ইহার সাহায্যে ভৌতিক পদার্থ সমূহের অসাধ্য সংযোগ বিয়োগ [illegible] সাধিত হওয়ায় রসায়ন শাস্ত্রের [illegible] পাইতেছে [illegible] অসাধ্য [illegible] হইতেছে [illegible] সুখ [illegible] সাহায্য [illegible]

নিকট হইতে যে সকল উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, কালক্রমে যে তাহা হইতে শ্রেষ্ঠতর উপকার সকল প্রাপ্ত হইতে পারিব, তাহাতে আর কিছু মাত্র সংশয় নাই। আমরা যে ভবিষ্যতে তড়িতের সাহায্যে শ্রেষ্ঠতর প্রয়োজন সকল অনায়াসে সিদ্ধ করিতে সমর্থ হইব, তাহা শুদ্ধ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই বলিতেছি না—এক্ষণেই তাহার স্পষ্ট সূত্রপাত দেখা যাইতেছে। অল্প দিন হইল সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, জর্ম্মণ দেশীয় জনৈক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত তড়িৎ সাহায্যে দীর্ঘ কালের মৃত দেহে পুনর্ব্বার জীবন সঞ্চার করিয়াছেন এবং প্রসিদ্ধ নামা এণ্ড্রু জ্যাক্সন্ ডেবিসের হারমোনিয়া [illegible] গ্রন্থে তড়িতের সাহায্যে বৃষ্টির [illegible] নিরাময় [illegible] যেরূপ যুক্তি ও প্রক্রিয়া লি[illegible] তদ্দ্বারা সকলের মনে [illegible] ভাবী কলাফল বিষয়ে কিরূপ অনুমান হইতে পারে? [illegible] দ্বারা এই [illegible] তথাপি কেহই [illegible] অদ্ভুত [illegible] না বলিয়া থাকিতে [illegible] না। সম্প্রতি [illegible] আর একটি [illegible] তাহা অব[illegible] বৃহৎ [illegible] সূত্রপাত, তা[illegible] সন্দেহ নাই। [illegible] দ্বারা [illegible]

নহে, তদ্দ্বারা আবার এক স্থানের বস্তুও স্থানান্তরে প্রেরণ করা যাইতে পারে। তড়িতের এই পরমাশ্চর্য্য ক্রিয়া হইতে ভবিষ্যতে অবশ্যই মহৎ ফল সকল উৎপন্ন হইবে; সুতরাং বোধ হয় এক্ষণে সকলেই এই অশ্রুতপূর্ব্ব কার্য্যের সবিশেষ বিবরণ অবগত হইতে পারিলে তৃপ্ত হইবেন।

ভৌতিক পদার্থ সকল তড়িৎ প্রভাবে কি রূপে স্থানান্তরিত হয়, তাহা সামান্য আয়াস স্বীকার করিলেই প্রত্যেক ব্যক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। তড়িৎ যন্ত্রের * যে দুইটি প্রান্ত থাকে, তাহা কোন মিশ্র পদার্থে প্রয়োগ করিলে প্রবাহিত তড়িদ্দ্বয়ের প্রভাবে তাহার উপাদান সকল পরস্পর বিযুক্ত হইয়া পড়ে। ঐরূপ বিয়োগ কালে উপাদান গুলির মধ্যে কিয়দংশ তড়িৎ যন্ত্রের এক প্রান্ত অভিমুখে এবং অপরাংশ অপর প্রান্ত অভিমুখে ধাবিত হয়। তড়িতের এবম্বিধ প্রকৃতি অবগত হইয়া ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ তড়িৎ দ্বারা পদার্থ সমূহের স্থানান্তর করণ সম্বন্ধে যে সকল পরীক্ষা করিয়া থাকেন, আমরা এস্থলে তাহার কতিপয়ের উল্লেখ করিতেছি।

(১) যদি তড়িৎ-যন্ত্রের স্ত্র্যাকার প্রান্ত কোন পাত্রস্থ জলের সহিত সংযোজন এবং তাহার পুরুষাকার প্রান্ত এক হস্তে ধারণ পূর্ব্বক অপর হস্তের অঙ্গুলি সেই জলের সহিত সংস্পৃষ্ট করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে শরীরাভ্যন্তর হইতে বিবিধ অম্ল পদার্থ (লবণ দ্রাবক, গন্ধক দ্রাবক ইত্যাদি) বহির্গত হইয়া গিয়া উক্ত জলের সহিত মিশ্রিত হইবে। আবার যদি তড়িৎ যন্ত্রের পুরুষাকার প্রান্ত জলের সহিত সংযোজন এবং স্ত্র্যাকার প্রান্ত এক হস্তে ধারণ পূর্ব্বক অপর হস্ত দ্বারা উক্ত জল স্পর্শ করা যায়, তাহা হইলে শরীর হইতে বিবিধ ক্ষার পদার্থ বহির্গত হইয়া গিয়া ঐ জলের সহিত মিশ্রিত হইবে। যে সকল ক্ষার ও অম্ল পদার্থ পরস্পর রাসায়নিক আকর্ষণে মিলিত হইয়া শারীর পদার্থ রূপে পরিণত হইয়া রহিয়াছে, তাহারাই তড়িৎ প্রভাবে পরস্পর বিযুক্ত হইয়া গিয়া দুই প্রান্তের নিকট উপস্থিত হয়।

(২) যদি আইওডাইড অব্ পটাসিয়মের দ্রবে বস্ত্র খণ্ড ভিজাইয়া তাহা বাম হস্তে এবং গঁদের জলে অপর বস্ত্র খণ্ড ভিজাইয়া তাহা দক্ষিণ হস্তে ধারণ করা যায় এবং যদি তড়িৎ যন্ত্রের পুরুষাকার প্রান্তের সহিত বাম হস্তস্থিত দ্রব ও স্ত্র্যাকার প্রান্তের সহিত দক্ষিণ হস্তস্থিত দ্রব সংলগ্ন করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে মুহূর্ত্ত মধ্যে বাম হস্তস্থিত আইওডাইড অব্ পটাসিয়মের আইওডিন অংশ শরীরাভ্যন্তর ভেদ করিয়া যাইয়া দক্ষিণ হস্তস্থিত গঁদের সহিত মিলিত হইবে এবং বস্ত্র খণ্ডকে নীলবর্ণ করিয়া তুলিবে। গঁদের সহিত আইওডিন মিলিত হইলে নীল বর্ণের

* বহুবিধ তড়িৎ যন্ত্র আছে, তন্মধ্যে যেরূপ যন্ত্র দ্বারা প্রস্তাবিত কার্য্য সম্পাদিত হয়, তাহা বিবিধ পদার্থের রাসায়নিক সংযোগ বিয়োগ বশতঃ কার্য্যকারী হয়। একটি কাচের চোঙ্গার মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণ জল যুক্ত গন্ধক দ্রাবক রাখিয়া তাহাতে এক খণ্ড দস্তা প্রায় নিমগ্ন করিয়া রাখ এবং একটি মৃত্তিকা নির্ম্মিত চোঙ্গার মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণ নির্জল নাইট্রিক এসিড্ বা যবক্ষার দ্রাবক রাখিয়া তাহাতে এক খণ্ড প্লাটিনম, স্বর্ণ বা অঙ্গার প্রায় নিমগ্ন করিয়া রাখ। ইহার পর যদি প্রথমোক্ত কাচের চোঙ্গার মধ্যে শেষোক্ত মৃত্তিকার চোঙ্গা স্থাপন কর এবং দুইটি চোঙ্গার মধ্যস্থিত দুই খণ্ড ধাতুর সহিত দুইটি তাম্র তার সম্বদ্ধ করিয়া দেও, তাহা হইলে উত্তম তড়িৎ যন্ত্র নির্ম্মিত হইবে। উক্ত দুইটি তারই যন্ত্রের প্রান্ত। উহার একটি দিয়া পুরুষাকার (Positive) তড়িৎ এবং আর একটি দিয়া স্ত্র্যাকার (Negative) তড়িৎ প্রবাহিত হয়। যেরূপ একটি যন্ত্রের বিষয় বর্ণিত হইল, তাহার অনেক গুলি একত্রিত করিলে প্রভূত বলশালী যন্ত্র হইতে পারে।

উৎপত্তি হয়; সুতরাং যখন দক্ষিণ হস্তস্থিত বস্ত্র খণ্ড নীলবর্ণ হইতে থাকে, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে বাম হস্তস্থিত আইওডিন অবশ্যই তথায় গমন করিতেছে। যদি দুই বা ততোধিক ব্যক্তি হস্তে হস্তে পরস্পর সংস্পৃষ্ট থাকেন, তাহা হইলেও এই রূপ প্রক্রিয়া দ্বারা এক প্রান্তস্থিত ব্যক্তির বাম হস্তগত পদার্থ অপর প্রান্তস্থিত ব্যক্তির দক্ষিণ হস্তে যাইয়া উপস্থিত হইবে। এই রূপ পরীক্ষা দ্বারা চিকিৎসা শাস্ত্রের যে কত দূর উন্নতির সূত্র পাতিত হইয়াছে, তাহা চিকিৎসা ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য ব্যক্তির হৃদয়ঙ্গম করা সুকঠিন। তৎসম্বন্ধে এস্থলে এই মাত্র বলিলেই সর্ব্ব সাধারণের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইবে যে অধুনা এই রূপ প্রক্রিয়া দ্বারা কোন কোন তড়িৎ-বিদ্যাবিৎ চিকিৎসক প্রয়োজন অনুসারে রোগীর শরীরে বিবিধ ঔষধ দ্রব্য প্রবেশ করাইয়া এবং তাহা হইতে পারদ, শিসুলক্ষার প্রভৃতি ধাতু ঘটিত বিষ দ্রব্য সকল বাহির করিয়া নানা প্রকার উৎকট রোগ আরোগ্য করিতেছেন। যখন শরীরাভ্যন্তরস্থ কোন বিশেষ স্থান বা যন্ত্রের রোগ নিবারণার্থে ঔষধ প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয়, তখন সেই ঔষধ বাহ্যে প্রলেপ বা মুখ দ্বারা সেবন করা অপেক্ষা এই প্রক্রিয়া দ্বারা পীড়িত স্থানে প্রবেশ করাইয়া দিলে অল্প ক্ষণেই বিস্তর উপকার দর্শে। বোধ হয় এই রূপ ঔষধ-প্রয়োগ-প্রণালী দ্বারা ভবিষ্যতে সকল পীড়াই সহজে আরোগ্য হইতে পারিবে।

(৩) যদি একটি হংস ডিম্ব তপ্ত জলে সিদ্ধ করিয়া তাম্র পাত্রের উপর স্থাপন করা যায় এবং যদি তড়িৎ-যন্ত্রের পুরুষাকার প্রান্তের সহিত সেই পাত্র ও স্ত্রাকার প্রান্তের সহিত সেই অণ্ড সংযুক্ত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে অল্প ক্ষণের মধ্যেই নিম্নস্থিত পাত্র হইতে তাম্রকণা সকল বিযুক্ত হইয়া ডিম্বের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তাম্রকণা সকল যে ডিম্বের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহার প্রমাণ এই যে, ডিম্বের অভ্যন্তরস্থ সমুদায় পদার্থ যেমন হরিদ্বর্ণ হইয়া যায়, তেমনি আবার তাহা তাম্র-ধাতুর আস্বাদযুক্ত হইয়া উঠে।

(৪) তড়িৎ দ্বারা দূরবর্ত্তী স্থানেও বস্তু সকল প্রেরণ করা যাইতে পারে। যদি এক স্থানে একটি গোল-আলুর মুখচ্ছেদ করিয়া তাহার সহিত তড়িৎ যন্ত্রের পুরুষাকার প্রান্ত ও দূরস্থিত অন্য স্থানে একটি পাত্রে আইওডিনের দ্রব বা অরিষ্ট রাখিয়া তাহার সহিত ঐ যন্ত্রের স্ত্রাকার প্রান্ত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া যায় এবং যদি একটি প্লাটিনম ধাতুর তার দ্বারা উক্ত আলু ও আইওডিনের দ্রব পরস্পর সংযুক্ত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ দ্রব অল্প কালের মধ্যেই পাত্রস্থ দ্রবের মধ্য হইতে পৃথক্ হইয়া ঐ তারের গাত্র দিয়া গমন পূর্ব্বক গোল-আলুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে। গোল আলুতে আইওডিন যাওয়ার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে আলুর যে স্থানে প্লাটিনম ধাতুর তার নিবদ্ধ থাকে সেই স্থান ঘোর নীলবর্ণ যুক্ত হইয়া উঠে। শ্বেতসার বা গঁদের সহিত আইওডিন মিশ্রিত হইলে উভয়ে মিলিয়া এক প্রকার নীলবর্ণ পদার্থ উৎপন্ন হয়। আলুতে যে শ্বেতসার থাকে, তাহার সহিত আইডিন যাইয়া সংযুক্ত না হইলে নীলবর্ণ চিহ্ন দৃষ্ট হইবে কেন। এই রূপে ভৌতিক পদার্থ সমুদায় স্থানান্তরিত করিবার উপায় প্রাপ্ত হইয়া মানব জাতি যে ক্রমশঃ সুখ স্বচ্ছন্দতার উচ্চতর সোপানে উত্থিত হইতেছেন, সম্প্রতি তাহার একটি আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত শুনিতে পাওয়া গিয়াছে।

অল্প দিন হইল সংবাদ পত্র পাঠ

করিয়া অনেকেই অবগত হইয়াছেন যে আমেরিকায় এক ব্যক্তি মেদ রোগ বশতঃ এতদূর স্থূলকায় হইয়া উঠিয়াছিলেন যে তিনি সহজে গমনাগমন বা পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেন না। একজন ডাক্তর তাঁহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ আরোগ্য করিয়া দিবার আশ্বাস দিয়া একটি টেলিগ্রাফ্ আফিসে লইয়া গেলেন। ডাক্তার তথায় গিয়া ঐ ব্যক্তির গাত্র হইতে প্রায় সমুদায় বস্ত্র ও পাদুকা উন্মোচন করিয়া লইলেন এবং তত্রত্য বৃহদাকার তড়িৎ যন্ত্রের এক প্রান্ত তাঁহার শরীরের সহিত সম্বদ্ধ করিয়া দিলেন। এইরূপ করিবার পরক্ষণ হইতেই তাঁহার শরীরের বসা ক্রমশঃ অলক্ষিত ভাবে অন্তর্হিত এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল স্পষ্টাক্ষরে শীর্ণ হইতে লাগিল। প্রবল তড়িৎ প্রবাহ বশতঃ তাঁহার শরীরাভ্যন্তরে বিষম জ্বালা উপস্থিত হইল বটে, কিন্তু তিনি বহু দিনের অসাধ্য ও কষ্টকর ব্যাধি হঠাৎ আরোগ্য হইতে দেখিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। এদিকে তাঁহার শরীর যেমন শীর্ণ হইতে লাগিল, ওদিকে আবার নিকটবর্ত্তী ষ্টেসন হইতে সংবাদ আসিল যে 'তোমরা শীঘ্র ক্ষান্ত হও, আমাদিগের আফিশ-গৃহ মনুষ্য-বসায় পূর্ণ প্রায় হইয়া উঠিল'। এই রূপ সংবাদ পাইবার কিয়ৎক্ষণ পরেই তাঁহারা ক্ষান্ত হইলেন এবং উভয়ে মহানন্দে প্রস্থান করিলেন। এই সংবাদটি পাঠ করিয়া কত জনে যে কত কথা কহিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এমন কি অনেকে সংবাদটির বাস্তবিকতা বিষয়ে এতদূর অবিশ্বাস করিয়াছেন যে লেখকের প্রতি নানা প্রকার কটূক্তি করিতেও ত্রুটি করেন নাই। যাহা হউক বর্ত্তমান প্রস্তাবে যে সকল পরীক্ষার বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করিলাম, তত্তাবতের বাস্তবিকতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলে কেহই বোধ হয় আর কখন এইরূপ সংবাদের প্রতি বিরক্ত হইবেন না। যদি তড়িৎ প্রভাবে শরীরস্থ ক্ষার বা অম্ল পদার্থ পৃথক্ হইয়া বাহির হইতে পারে, যদি আইওডিন পদার্থ ধাতু-তার সহযোগে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে, তাহা হইলে প্রভূত পরিমাণ তড়িতের কার্য্য কারিতায় মনুষ্য-শরীর হইতে বসা পৃথক্ রূপে বাহির হইয়া অন্য ষ্টেসনে যাইতে পারিবে না কেন? উক্ত ডাক্তার কি প্রণালীতে তড়িৎ প্রয়োগ করিয়া শরীরের বসা স্থানান্তরে প্রেরণ করিলেন, তাহা সংবাদ পত্রিকায় লিখিত হয় নাই বটে, কিন্তু তাহা যে আমরা অনুমান করিতে পারি না এমত নহে। শারীরিক ক্ষার ও বসা পরস্পর বিপরীত গুণ বিশিষ্ট। তড়িৎ দ্বারা বিয়োজিত হইলে ক্ষার-পদার্থ পুরুষাকার প্রান্ত অভিমুখে এবং বসা স্ত্রাকার প্রান্ত অভিমুখে গমন করে। এই পরীক্ষিত সত্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে উক্ত ডাক্তারের কার্য্য প্রণালী সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। বোধ হয় তিনি রোগীর শরীরের সহিত টেলিগ্রাফ্ আফিশস্থ বৃহৎ তড়িৎ-যন্ত্রের পুরুষাকার প্রান্ত সংযুক্ত করিয়া ঐ যন্ত্রের যে স্ত্রাকার প্রান্ত অপর ষ্টেশন পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহা তত্রত্য লোকদিগকে ভূমিতে প্রোথিত করিয়া রাখিতে বলিয়াছিলেন। প্রান্তদ্বয় এইরূপে সংস্থাপিত হইলে উভয় প্রান্তের মধ্যবর্ত্তী অথচ সংযোজক যে ভূমি খণ্ড, তাহা তড়িতের উত্তম পরিচালক বলিয়া তাহার মধ্য দিয়া রোগীর শরীরের বসা যাইয়া অপর ষ্টেশনস্থ স্ত্রাকার প্রান্তের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত ৪র্থ পরীক্ষায় আইওডিন যে রূপে গোল আলুতে গমন করে, বসাও সেইরূপে এক স্থান

হইতে অন্য স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইতে পারে। তড়িৎ-বেগ বশতঃ যখন যে পদার্থ মধ্যবর্ত্তী কোন পরিচালক বস্তুর মধ্য দিয়া তড়িৎ-যন্ত্রের প্রান্তাভিমুখে ধাবিত হয়, তখন তাহা পথি মধ্যে অন্য কোন পদার্থের সহিত মিশ্রিত হয় না—তাহা অবিকৃতই থাকে। তড়িতের এবম্বিধ অসাধারণ কার্য্য কারিতা দর্শন ও শ্রবণ করিয়া এক্ষণে সকলেই যে পরিমাণে বিস্মিত হইতেছেন, ভবিষ্যতে তাহা অপেক্ষা যে কত গুণে অধিক হইতে হইবে, তাহার কিছু মাত্র নিশ্চয়তা নাই। তড়িতের প্রভাব অসামান্য ও অননুমেয় কিন্তু যে প্রভাব হইতে তড়িৎ আর আর ভৌতিক পদার্থের সহিত সমশ্রেণীভুক্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং যাহা দ্বারা তড়িৎ সামান্য লোষ্টের ন্যায় ইতস্ততঃ পরিচালিত হইতেছে, তাহাকে যে কি বলা যাইতে পারে, তাহা ভাবিতে গেলে সকলেরই মস্তক ঘূর্ণিত হইয়া যায়। সেই প্রভাব যথার্থই বাক্য মনের অতীত।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০ কার্ত্তিক রবিবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের একবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ণ তিন ঘণ্টার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ হইবে এবং সন্ধ্যা ৭ সাত ঘণ্টার সময়ে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

উল্লিখিত উৎসব উপলক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার উদ্দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম সংক্রান্ত কতকগুলি পুস্তক অর্দ্ধ মূল্যে বিক্রীত হইবে।

শ্রীজগচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক।

যাঁহাদিগের নিকট তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য দ্বাদশ মাস অনাদায় আছে, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান মাসের মধ্যে উহা পরিশোধ করিবেন। নতুবা সমাজ আর তাঁহাদের নিকট মাশুল দিয়া পত্রিকা প্রেরণে সমর্থ হইবেন না।

আগামী ৫ আশ্বিন রবিবার প্রাতে ৭ সাত ঘণ্টার সময় মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

আয় ব্যয়।

শ্রাবণ ১৭৯৬ শক, আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৪০৫ ৶১৫
পূর্ব্বকার স্থিত ...	৩২১৸/৫
সমষ্টি	৭২৭ /০
ব্যয়	২৯০৸/০
স্থিত	৪৩৬।●

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	১১ (১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১৪৮৸৶০
পুস্তকালয়	৯ /১০
যন্ত্রালয়	২০৭।৶১০
গচ্ছিত	২৮ ৸০
সমষ্টি	৪০৫ ৶১৫

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	৮৮ (১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৯০ ৶১০
পুস্তকালয়	১৮ ॥৶১০
যন্ত্রালয়	৫৮ ৶৫
গচ্ছিত	৩৫ ॥৵০
সমষ্টি	২৯০৸/০

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারী চক্রবর্ত্তী ...	৫
" মণিলাল মল্লিক ...	২
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন ...	২
দানাধারে প্রাপ্ত	২ (১৫
	১১ (১৫

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাকমাশুল বার্ষিক ছয় আনা। সম্বৎ ১৯৩১। কলিগতাব্দ ৪৯৭৫। ১ আশ্বিন বুধবার।

Registered No 58.

একমেবাদ্বিতীয়ং

অষ্টম কল্প
চতুর্থ ভাগ
কার্ত্তিক ১৭৯৬ শক

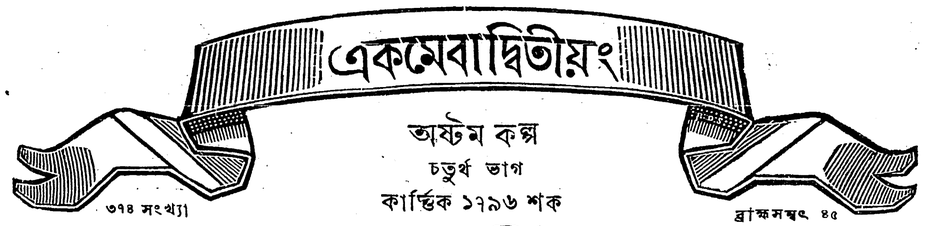

৩৭৪ সংখ্যা ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৫

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ।

প্রথম প্রপাঠক।

তৃতীয় খণ্ড।

দ্যৌরেবোদন্তরিক্ষং গীঃ পৃথিবী থমাদিত্যএবোদ্বায়ুর্গীরগ্নিস্থং সামবেদ এবোদ্যজুর্ব্বেদোগীঃ ঋগ্বেদস্থং। দুগ্ধেস্মৈ বাগ্‌দোহং যোবাচো দোহঃ। অন্নবানন্নাদো ভবতি যএতান্যেবং বিদ্বানুদ্‌গীথাক্ষরাণ্যুপাস্ত উদ্‌গীথইতি। ৭।

'দ্যৌঃ এব উৎ' উচ্চৈঃ স্থানাৎ 'অন্তরিক্ষং গীঃ' গিরণাৎ লোকানাং 'পৃথিবী থং' প্রাণিস্থানাৎ। 'আদিত্যঃ এব উৎ' ঊর্দ্ধত্বাৎ 'বায়ুঃ গীঃ' অগ্ন্যাদীনাং গিরণাৎ 'অগ্নিঃ থং' যজ্ঞীয়কর্ম্মাবস্থানাৎ। 'সামবেদঃ এব উৎ' স্বর্গসংস্তুতত্বাৎ 'যজুর্ব্বেদঃ গীঃ' যজুষা প্রত্তস্য হবিষো দেবতানাং গিরণাৎ 'ঋগ্বেদঃ থং' ঋচি অস্ফুটত্বাৎ সাম্নঃ। উদ্‌গীথাক্ষরোপাসনফলমুচ্যতে 'দুগ্ধে' দোগ্ধি 'অস্মৈ' সাধকায 'বাক্' 'দোহং' কোসৌ দোহঃ 'যঃ বাচঃ দোহঃ' ঋগ্বেদাদিশব্দসাধ্যং যৎ ফলং তৎ বাচোদোহস্তং স্বযমেব বাক্ দোগ্ধি আত্মানমেব দোগ্ধি কিঞ্চ 'অন্নবান্' প্রভূতান্নঃ 'অন্নাদঃ' দীপ্তাগ্নিঃ চ 'ভবতি' 'যঃ এতানি' যথোক্তানি 'এবং' যথোক্তগুণানি উদ্‌গীথাক্ষরাণি 'বিদ্বান্' সন্ 'উপাস্তে উৎ গী থ ইতি'। ৭।

স্বর্গই উৎ, অন্তরিক্ষ গী, পৃথিবী থ ; আদিত্যই উৎ, বায়ু গী, অগ্নি থ ; সামবেদই উৎ, যজুর্ব্বেদ গী, ঋগ্বেদ থ ; যিনি ইহাকে এই প্রকার জানিয়া উদ্‌গীথাক্ষরের উপাসনা করেন, বাক্য তাঁহার জন্য বাগ্‌দোহ অর্থাৎ পরমাত্ম-জ্ঞান দোহন করেন, এবং তিনি অন্নবান্ ও অন্ন ভোক্তা হয়েন। ৭।

অথ খল্বাশীঃ সমৃদ্ধিরুপসরণানীত্যুপাসীত যেন সাম্না স্তোষ্যন্ স্যাত্তৎসামোপধাবেৎ। ৮।

'অথ খলু' ইদানীং 'আশীঃসমৃদ্ধিঃ' আশিষঃ কামস্য সমৃদ্ধির্যথা ভবেৎ তৎ উচ্যতে, 'উপসরণানি' উপসর্ত্তব্যানি ধ্যেযানি 'উপাসীত' কথমুপাসীত 'যেন সাম্না' বিশেষেণ 'স্তোষ্যন্' স্তুতিং করিষ্যন্ 'স্যাৎ' ভবেৎ উদ্‌গাতা 'তৎ সাম' 'উপধাবেৎ' উপস্মরেৎ চিন্তয়েৎ উৎপত্ত্যাদিভিঃ। ৮।

অনন্তর কামনার সমৃদ্ধি যে প্রকারে হয়, তাহা উক্ত হইতেছে, ধ্যেয় বিষয়ের উপাসনা করিবেক, অর্থাৎ উদ্‌গাতা যে সাম দ্বারা স্তব করেন, সেই সামের চিন্তা করিবেক। ৮।

যস্যামৃচি তামৃচং যদার্ষেযং তমৃষিং যাং দেবতামভিষ্টোষ্যন্ স্যাত্তাং দেবতামুপধাবেৎ। ৯।

'যস্যাং ঋচি' তৎ সাম আস্তে 'তাং ঋচং' 'যদার্ষেযং' তৎ সাম 'তং ঋষিং' 'যাং দেবতামভিষ্টোষ্যন্ স্যাৎ তাং দেবতাং উপধাবেৎ'। ৯।

যে ঋকের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত সাম আছে সেই ঋক ও যদার্ষেয় পূর্ব্বোক্ত সাম সেই ঋষি এবং

উদ্‌গাতা যে দেবতার স্তব করেন, সেই দেবতার চিন্তা করিবেক। ৯।

যেন চ্ছন্দসা স্তোষ্যন্ স্যাত্তচ্ছন্দ উপধাবেদ্‌যেন স্তোমেন স্তোষ্যমাণঃ স্যাৎ তং স্তোমমুপধাবেৎ। ১০।

'যেন চ্ছন্দসা' গায়ত্র্যাদিনা 'স্তোষ্যন্ স্যাৎ তৎ চ্ছন্দঃ উপধাবেৎ, 'যেন স্তোমেন স্তোষ্যমাণঃ স্যাৎ তং স্তোমং উপধাবেৎ'। ১০।

যে চ্ছন্দ দ্বারা উদ্‌গাতা স্তব করেন সেই চ্ছন্দ চিন্তা করিবেক এবং যে স্তোম দ্বারা স্তব করেন সেই স্তোম চিন্তা করিবেক। ১০।

যাং দিশমভিস্তোষ্যন্ স্যাত্তাং দিশমুপধাবেৎ। ১১।

'যাং দিশং অভিস্তোষ্যন্ স্যাৎ তাং দিশং উপধাবেৎ' অধিষ্ঠাত্রাদিভিঃ সহ। ১১।

উদ্‌গাতা যে দিক্ অভিমুখ হইয়া স্তব করেন সেই দিক চিন্তা করিবেক। ১১।

আত্মানমন্তত উপসৃত্য স্তুবীত, কামং ধ্যায়ন্নপ্রমত্তোভ্যাসো হ যদস্মৈ সকামঃ সমৃদ্ধ্যেত যৎকামঃ স্তুবীতেতি যৎকামঃ স্তুবীতেতি। ১২।

'আত্মানং' স্বরূপং 'অন্ততঃ' অন্তে 'উপসৃত্য' উদ্‌গাতা 'স্তুবীত' 'কামং ধ্যায়ন্ অপ্রমত্তঃ' স্বরোষ্মব্যঞ্জনাদিভ্যঃ প্রমাদমকুর্ব্বন্ ততঃ 'অভ্যাসঃ' ক্ষিপ্রমেব 'হ' 'যৎ' যত্র 'অস্মৈ' এবং বিদে 'সঃ কামঃ' 'সমৃদ্ধ্যেত' সমৃদ্ধিং গচ্ছেৎ কোঽসৌ 'যৎকামঃ' সন্ 'স্তুবীত ইতি' দ্বিরুক্তিরাদরার্থা। ১২।

শেষে আত্ম স্বরূপ চিন্তা করিয়া স্তব করিবেন এবং প্রমাদ শূন্য হইয়া কামনানুরূপ ধ্যান করিবেন, এই প্রকার জানিয়া যিনি যাহা কামনা করিয়া স্তব করেন, তাঁহার সেই কামনা সিদ্ধ হয়। ১২।

সাংখ্য দর্শন।

আধ্যাসিক-জ্ঞান বা ভ্রম-জ্ঞান।

ইত্যগ্রে ভ্রম-জ্ঞানের লক্ষণ প্রায় প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা আর বিস্তার করিবার আবশ্যক নাই। ফল, ভ্রম-জ্ঞানের সাধারণ লক্ষণ এই যে, এক প্রকার বস্তুতে অন্য প্রকার জ্ঞান হওয়া। ইহাই ভ্রম বা অধ্যাস শব্দের প্রকৃত অর্থ, ইহাই স্মরণ থাকিলে যথেষ্ট হইবে।

এক্ষণে ভ্রমের উৎপত্তি ও নিবৃত্তির কারণ এবং তাহার অবান্তর প্রভেদ কিছু বর্ণন করা আবশ্যক হইতেছে। কারণ, ভ্রম-জ্ঞানেরও কোন না কোন ফল দেখা যায়। রজ্জু-সর্প দর্শনের অনন্তর ভয়ও জন্মে কম্পও জন্মে—পিপাসার্ত্ত ব্যক্তি মৃগ-তৃষ্ণিকা দর্শনেও পানীয় আহারণার্থে ধাবিত হয়। যদ্যপি ভ্রম মাত্রই মিথ্যা বা অসদ্বস্তু বিষয়ক, তথাপি সকল ভ্রমের ফল সমান নহে। ভিন্ন ভিন্ন ভ্রমের ভিন্ন ভিন্ন ফল দৃষ্ট হয়। ফল ভেদ দৃষ্টে ভ্রম-জ্ঞানেরও শ্রেণী ভেদ কল্পনা করা যায়। প্রথমত, সোপাধিক ও নিরুপাধিক ভেদে দুই প্রকার—অনন্তর উক্ত উভয় বিধের মধ্য হইতে সম্বাদী, বিসম্বাদী, আহার্য্য ও ঔপাধিক-আহার্য্য, এই চারি প্রকার জাতি কল্পনা করা যায়।

সোপাধিক ভ্রম।

যদি দুই বস্তু পরস্পর সন্নিহিত থাকে, আর সেই সন্নিধান বশত এক বস্তুর গুণ বা যে কোন ধর্ম্ম অন্য বস্তুতে মিথ্যা সত্য ভাবে সংক্রান্ত হয়, তাহা হইলে যাহার গুণ অন্যত্র সংক্রান্ত হইতেছে, তাহাকে উপাধি, আর যাহাতে সংক্রান্ত হইতেছে তাহাকে উপহিত বলা যায়। যে স্থলে উক্ত প্রকার উপাধির সংসর্গ বশত এক প্রকার স্বভাবাপন্ন বস্তু অন্য প্রকারে পরিদৃষ্ট হয়, সে স্থলে সোপাধিক ভ্রম। যেমন রক্তবর্ণ স্ফটিক—স্ফটিক স্বভাবতঃ স্বচ্ছ ও শুভ্রবর্ণ কিন্তু কখন কখন কোন রঞ্জক পদার্থের সন্নিধান বশতঃ পীত বা লোহিত বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে। তত্রত্য রঞ্জক বস্তু তৎকালে প্রত্যক্ষ

২৬১

গোচর হউক বা না হউক, "রক্তবর্ণ স্ফটিক" এই জ্ঞান ভ্রম এবং উহাই সোপাধিক ভ্রম।

নিরুপাধিক ভ্রম।

যে স্থলে উক্ত প্রকার কোন উপাধির সন্নিধান নাই, অথচ অন্যথা জ্ঞান হয়, (বস্তুর স্বরূপ এক প্রকার—জ্ঞান হয় অন্য প্রকার) সে স্থলে নিরুপাধিক ভ্রম। যথা নীল-আকাশ,—বস্তুত আকাশের কোন বর্ণ নাই, অথচ নিরভ্র অবস্থায়ও আকাশ প্রগাঢ় নীলবর্ণ বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে। এই স্থলে আকাশের নীলিমাকে নিরুপাধিক ভ্রম বলিয়া গণ্য করা হয়।

সম্বাদী ও বিসম্বাদী ভ্রম।

ভ্রম-প্রবৃত্ত ব্যক্তি অভীষ্ট লাভে বঞ্চিত হয়, এই সিদ্ধান্তই স্থির; কিন্তু কখন বা কাকতালীয় ন্যায়ে সফলও হয়। যে স্থলে ভ্রম-জ্ঞানে ফল লাভ হয়, সেই স্থলে সেই ভ্রমের নাম সম্বাদী ভ্রম—যে স্থলে ফল লাভে বঞ্চিত হওয়া যায়, সেই স্থলে তাদৃশ ভ্রম বিসম্বাদী নামে ব্যবহৃত হয়। এই বিসম্বাদী ভ্রমই প্রায়শঃ,—সম্বাদী ভ্রম কদাচিৎ।

মনে কর, কোন ব্যক্তির দূর হইতে বাষ্পেতে ধূম ভ্রম জন্মিয়াছে। অনন্তর সেই ভ্রান্ত ব্যক্তি তৎপ্রদেশে অগ্নির অস্তিত্ব অনুমান করিয়া, অগ্নি আহরণার্থে উপস্থিত হইয়া, দৈবাধীন তথায় অগ্নি প্রাপ্ত হইল। এমত স্থলে, ঐ ভ্রান্ত ব্যক্তির ধূম ভ্রম সম্বাদী হইয়াছে। যদি সে অগ্নি প্রাপ্ত না হইত, তাহা হইলে তাহার সেই ধূম জ্ঞান বিসম্বাদী হইত।

আহার্য্য ও ঔপাধিক-আহার্য্য ভ্রম।

যত্ন পূর্ব্বক বা ইচ্ছা পূর্ব্বক, এক প্রকার বস্তুতে অন্য প্রকার জ্ঞান সম্পাদন করার নাম আহার্য্য ভ্রম বা আহার্য্যারোপ। যথা মৃৎপিণ্ডে দেবতা বুদ্ধি (দেব-দেবীর প্রতিমায় দেবত্ব বুদ্ধি সম্পাদন করিয়া পূজা করা) রেখাতে অক্ষর বুদ্ধি। এই আহার্য্যারোপের জঠরে ভারতবর্ষীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রের জন্ম, সাংখ্য শাস্ত্রের উপাসনা কাণ্ডও ইহার অধীন।

উক্ত লক্ষণাক্রান্ত আহার্য্য ভ্রম যদি কোন উপাধি অবলম্বন করিয়া সম্পাদিত হয়, তবে তাহাকে ঔপাধিক-আহার্য্য ভ্রম বলা যায়। যথা, চন্দ্র এক—কিন্তু অঙ্গুলি দ্বারা নেত্র প্রান্ত চাপিয়া দেখিলে, দুই বা ততোধিক চন্দ্র দেখা যায়। আকাশে মেঘ নাই, অথচ বিদ্যা-বলে (ঐন্দ্রজালিক) তৎক্ষণাৎ সবিদ্যুৎ স্তনয়িত্নু দর্শন হইল। ক্ষুদ্রতম অক্ষর বা বৃহত্তম পর্ব্বতকে কাচ বিশেষের সংসর্গে বৃহত্তম বা ক্ষুদ্রতম রূপে দর্শন করিয়া থাকি। ইত্যাদি নানা জাতীয় নানা প্রকার ঔপাধিক আহার্য্যের উদাহরণ বুঝিতে হইবে। কি ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান,—কি যৌক্তিক জ্ঞান, কি ঔপদেশিক জ্ঞান,—সর্ব্ব প্রকার জ্ঞানেই উক্ত প্রকার শত শত ভ্রম জগতে বিদ্যমান আছে, তত্তাবতের নিবৃত্তি না হইলে প্রকৃত মঙ্গলের আশা করা যাইতে পারে না।

ভ্রমোৎপত্তির কারণ কি?

ভ্রমোৎপত্তির কারণ প্রধানত তিনটি। দোষ, সম্প্রয়োগ ও সংস্কার।

দোষ,—দোষ নানা প্রকার। নিমিত্তগত দোষ, কালগত দোষ ও দেশগত দোষ। নিমিত্তগত দোষ,—যে ইন্দ্রিয় যে প্রত্যক্ষের নিমিত্ত, তদ্গত পিত্তাদি দুষ্ট পদার্থ দ্বারা সেই ইন্দ্রিয় কলুষিত থাকাই নিমিত্ত গত দোষ। কালগত দোষ,—সন্ধ্যাদি কালের মন্দান্ধকার প্রভৃতিই কাল দোষ। আর দেশগত দোষ এই যে, দূরত্বসামীপ্যাদি দোষ, ইহা অতি সামান্য।

সম্প্রয়োগ,—সম্প্রয়োগ শব্দের অর্থ এই

যে, যে বস্তুতে ভ্রম জন্মে, সেই বস্তুর সর্ব্বাংশ স্ফূর্ত্তি না হওয়া, অর্থাৎ কোন এক সামান্যাংশ মাত্রের প্রকাশ পাওয়া।

সংস্কার,—সংস্কার শব্দে এখানে কোন সদৃশ বস্তুর স্মরণ বুঝিতে হইবে।

কোন কোন মতে সংস্কারের পরিবর্ত্তে সাদৃশ্যকেই ভ্রমোৎপত্তির প্রধান কারণ বলিয়া বর্ণনা আছে। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, বস্তুর কোন এক অংশে সাদৃশ্য না থাকিলে, ভ্রম জন্মিতে পারে না। রজ্জুতে সর্প ভ্রমই জন্মে, ব্যাঘ্র ভ্রম কস্মিন্ কালেও জন্মে না। অতএব সাদৃশ্যবান্ বস্তুতেই দোষ বা সম্প্রয়োগ বশত ভ্রম জন্মিয়া থাকে। শুক্তিতে রজত, রজ্জুতে বা জল-ধারায় সর্প, স্থাণু বা বল্মীক-স্তূপে পুরুষ-ভ্রম জন্মিয়া থাকে।

যৎকালে শুক্তিতে, "ঐ রজত" ইত্যাকার জ্ঞান উপস্থিত হয়, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ব ক্ষণেই, "ঐ" এই অংশের দ্বারা পুরোবর্ত্তী শুক্তিই পরিগৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু কোন প্রকার দোষ বশতঃ সম্প্রয়োগ উপস্থিত হওয়াতে অর্থাৎ শুক্তির সর্ব্বাংশ ভান না হওয়াতেই, তৎকালে শুক্তি বলিয়া জ্ঞান জন্মে নাই, কেবল মাত্র চাকচিক্যের ভান হইয়াছিল, তন্নিবন্ধন চাকচিক্যবান্ বস্ত্বন্তর অর্থাৎ রজতের স্মরণ হইয়াছিল। এই স্মরণাত্মক জ্ঞান পৃথক্ রূপে দণ্ডায়মান না হইয়া, "ঐ" ইত্যাকার পুরোবর্ত্তী সম্মুখ জ্ঞানের সহিত মিলিয়া গিয়া "ঐ রজত" ইত্যাকারে পরিণত হইয়াছিল। মিলিত হইবার কারণ এই যে, জ্ঞান, বস্তুর বিশেষণ সমস্ত অবগাহন করিয়া বিশেষ্যে পর্য্যবসিত না হইয়া থাকিতে পারে না। শুক্তি-রজত স্থলে জ্ঞান চাকচিক্য রূপ বিশেষণ অবগাহন করিয়া তৎকালে প্রকৃত বিশেষ্য আবৃত থাকাতেই অন্য বিশেষ্যে গিয়া পর্য্যবসন্ন হইয়াছিল। সুতরাং সে জ্ঞান যথার্থ হয় নাই। আহার্য্য ভ্রম ব্যতিরেকে সকল ভ্রমেরই প্রণালী এইরূপ, এই প্রণালী অনুসারে সর্ব্বত্রই এক প্রকার স্বভাবাপন্ন বস্তু অন্য প্রকারে পরিদৃষ্ট হয়। যাবৎ না উহার অধিষ্ঠান সর্ব্বাংশে প্রকাশ প্রাপ্ত হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত উহার বাধ হয় না। সাংখ্য মতে এই রূপ ভ্রম প্রণালীর নাম অন্যথা খ্যাতি। অন্যান্য দার্শনিকদিগের ভ্রম প্রণালী অন্যবিধ। শঙ্করাচার্য্য বলেন, ভ্রমোৎপত্তির প্রধান কারণ অজ্ঞান। অজ্ঞান কি পদার্থ?—তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া বলা যায় না; ফল, অজ্ঞানকে দোষ স্থানীয় বলিলেও বলা যায়। দোষযুক্ত-অজ্ঞানের স্বভাব এই যে, যদি কোন বস্তুর সর্ব্বাংশ বা কিয়দংশ একবার তাহার অধিকার ভুক্ত হয়, তবে সে, সেই বস্তুতে তৎসদৃশ এক বিপরীত বস্তু উৎপাদন করিবে। পুরোবর্ত্তী শুক্তির কিয়দংশ অজ্ঞানের বিষয় হওয়াতেই সে তাহাতে এক মিথ্যা রজতের সৃষ্টি করিয়াছিল। কেবল অজ্ঞানেরই যে ঐ রূপ স্বভাব, এমত নহে; দোষবদ্বস্তু মাত্রই বিপরীত সৃষ্টিকারী। বেত্র বীজ অগ্নিদুষ্ট হইলে বেত্রাঙ্কুরের উৎপত্তি না করিয়া কদলী বৃক্ষের সৃষ্টি করে।

মীমাংসকেরা বলেন, জ্ঞান মাত্রই সত্য অর্থাৎ সদ্বস্তু বিষয়ক। জগতে মিথ্যা জ্ঞান নাই, মিথ্যা বস্তুও নাই। তবে যে শুক্তি রূপ অধিষ্ঠানে মিথ্যা রজত দৃষ্ট হয়, তাহা কেবল বাল-প্রবাদ মাত্র। তৎকালে শুক্তিতে শুক্তি জ্ঞানই হইয়াছিল, রজতাকার জ্ঞান রজতেই হইয়াছিল, দোষ বশতঃ সম্প্রয়োগ হওয়াতেই জ্ঞানদ্বয়ের পার্থক্য জন্মে নাই, এই মাত্র প্রভেদ।

যাহা হউক, উক্ত-বিধ অধ্যাসের মধ্যে আরও সূক্ষ্মতা আছে। তত্তাবৎ বিস্তার করিতে গেলে প্রস্তাব বাহুল্য হয় এবং সাংখ্য-

অধিকারের বাহিরে যাইতে হয়, যদ্যপি তাহা আমাদের ইষ্ট নহে, তথাপি আর একটু না বলিলে প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, সুতরাং বলিতে হইল। অধ্যাসের আর দুইটি মূর্ত্তি আছে। একটির নাম তাদাত্ম্যাধ্যাস অপরটির নাম সংসর্গাধ্যাস। একীভূত অধ্যাসকে তাদাত্ম্যাধ্যাস আর সম্বন্ধ মাত্র অধ্যাসকে সংসর্গাধ্যাস বলা যায়। লৌহ ও অগ্নি একীভূত হইলে লৌহেতে যে অগ্নির অধ্যাস জন্মে, তাহা তাদাত্ম্যাধ্যাস। "আমার পুত্র" "আমার কলত্র" ইত্যাদি স্থলে পুত্রে ও কলত্রে বাস্তবিক আত্মত্ব না থাকিলেও আত্ম সম্বন্ধ অধ্যাস করা হইতেছে বলিয়া উহা সংসর্গাধ্যাস হইবে। যত প্রকার অধ্যাস ভেদ উক্ত হইল, সর্ব্ব প্রকার অধ্যাসই বাহ্য-পদার্থের ন্যায় অধ্যাত্ম পদার্থে বর্ত্তমান আছে। কখন আমরা ইন্দ্রিয়ের সহিত একীভূত হইয়া "আমি" হইতেছি। যথা—আমি কাণা, আমি খঞ্জ ইত্যাদি। কখন বা দেহের উপর আত্মত্ব স্থাপন করিয়া আমি হইতেছি; যথা আমি কৃশ, আমি স্থূল ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃত আমি কি রূপ?—তাহা আমরা অবগত নহি। যদি অবগত থাকিতাম, তাহা হইলে আজীবন এক রূপ ব্যবহারই চলিত, কিন্তু তাহা চলে না। আমরা একবার যাহাকে লক্ষ্য করিয়া "আমি" বলিতেছি, অন্য বার তাহাকেই আবার "আমার" বলিতেছি। প্রকৃত আমি স্থির থাকিলে কখনই ওরূপ হইত না, দুঃখেরও লাঘব হইত। বিবেচনা করিয়া দেখ যদি কোন ইন্দ্রিয়কে আমি বলিয়া সিদ্ধান্ত থাকে, তাহা হইলে শরীরের দোষাদোষে "আমি" লিপ্ত হইব কেন?—অতএব যাহা প্রকৃত আমি, তাহাতে আমি ভিন্ন কোন বস্তুর অধ্যাস আছে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। সেই অধ্যাস কখন একীভূত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে, কখন বা সম্বন্ধ মাত্র প্রকাশ করিতেছে। এই রূপে বাহ্য জগৎ ও আধ্যাত্মিক ভাব এই উভয়বিধ অধ্যাস চলিতেছে, কদাচিৎ বাহ্য অধ্যাস কারণ বিশেষ উপস্থিত হইলে নিবৃত্ত হইতে দেখা যায় কিন্তু আধ্যাত্মিক অধ্যাস আর নিবৃত্ত হইতে দেখা গেল না।

অধ্যাস নিবৃত্তির উপায় কি?—অধিষ্ঠান ও আরোপ্য এই উভয়বিধ বস্তুর বিবেক জ্ঞান লাভ। অধিষ্ঠানের যথার্থ রূপ প্রকাশ পাইলেই তদ্গত ভ্রম নিবৃত্তি হয়। অধিষ্ঠানের স্বরূপ সাক্ষাৎকার হইবার উপায় কেবল বিশেষ দর্শন। বিশেষ দর্শন শব্দের অর্থ স্থল বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন। কোথাও বা বারংবার দর্শন—কোথাও বা প্রকারান্তরে পরীক্ষা। যে পরীক্ষা দ্বারা দোষও সম্প্রয়োগ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। উপযুক্ত পরীক্ষা প্রয়োগ করিলেই দোষাদি হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায় সন্দেহ নাই। দোষাদি হইতে উত্তীর্ণ হইলাম কি না?—তাহার পরীক্ষার নিমিত্ত আর স্বতন্ত্র পরীক্ষা আবশ্যক হয় না, কেন না, যথার্থ জ্ঞান উপস্থিত হইলে, সেই জ্ঞানই দোষাদি হইতে উত্তীর্ণ হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে; অবিচলিত বিশ্বাস জন্মাইয়া আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিয়া থাকে। উক্ত প্রকার অধ্যাস নিবৃত্তি ঘটিত আরও গুটিকতক নিয়ম দৃষ্ট হয়—অপরোক্ষ অর্থাৎ ঐন্দ্রিয়ক ভ্রম, যুক্তি বা উপদেশ দ্বারা নিবৃত্তি হয় না। সাক্ষাৎ ভ্রমে, বস্তুর সাক্ষাৎকার হওয়াই আবশ্যক,—কেন না, দেখা যায় দিগ্‌ভ্রান্ত ব্যক্তিকে শত শত উপদেশ—শত শত যুক্তি প্রদর্শন করিলেও তাহার দিগ্‌ভ্রান্তি নিবৃত্তি হয় না। এই রূপ ঔপদেশিক ভ্রম যুক্তি দ্বারা বাধিত হয়, কিন্তু যৌক্তিক ভ্রম উপদেশ দ্বারা বাধিত হয় না, পরন্তু সাক্ষাৎকার দ্বারা বাধিত হইতে দেখা

যায়। এতাবতা ইহাই নির্ণীত হইতেছে, সাক্ষাৎকার ঘটিত পরীক্ষা সর্ব্বজাতীয় ভ্রমের বিঘাতক। আমাদের আধ্যাত্মিক ভ্রম অনেক আছে, তত্তাবৎ উপরোক্ত প্রণালী ক্রমেই জন্মিয়া আছে। সেই সকল ভ্রম নিবৃত্তির জন্য, সাংখ্য শাস্ত্রে এবং শাস্ত্রান্তরে, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন নামক বিশেষ দর্শনের উপদেশ করা হইয়াছে। কেন না, অনাদি কালের আধ্যাত্মিক ভ্রম নিবৃত্তি করিতে, সাক্ষাৎকার, যুক্তি ও উপদেশ, এই তিন জাতীয় পরীক্ষার আবশ্যক হইবে, একটি দ্বারা উক্ত আধ্যাত্মিক ভ্রম কদাচ নিবৃত্ত হইতে পারে না। শ্রবণ ও মনন এই দুইটি, যুক্তি ও উপদেশ জাতীয়। নিদিধ্যাসনটি প্রত্যক্ষ জাতীয়। "প্রত্যক্ষ জাতীয়" এই কথায় ভ্রান্ত জীব মাত্রে আত্মার প্রত্যক্ষ বিষয়ে সংশয় করিবেন, সে সংশয় উচ্ছেদ করা কেবল শাস্ত্রের সাধ্যায়ত্ত নহে, সংশয়িত ব্যক্তির যোগ বল থাকাও আবশ্যক। ফল, চক্ষুরাদি বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা আত্মার প্রত্যক্ষ হয় না বটে, কিন্তু সাংখ্য দর্শনের মতে আত্মা মানস প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারেন। কেন না, কোন কোন বস্তু কেবল মাত্র মনের দ্বারাই পরিগৃহীত হইতে দেখা যায়*।

গুরু পুরোহিত।

সকল ধর্ম্মে গুরু পুরোহিত আছে। পৃথিবীতে এমত কোন ধর্ম্ম এপর্য্যন্ত উদিত হয় নাই, যাহাতে গুরু পুরোহিত ছিল না অথবা নাই।

সকল লোকের বুদ্ধি সমান নহে। সকল লোক ধর্ম্ম বিষয়ে সমান রূপে অভিজ্ঞ নহে। সুতরাং ধর্ম্ম বিষয়ে এক জন অজ্ঞ লোককে তাহা অপেক্ষা অভিজ্ঞতর লোকের নিকট হইতে ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিতে হয়। ধর্ম্ম সকল অপেক্ষা মনুষ্যের প্রিয় পদার্থ। যিনি ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন, যিনি ঈশ্বরের স্বরূপ আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন, যিনি আমাদিগকে দুস্তর সংসার পারের এক মাত্র উপায় আমাদিগকে প্রদর্শন করেন, তিনি আমাদিগের কত কৃতজ্ঞতার পাত্র! লোকে যে গুরুর প্রতি অসাধারণ ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে, তাহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এইরূপ অসাধারণ ভক্তি প্রদর্শনের প্রতি আমাদিগের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে কিন্তু অন্যান্য স্বাভাবিক প্রবৃত্তির ন্যায় এই প্রবৃত্তিকেও সংযত করা কর্ত্তব্য। ঈশ্বর মনুষ্যকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন। আমাদিগের কর্ত্তব্য যে গুরুর প্রতি ভক্তি দ্বারা উত্তেজিত হইয়া এই ঈশ্বরদত্ত অমূল্য নিধি যেন না হারাই। পিথাগোরস্ নামক গ্রীসদেশীয় জ্ঞানীর শিষ্যদিগের মধ্যে অধীত বিষয় লইয়া বাদানুবাদ উপস্থিত হইলে যদি কেহ বলিত "গুরু এইরূপ বলিয়াছেন" তাহা হইলে আর সকলেই নিরস্ত হইত। আমরা ব্রাহ্ম হইয়া এইরূপ ব্যবহার যেন না করি। গুরু যাহা বলিবেন তাহা ঈশ্বরবাক্য বলিয়া গ্রহণ করা আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে, আমাদিগের ঈশ্বরদত্ত বিবেচনা শক্তিকে নিয়োগ করিয়া তাহার সত্যাসত্য বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। গুরুকে যথোচিত ভক্তি করিতে হইবে কিন্তু তিনি যাহা বলিবেন অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা উচিত নহে এইরূপ হইলে সকল দিক্ রক্ষা পায়। গুরু যদি এইরূপ বিবেচনা করেন যে লোকে যেমন তাঁহার নিকট ধর্ম্মোপদেশ লাভ করে, তেমনি বালক, পশু অথবা

* "নিয়তকারণাত্তদুচ্ছিত্তির্ধ্বান্তবৎ" "যুক্তিতোঽপি ন বাধ্যতে, দিঙ্মূঢ়বদপরোক্ষাদৃতে" এই কাপিল সূত্র দ্বয়ের মর্ম্ম লইয়া এবং অন্যান্য আচার্য্যদিগের মত লইয়া অধ্যাস নিবৃত্তির উপায় ঘটিত বাক্য গুলি সংকলিত হইল।

বস্তু হইতেও লোকে কখন কখন ধর্ম্মোপদেশ লাভ করিয়া থাকে; তাহা হইলে তাঁহার অহঙ্কার অনেক পরিমাণে খর্ব্ব থাকিতে পারে; আর শিষ্য যদি এরূপ বিবেচনা করেন যে তিনি একটি পুরুষ, তিনি বস্তু নহেন, তাহা হইলে তাঁহার গুরুভক্তি সংযত ভাব ধারণ করিতে পারে।

ধর্ম্মে যেমন গুরু আবশ্যক, তেমনি পুরোহিতও আবশ্যক। বিবাহাদি অনেক গৃহ্য ক্রিয়া এমন আছে যাহা কেবল গৃহস্থ দ্বারা সম্পাদিত হইলে ভাল দেখায় না, আর তাহা সে রূপে সম্পাদিত হওয়াও উচিত নহে, সুতরাং সেই সকল ক্রিয়া সম্পাদনে পুরোহিতের সাহায্য আবশ্যক করে, কিন্তু পুরোহিতকে ঈশ্বর ও মনুষ্য উভয়ের মধ্যে মধ্যবর্ত্তী জ্ঞান করা উচিত হয় না। পুরাকালে ও এখনও সকল ধর্ম্মের অজ্ঞ লোকদিগের এই সংস্কার যে ধার্ম্মিক মনুষ্য অথবা ধার্ম্মিক মনুষ্যের বংশোদ্ভব ব্যক্তি দ্বারা ধর্ম্ম ক্রিয়া সকল সম্পাদন করাইলে ঈশ্বর অধিকতর প্রসন্ন হয়েন। এই সংস্কার ধর্ম্ম-যাজক মণ্ডলীর অস্তিত্বের ভিত্তিভূমি। ধর্ম্ম-যাজকেরা চিরকাল এই সংস্কারকে আপনাদিগের সাংসারিক উন্নতির উপায় স্বরূপ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা আপনাদিগের প্রভুত্ব দৃঢ়বদ্ধ করিবার জন্য যজমানদিগকে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নানা প্রকার অমূলক ভয় প্রদর্শন করেন; তাহারা সেই ভয়ে জড়সড় হইয়া তাঁহারা যাহা বলেন তাহাই করে। ক্রিয়া কলাপের সংখ্যা বৃদ্ধি করা [illegible]র্ম্ম-যাজকেরা আপনাদিগের স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত [illegible]বশ্যক বোধ করেন; [illegible]হারা বিলক্ষণ [illegible] যে যত ক্রিয়া কলাপের সংখ্যা [illegible] তাঁহারদিগেরই [illegible] [illegible]

নাই সুতরাং তাঁহারা ধর্ম্মের পুষ্টি সাধন কার্য্য জন্য অনেক অবকাশ পায়েন কিন্তু অনেক স্থলে ধর্ম্মের এই রূপ কায়পুষ্টি সুস্থতার চিহ্ন না হইয়া অসুস্থতার চিহ্ন হইয়া উঠে। হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও মহম্মদীয় ধর্ম্ম সকল এক্ষণে যেমন অবিশুদ্ধ আকার ধারণ করিয়াছে, প্রথমে সে রূপ অবিশুদ্ধ ছিল না, ধর্ম্মযাজকদিগের কল্পনা শক্তি তাহাদের উপর এত কাল ধরিয়া নিয়োজিত হওয়াতে তাহারা বর্ত্তমান কালে অতি অবিশুদ্ধ আকার ধারণ করিয়াছে। সকল দেশে সকল কালেই যাজক মণ্ডলী পুরাতন ব্যবস্থার একান্ত অনুমোদনকারী, যেহেতু তাঁহারা জানেন যে পুরাতন ব্যবস্থার বিপর্য্যয় ঘটিলে তাঁহাদিগের স্বার্থের বিলক্ষণ হানি হইবার সম্ভাবনা। সকল দেশে সকল কালে ধর্ম্ম-সংস্কারকেরা ঐ মণ্ডলী হইতেই বিশেষ প্রতিবন্ধকতাচরণ প্রাপ্ত হয়েন।

সকল ধর্ম্মে গুরু পুরোহিত আছে, ব্রাহ্ম ধর্ম্মেও থাকিবে। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের গুরু শিষ্যের স্বাধীনতা হরণ করিতে অভিলাষ করেন না; শিষ্যও তাঁহাকে যথোচিত ভক্তি করেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে দেবাবতার অথবা অভ্রান্ত মনুষ্য বলিয়া স্বীকার করেন না। ব্রাহ্মধর্ম্মে পুরোহিত আছে বটে কিন্তু পুরোহিতেরা নিজে মধ্যবর্ত্তী হইতে চাহেন না, যজমানেরাও তাঁহাদিগকে মধ্যবর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করেন না। যজমানেরা তাঁহাদিগকে উন্নতির প্রতিবন্ধক হইতে দেন না; তাঁহারাও নিজে উন্নতির ব্যাঘাত দেন না যে হেতু তাঁহাদের নিশ্চয় বোধ আছে যে ব্রাহ্মধর্ম্ম উন্নতিশীল ধর্ম্ম, উন্নতিই তাহার প্রাণ। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই ভাব আমাদের চির কাল রক্ষা করা কর্ত্তব্য। সাবধান! অন্যান্য ধর্ম্মে গুরু পুরোহিতের যেরূপ ভাব আছে, [illegible] যেন ব্রাহ্মধর্ম্মে প্রবেশ না করে।

DAMAGED.

রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস।

৩৭৩ সংখ্যক পত্রিকার ১০৭ পৃষ্ঠার পর।

কোন দেশের কোন ব্যক্তি বা কোন আকস্মিক ঘটনা দ্বারা রসায়ন শাস্ত্রের প্রথম সূত্র পাতিত হয় নাই—বহু দেশের বহুজনের শ্রম হইতেই ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। অতি প্রাচীন কালে আসিয়া খণ্ডের পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক এই শাস্ত্ররূপ প্রাসাদের প্রথম সূত্র পাতিত হয়, মধ্য কালে ইউরোপ খণ্ডের লাভয়সিয়ায়, ব্লাক ও প্রিষ্টলি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক ইহার ভিত্তি সকল গ্রথিত হয় এবং অধুনা সমুদায় সুসভ্য দেশের পদার্থ তত্ত্বানুসন্ধায়ি ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক ইহার দ্বিতীয় তল নির্ম্মিত হইতেছে।

অতি প্রাচীন কালে যে কয়েকটি দেশ সভ্য পদবীতে উত্থিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কোন্‌টিতে যে রসায়ন শাস্ত্রের প্রথম চর্চ্চা হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিত রূপে নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। কেহ কেহ বলেন গ্রীস দেশে এই শাস্ত্রের প্রথম অনুশীলন হইয়াছিল, কারণ খৃষ্ট জন্মের পর একাদশ শতাব্দীতে সুইদাস নামক জনৈক গ্রীক যে অভিধান প্রণয়ন করেন, তাহাতে তিনি কিমিয়া শব্দ সন্নিবেশিত করিয়া তাহার অর্থস্থলে বলিয়া গিয়াছেন যে উহা দ্বারা স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রস্তুত করিবার প্রণালী বু[illegible] [illegible]লস বরিকিয়স্‌ নামক জনৈক ইতিহাস লেখক আবার গ্রীসের পক্ষ সমর্থনার্থে একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী কালের গ্রন্থা[illegible] করিতেও ক্রটি করেন নাই। [illegible] গ্রীক ভাষায় লিখিত যে কয়ের[illegible] য়ন শাস্ত্রীয় পুস্তকের পাণ্ডুলি[illegible] মিউনিচ্‌, মিলান্‌, ভিনিস্‌, হা[illegible] ড্রিডের রাজকীয় পুস্তকালয়ে [illegible] সমুদায় পঞ্চম শতাব্দী বা তাহা[illegible] পরে গ্রীকদিগের দ্বারা রচিত হইয়াছিল। এই ব্যক্তি যে কি কারণে উক্ত পুস্তক গুলিকে পঞ্চম শতাব্দী ও তৎপরবর্ত্তী কালের গ্রীকদিগের রচিত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহা আর কেহই বুঝিতে পারেন না। ফলতঃ ঐ সকল পুস্তকের নামাভিধান* দেখিয়া অন্যান্য অনেক ব্যক্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে খৃষ্ট জন্মের পর নবম ও দশম শতাব্দীতে আলেক্‌জাণ্ড্রিয়া ও কনেষ্টান্টিনোপল্‌ নগরদ্বয়ে রোমান কাথলিক সম্প্রদায়ের যে সকল উদাসীন বাস করিতেন, তাঁহারাই ঐ সকল পুস্তকের যথার্থ প্রণেতা। অতএব কেহ কেহ যে অনুমান করেন গ্রীস দেশে রসায়ন শাস্ত্রের প্রথম অনুশীলন হইয়াছিল, তাহাতে কোন মতে অনুমোদন করা যাইতে পারে না।

কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলেন আরব দেশে এই শাস্ত্রের প্রথম উৎপত্তি হইয়াছিল। যাঁহারা ঐ রূপ বলেন, তাঁহারা স্বীয় মতের পোষণার্থে যে প্রমাণ প্রদর্শন করেন, তাহাও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তাঁহারা বলেন আরব দেশের জিবার নামক পণ্ডিত রসায়ন শাস্ত্র সম্বন্ধে এক খানি পুস্তক প্রণয়ন করেন; ঐ পুস্তক খৃষ্ট জন্মের পর অষ্টম শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছিল

বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। তাঁহারা এই শাস্ত্র সম্বন্ধে আর কোন দেশে ঐ পুস্তকের পূর্ব্ব লিখিত কোন পুস্তক দেখিতে না পাইয়া স্থির করিয়াছেন যে সর্ব্বাগ্রে আরবেরাই রসায়ন শাস্ত্র ভূতলে প্রকাশ করে। আরবী ভাষায় রসায়ন শাস্ত্র আলকেমি অর্থাৎ গুপ্ত বিদ্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহাকে গুপ্ত বিদ্যা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে পূর্ব্ব কালে সেই দেশে যাঁহারা ইহাতে ব্যুৎপন্ন হইতেন, তাঁহারা ইহার সাহায্যে কেবল নিকৃষ্ট ধাতু সকল উৎকৃষ্ট ধাতু রূপে পরিবর্ত্তিত করিতেন, (তাহাতে কত দূর কৃতকার্য্য হইতেন, তাহার নিশ্চয়তা নাই)। যাহা হউক যদি জিবার প্রণীত পুস্তক অষ্টম শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে আমরা উপরোক্ত ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের সহিত এক বাক্য হইয়া আরব দেশকেই রসায়ন শাস্ত্রের জন্ম ভূমি বলিতে পারি কি না তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। মধ্যকালে যখন ইউরোপ খণ্ডের সর্ব্ব স্থান সম্পূর্ণ অজ্ঞতা ও মূর্খতায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, তখন আরবেরা স্পেন দেশ অধিকার করিয়া তথায় নানা রূপ বিদ্যালয় স্থাপন পূর্ব্বক তত্রত্য ছাত্র মণ্ডলীকে স্বদেশীয় সমুদায় বিদ্যার শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। স্পেন দেশীয়েরা যে সমুদায় আরবীয় শাস্ত্রের শিক্ষা লাভ করিলেন, তাহাদিগের দ্বারা তাহা ক্রমে ক্রমে ইউরোপের সর্ব্ব স্থানে প্রচারিত হইয়া পড়িল। ঐ সময় হইতে ইউরোপ বাসীদিগের মধ্যে যাঁহারা অদূরদর্শী, তাঁহাদিগের এই রূপ সংস্কার হই[illegible]হিয়াছে যে কি রসায়ন শাস্ত্র, কি জ্যো[illegible] শাস্ত্র, কি গণিত শাস্ত্র, কি অন্যান্য শাস্ত্র সমুদায়ই সর্ব্বাগ্রে আরব দেশে আবির্ভূত হইয়াছিল। আরবেরা কোথা হইতে কোন্ শাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা একবারও অনুসন্ধান করিয়া দেখেন না। যেমন আমাদিগের মধ্যে অনেকেই এক্ষণে মনে করেন যে ইংরেজেরা এদেশে যে সকল বিদ্যা ও শিল্প প্রচার করিতেছেন, তৎসমুদায়ই ইংলণ্ডে আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেইরূপ ইউরোপীয়দিগের মধ্যেও অনেকে পূর্ব্ব কাল হইতে মনে করিয়া আসিতেছেন যে আরবেরা স্পেন দেশে যে সকল বিদ্যা প্রচার করেন, তৎসমুদায়ই তাঁহাদিগের নিজ বুদ্ধি বলেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বস্তুতঃ ইংরেজেরা এক্ষণে এদেশে যে সকল শাস্ত্র ও শিল্প প্রচার করিতেছেন, তাহা যেমন কতক তাঁহাদিগের স্বদেশ-আবিষ্কৃত ও কতক অন্যান্য সভ্য দেশ হইতে সংগৃহীত, তেমনি, আরবেরাও যে সকল শাস্ত্র স্পেন দেশে প্রচার করেন, তাহাও কতক তাঁহাদিগের স্বদেশ-জাত ও কতক অন্যান্য দেশ হইতে সংগৃহীত। ইউরোপীয়েরা যে আরবদিগের নিকট হইতে রসায়ন শাস্ত্রের উপক্রমণিকা শিক্ষা করেন বলিয়াই তাঁহাদিগকে উহার জন্মদাতা জ্ঞান করেন, তাহার একটি বিশিষ্ট প্রমাণ এই যে ইউরোপীয়েরা যে কিমিষ্ট্রি (Chemistry) শব্দ দ্বারা উক্ত শাস্ত্রের নামকরণ করেন, তাহা আরবদিগের আলকিমি (Alchemy) শব্দ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। আরবী ভাষায় আর দুই চারিটি শব্দও ইউরোপীয় রসায়ন শাস্ত্রে এখনও যথাবৎ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা, [illegible] (Alcohol), আলকালি (Alkali) ইত্যাদি। [illegible] আরবেরা কোন্ দেশ হইতে [illegible] [illegible]ন্ত্রীয় তত্ত্ব সকল [illegible] [illegible]শ্চিত রূপে নির্[illegible]

* ঐ সকল পুস্তকের নামাভিধান [illegible] (১) Cosma[illegible] monk, on his interpretation of the a[illegible] making gold (২) Heliodorus on the [illegible] making gold [illegible] the [illegible] [illegible] position (৬) Cleopatra [illegible] making gold [illegible] [illegible] Gold and [illegible] and

রসায়ন শাস্ত্র যে ঠিক্ কোন্ কালে পৃথিবীতে প্রথম অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহা কেহই নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। বোধ হয় ইহাকে আর আর সমুদায় বিজ্ঞান শাস্ত্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিলেই ইহার যথোচিত সম্মান করা হয়। কেন ইহাকে সমুদায় শাস্ত্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলা উচিত, তাহা, যাঁহারা ইহার যথার্থ লক্ষণ অবগত নহেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। পূর্ব্ব কালে গ্রীস্, আরব, মিসর, প্রভৃতি দেশীয় লোকদিগের এইরূপ সংস্কার ছিল যে, যে শাস্ত্রের সাহায্যে সীস, রাঙ্গ, লৌহাদি নিকৃষ্ট ধাতুকে রৌপ্য ও স্বর্ণ রূপে পরিবর্ত্তিত করা যায়, তাহাই রসায়ন শাস্ত্র। এইরূপ সংস্কার দ্বারা পরিচালিত হইয়া কত জনে যে কত প্রকার কৌতুকাবহ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, তাহার বর্ণনা করা আবশ্যক। ভারতবর্ষে রসায়ন শাস্ত্রের ওরূপ লক্ষণ প্রচলিত ছিল না বটে কিন্তু এককালে এখানে বস্তু মাত্রকে স্বর্ণ রূপে পরিবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি চেষ্টা হইয়া গিয়াছে। বোধ হয় এক সময়ে প্রায় সকল সভ্য দেশেই বস্তু মাত্রকে স্বর্ণ রূপে পরিবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা বিশেষ আগ্রহ সহকারে হইয়াছিল বলিয়াই কোন কোন দেশে ফিলজফার্স ষ্টোন (Philosopher's Stone) এবং অস্মদ্দেশে স্পর্শমণি কল্পিত হইয়াছিল। যাহা হউক, আমরা যে রসায়ন শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহার প্রকৃত লক্ষণ অন্য রূপ। যে শাস্ত্র দ্বারা মিশ্র বস্তু মাত্রের উপাদান সকল বিশ্লেষণ পূর্ব্বক [illegible] স্বরূপ নির্ণয় [illegible] একত্রে সংযোজন [illegible] তাহার স্ব[illegible] নাম রসায়ন [illegible]ীত, ছানা, জল ও অম্লাদি পদার্থ, তৎসমুদায় পরস্পর বিযুক্ত করিয়া তাহাদিগের প্রত্যেকের গুণাগুণ নির্ণয় করা এবং গন্ধক, সোরা, ও অঙ্গার প্রভৃতি উপাদান একত্রে মিশ্রিত করিয়া বারুদ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহার স্বরূপ নির্ণয় করা রসায়ন শাস্ত্রেরই কার্য্য।।

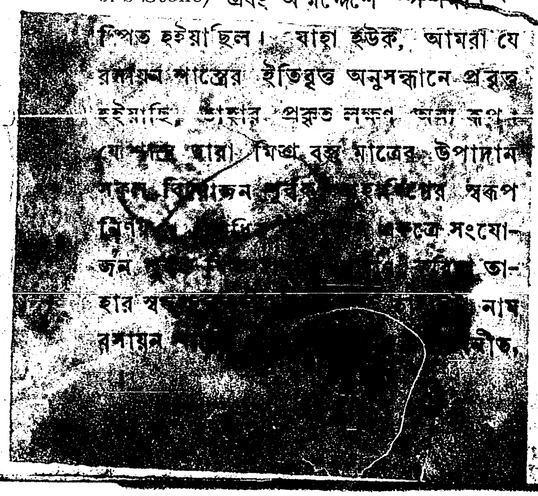

এইরূপ সংযোগ বিয়োগ সাধন করাই যদি রসায়ন শাস্ত্রের লক্ষণ হয়, তাহা হইলে প্রথমে কোন্ দেশে যে ইহার অনুশীলন হইয়াছিল, তাহা অল্প আয়াস স্বীকার করিলেই অবধারণ করা যাইতে পারে। খনিজ পদার্থ সমূহ হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহাদি ধাতু পরিষ্কৃত অবস্থায় পৃথক্ করিয়া লওয়া এবং এক ধাতুর সহিত অন্য ধাতু বা এক ধাতুর সহিত অন্যবিধ পদার্থ সংযোগ করিয়া তৃতীয় বস্তু উৎপাদন করা রসায়ন শাস্ত্রীয় কার্য্য। বিভিন্ন গুণ বিশিষ্ট নানা প্রকার বস্তু অগ্নি সন্তাপে একত্রে রন্ধন করিয়া উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য সকল প্রস্তুত করা এবং বিভিন্ন বর্ণ বিশিষ্ট পদার্থ একত্রে মিশ্রিত করিয়া নব নব মনোহর বর্ণ সকল উৎপাদন করাও রসায়ন শাস্ত্রীয় কার্য্য। ইক্ষু রস হইতে পরিষ্কৃত শর্করা, দুগ্ধ হইতে ছানা ও দধি এবং সুরকি ও চূর্ণ হইতে ইষ্টক গৃহ নির্ম্মাণ উপযোগী পদার্থ প্রস্তুত করাও রসায়ন শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত হইতে পারে না। এবম্বিধ কার্য্য সমুদায় যে দেশে প্রথম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই দেশেই যে রসায়ন শাস্ত্রের প্রথম সুত্রপাতিত হইয়াছিল, তাহাতে আর কাহারও কিছু মাত্র সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না। যেরূপ কার্য্য সমুদায়ের বিষয় উল্লিখিত হইল, তাহাদিগের অনুষ্ঠান কিঞ্চিৎ জ্ঞান-স্ফূর্ত্তি ও সভ্যতা সাপেক্ষ; সুতরাং যে দেশের অধিবাসীগণ যত দিন ঘোর অসভ্য অবস্থায় ছিলেন, তত দিন সে দেশে এবম্বিধ কার্য্য কলাপের অনুষ্ঠান দুরে থাকুক, কল্পনাও ছিল না। এই সিদ্ধান্তের সত্যতা মধ্য-আফ্রিকা ও আমেরিকার উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তস্থিত বর্ত্তমান অধিবাসীদিগের চরিত পাঠ করিলেই প্রত্যেকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। মানবগণ যতই সভ্যাবস্থায় পাদ বিক্ষেপ করিতে থাকেন, ততই সুখ স্বচ্ছন্দতার উদ্দেশে উল্লিখিত রাসায়নিক কার্য্য কলাপের প্রতি তাঁহাদিগের দৃষ্টি পতিত না হইয়া থাকিতে পারে না। উত্তম রূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে সকলেই স্বীকার করিবেন যে অল্পই হউক আর অধিকই হউক রসায়ন শাস্ত্রীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে কোন জাতিই বন্যাবস্থা হইতে বহির্গত হইয়া সভ্যতার সোপানে পাদক্ষেপ করিতে সমর্থ হয়েন নাই এবং হইতেও পারেন না। সভ্যতার প্রথম সোপানে জ্যোতিষ্ ও মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রের পর্য্যালোচনা না হইলেও চলিতে পারে, কিন্তু রসায়ন ও গণিত শাস্ত্রের পর্য্যালোচনা না হইলে কোন মতেই চলিতে পারে না। যিনি কিঞ্চিন্মাত্র মনোনিবেশ পূর্ব্বক আমাদিগের নিত্য গৃহ কার্য্য ও জীবিকা সাধক বাহ্য কার্য্য সকল পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তিনি সহজেই স্বীকার করিবেন যে রাসায়নিক যোগ বিয়োগ ব্যতিরেকে আমরা এক দিবসও স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করিতে পারি না। অতএব রসায়ন শাস্ত্রের জন্ম ভুমি অনুসন্ধান করিতে হইলে কোন্ দেশ সর্ব্ব প্রথমে আদিম অবস্থা হইতে সভ্যতার প্রথম সোপানে উত্থিত হইয়াছিল, তাহাই দেখা আবশ্যক। যে দেশ যে সময় হইতে সভ্য বলিয়া পরিগণিত, সেই দেশ সেই সময়ে রসায়ন শাস্ত্রের মাতৃ ভুমি হইয়াছে।

ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ভারতবর্ষে যেরূপ প্রাচীন কালে সভ্যতার অরুণ উদিত হইয়াছিল, সেরূপ আর কোন দেশেই হয় নাই। মহর্ষি বেদব্যাস যে সময়ে বেদ সকল সংগ্রহ ও শ্রেণীবদ্ধ করেন, তখন এদেশে সভ্যতার আলোক যে কত দুর প্রখর হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। বেদব্যাস যে কোন্ সময়ে উক্ত মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন তাহা পণ্ডিতবর কোলব্রুক ও আর্চডিকন প্রাট্ মহোদয়দ্বয় কর্ত্তৃক এক প্রকার নিশ্চিত রূপে নিরূপিত হইয়াছে। কোলব্রুক সাহেব বলেন যে বেদ সকল খৃষ্ট জন্মের ১৪০০ শত বৎসর এবং আর্চডিকন প্রাট্ সাহেব বলেন খৃষ্ট জন্মের ১৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে সংগৃহীত হইয়াছিল। তাঁহারা উভয়েই জ্যোতিষ্ শাস্ত্রের নিয়মানুসারে গণনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু একের গণনা হইতে অন্যের গণনা এক শত বৎসর ন্যূন হইল কেন, তাহা আমরা অদ্যাপি হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হই না। যাহা হউক যদি শেষোক্ত সংখ্যাটিকেও সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলেও সকলকে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে আর আর সমুদায় দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষেই সভ্যতার জ্যোতি অগ্রে প্রকাশিত হইয়াছিল; কারণ খৃষ্ট জন্মের ১৩০০ শতাব্দী পূর্ব্বে কি গ্রীস, কি মিসর, কি আরব, কি চীন, কি ফিনিসিয়া, কি কালডিয়া কোন দেশেরই শ্রবণ যোগ্য কিছুই শুনিতে পাওয়া যায় না। ভারত ভিন্ন আর যে দেশেরই প্রাচীন ইতিহাস পর্য্যালোচনা কর, তাহাতেই দেখিতে পাইবে খৃষ্ট জন্মের ১৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে সেই দেশে ধর্ম্ম শাস্ত্র কাহাকে বলে, বিজ্ঞান শাস্ত্র কাহাকে বলে, এমন কি লিখন পঠন কাহাকে বলে তাহা তদ্দেশের কেহই মুখাগ্রেও আনিত না। এতদ্ব্যতীত চীন, আরব ও মিসর সম্বন্ধে আবার এরূপও প্রমাণ

পাওয়া গিয়াছে যে তত্রত্য পূর্ব্বতন অধিবাসীগণ এদেশের সভ্যতার ফল ভোগ করিয়াই উন্নত হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বিখ্যাত এসিয়াটিক রিসার্চ পুস্তকের অনেক স্থানে এইরূপ সপ্রামাণিত হইয়াছে যে পূর্ব্ব কালে এখানকার লোকেরা যাইয়াই চীন দেশে বসতি করেন, আরব দেশীয়েরা এখান হইতে ভাস্করাচার্য্য ও আর্য্যভট্ট প্রভৃতি কতিপয় পণ্ডিত লইয়া গিয়া তাঁহাদিগের নিকট জ্যোতিষ্ ও গণিত শাস্ত্র শিক্ষা করেন এবং পূর্ব্ব কালে এখান হইতেই কতিপয় ব্রাহ্মণ বেদের কোন কোন অংশ লইয়া গিয়া মিসর দেশে বসতি করেন। এবম্বিধ প্রমাণাদির প্রতি নির্ভর করিয়া যদি ভারতবর্ষকেই প্রথম সভ্য দেশ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে তৎ সঙ্গে সঙ্গে ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে এখানকার পূর্ব্বতন অধিবাসীগণ সভ্যতার সোপানে উত্থিত হইয়া যে সকল সংযোগ বিয়োগাত্মক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন, তদ্দ্বারাই বর্ত্তমান রসায়ন শাস্ত্রের প্রথম সূত্র পাতিত হইয়াছিল। যাঁহারা মনে করিবেন যে ভারতবর্ষ প্রথম সভ্য দেশ বলিয়াই যে তাহাতে রসায়ন শাস্ত্রের প্রথম আবির্ভাব হইয়াছিল, ইহা কেবল অনুমান মাত্র, তাঁহাদিগের প্রত্যয় নিমিত্ত দুই চারিটি ধ্রুব প্রমাণ প্রদর্শন করা আবশ্যক। যখন বিভিন্ন বেদের বিভিন্ন স্থানে স্বর্ণ রৌপ্য লৌহ প্রভৃতি ধাতু দ্রব্য, দধি ও ছানা, সুরা, ইষ্টক ও প্রস্তর নির্ম্মিত অট্টালিকার উল্লেখ রহিয়াছে, তখন কে না স্বীকার করিবেন যে যে সময়ে বেদ সকল সংগৃহীত হয়, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কালের লোকেরা এখানে বিবিধ উপায় দ্বারা খনিজাত মিশ্র পদার্থ সকল হইতে স্বর্ণ রৌপ্যাদি পৃথক্ করিয়া লইতে পারিতেন; দুগ্ধের সহিত অম্ল পদার্থাদি সংযোগ করিয়া তাহাকে দধি রূপে পরিণত এবং তাহা হইতে ছানা পৃথক্ করিয়া লইতে পারিতেন, বিবিধ ঔদ্ভিজ্জ রসের সহিত বস্তু বিশেষ যোগ দ্বারা সুরা এবং ইষ্টক চূর্ণের সহিত প্রস্তর ভস্ম বা চূর্ণ সংযোগ করিয়া তদ্দ্বারা অট্টালিকা গ্রন্থন-উপযোগী পদার্থ প্রস্তুত করিতেন? বেদ সংগ্রহের পূর্ব্ববর্ত্তী ও সমকালে যে এদেশে রসায়ন শাস্ত্রের অধিকতর অনুশীলন হইয়াছিল, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ অষ্টাদশ বিদ্যার অন্তর্গত যে আয়ুর্ব্বেদ তাহাতেই সকলে প্রাপ্ত হইতে পারেন। আমরা আগামীতে অয়ুর্ব্বেদের প্রমাণ সকলের সার সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিব। সে সকল প্রমাণ এমনই প্রতীতি জনক যে সকলেই বোধ হয় অবাধে স্বীকার করিবেন যে যদিও অস্মদ্দেশীয় পুরাতন গ্রন্থাবলির মধ্যে রসায়ন শাস্ত্র সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট পুস্তক প্রাপ্ত হওয়া যায় না বটে, তথাচ এই দেশেই যে এক সময়ে তাহার প্রথম সূত্রপাত ও বিস্তর অনুশীলন হইয়াছিল, তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

অত্রি সংহিতা।

অতঃপর অসৌচ নির্ণয় কহিতেছি, ইহার পর পুনর্ব্বার প্রায়শ্চিত্ত বিধি বলিব। অগ্নিহোত্রী, বেদ-পারগ ব্রাহ্মণ একাহে শুদ্ধ হয়েন, কেবল মাত্র বেদ-পারগ হইলে তিনি তিন দিনে শুচি হয়েন এবং নির্গুণ ব্রাহ্মণের দশ দিনে অশৌচান্ত হয়। শাস্ত্রানুসারে গৃহীত-ব্রত, আহিতাগ্নি রাজার অশৌচ হয় না এবং ব্রাহ্মণেরা যাঁহার শুচিত্ব ইচ্ছা করেন, তাঁহারও অশৌচ হয় না। ব্রাহ্মণ দশরাত্রে শুদ্ধ হয়েন, ক্ষত্রিয় দ্বাদশাহে শুচি হয়েন, বৈশ্যের পঞ্চদশাহে শুদ্ধি হয় এবং

শূদ্রের এক মাসে অশৌচান্ত হয়। সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ড এবং প্রত্যেক সপিণ্ড হইতে গণনা করিয়া সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্তকে গোত্রজ কহে, ইহার মধ্যেই পিণ্ড দান, তর্পণ, মরণাশৌচ ও জননাশৌচ বিহিত হয়। চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত দশরাত্র অশৌচ হয়, পঞ্চম পুরুষ পর্য্যন্ত ছয় দিন, ছয় পুরুষ পর্য্যন্ত ত্রিরাত্র, অথবা সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত তিন দিন, অষ্টম পুরুষ পর্য্যন্ত একাহ, নবম পুরুষ পর্য্যন্ত প্রহরদ্বয় অশৌচ হয় এবং দশম পুরুষ পর্য্যন্ত স্নান মাত্রে শুচি হয়, তাহার পর আর অশৌচ হয় না। স্বামী বর্ত্তমানে অনুলোমজাতা পত্নীদিগের স্বামীর সমান অশৌচ এবং স্বামী অবর্ত্তমানে পিতৃ জাতীয় অশৌচ হয়। তৃতীয় পরম্পরায় শবস্পৃষ্ট হইলে স্নান করিবেক এবং চতুর্থ পরম্পরায় শবস্পর্শে ভিক্ষাচরণে শুদ্ধ হইবেক। একত্র সংস্কৃত ও এক দ্রব্য-ভোজী স্ত্রীদিগের স্বামি জাতীয় অশৌচ এবং বিভক্ত হইলে পৃথক্ পৃথক্ রূপে শুচি হয়।

উষ্ট্রী দুগ্ধ, মেষ দুগ্ধ অশৌচান্ন, পাচকান্ন এবং শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণে শুদ্ধ হয়। অথবা অশৌচান্ন অধর্ম্মজনক; তাহা ভোজন করিলে ত্রিরাত্র উপবাস ও এক রাত্র জলে বাস করিবেক। জননাশৌচ বা মরণাশৌচে মহাযজ্ঞ বিধান করিবেক না, কিন্তু শুষ্কান্ন বা ফল দ্বারা হোম করিতে পারিবেক।

যদি ভূমিষ্ঠ হইবার পর দশ দিবসের মধ্যে বালক মরে, তাহা হইলে সদ্যই শুদ্ধি হয়, জনন বা মরণ কোন অশৌচ হয় না। চূড়াকরণ হইলে পিণ্ডোদক দানে অধিকার জন্মে এবং সে নামোচ্চারণ পূর্ব্বক স্বধা কহিতেও পারে, ব্রহ্মচারী ও যতিরাও ঐ রূপ করিতে পারেন। যজ্ঞে ও বিবাহকালে সদ্যঃ শৌচ-বিধান করিতেছি, বিবাহ ও উৎসব এবং যজ্ঞের মধ্যকালে যদি অশৌচ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব সংকল্পিত অর্থে দোষ জন্মায় না, ইহা অত্রি কহিয়াছেন। সদ্যোভূমিষ্ঠ শিশু স্পর্শ করিলে ব্রাহ্মণ আচমনে শুদ্ধ হয়েন, ক্ষত্রিয় পঞ্চমদিনে স্পর্শ করিবে, সপ্তম দিনে বৈশ্য, দশম দিনে শূদ্র এবং শূদ্র এক মাসে স্বয়ং শুদ্ধ হইবেক। ব্যাধিগ্রস্ত, কৃপণ, ঋণগ্রস্ত, ক্রিয়াহীন, মূর্খ, স্ত্রৈণ, ব্যসনাসক্ত, পরাধীন, স্বাধ্যায়-বিহীন ও ব্রত হীন, ইহারা সর্ব্বদাই অশুচি থাকে। পরিবিত্তি(১) দুই কৃচ্ছ্র ব্রতে শুদ্ধ হয়, কন্যা কৃচ্ছ্র ব্রতে শুদ্ধ হয়। কন্যার ও পাত্রের মাতা কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র ব্রত করিবেক, পরিবেত্তা (২) সান্তপন ব্রত করিবেক। জ্যেষ্ঠ যদি কুব্জ, বামন, খঞ্জ, গর্হিত, জড়, জন্মান্ধ, বধির ও মূক হয়, তাহার বিবাহ না হইলে কনিষ্ঠ বিবাহ করিলে দোষী হয় না। জ্যেষ্ঠ যদি ক্লীব, দেশান্তরস্থ, পতিত, প্রব্রজিত বা যোগশাস্ত্রাভিযুক্ত হয়, তাহাতে কনিষ্ঠ বিবাহ করিলে দোষ হয় না। যাহার পিতা পিতামহ বা অগ্রজ অগ্নিহোত্রে অনধিকারী এরূপ কনিষ্ঠ ভ্রাতা পরিবেদনে দোষী হয় না। জ্যেষ্ঠ যদি দেশান্তর গত বা মহাপাতকী কিম্বা মৃতপত্নীক হয়, তাহা হইলে কনিষ্ঠ বিবাহে অনধিকারী নহে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যদি ভ্রষ্টাচারী বা চিররোগী হয়, তাহা হইলে তাহার অনুমতিতে কনিষ্ঠ বিবাহ করিলে দোষী হয় না, ইহা শংখ কহিয়াছেন। অগ্নি, বেদ বা তপস্যা ইত্যাদি বিষয়ে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের অগ্র পশ্চাতে দোষ নাই কিন্তু জ্যেষ্ঠের অনুজ্ঞা ব্যতীত কনিষ্ঠ শ্রাদ্ধে অধিকারী

(১) "জ্যেষ্ঠের বিবাহ না হইতে যদি কনিষ্ঠ বিবাহ করে, তাহা হইলে সেই জ্যেষ্ঠকে পরিবিত্তি বলে।

(২) অবিবাহিত জ্যেষ্ঠ বর্ত্তমানে বিবাহ-কর্ত্তা কনিষ্ঠকে পরিবেত্তা কহে।

নহে। অতএব স্বর্গসাধন শ্রৌত স্মার্ত্ত নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্ম সর্ব্বদাই কর্ত্তব্য।

শুক্ল পক্ষের প্রতিপৎ অবধি পূর্ণিমা পর্য্যন্ত প্রতিদিন এক এক গ্রাস বৃদ্ধি ও কৃষ্ণ পক্ষের প্রতিপৎ অবধি চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত এক এক গ্রাহ হ্রাস করিয়া অন্ন ভোজন এবং অমাবস্যায় উপবাস করাকে চান্দ্রায়ণ ব্রত কহে। নয় দিন এক এক গ্রাস অন্ন ভোজন করিয়া পরে তিন দিন উপবাস করার নাম অতি কৃচ্ছ্র ব্রত, মহাপাতকনাশক ব্রত এই কহিলাম। বেদাভ্যাস রত, ক্ষমাশীল ও মহাযজ্ঞ ক্রিয়া পর ব্যক্তিকে মহাপাতক জনিত পাপ স্পর্শ করিতে পারে না। বায়ু মাত্র ভক্ষণ করত দিবসে সূর্য্যে নিয়ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ও রাত্রিতে জলে বাস করিয়া সহস্র গায়ত্রী জপ করিলে ব্রহ্মহত্যা ব্যতীত অন্য তিন প্রকার মহাপাতক নষ্ট হয়। পদ্ম পত্র, উড়ুম্বর পত্র, বিল্বপত্র, কুশপত্র ও অশ্বত্থ পত্রের জল মাত্র পান করাকে পর্ণ কৃচ্ছ্র কহে। পঞ্চগব্য, গোদুগ্ধ, গব্য দধি, গোমূত্র, গোময় এবং গোঘৃত মাত্র ভক্ষণ করিয়া পরদিন উপবাস করার নাম সান্তপন ব্রত। ছয় প্রকার সান্তপন দ্রব্যের মধ্যে এক এক দ্রব্য মাত্র এক এক দিন ভোজন করিয়া সপ্তম দিবসে উপবাস করিলে, তাহাকে মহা সান্তপন কহে। তিন দিন সায়ংকালে, তিন দিন প্রাতঃকালে, তিন দিন অযাচিত ভোজন করিয়া শেষ তিন দিন উপবাস করার নাম প্রাজাপত্য ব্রত, কিন্তু ইহাতে সায়ংকালে দ্বাদশ গ্রাস, প্রাতঃকালে পঞ্চদশ গ্রাস, অযাচিতে চতুর্ব্বিংশতি গ্রাস এবং পরে তিন দিন অনশন জানিবে। কুক্কুটাণ্ড প্রমাণ অথচ যাহার মুখে যে প্রকার গ্রাস প্রবিষ্ট হয়, দেহ শুদ্ধির নিমিত্তে তদ্রূপ গ্রাস প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। তিন দিন উষ্ণ জল, তিন দিন উষ্ণ দুগ্ধ, তিন দিন উষ্ণ ঘৃত পান করিয়া পরে তিন দিন বায়ু ভক্ষণ করিলে তাহার নাম তপ্ত কৃচ্ছ্র, কিন্তু তাহাতে জল ছয় পল পরিমাণ, দুগ্ধ তিন পল পরিমাণ এবং ঘৃত এক পল প্রমাণ মাত্র জানিবে। তিন দিন দধি সংযুক্ত, তিন দিন ঘৃত সংযুক্ত, তিন দিন দুগ্ধ সংযুক্ত অন্ন ভোজন করিয়া তিন দিন বায়ু ভক্ষণ করিলে তাহাকে বৈদিক কৃচ্ছ্র বলে কিন্তু তাহাতে দধি ও দুগ্ধ তিন পল মাত্র, এবং ঘৃত এক পল মাত্র জানিবে। এক দিন একবার মাত্র ভোজন, এক দিন রাত্রি ভোজন এবং এক দিন অযাচিত ভোজন করিয়া পরে এক দিন উপবাস করার নাম পাদ কৃচ্ছ্র। একবিংশতি দিন দুগ্ধ মাত্র পান করাকে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র কহে এবং দ্বাদশ দিন উপবাসের নাম পরাক ব্রত। তিন দিন পিণ্যাক, দধি ও শক্তুর এক এক গ্রাস ভোজন এবং এক দিন উপবাস, বার দিন এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে তাহাকে সৌম্য কৃচ্ছ্র কহা যায়। পিণ্যাকাদি দ্রব্যের প্রত্যেকের এক এক গ্রাস তিন দিন ভোজন ও দুই দিন উপবাস, এইরূপে পঞ্চদশ দিবস অনুষ্ঠান করিলে তাহাকে তুলা পুরুষ ব্রত কহে। কপিলা গো দোহন সময়ে ধারোষ্ণ দুগ্ধ মাত্র পান করাকে ব্যাস কৃচ্ছ্র বলে এবং তাহা চণ্ডাল প্রভৃতিকেও পবিত্র করে। প্রতিদিন কেবল মাত্র রাত্রিকালে ভোজন করার নাম নক্তব্রত। অনাদিষ্ট পাপেতে চান্দ্রায়ণই বিহিত হয়। দ্বিগুণ দক্ষিণক অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞেতে যে ফল প্রাপ্তি হয়, এক কৃচ্ছ্র ব্রতে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। বেদাভ্যাস রত, ক্ষমাশীল ও শৌচাচার যুক্ত গৃহস্থও ধর্ম্ম শাস্ত্রাবেক্ষণে পাপ হইতে বিমুক্ত হয়েন। দ্বিজাতির সম্বন্ধে এই সমুদায় উক্ত হইল।

বর্ণ-ভেদ প্রকরণ।

বৈদিক কবি ও ঋষিদিগের বংশাবলি প্রথমে বৈদিক ক্রিয়ানুষ্ঠান-কুশল যাজক ও পুরোহিতের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া, ক্রমে কি রূপে আর্য্য জাতির মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রস্তাবে বিবৃত হইয়াছে। তাঁহারাই অবশেষে আর্য্য সমাজের সমগ্র বিদ্যা বুদ্ধি ও জ্ঞানের একাধার স্বরূপ হইয়া, বুদ্ধি কৌশলে সমুদায় আর্য্য জাতির নেতা, নিয়ন্তা এবং ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক হইয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়গণের প্রভাব ও বিক্রম কেবল দৈহিক বল বীর্য্যেই পর্য্যবসিত হইত। তাঁহারা বুদ্ধি বৃত্তির পরিচালনা ও জ্ঞানোপার্জ্জনের প্রতি উপেক্ষা করিয়া যুদ্ধ বিগ্রহের উৎসাহ ও সমর ক্ষেত্রের গৌরব লইয়াই ব্যস্ত রহিলেন। ক্ষত্রিয় ভূপালগণ রাজ্যাধিপতি এবং জনসমাজের অতুল প্রতাপান্বিত শাসন কর্ত্তা হইলেও ব্রাহ্মণ বর্গের নিকট মস্তকাবনত করিতে বাধ্য হইতেন। ঋষি প্রণীত ধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রতিকূলে তাঁহাদের আদেশ প্রবল হইতে পারিত না; প্রচলিত আচার ও ব্যবহার পদ্ধতির প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে তাঁহাদের কিছু মাত্র সাধ্য ছিল না। আশ্রমিক বা সামাজিক ধর্ম্ম বিষয়ক কোন প্রশ্ন উপস্থিত হইলে বেদবেত্তা বিপ্রগণের পরামর্শ ও ব্যবস্থা লইয়া তাঁহাদের কার্য্য করিতে হইত। এইরূপে ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ সকলের শাসন কর্ত্তা হইয়াও স্বয়ং ব্রাহ্মণ বর্গের অনুশাসনানুযায়ী চলিতে বাধ্য হইতেন। কোন নৃপতি স্বীয় পরাক্রম ও ঐশ্বর্য্য মদে মত্ত হইয়া ব্রাহ্মণ দ্বেষী ও শাস্ত্রবচনের বিরুদ্ধাচারী হইলে, ব্রাহ্মণগণ সমবেত হইয়া নানা উপায়ে তাহাকে বিনষ্ট বা রাজ্য ভ্রষ্ট করিতে ত্রুটি করিতেন না (১)। মহাভারতোক্ত বেণ, নহুষ, ও পুরুরবার বৃত্তান্তই এই বিষয়ের দৃষ্টান্ত স্বরূপ রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ বর্ণের প্রাদুর্ভাব ক্রমে কি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহা মনুসংহিতা ও অপরাপর ধর্ম্ম শাস্ত্রে প্রকাশিত আছে। মনু এইরূপে ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। "ব্রাহ্মণের দেহ ধর্ম্মের সাক্ষাৎ সনাতন মূর্ত্তি, ব্রাহ্মণ জন্ম গ্রহণ করিবা মাত্রই পৃথিবীস্থ সমস্ত লোকের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়েন, যেহেতু সকলের ধর্ম্ম রক্ষার জন্যই ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইয়াছে। জগতে যে কিছু সম্পত্তি আছে, সমুদায়ই ব্রহ্মস্ব, ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের শ্রেষ্ঠ হেতু সকল বস্তুই পাইবার যোগ্য (২)। রাজা অতিশয় বিপদাপন্ন হইলেও ব্রাহ্মণকে কুপিত করিবেন না, ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইলে সবাহন সবল রাজাকে নষ্ট করেন। যে ব্রাহ্মণেরা ক্রুদ্ধ হইয়া অগ্নিকে সর্ব্বভুক করিয়াছেন, মহাসমুদ্রের জলকে অপেয় করিয়াছেন, চন্দ্রকে ক্ষয় যুক্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের ক্রোধোদ্রেক করাইয়া কে বিনষ্ট হইবে? যাঁহারা স্বর্গাদি লোকের এবং দিক্‌পালগণের সৃষ্টি করিতে পারেন এবং ক্রোধভরে দেবতাগণকে অদেবতা করিতে পারেন, তাদৃশ ব্রাহ্মণকে ক্ষুণ্ণ করিয়া কে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবেক? পৃথিব্যাদি লোক ও দেবগণ, যজন যাজনাদি-কর্ত্তা ব্রাহ্মণ বর্গকে অধিকার করিয়া রহিয়াছেন, কেই যাঁহাদিগের ধন, জীবনাশা থাকিতে কে তাঁহাদের হিংসা করিবে? যেমন অগ্নি সংস্কৃত হউক বা অসংস্কৃত হউক সকলেরই দেবতা, সেই রূপ ব্রাহ্মণ বিদ্বান হউন বা অবিদ্বান হউন সকলের পরম দেবতা (৩)।"

আর্য্য সমাজের আদি ভূত চারি শ্রেণী হইতে অনুলোম প্রতিলোম বিবাহাদি দ্বারা বহু সংখ্যক বর্ণ সঙ্করের সৃষ্টি হইয়াছিল।

(১) মনুসংহিতা ৯ অধ্যায় ৩২০ শ্লোক।

(২) মনুসংহিতা ১ অধ্যায় ৯৬।১০০।১০১ শ্লোক।

(৩) মনুসংহিতা ৯ অধ্যায় ৩১০-৩১৭ শ্লোক।

মনুসংহিতায় ৪৬টি বর্ণ সঙ্কর জাতির উল্লেখ আছে,ইহাদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি ও জাতীয় ব্যবসায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আর্য্যগণের রাজ্যাধিকার ভারত ভূমি মধ্যে ক্রমে বিস্তার হইলে, চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী অনার্য্য বর্ব্বর জাতি সকল আর্য্যগণের সংস্রবে তদীয় আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম অল্পে অল্পে অনুকরণ করিয়া অবশেষে আর্য্য সমাজভুক্ত হইয়াছিল। বেদে আর্য্য সমাজ বহির্গত বর্ব্বর জাতি সকলকে দস্যু, অসুর, রাক্ষস, যাতুধান ও পিসাচাদি নামে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারা আর্য্য ধর্ম্ম দ্বেষ্টা, ক্রিয়াহীন ও বেদ বর্জ্জিত ছিল এবং সর্ব্বদা আর্য্যদিগের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহে প্রবৃত্ত থাকিত: তাহারা নিয়তই ঋষিগণ বা রাজগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদি কর্ম্মে উপস্থিত হইয়া যজ্ঞ সামগ্রী বল পূর্ব্বক হরণ ও নানা প্রকার উৎপাত করিত। এই নিমিত্তই বোধ হয় আর্য্যগণ অনার্য্য জাতিগণের প্রতি সামান্য রূপে দস্যু নাম আরোপ করিয়াছিলেন। মনুসংহিতায় আর্য্য ভিন্ন যে সকল জাতির নামোল্লেখ আছে, তাহারা আর্য্য ধর্ম্মচ্যুত হীন-ভাবাপন্ন ক্ষত্রিয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মনু কহেন যে তাহারা বেদ বর্জ্জিত হইয়া আর্য্য সমাজ হইতে বহিষ্কৃত ও জাত্যন্তররূপে পরিণত হইয়াছে। যথা

শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদ্ ইমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতালোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেনচ। ৪৩।
পৌণ্ড্রকাশ্চোড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজাঃ যবনাশকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতাঃ দরদাঃ খশাঃ। ৪৪।
মনু দশম অধ্যায়

এই সকল ক্ষত্রিয়গণ উপনয়নাদি সংস্কার হীন হইয়া যাজন অধ্যাপন প্রায়চিত্তাদির নিমিত্ত ব্রাহ্মণাদির দর্শনাভাবে ক্রমে বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যথা, পৌণ্ড্রক, উড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব চীন, কিরাত, দরদ এবং খশ (৪)।

(৪) পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি কর্ত্তৃক সংশোধিত

দস্যু জাতির যেরূপ পরিচয় মনুতে প্রাপ্ত হওয়া যায়,তাহা পূর্ব্ব প্রস্তাবে উল্লিখিত হইয়াছে। মনুসংহিতার মতে ম্লেচ্ছভাষী হউক বা আর্য্য ভাষী হউক যাহারা ক্রিয়ালোপ হেতু চতুর্ব্বর্ণ বহির্গত, তাহারাই দস্যু। দস্যু ও অপরাপর বর্ব্বর জাতিগণ আর্য্য জাতির সংস্পর্শে বা শাসনাধীনে আসিয়া ক্রমে যে আর্য্য ধর্ম্মানুযায়ী আচার ব্যবহার ও অনুষ্ঠানাদি অবলম্বন করিয়াছিল এবং ব্রাহ্মণগণ যে তদ্বিষয়ে উৎসাহ প্রদান এবং অনুমোদন করিতেন, তাহার একটি উদাহরণ শান্তিপর্ব্বে দৃষ্ট হয়। যথা—

যবন, কিরাত, গান্ধার, চীন, শবর, বর্ব্বর, শক, তুষার, কঙ্ক, পহ্লব, অন্ধ্র, মদ্র, পৌণ্ড্র, পুলিন্দ, রমঠ ও কাম্বোজ জাতি, আর ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব ব্যক্তিগণ এবং বৈশ্য ও শূদ্রগণ বিভিন্ন দেশীয় এই সকল লোকে কি রূপে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে আর দস্যু জীবিদিগের সম্বন্ধে বা কি বিধান করিতে হইবেক,হে সুরেশ্বর! এই সকল বিষয়ে আমাকে উপদেশ প্রদান কর, যে হেতু তুমি ক্ষত্রিয়গণের পরম বন্ধু। ইন্দ্র কহিলেন, দস্যুগণ পিতা মাতার শুশ্রূষা করিবে, আচার্য্য ও গুরুর শুশ্রূষা করিবে, আশ্রম বাসীগণের ও নৃপতির শুশ্রূষা করিবে। বেদ বিহিত ধর্ম্ম কর্ম্মও তাহাদের পক্ষে বিহিত জানিবে। পিতৃ যজ্ঞানুষ্ঠান, কূপ ও জল-প্রণালী ও বিশ্রাম স্থান নির্ম্মাণ এবং যথা কালে ব্রাহ্মণকে দান,এই সকল কর্ম্ম তাহারা করিবে। অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, শৌচাচার, অবিরোধ, পুত্র-দার-প্রতিপালন, যথা নিয়মে দায় বিভাগ, এই সকলও দস্যুগণ কর্ত্তৃক আচরিত হইবেক এবং যাহারা উন্নতি

মনুসংহিতায় উপরোক্ত শ্লোকে যবন শব্দ "জবন" এবং পহ্লব শব্দ "অপহ্নব" রূপে লিখিত হইয়াছে। বাস্তবিক তাহা ভ্রম।

২৬৪

ইচ্ছা করে, তাহারা সকল যজ্ঞে দক্ষিণা প্রদান করিবে। দস্যু মাত্রে ব্যয়-সাধ্য পাক-যজ্ঞ করিবে। পুরাকাল হইতে এই প্রকারে বিহিত ক্রিয়া সকল সর্ব্ব সাধারণে অনুষ্ঠান করিবে। শান্তিপর্ব্ব ৬৫ অধ্যায় (৫)।

বর্ব্বর জাতিগণ আর্য্য জাতির সহিত সংস্পর্শ হেতু আর্য্য ধর্ম্ম ও আচার পদ্ধতি গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রমে যে তাহারা আর্য্য সমাজভুক্ত এবং বর্ণাশ্রম সংযুক্ত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ মাত্র থাকিতে পারে না। হিন্দু-ধর্ম্ম এক্ষণে যেমন কেবল হিন্দুসমাজ মধ্যে বদ্ধ ও সংকুচিত রহিয়াছে, হিন্দু ব্যতীত অপরাপর জাতি মধ্যে প্রচার হইতে পারে না; পূর্ব্বকালে তাহার এপ্রকার অনুদার ভাব ছিল না। তখন আর্য্যগণ যেমন আপনাদের শৌর্য্য ও বিক্রম প্রকাশ করিয়া ভিন্ন দেশাধিকার ও ভিন্ন জাতিগণকে পরাজয় করিতেন, সেইরূপ তাঁহারা ঐ সকল জাতিকে আপনাদের ধর্ম্মে ও সভ্যতায় দীক্ষিত করিতে কিছু মাত্র সংকোচ প্রকাশ করিতেন না। এই রূপেই উড়িষ্যা-বাসী উড্র জাতি (৬) এবং দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়, তৈলঙ্গাদি অনার্য্য জাতিসমূহ হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী ও কালক্রমে হিন্দুসমাজ ভুক্ত হইয়াছিল।

ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মধ্যে প্রতিলোম বিবাহ মনুর সময়েই নিষিদ্ধ হইয়াছিল, তখন অনুলোম বিবাহ অর্থাৎ নিকৃষ্ট জাতীয় কন্যার সহিত উৎকৃষ্ট জাতীয় পুরুষের বিবাহ প্রচলিত ছিল এবং তদ্দ্বারা নূতন নূতন বর্ণ সঙ্করের উৎপত্তি হইত কিন্তু কলিযুগে অসবর্ণ বিবাহ এক কালীন রহিত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং এক্ষণে আর নূতন বর্ণ সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। পূর্ব্বে বিভিন্ন বর্ণ মধ্যে ভোজ্যান্নতা বিষয়ে এক্ষণকার ন্যায় কঠিন নিয়ম ছিল না, ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বকালে শূদ্রের মধ্যে দাস ও গোপাল প্রভৃতি কর্ত্তৃক প্রস্তুত অন্ন ভোজন করিতেন, তাহাও একালের শাস্ত্রকারেরা নিষেধ করিয়া দিয়াছেন (৭)। এই রূপে জাতি ভেদ নিয়ম ক্রমশ অধিকতর কঠিন হইয়া আসিয়াছে। বৈদিক সময়ের পরে বর্ণাশ্রম বিধান কি প্রকার ছিল ও তদ্দ্বারা হিন্দুগণের সামাজিক অবস্থার কি রূপ ভাব গতিক হইয়াছিল, তাহা বর্ণন করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে, সুতরাং প্রস্তাবটি এই স্থানে সমাপন করা গেল।

উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে জাতি ভেদ প্রথা প্রচলিত থাকায় হিন্দুসমাজের কি রূপ ইষ্টানিষ্ট উৎপত্তি হইয়াছে, তদ্বিষয়ে বিস্তর মত ভেদ দৃষ্ট হয়। জাতি ভেদ

(৫) যবনাঃ কিরাতাঃ গান্ধারাশ্চীনাঃ শবরবর্ব্বরাঃ।২৪২৯
শাকাস্তুষারাঃ কঙ্কাশ্চ পহ্লবাশ্চাদ্রমদ্রকাঃ।
পৌণ্ড্রাঃ পুলিন্দাঃ রমঠাঃ কাম্বোজাশ্চৈব সর্ব্বশঃ।
ব্রহ্মক্ষত্রপ্রসূতাশ্চ বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ মানবাঃ।
কথং ধর্ম্মাংশ্চরিষ্যন্তি সর্ব্বে বিষয়বাসিনঃ।
মদ্বিধেশ্চ কথং স্থাপ্যাঃ সর্ব্বে বৈ দস্যুজীবিনঃ।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং ভগবংস্তদ্ ব্রবীহি মে।
ত্বং বন্ধুভূতোঽস্মাকং ক্ষত্রিয়াণাং সুরেশ্বর।
ইন্দ্রউবাচ।
মাতাপিত্রোর্হি শুশ্রূষা কর্ত্তব্যা সর্ব্বদস্যুভিঃ।
আচার্য্যগুরুশুশ্রূষা তথৈবাশ্রমবাসিনাং।
ভূমিপানাঞ্চ শুশ্রূষা কর্ত্তব্যা সর্ব্বদস্যুভিঃ।
বেদধর্ম্মক্রিয়াশ্চৈব তেষাং ধর্ম্মো বিধীয়তে।
পিতৃযজ্ঞাস্তথা কূপাঃ প্রপাশ্চ শরণানি চ।
দানানি চ যথা কালং দ্বিজেভ্যো বিসৃজেৎ সদা।
অহিংসা সত্যমক্রোধো বৃত্তিদানানুপালনং।
ভরণং পুত্রদারাণাং শুচমদ্রোহ এব চ।
দক্ষিণা সর্ব্বযজ্ঞানাং দাতব্যা ভূতিমিচ্ছতা।
পাকযজ্ঞাঃ মহাহাশ্চ দাতব্যা সর্ব্বদস্যুভিঃ।
এতান্যেবম্প্রকারাণি বিহিতানি পুরাঽনঘ।
সর্ব্বলোকস্য কর্ম্মাণি কর্ত্তব্যানীতি হি শ্রুতিঃ।

(৬) Hunter's Orissa, page, 241.

(৭) শূদ্রেষু দাস গোপাল কুলমিত্রার্দ্ধসীরিণাং।
ভোজ্যান্নতা গৃহস্থস্য তীর্থসেবাতিদূরতঃ।
ব্রাহ্মণাদিষু শূদ্রস্য পক্বতাদি ক্রিয়াপি চ।
আদিত্যপুরাণ।

কোন না কোন প্রকারে যে সকল দেশেই প্রচলিত আছে, ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। বাস্তবিক যে পর্য্যন্ত বিদ্যা বুদ্ধি ধন-সম্পত্তি ইত্যাদি বিষয়ের ন্যূনাধিক্য হেতু লোক সমূহের অবস্থার ইতর বিশেষ থাকিবেক,সে পর্য্যন্ত জনসমাজ স্বভাবত বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত থাকিবেক। সুতরাং সামাজিক শ্রেণী বিভাগ মনুষ্যের বর্ত্তমান অবস্থার একটি অনিবার্য্য ফল। সেই সকল সামাজিক শ্রেণী সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার নিয়ম ও ব্যবস্থা প্রণালীর সৃষ্টি হইয়াছে। হিন্দুসমাজের জাতি ভেদের বিশেষ লক্ষণ এই যে তাহা হিন্দুধর্ম্মের সহিত অপরিচ্ছিন্ন ভাবে সংমিশ্লিষ্ট হওয়াতে একই অপরিবর্ত্তনীয় ভাবে হিন্দু সমাজকে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বর্ণ ভেদের প্রথম অঙ্কুর যে আর্য্যগণের তাৎকালিক অবস্থা ও সামাজিক প্রয়োজনানুরোধ বশত হইয়াছিল এবং তাহা যে ক্রমে ক্রমে ও অল্পে অল্পে পরিণতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল, একথা বোধ হয় এই প্রস্তাবে সন্তোষ জনক রূপে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ এই জাতি ভেদ প্রথাকে প্রবল রূপে বদ্ধমূল ও অবিচলিত ভাবে চিরকালের জন্য প্রচলিত রাখিবার উদ্দেশে নানা কল্পিত কথা দ্বারা ইহাকে অলৌকিক ব্যাপার ও স্বয়ং প্রজাপতির সৃষ্টি বলিয়া হিন্দুধর্ম্মের একটি প্রধান অঙ্গ স্বরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন,সুতরাং জাতি ভেদ সংক্রান্ত ব্যবস্থার ভাল মন্দ বিষয়ে বিচার করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। শাস্ত্রকারেরা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যে রূপে প্রচার করিলেন, তাহাই অবিতর্কিত ভাবে সকলের পরম শ্রদ্ধেয় ও আচরিতব্য হইল। এই উপায়ে প্রথমাবস্থায় আর্য্যগণ যে সত্বর সমাজ সংবদ্ধ হইয়া সভ্যতার পদে আরোহণ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সামাজকে বিধি-বদ্ধ করিয়া আন্তরিক শান্তি স্থাপন; সকলের সমবেত চেষ্টায় বাহিরের শত্রুগণ হইতে সমাজ সংরক্ষণ এবং সমাজের প্রয়োজনানুসারে বিভিন্ন শ্রেণীকে বিভিন্ন কার্য্য ও ব্যবসায়ে বিনিয়োগ; নব্য জনপদের স্থিতি ও উন্নতির নিমিত্ত এই তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য লক্ষিত হয় এবং এই তিনটি উদ্দেশ্যই আর্য্যগণের বর্ণাশ্রম বিধান দ্বারা সুচারু রূপে সংসাধিত হইয়াছিল।

ব্রাহ্মাবধূত শ্রীযুক্ত শ্রীনারায়ণ গিরি-স্বামীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

৩৭২ সংখ্যক পত্রিকার ৯০ পৃষ্ঠার পর।

গড়তোপ সহরের উত্তরে এক প্রকাণ্ড প্রান্তর আছে, রাখী-পূর্ণিমার দিন এ দেশীয় রাজপুরুষেরা এই প্রান্তরে একত্র হইয়া মহাসমারোহের সহিত যুদ্ধ ক্রীড়া করিয়া থাকেন এবং তাহা দেখিবার জন্য অনেক লোকের সমাগম হয়। নানা প্রকার যুদ্ধ কৌশল প্রদর্শনের পর তির দ্বারা একটি লক্ষ বিদ্ধ করা হয়। বহু দূরে চক্রাকার একটি লক্ষ এক উচ্চ স্থানে লম্বমান থাকে, যিনি তাহাকে বিদ্ধ করিতে পারেন, তিনি জিত হন এবং নির্দ্দিষ্ট পারিতোষিক প্রাপ্ত হয়েন। পরে নৃত্য, গীত ও বাদ্য করিতে করিতে সকলে স্বস্ব স্থানে গমন করে। এতদ্দেশীয় লোকেরা বালক বালিকা ক্রয় বিক্রয় করে, বিশেষত লামাগুরুরা যে কোন জাতীয় কন্যা পুত্র হউক না কেন ক্রয় করিয়া শিষ্য করিয়া রাখেন। এখানে পঞ্চদশ বা ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত বালকত্ব থাকে, এপর্য্যন্ত বালক বালিকারা বস্ত্র পরিধান করে না। এখানকার রৌপ্য মুদ্রা অতি বৃহৎ, তাহার ওজন ১৭৭ তোলা, এবং নেপালাধিপতির মুদ্রাও এখানে প্রচলিত আছে, উহার নাম মধুরমালী, উহার এক পৃষ্ঠে দেবনাগর অক্ষরে শ্রীশ্রীশ্রী গুরু গোরখ নাথ, অপর পৃষ্ঠে শ্রীশ্রীশ্রী সুরেন্দ্র সাহা, এই রূপ মুদ্রিত থাকে, এবং ইংরাজী রৌপ্য মুদ্রাও চলে। এখানে পয়সা প্রচলিত নাই, এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র রৌপ্য মুদ্রা আছে, তাহার মূল্য তিন আনা মাত্র।

গড়তোপ হইতে লামাছিয়া চারি ক্রোশ, লামাছিয়া হইতে কোচেতিং ছয় ক্রোশ, কোচেতিং হইতে মানাফানি দুই ক্রোশ, মানাফানি হইতে দংপুর মঠ তিন

ক্রোশ। এই দংপুতে হুন দেশীয় নিমাটোসি নামক এক ব্যক্তি বাস করেন, ইনি পূর্ব্বে ডাবা ছিলেন, পরে বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হইয়াছেন। ইহাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম গেলপু। ইহাঁরা অতি দয়াবান্ ও পরোকারী। কোন বিদেশীয় ব্যক্তি বিপদাপন্ন হইলে ইহাঁরা যথাসাধ্য উপকার করেন এবং বদরিকাশ্রমে পৌছিবার জন্য উপযুক্ত অর্থ দিয়া পথিকের সহিত যোগ করিয়া দেন। এখান হইতে পঞ্চদশ দিবসে নীতিঘাটায় পৌছান যায় এবং তথা হইতে মানাঘাটা ও বদরিকাশ্রম দেখিতে পাওয়া যায়।

নূতন পুস্তকের সমালোচন।

১। ললিতা সুন্দরী। প্রথম সর্গ। শ্রীঅধরলাল সেন বিরচিত। নূতন বাঙ্গলা যন্ত্র। সম্বৎ ১৯৩১।

মনুষ্য যেমন বাল্যাবস্থাতে বয়ো জ্যেষ্ঠদিগের যাহা দেখে তাহাই অনুকরণ করিতে ভাল বাসে, তেমনি এক জাতি শ্রেষ্ঠতর জাতি দ্বারা বিজিত হইলে শেষোক্ত জাতির অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়। আমাদিগের বঙ্গদেশে অন্য সকল বিষয়ে যেমন এই অবস্থা ঘটিয়াছে, সাহিত্য সম্বন্ধেও সেই অবস্থা ঘটিয়াছে। এক্ষণে বাঙ্গলা সাহিত্য ইংরাজী সাহিত্যের অনুকরণে পরিপূর্ণ। নিপুণ অনুকরণ দেখিলেও সন্তুষ্ট হওয়া যায় কিন্তু এক্ষণে বাঙ্গলা ভাষায় প্রণীত অধিকাংশ কাব্য ঐ প্রকার অনুকরণেরও পরিচয় দেয় না। অধরলাল বাবু এক জন নিপুণ অনুকারক বটে। ইংরাজী কবির মধ্যে বাইরণ, স্কট্, মুর্ ই অধরলাল বাবুর প্রধান আদর্শ। তাঁহাদিগের গ্রন্থই তাঁহার সম্বন্ধে উচ্চতম স্বর্গ। তিনি তদপেক্ষা উচ্চতর স্বর্গে আরোহণ করিতে চেষ্টা কেন না করেন? তিনি ঐ সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কবিকে অনুকরণ করিতে চেষ্টা কেন না করেন? সার্ উইলিয়ম জোন্স প্রত্যেক বিষয়ের রচনার সময় সেই বিষয়ের উচ্চতম আদর্শ আপনার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে স্থাপন করিতেন। যখন উদ্ভিদ বিদ্যা বিষয়ে কোন প্রস্তাব রচনা করিতেন, তখন লিনিয়সকে আপনার আদর্শ করিতেন, যখন জ্যোতিষ বিষয়ে কোন প্রস্তাব রচনা করিতেন,তখন নিউটনকে আপনার আদর্শ করিতেন,যখন কবিতা রচনা করিতেন,তখন শেস্‌কপিয়র ও মিল্টনকে আপনার আদর্শ করিতেন। মনশ্চক্ষুর সম্মুখে উচ্চতম আদর্শ স্থাপন করিবার উপকার এই যে অধিক উৎকর্ষ যদি লাভ না করা যায়, তবু কিয়ৎ পরিমাণেও উৎকর্ষ লাভ করিতে পারা যায়। এই অভিপ্রায়ে আমরা অধরলাল বাবুকে উচ্চতম আদর্শ স্থির করিতে বলিতেছি। শুনিতে পাওয়া যায় তাঁহার বয়ঃক্রম অল্প। এখন অবধি ঐ প্রকার উচ্চতম আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া কবিতা লিখিলে পরিপক্ক বয়সে যশের মন্দিরে তাঁহার এক আসন প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা। তাঁহার নিকট আমাদিগের আর একটি অনুরোধ আছে। তিনি চর্ব্বিত চর্ব্বন আদিরস ঘটিত বিষয় কাব্য না লিখিয়া অন্য কোন মহত্তর বিষয়ে কাব্য লিখুন। আমরা বাঙ্গলা ভাষায় আদিরস ঘটিত কাব্যের প্রাচুর্য্যে জ্বালাতন হইযাছি। আমরা একটি বিষয়ে অধরলাল বাবুর উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছি। তিনি পবিত্র উদ্বাহ রীতিকে ভাল বলেন না। তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন—

"কি ছার মিছার বিয়ে, অসার, নীরস,
সাধের প্রণয় কিরে বাসনার বস"।

এই প্রকার মত লোকসমাজের যেরূপ অনিষ্টকর এমন আর অন্য কিছুই নহে। এই মতের পোষক বাক্য বাঙ্গলা ভাষায় প্রণীত অনেক কবিতা ও উপন্যাসে দৃষ্ট হয়। দুঃখের বিষয় যে বাঙ্গলা কবিতা রূপ শস্যে এই কীট শীঘ্র শীঘ্র ধরিল। আমরা এই সকল আপাত মনোরম কিন্তু অত্যন্ত অনিষ্টকর মত সম্বন্ধে সাধারণ বর্গকে আমাদিগের কবির বচন দ্বারাই সাবধান করিয়া দিতেছি।

"দেখিয়ে সুন্দর রূপ ভুলিবে পরাণ,
যখন করিবে তুচ্ছ পবিত্র সম্মান,
আদরেতে আলিঙ্গন করিবে হৃদয়,
বিষম ছোবলে হবে জীবন সংশয়"!

২। সানুবাদ—দেবী মাহাত্ম্য চণ্ডী। শ্রী বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক। কলিকাতা, বিডন যন্ত্র, ১২৮১।

এই পুস্তক শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা রমানাথ ঠাকুর সি, এস, আই, বাহাদুরকে উৎসর্গিত হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় ঋষি-প্রণীত চণ্ডী ধর্ম্মের দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে হিন্দুবর্গের অতি শ্রদ্ধেয় গ্রন্থ। কবিতার দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে জগতের মধ্যে উহা একটি প্রধান বীররস কাব্য। ভাবের উচ্চতাতে উহা বোধ হয় মিল্টন অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। দুর্গা প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। প্রকৃতি যেমন শোভাময় ও মহৎ ভাবে পরিপূর্ণ, চণ্ডী গ্রন্থও সেইরূপ শোভাময় ও মহৎ ভাবে পরিপূর্ণ। বিজয় বাবু ঈদৃশ গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া সাধারণের বিশিষ্ট উপকার করিয়াছেন। অনুবাদ উত্তম হইয়াছে।

৩। Adresses delivered at the Fifteenth and Seventeenth Anniversary Meetings of the Burrabazar Family Literary Club. By Gosto Behary Mullick.

গোষ্ঠবিহারী বাবুকে আমাদিগের যাহা বলিবার

তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তিনি বাঙ্গলায় বক্তৃতা করিতে অভ্যাস করুন।

৪। বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ে মনুর মত। শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক সংকলিত। এলাহারদ বিক্টোরিয়া যন্ত্রে মুদ্রিত। ১৭৯৬ শক।

এই পুস্তকে শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু মহাশয় বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ে মনুর মত সংকলন করিয়াছেন। হিন্দু শাস্ত্রের সার মর্ম্ম সংকলনে নিপুণতা জন্য ঈশান বসুর নাম প্রসিদ্ধই আছে।

বিজ্ঞাপন।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়-প্রণীত গ্রন্থাবলির প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। বেদান্ত দর্শন, বেদান্তের সার, তলবকার উপনষৎ, ঈশোপনষৎ, সহমরণ বিষয়ক তিন পুস্তক, চারি প্রশ্নের উত্তর, পথ্য প্রদান, ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ, কায়স্থের মদ্যপান বিষয়ক বিচার এবং বজ্রসূচী গ্রন্থ পর্য্যন্ত ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফরমা মূল্য ॥০ আট আনা। বিদেশে পাঠাইবার মাশুল প্রতি খণ্ডে /০ এক আনা। যাঁহারা এই গ্রন্থ লইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ছয় খণ্ডের মূল্য ৩ তিন টাকা বিদেশীয় গ্রাহকগণ মাশুল সমেত ৩।৵০ পাঠাইলে তাঁহাদের নিকট পুস্তক প্রেরণ করা যাইবে। গ্রাহকগণ ত্বরায় স্বীয় স্বীয় নাম ধাম সহ পত্র ও টাকা পাঠাইবেন।

যে সকল মহাশয় এই পুস্তকের প্রথম খণ্ড অবধি পাইয়াছেন, অথচ অদ্যাপি মূল্য পাঠান নাই, তাঁহারদিগের প্রতি সানুনয় নিবেদন যে তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক সত্বর মূল্য ও মাশুল পাঠাইয়া সাহায্য প্রদান করিবেন ইতি।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।

আগামী ৩০ কার্ত্তিক রবিবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের একবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ণ তিন ঘণ্টার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ হইবে এবং সন্ধ্যা ৭ সাত ঘণ্টার সময়ে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

উল্লিখিত উৎসব উপলক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার উদ্দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম সংক্রান্ত কতকগুলি পুস্তক অর্দ্ধ মূল্যে বিক্রীত হইবে।

শ্রীজগচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ে মনুর মত।

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু সংকলিত। আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ আছে। মূল্য চারি আনা মাত্র।

আয় ব্যয়।

ভাদ্র ১৭৯৬ শক, আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	...	৩৯৯৸/১৫
পূর্ব্বকার স্থিত	...		৪৩৬।০
সমষ্টি	...	...	৮৩৬ /১৫
ব্যয়	...	...	৬০০।/১৫
স্থিত	...	...	২৩৫৸৹

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	৩৸৵৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা		...	১০৩৸৶০
পুস্তকালয়	...	...	২০৸৶১৫
যন্ত্রালয়	...	...	২৪৯।৶৫
গচ্ছিত	...	...	২১॥/১০
সমষ্টি	...	...	৩৯৯৸/১৫

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	৮৬৸/১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা		...	৩০৬৸৵৫
পুস্তকালয়	...	...	৩১৸/১০
যন্ত্রালয়	...	...	১৫৬।০
গচ্ছিত	...	...	১৮॥৫
সমষ্টি	...	...	৬০০।/১৫

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ বসু	...	২
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন	...	১
দানাধারে প্রাপ্ত	...	৸৵৫
		৩৸৵৫

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাকমাসুল বার্ষিক ছয় আনা। সম্বৎ ১৯৩১। কলিগতাব্দ ৪৯৭৫। ১ কার্ত্তিক শনিবার।

পুরুবিক্রম নাটক সম্বন্ধে পত্রিকা সম্পাদকগণের মতের সারাংশ।

এতদিনে বঙ্গভাষায় একখানি প্রকৃত নাটক প্রকাশিত হইয়াছে। পুরুবিক্রম নাটককার নাটকের লক্ষণবিশেষ রূপে অবগত আছেন। এজন্য তাঁহার নাটক পাঠে যেরূপ প্রীতিবোধ হয় এবং হৃদয় যেরূপ আকৃষ্ট হয়, এরূপ অন্য কোন নাটকে হয় না।

তাঁহার প্রথম উদ্যমেই তিনি বঙ্গভাষায় সমুদায় পূর্ব্ব নাটককারকে পরাভূত করিয়াছেন।

ভারত সংস্কারক, ১৬ই শ্রাবণ ১২৮১।

পুস্তকের নাটকত্ব সম্বন্ধে আমরা এই বলি যে পুরুবিক্রম লেখক বাঙ্গালার সাধারণ নাটককারদের শ্রেণীস্থ নহেন।

বাঙ্গলা ভাষার রাশী রাশী নাটকের মধ্য হইতে আমরা এই নাটক খানি বাছিয়া লইতে পারি।

অমৃত বাজার পত্রিকা, ১৯ ভাদ্র ১২৮১।

এই নাটক খানি পাঠ করিয়া আমরা সাতিশয় সন্তোষ লাভ করিয়াছি। এদেশের যন্ত্রালয় হইতে সচরাচর যে সকল দৃশ্যকাব্য প্রকাশিত হয়, ইহা সে সকল অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। ইহার ভাবও যেমন উন্নত, ইহার পাত্রগুলিও তেমনই স্বভাবানুযায়ী বিবিধ বর্ণে চি[illegible]রূপ ভাল নাটক পাইলে আমাদিগের বড়ই আনন্দ হয়।

সপ্তাহিক সমাচার, ৭ই ভাদ্র ১২৮১।

গ্রন্থকার এই নাটকে সবিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। প্রস্তাবান্তরে আমরা বলিয়াছি, এক্ষণে বাঙ্গালা নাটক প্রায় ভাল হয় না, পুরুবিক্রম সে ভৎসনার প্রসাদভোগী নহে, এখানি উত্তম শ্রেণীতে গণনীয়।

সংবাদ প্রভাকর।

সাধারণভাবে বলিতে গেলে পুরুবিক্রম নাটক খানি ভালই হইয়াছে।

আমরা এই বীররসাত্মক নাটক খানি পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি।—

ঢাকাপ্রকাশ, ৪ শ্রাবণ ১২৮১.

বিষয়টী বেশ। বাস্তবিক সচরাচর যেরূপ নাটক প্রসব হইতেছে, সে সকল হইতে এখানি অনেকাংশে ভাল।

এডুকেশন গেজেট, ৬ ভাদ্র ১২৮১

It is, with no small pleasure that we hail the appearance of *Puruvikrama Nataka*, a drama in Bengolee far above the ordinary level of our current plays.

Bengalee, August 8th 1874.

Amidst the ordinary run of worthless plays, it is a relief to meet with such a readable one as that which heads our article.

On the whole we have no hesitation in pronouncing this play to be one of the good dramas that have yet appeared in the language.

Hindoo Patriot, 14th September 1874.

This is one of such books as deserves to live. The work under notice will reflect credit on Bengali Literature while it is likely to carry the minds of the educated youths to scenes of medaevial historical interest.

National paper, 22nd July 1874.

উপরোক্ত পুস্তক সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, বাল্মীকি যন্ত্রালয়ে, চিনেবাজার ও পটলডাঙ্গা পুস্তক বিক্রেতাদিগের নিকট পাওয়া যায়। মূল্য এক টাকা, ডাকমাশুল দুই আনা।

Registered No 58.

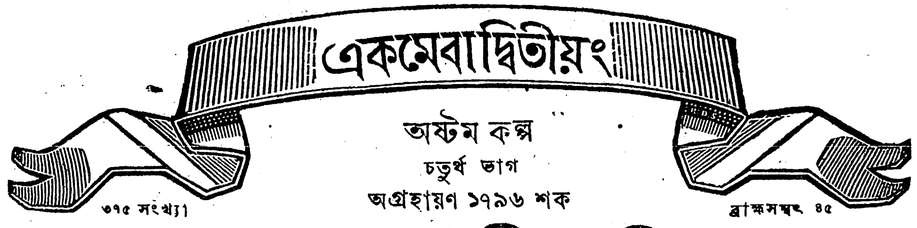

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ।

প্রথম প্রপাঠক।

চতুর্থ খণ্ড।

ওমিত্যেতদক্ষরমুপাসীতোমিতি হ্যুদ্গায়তি তস্যোপব্যাখ্যানং। ১।

'ওঁ ইতি এতৎ অক্ষরং উপাসীত' 'ওঁ ইতি হি উদ্গায়তি তস্য উপব্যাখ্যানং' ইত্যাদি ব্যাখ্যাতং। ১।

ওঙ্কার রূপ অক্ষরের উপাসনা করিবেক, যে হেতু ওঙ্কার হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে গান হইয়া থাকে। সেই অক্ষরের ব্যাখ্যান প্রবৃত্ত হইতেছে। ১।

দেবা বৈ মৃত্যোর্ব্বিভ্যতস্ত্রয়ীং বিদ্যাং প্রাবিশংস্তে ছন্দোভিরচ্ছাদয়ন্ যদেভিরচ্ছাদয়ংস্তচ্ছন্দসাং ছন্দস্ত্বং। ২।

'দেবাঃ বৈ' 'মৃত্যোঃ' মারকাৎ 'বিভ্যতঃ' কিং কৃতবন্তঃ ইত্যুচ্যতে 'ত্রয়ীং বিদ্যাং' ত্রয়ীবিহিতং কর্ম্ম 'প্রাবিশন্' প্রবিষ্টবন্তঃ বৈদিকং কর্ম্ম প্রারব্ধবন্তঃ মৃত্যোস্ত্রাণং মন্যমানাঃ। কিঞ্চ 'তে' কর্ম্মণ্যবিনিযুক্তৈঃ 'ছন্দোভিঃ' মন্ত্রৈঃ জপহোমাদি কুর্ব্বন্তঃ আত্মানং কর্ম্মান্তরেষু 'অচ্ছাদয়ন্' ছাদিতবন্তঃ 'যৎ' যস্মাৎ 'এভিঃ' মন্ত্রৈঃ 'অচ্ছাদয়ন্' 'তৎ' তস্মাৎ 'ছন্দসাং' মন্ত্রাণাং ছান্দনাৎ 'ছন্দস্ত্বং' প্রসিদ্ধমেব। ২।

দেবতারা মৃত্যু হইতে ভয় প্রাপ্ত হইয়া বেদ বিহিত কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং বেদ মন্ত্র দ্বারা আত্মাকে আচ্ছাদন করিয়াছিলেন। যেহেতু মন্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করেন, সেই জন্য মন্ত্রের ছন্দত্ব প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ২।

তানু তত্র মৃত্যুর্যথা মৎস্যমুদকে পরিপশ্যেদেবং পর্য্যপশ্যদৃচি সাম্নি যজুষি। তে নু বিত্ত্বোর্দ্ধাঋচঃ সাম্নো যজুষঃ স্বরমেব প্রাবিশন্। ৩।

'তান্' দেবান্ কর্ম্মপরায়ণান্ 'উ' তত্র 'মৃত্যুঃ' 'যথা' লোকে মৎস্যঘাতকঃ 'মৎস্যং' 'উদকে' নাতিগম্ভীরে 'পরিপশ্যেৎ' বড়িশোদকস্রাবোপায়সাধ্যং মন্যমানঃ 'এবং' কর্ম্মক্ষয়োপায়সাধ্যান্ 'পর্য্যপশ্যৎ' দৃষ্টবান্। কাসৌ দেবান্ দদর্শেত্যুচ্যতে 'ঋচি সাম্নি যজুষি' ঋগ্‌যজুঃসামসম্বন্ধিকর্ম্মণি। 'তে নু' দেবাঃ মৃত্যোঃ চিকীর্ষিতং 'বিত্ত্বা' বিদিত্বা ততঃ 'ঊর্দ্ধাঃ' ব্যাবৃত্তাঃ কর্ম্মভ্যঃ 'ঋচঃ সাম্নঃ যজুষঃ' ঋগ্‌যজুঃসামসম্বন্ধাৎ কর্ম্মণঃ অভ্যুত্থায় অমৃতাভয়গুণং অক্ষরং 'স্বরংএব' 'প্রাবিশন্' প্রবিষ্টবন্তঃ। ৩।

যেমন লোকে মৎস্য ঘাতকেরা অনতি গম্ভীর জলে মৎস্য দেখিতে পায়, সেইরূপ মৃত্যু ঋগ্ যজুঃ সাম বিহিত কর্ম্মে দেবতাদিগকে দেখিতে পাইল। অনন্তর দেবতারা তাহা জানিতে পারিয়া তৎকর্ম্ম হইতে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া স্বর অক্ষরে প্রবেশ করিলেন। ৩।

যদা বা ঋচমাপ্নোত্যোমিত্যেবাতিস্বরত্যেবং সামৈবং যজুরেষ উ স্বরোযদেতদক্ষর-

মেতদমৃতমভয়ং তৎ প্রবিশ্য দেবা অমৃতা অভয়া অভবন্। ৪।

কথং স্বরশব্দবাচ্যত্বমক্ষরস্যোচ্যতে 'যদাবৈ ঋচং আপ্নোতি ওমিত্যেব অতিস্বরতি এবং সাম এবং যজুঃ' 'এষঃ উ' এব 'স্বরঃ'। কোসৌ 'যৎ এতৎ অক্ষরং এতৎ অমৃতং অভয়ং'। 'তৎ প্রবিশ্য' 'দেবাঃ' যথা-শ্রুতং এবং 'অমৃতাঃ' 'অভয়াঃ' চ 'অভবন্'। ৪।

দেবতারা যখন ঋক্ প্রাপ্ত হইলেন, তখন ওঁ বলিয়া অতিশব্দ করিলেন, এই রূপ সাম ও এই রূপ যজু, ইহাই স্বর। যে এই অক্ষর ইহাই অমৃত ও অভয়। তাহাতে প্রবেশ করিয়া দেবতারা অমৃত ও অভয় হইয়াছিলেন। ৪।

সযএতদেবং বিদ্বানক্ষরং প্রণৌত্যেত-দেবাক্ষরং স্বরমমৃতমভয়ং প্রবিশতি তৎ প্রবিশ্য যদমৃতাদেবাস্তদমৃতো ভবতি। ৫।

'সঃ যঃ' অন্যোপি দেববদেব 'এতৎ' অক্ষরং 'এবং' অমৃতাভয়গুণং 'বিদ্বান্' জানন্ 'প্রণৌতি' স্তৌতি উপাসনমেবাত্র স্তুতিরভিপ্রেতা, সঃ তথৈব 'এতদেবাক্ষরং স্বরমমৃতমভয়ং প্রবিশতি তৎ প্রবিশা' রাজকুলং প্রবিষ্টানামিব নান্তরঙ্গবহিরঙ্গতা, কিন্তু 'যদমৃতাঃ দেবাঃ' অভূবন্ 'তদমৃতঃ ভবতি'। ৫।

অন্য যে কোন ব্যক্তি এই ওঙ্কার অক্ষরকে এই রূপ জানিয়া উপাসনা করেন, তিনি এই অমৃত অব্যয় অক্ষর স্বরূপ স্বরে প্রবেশ করেন, এবং দেবতারা যেরূপ অমৃত হইয়াছেন, তিনিও সেই রূপ অমৃত হয়েন। ৫।

সাংখ্য দর্শন।

শ্রবণেন্দ্রিয়।

চক্ষুঃ কেবল রূপেতেই সংসক্ত হয়, সুতরাং চক্ষুর্দ্দ্বারা রূপ বা রূপবদ্বস্তু ব্যতীত শব্দ স্পর্শাদির গ্রহণ হইতে পারে না। শব্দাদি জ্ঞানের নিমিত্ত অপর চারিটি ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান আছে। তন্মধ্যে, প্রথমতঃ, শব্দ-গ্রহণকারী শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয় কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে—

চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ন্যায় শ্রবণেন্দ্রিয়টিও প্রত্যক্ষের অগোচর বস্তু। কেবল অনুমিতি দ্বারাই উহার উপলব্ধি ও অস্তিত্ব সিদ্ধি হয়। উহার আশ্রয় স্থান কর্ণান্তঃপ্রদেশ। কম্বুগল-গহ্বরের রচনা পরিপাটী যেরূপ, শ্রবণ যন্ত্রের রচনা পরিপাটীও প্রায় সেই রূপ। কর্ণের অন্তরাল প্রদেশের যে স্থলে বক্রাবর্ত্ত ছিদ্রের সমাপ্তি হইয়াছে, সেই স্থলে এক অণু পরিমিত স্থিতি-স্থাপক-গুণ-যুক্ত স্নায়ু মণ্ডল (সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরাগ্রন্থি) আছে। সূচীন এক খণ্ড ত্বক্ উহাকে আবরণ করিয়া আছে। ঐ আবরক ত্বক্ খণ্ডের নাম শষ্কুলি। ঐ শষ্কুলি পরিমিত শ্রোত্রাকাশ, নৈয়ায়িক দিগের মতে শ্রবণেন্দ্রিয় কিন্তু সাংখ্য মতে উহা শ্রবণেন্দ্রিয়ের গোলক। শ্রবণেন্দ্রিয় ঐ শষ্কুলি স্থানে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কার্য্য সাধন করিতেছে। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ন্যায় শ্রবণেন্দ্রিয়ও সাংখ্য মতে আহঙ্কারিক (১)। শ্রবণেন্দ্রিয়ের শব্দ গ্রহণ প্রণালী কি রূপ?—সাংখ্যাচার্য্যেরা তাহা কিছু বিশেষ করিয়া বলেন নাই। শাস্ত্রান্তরে যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহাকে নিন্দাও করেন নাই। ইহাতে অনুমান হয় যে, শাস্ত্রান্তরোক্ত প্রণালীই সাংখ্যকারের অভিমত (২)। শাস্ত্রান্তরে দ্বিবিধ প্রণালীর বর্ণনা আছে। তন্মধ্যে এক

(১) "কর্ণ শষ্কুল্যবচ্ছিন্নং নভঃ শ্রোত্রম্" এই বাক্য দ্বারা ন্যায় মতে শ্রবণেন্দ্রিয় ভৌতিক হইতেছে, আর "সাত্ত্বিকমেকাদশগণকম্" এই বাক্য দ্বারা সাংখ্যকার উহাকে আহঙ্কারিক বলিতেছেন। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের আহঙ্কারিকত্ব যে প্রকারে অনুভব করিতে হইয়াছে—শ্রবণেন্দ্রিয়ের আহঙ্কারিকত্বও সেই প্রকারে বোধগম্য করিতে হইবে।

(২) "স্বশাস্ত্রানুক্তসন্দিগ্ধার্থেষু সমানতন্ত্রসিদ্ধান্তস্যৈব সিদ্ধান্তত্বম্" কোন এক শাস্ত্রে কোন এক বিষয়ের নির্ণয় করা হয় নাই, কিন্তু তাহা ভিন্ন শাস্ত্রে নির্ণীত আছে, এমত স্থলে সেই অনুক্তবিষয়ের সিদ্ধান্ত করিতে হইলে, তৎসজাতীয় শাস্ত্রে যাহা নির্ণীত হইয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিবে, কেন না, তাহাই তাহার সিদ্ধান্ত।

প্রণালী বীচি তরঙ্গ ন্যায়ানুসারিণী—অপর প্রণালী কদম্ব গোলক ন্যায়ানুসারিণী। বীচি তরঙ্গ ন্যায়ানুসারিণী যথা,—

কোন এক স্থির-জল জলাশয়ের মধ্যে কোন প্রকার অভিঘাত উপস্থিত করিলে, তজ্জন্য, তত্রত্য জলে এক প্রকার বেগের উৎপত্তি হইবে। অতঃপর সেই বেগ, অভিঘাত স্থানকে বেষ্টন করিয়া এক মূল তরঙ্গের উৎপত্তি করিবে। ক্রমে, বেগ হইতে বেগান্তর—তরঙ্গ হইতে তরঙ্গান্তর জন্মিতে জন্মিতে, বীচি অর্থাৎ ক্ষুদ্র লহরীর আকার প্রাপ্ত হইয়া বিলয় প্রাপ্ত হইবে। তরঙ্গ ক্রমিক হ্রাস হইতে হইতে এক স্থানে বিলয় হয়, আর যদি মধ্যে কোথাও বেগ নিরোধক বস্তু (কূল) প্রাপ্ত হয়, তবে সেই স্থানেই বিকৃত হইয়া বিনষ্ট হয়। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, বায়ু পরিব্যাপ্ত অনন্ত আকাশের যে কোন স্থানে হউক না কেন, কোন প্রকার অভিঘাত (এক বস্তুতে আর এক বস্তুর বেগে সংলগ্ন হওয়া) উপস্থিত হইলে, তত্রত্য বায়ুতে এক প্রকার বেগ জন্মে। ঐ বেগ কি করে?—না আঘাত স্থানটিকে বেষ্টন করিয়া তত্রত্য বায়ুকে তরঙ্গায়িত করে। আঘাত কালে যেমন বায়ুতে বেগ জন্মিয়াছিল, তেমনি আকাশে ধ্বনি (শব্দ) জন্মিয়াছিল। সেই ধ্বনি ঐ তরঙ্গায়মান বায়ুতে আরোহণ করিয়া ক্রমে ইন্দ্রিয় স্থান প্রাপ্ত হইলে ইন্দ্রিয় তাহাকে গ্রহণ করিয়া আত্মার নিকট সমর্পণ করে। যদ্যপি ইন্দ্রিয় নিকটে না থাকে, তবে সেই আকাশোৎপন্ন শব্দটি আপনার উৎপত্তি স্থান আকাশেই লীন হয়। অপিচ, স্থিরজল জলাশয়ের মধ্যে আঘাত করিলে যে, তদুত্থ তরঙ্গ কদাচিৎ তীর স্পর্শ করে, কদাচিৎ নাও করে, তাহার কারণ কেবল আঘাত বল বা আঘাত জন্য বেগের তারতম্য ঘটনা; বেগ অধিক পরিমাণে জন্মিলে তরঙ্গের দূর গতি—আর অল্প পরিমাণে হইলে অদূর গতি হইয়া থাকে। শব্দের গতিও ঠিক্ ঐরূপ, অর্থাৎ যে পরিমাণে বেগ উপস্থিত হইবে, শব্দের গতিও সেই পরিমাণে হইবে। দার্শনিক পণ্ডিতেরা এই রূপে (বীচিতরঙ্গের দৃষ্টান্তে) শ্রবণেন্দ্রিয়ের শব্দ গ্রহণ প্রকার নির্ণয় করেন। উক্ত প্রকারে নির্ণীত হইলে নিম্ন প্রকটিত ঘটনা গুলি সোপপত্তিক হয়—

"শব্দ বহন কারী বায়ুর বিপরীত গতি প্রবল থাকিলে নিকটোৎপন্ন শব্দও যথাবৎ গৃহীত হইবে না"—"সাম্মুখ্য থাকিলে দূরোৎপন্ন শব্দও নিকটের ন্যায় শুনা যাইবে"—"শ্রবণেন্দ্রিয় ও আঘাত স্থান, এতদুভয়ের মধ্যে কোন প্রকার বায়ুর বেগ রোধক বস্তু ব্যবধান থাকিলে শুনা যাইবে না বা অল্প শুনা যাইবে"—"দূরত্ব, পার্থিব প্রদেশে হইলে যে পরিমাণে শব্দ জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়, জলময় প্রদেশে তদপেক্ষা অনেক অল্প পরিমাণে প্রতিবন্ধক হয়, এমন কি, পার্থিব প্রদেশের অর্দ্ধ ক্রোশ পরিমিত দূরত্ব—আর জলময় প্রদেশের এক ক্রোশ পরিমিত দূরত্ব, উভয়ই সমান; কেন না, জলময় প্রদেশে বায়ুতে স্বভাবতই বেগ থাকে" "শব্দ উত্থিত হইবামাত্র তরঙ্গবৎ চতুর্দ্দিক্ ব্যাপ্ত হয় বলিয়া চতুর্দ্দিকস্থ লোকেরা শুনিতে পায়" "দিন অপেক্ষা মধ্য রাত্রে অধিক দূরের শব্দ শ্রবণ গোচর হয়, তৎকালে অভিভাবক শব্দান্তর থাকে না এবং মধ্য রাত্রের বায়ুতে স্বভাবত বেগ জন্মে"—ইত্যাদি—

বীচিতরঙ্গ ন্যায়-বাদীর মত, আর কদম্ব গোলক ন্যায়-বাদীর মত প্রায় এক রূপ। প্রভেদ এই যে, বীচিতরঙ্গ বাদী বলেন শব্দ একটিই জন্মে—কদম্ব গোলক বাদী বলেন, কদম্ব কেশরের ন্যায় নানা শব্দ জন্মে।

কদম্ব কুসুমের কিঞ্জল্কারোহণ স্থান বর্ত্তুল। সেই বর্ত্তুল অংশের সর্ব্ব দিক্ ব্যাপিয়া, এক থাকে, বহুল কেশর জন্মে। সেই সকল কেশর আবার স্বশিরঃ প্রদেশে কেশরান্তর জন্মায়। শব্দও ঐরূপ আঘাত স্থান হইতে এককালে দশ দিক্ অভিমুখে দশ সংখ্যায় জন্ম লাভ করে। সেই দশ শব্দ হইতে অন্য দশ শব্দ জন্মে, ক্রমে ইন্দ্রিয় স্থান প্রাপ্ত হয় *।

বীচিতরঙ্গ ও কদম্ব গোলক, এই দ্বিবা দৃষ্টান্ত প্রদায়ী আচার্য্যদ্বয়েরই মতে শব্দ ক্ষণস্থায়ী পদার্থ। এমন কি, শব্দ তিন্‌ক্ষণের অতিরিক্ত কাল থাকে না। সুতরাং বায়ুর দূরগামী বেগ সত্বেও সে আপনার নাশ কালে উপস্থিত হওয়াতে বিনষ্ট হইয়া যায়,তজ্জন্য আমরা দেশান্তরের শব্দ শুনিতে পাই না। তবে যে আমরা প্রহরব্যাপী বংশী নিনাদ শুনিয়া থাকি,সে একটি শব্দ নহে,শব্দধারা। অপিচ, উক্ত সিদ্ধান্তে অপর এই এক সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, যে ত্রিক্ষণ শব্দের জীবন, সেই ত্রিক্ষণের মধ্যে শব্দ, বেগ-অনুসারে ক্রোশান্তে চালিত হইতে পারে—আবার অর্দ্ধ ক্রোশ যাইতেও পারে না এবং দুর গমন কালে শব্দ ক্ষীণ হইতে হইতেই যায়; কেন না, ক্ষীণতা ব্যতিরেকে কোন বস্তুই ধ্বংস হয় না। যদি এই সিদ্ধান্তই স্থির হয়, তবে এক আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে, এমন এক প্রকার শব্দ আছে যে, সে শব্দ নিকট অপেক্ষা দুরে গিয়া পুষ্ট হয়; তাহা কেন হয়?—

উত্তর এই যে, যে শব্দের প্রতিধ্বনি জন্মে, সেই শব্দই দূরে গিয়া স্থূলতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সে স্থূলতা বাস্তবিক নহে। বিবেচনা কর, ধ্বনি-জন্য ধ্বনির নাম প্রতিধ্বনি। দ্বিতীয় ক্ষণ ব্যতিরেকে প্রতিধ্বনির জন্ম লাভ সম্ভবে না। যদি দ্বিতীয় ক্ষণেই প্রতিধ্বনির জন্ম লাভ হইল, তবে এক অতিরিক্ত ক্ষণ ব্যাপিয়া মূল শব্দের গতি পাওয়া গেল এবং দ্বিতীয় ক্ষণে একেবারে ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি উভয়ই যুগপৎ তত্রত্য মনুষ্যের শ্রবণ কুহরে প্রবিষ্ট হইল, সুতরাং সেই শব্দ নিকট অপেক্ষা দুরস্থ মনুষ্যের নিকট স্থূলতা জ্ঞান জন্মাইবে। এতাবতা, ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি উভয়ের ভেদ জ্ঞান না হওয়াই স্থূলত্ব বোধের কারণ। প্রতিধ্বনি কি পদার্থ?—এবং কেন, ইহা হয়?—তাহা শব্দ প্রকরণে বক্তব্য।

* উক্ত উভয় মতেই শব্দ অভিঘাত স্থানে উৎপন্ন হইয়া, ইন্দ্রিয় স্থানে গিয়া প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আর এক মত আছে, সে মতে শব্দ আঘাত স্থানে উৎপন্ন হয় না। আঘাত স্থলে কেবল বেগ জন্মে, ঐ বেগ শ্রোত্র স্থান প্রাপ্ত হইলে তথায় শব্দ উৎপন্ন হইয়া ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হয়। "শব্দস্তু শ্রোত্রোৎপন্নঃ শ্রবণেন্দ্রিয়েণ গৃহ্যতে" (ন্যায়গ্রন্থ) গ্রন্থিহীন বংশ খণ্ডের এক দিকে লূতা নির্ম্মোক (মাকড়শার ডিমের ত্বক্) বা আলক-পত্রের ত্বক্ দ্বারা আবৃত করিয়া, অপর দিকে ফুৎকার প্রদান করিলে যে তন্মধ্যে বেগ উপস্থিত হয়, সেই বেগ ঐ আবরণত্বকে আঘাত করিলে, তবে সেই অভিঘাত স্থলে শব্দ জন্মিবে। এই দৃষ্টান্ত উভয় বাদীরাই দিয়া থাকেন, কিন্তু উভয় পক্ষে যে কি প্রকারে সংগতি হয়, তাহা আমরা স্থির করিতে পারি না। যাহা হউক কর্ণ শষ্কুলিও এই যন্ত্র তুল্য কার্য্যকারী বটে। অপর এক মত আছে যে, শব্দ ইন্দ্রিয় স্থানে গমন করে না, ইন্দ্রিয়ই শব্দ স্থানে গিয়া গ্রহণ করে। যেমন চক্ষুরিন্দ্রিয় বিষয় প্রদেশে যায়, শ্রবণেন্দ্রিয়ও সেইরূপ শব্দ স্থানে যায়। বলেন, "ভেরীশব্দো ময়া শ্রুতঃ" "আমি ভেরীর শব্দ শুনিয়াছি।" শব্দ স্থানে ইন্দ্রিয়ের গতি না হইলে উক্ত প্রকার অনুভব হইত না। কারণ, ভেরীতে যে শব্দোৎপত্তি হইয়াছিল, বীচিতরঙ্গ বাদীর মতে সে শব্দের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হয় নাই। কিন্তু সেই শব্দ জন্য শব্দান্তরের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ ঘটে। তাহা হইলে "ভেরীর শব্দ শুনিয়াছি" এইরূপ অনুভব না হইয়া "ভেরীর শব্দ জন্য শব্দ জন্য শব্দ শুনিয়াছি" এইরূপ অনুভব হওয়াই উচিত। যখন তাহা হয় না, তখন শব্দ যে ইন্দ্রিয় স্থানে যায়, তাহা স্বীকার করা যায় না, ইন্দ্রিয়ই শব্দ স্থানে যায়।

ত্বগিন্দ্রিয়।

এই ইন্দ্রিয় দ্বারা শীত, উষ্ণ, খর, তীব্র প্রভৃতি নানা জাতীয় স্পর্শ জ্ঞান জন্মে। দ্রব্য ও ত্বক্, এই উভয়ের সংযোগ হইলে, ত্বগিন্দ্রিয় দ্রব্যগত শীতলত্বাদি গুণ সমূহকে গ্রহণ করত মনের সাহায্যে আত্মাতে তত্তৎ জ্ঞানের উৎপাদন করে। ত্বকে দ্রব্য সংযোগ হইলেই ত্বক্, দ্রব্যগত যাবৎ গুণকেই গ্রহণ করিবে বটে, কিন্তু কোমলত্ব ও কঠিনত্ব, এই দুইটি গুণ গ্রহণ পক্ষে কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে। সামান্য সংযোগ দ্বারা কোমলত্ব কঠিনত্বের গ্রহণ হয় না, উহাতে বিশেষ সংযোগ অপেক্ষা করে। দৃঢ়তর সংযোগ অর্থাৎ যাহাকে চাপা বলে, তাদৃশ সংযোগই আবশ্যক। ঐ চাপা রূপ দৈহিক কার্য্যটি আত্মার প্রযত্ন বলেই সম্পন্ন হয়, তন্নিমিত্ত আর স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয় কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই *।

ত্বগিন্দ্রিয়ের আশ্রয় স্থান ত্বক্ অর্থাৎ চর্ম্ম বিশেষ। দৃশ্যমান বাহ্য চর্ম্ম প্রকৃত ত্বক্ নহে। যদি দৃশ্যমান চর্ম্মই প্রকৃত ত্বক্ হইত, তাহা হইলে কেবল মাত্র সংযোগ বশতঃ বাহ্য শীলতত্বাদিরই অনুভব হইত, বেদনাদি আন্তর স্পর্শের অনুভব কদাচ হইত না। অতএব ত্বগিন্দ্রিয় কেবল বাহ্য চর্ম্ম ব্যাপক, এমত নহে, আপাদ মস্তক তাবৎ দৈহিক পদার্থ ব্যাপক, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। এই ত্বক্-গোলকের আকার কি?—সহজ বোধ্য নহে। কেবল মাত্র কল্পনা দ্বারা ইহার আকার সংগ্রহ করিতে হয়। তৎপক্ষে এই রূপ কল্পনা আছে।

মাংসময় প্রাণি শরীর কেবল সূক্ষ্ম শিরা সমষ্টির জমাট্ মাত্র। আমরা যাহাকে এক্ষণে মাংস বলিয়া ব্যবহার করিতেছি, তাহাও শিরা সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। আলুর পাতা কিম্বা অশ্বত্থ পত্র পচিয়া তাহার পার্থিবাংশ নির্গলিত হইয়া গেলে, পাতাটি যেমন কেবল মাত্র তন্তুময় হইয়া থাকে, প্রাণি শরীরও ঠিক্ সেইরূপ পদার্থে আবৃত আছে এবং তাহাই ত্বগিন্দ্রিয়ের গোলক। এই ত্বক্ সমস্ত শরীর ব্যাপী।

* "কঠিনত্বাদিস্পর্শভেদে সংযোগবিশেষঃ কারণম্" (বৌদ্ধ) ঐ রূপ ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা পরিমাণ গ্রহণ পক্ষেও সংযোগ বিশেষের আবশ্যক।

স্বাস্থ্য-নিবাস।

যিনি আমাদিগকে ইহ জগতে আনয়ন করিয়া প্রতিনিয়ত যত্নের সহিত পালন করিতেছেন, তাঁহার এমনই করুণা যে, তাহা স্মরণ করিলে শরীর রোমাঞ্চ হয়, বাক্যে তাহার কিছুই প্রকাশ করা যায় না। আমরা ইহ জীবনে অবস্থিতি করিয়া তাঁহার যত বিধ প্রসাদ উপভোগ করিতেছি, আমাদিগের মধ্যে কেহই তাহা সম্পূর্ণ রূপে অবগত নহেন। যিনি যত গুলি প্রসাদ জ্ঞান পূর্ব্বক ভোগ করিতেছেন এবং স্মরণ করিয়া বলিতে পারেন, তাহা অপেক্ষা আরও কত প্রকার প্রসাদ যে তিনি প্রতি নিয়ত অজ্ঞাতসারে উপভোগ করিয়া পুষ্ট হইতেছেন, তাহার গণনা হইতে পারে না। পৃথিবীতলে তাঁহার করুণার উপমা নাই, পরিমাণ করিবারও উপায় নাই। লোকে মনের ভাব প্রকাশ করিবার উপযুক্ত শব্দ না পাইয়াই তাঁহার করুণা স্মরণ করিয়া কখন তাঁহাকে করুণাসিন্ধু কখন তাঁহাকে মাতা এবং কখন তাঁহাকে পিতা শব্দে সম্বোধন করিয়া থাকেন, কিন্তু বাস্তবিক ইহার কোন শব্দই তাঁহার প্রতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে না—তিনি এবং তাঁহার করুণা আমাদিগের সমুদায় মনোজ্ঞ শব্দেরই অতীত।

আমরা অনুক্ষণ জগৎপাতার যে সকল প্রসাদ উপভোগ করিয়া জীবিত রহিতেছি,

ও উন্নত হইতেছি, তাহাই আমাদিগের সম্বন্ধে তাঁহার পর্য্যাপ্ত দান নহে। তাঁহার যে সকল প্রসাদ লাভ করিব বলিয়া আমরা স্বপ্নেও কখন ভাবি নাই, এরূপ সহস্র সহস্র প্রসাদও তিনি আমাদিগের চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত করিয়া রাখিয়াছেন। আমাদিগের মধ্যে যিনি যখন অভাব বিশেষ মোচনার্থে কাতর প্রাণে অন্বেষণ করেন, তিনিই প্রায় তখন কোন প্রকার নূতন প্রসাদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়েন। যখন সৃষ্টি কাল হইতে এপর্য্যন্ত অসংখ্য লোকে অনুসন্ধান করিয়া অসংখ্য প্রসাদ লাভ করিতেছেন, তখন আমাদিগের প্রতি তাঁহার করুণার যে সীমা কোথায়, তাহা নির্ণয় করা কাহার সাধ্য। ঈশ্বরের প্রসাদ অনুসন্ধান করার ফল বিবিধ ও অতীব উপাদেয়। যে প্রসাদ গুলি আমরা অজ্ঞান বা জ্ঞান পূর্ব্বক উপভোগ করিতেছি, তৎসমুদায়ের তত্ত্ব অনুসন্ধান পূর্ব্বক বিশেষজ্ঞ হইতে পারিলে হৃদয়ে যেমন আনন্দ তেমনি ঈশ্বরের প্রতি অনির্ব্বচনীয় কৃতজ্ঞতা রসের সঞ্চার হইতে থাকে। অপরন্তু, যে সকল প্রসাদ আমরা এখনও ভোগ করিতে পারি নাই, অথচ যে গুলি আমাদিগের ভোগের নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে, তৎসমুদায় অনুসন্ধান দ্বারা জ্ঞাত হইতে পারিলে হৃদয়ে যেমন আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সঞ্চার, তেমনি আবার তদ্দ্বারা নানাবিধ দুর্ব্বিসহ অভাব পূর্ণ হয়। অদ্য আমরা ঈশ্বরের যে প্রসাদটির তথ্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহার প্রতি মনো নিবেশ করিলে সকলেই দেখিতে পাইবেন যে ঈশ্বর আমাদিগের সুখ সৌভাগ্যের নিমিত্ত কত স্থানে যে কত প্রকার উপকরণ সন্নিবেশিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা আমরা কোন কালেই জানিয়া শেষ করিতে পারিব কি না সন্দেহ।

উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হইলে প্রায় সকলেই স্বাস্থ্যকর স্থানের অনুসন্ধানে ইতস্তত ভ্রমণ করিয়া থাকেন। রোগ পুরাতন ও জীবনী শক্তি অপেক্ষা তাহার শক্তি প্রবলতর হইয়া উঠিলে সর্ব্ব প্রকার ঔষধ অপেক্ষা নিয়মিত পথ্য, পরিষ্কৃত জল ও পরিষ্কৃত বায়ু সেবন এবং পরিমিত ব্যবহারের কার্য্য কারিতা যে অনেক গুণে অধিক, ইহা অনেকেই অবগত আছেন। সকল স্থানে থাকিয়াই নিয়মিত পথ্য সেবন ও পরিমিত ব্যবহার করা যায়, কিন্তু সকল স্থানে থাকিয়া যথেচ্ছ পরিমাণ পরিষ্কৃত জল ও পরিষ্কৃত বায়ু সেবন করা যায় না। এই শেষোক্ত দুইটি বিষয়ের নিমিত্ত অনেকে চিকৎসকের পরামর্শ অনুসারে দূরস্থিত নানা দেশে যাইয়া বাস করিবার ব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকেন। এই রূপে যে স্থানে যাইয়া বাস করতঃ অনেকেই ব্যাধি-মুক্ত হয়েন, তাহাই সাধারণত স্বাস্থ্য-নিবাস শব্দে উক্ত হইয়া থাকে। চিকিৎসকদিগের মতানুসারে যিনি যে স্থানে পুরুষানুক্রমে বাস করিতেছেন, তাহা হইতে তাঁহার উপযুক্ত স্বাস্থ্য-নিবাস বহু দূরে অবস্থিত; কেন না তাঁহার নিবাস ভূমির নিকটস্থ সমুদায় স্থানের জল বায়ু, তাঁহার নিত্য সেবিত জল বায়ু অপেক্ষা কোন অংশেই শ্রেষ্ঠতর হইতে পারে না। যদিও মানব চিকিৎসকদিগের সাধারণ যুক্তি ও মত এই রূপ বটে, কিন্তু যিনি আমাদিগকে যত্নের সহিত পালন করিতেছেন, রোগের সময়ে প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিয়া শ্রেষ্ঠতম চিকিৎসকের সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করেন এবং যিনি আমাদিগের সকলেরই অবস্থা ও সামর্থ্য বিশেষ রূপে অবগত আছেন, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্বাস্থ্য-নিবাস আমাদিগের সকলেরই সমীপে অবস্থিত রহিয়াছে। স্রোতস্বতী নদীই আমাদিগের

সেই স্বাস্থ্য-নিবাস। ঈশ্বর আমাদিগকে যে সকল রোগের বশম্বদ করিয়া দিয়াছেন, তত্তাবতের উপযুক্ত ঔষধ ও স্বাস্থ্য-নিবাসও তিনি আমাদিগের সকলের পক্ষে সুলভ করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার করুণার প্রকৃতি এই রূপ বলিয়াই তিনি নদীকে স্বাস্থ্য-নিবাসের সমুদায় গুণ সমন্বিত করিয়া প্রায় সমুদায় মানবাধিষ্ঠিত দেশের মধ্য দিয়াই ব্যাপক ভাবে প্রবাহিত করিতেছেন। এই স্বাস্থ্য-নিবাস এত দূর সমীপস্থিত ও সুলভ যে যাঁহার যখন প্রয়োজন উপস্থিত হয়, তিনি তখনই অনায়াসে তাহার উপরে অবস্থিতি করিয়া ভগ্ন শরীরের পুনঃ সংস্কার করিতে পারেন। মানব-চিকিৎসকেরা যে সকল স্বাস্থ্য-নিবাস নির্দ্দেশ করিয়া দেন, তাহা সাধারণের পক্ষে আকাশ কুসুমের ন্যায় দুর্লভ, কিন্তু যাহা আমাদিগের বিশ্ব-চিকিৎসক নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাহা কি ধনী কি দরিদ্র সকলেরই পক্ষে হস্তস্থিত পদার্থের ন্যায় অতীব সুলভ।

নদীই যে আমাদিগের সুলভ ও অত্যুৎকৃষ্ট স্বাস্থ্য-নিবাস, তাহা বিস্তর পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। যাঁহারা নৌকারোহণ পূর্ব্বক বহু দূর ভ্রমণ করিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন যে, ঐরূপ ভ্রমণ কালে সমস্ত দিবস জড়বৎ বসিয়া থাকিলেও বিলক্ষণ ক্ষুধার উদ্রেক হয় এবং পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কদন্ন গ্রহণ করিলেও তাহা অনায়াসে জীর্ণ হইয়া যায়। নৌকারোহণ পূর্ব্বক নদী-পথে ভ্রমণ করিলে শুদ্ধ যে পরিপাক শক্তিরই বৃদ্ধি হয় এমত নহে, তদ্দ্বারা আবার অনায়াসে নানা প্রকার উৎকট রোগ-যন্ত্রণা হইতেও নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। সমস্ত শরীর বা তাহার যন্ত্র বিশেষের প্রদাহ অর্থাৎ অস্বাভাবিক উত্তেজনা বশতঃ যে সকল রোগ জন্মে, তাহা নৌকা-ভ্রমণ দ্বারা সহজেই আরোগ্য হইয়া থাকে। জ্বর, কাশ, উদরাময় প্রভৃতি নানা জাতীয় রোগ নদী-স্বাস্থ্য-নিবাস আশ্রয় করিলে অল্প কালের মধ্যেই নিবৃত্ত হয়। অজীর্ণ-দোষই প্রায় সর্ব্ব প্রকার ব্যাধির জনক ও পোষক; সুতরাং এক মাত্র অজীর্ণ-দোষ নিবারিত হইলেই অনেক পীড়া আপনা হইতেই আরোগ্য হইয়া যায়। যে অজীর্ণ-দোষ প্রায় সকল ব্যাধিরই মূল, তাহা নিবারণ করিবার পক্ষে নদীর উপরিভাগে অবস্থান ও নদী ভ্রমণ যে রূপ উপকারী, আমাদিগের সর্ব্ব সাধারণের সমীপবর্ত্তি দেশে সেরূপ আর কিছুই আছে কি না সন্দেহ।

ঈশ্বর নদীকে যে সকল গুণ প্রদান করিয়া তাহাকে আমাদিগের স্বাস্থ্য-নিবাস করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা আমরা যতটুকু হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছি, ততটুকু পর্য্যালোচনা করিলেও সকলেই তাহাকে যথার্থ স্বাস্থ্য-নিবাস বলিয়া আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইবেন।

১—আধুনিক তড়িৎ-বিজ্ঞানবিৎ চিকিৎসকগণের মধ্যে অনেকেই বহুবিধ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে যদি কোন প্রকার প্রদাহ জনিত পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির শরীর কিছু কাল পর্য্যন্ত স্ত্র্যাকার (Negative) তড়িৎময় করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে অনতিদীর্ঘ কাল মধ্যেই তাহার পীড়া অপনীত হইতে থাকে (১)। এই পরীক্ষিত সিদ্ধান্তের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলে নদী যে কি চমৎকার স্বাস্থ্য-নিবাস তাহা সকলেই সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। তড়িৎ-বিজ্ঞানবিৎ অনেক পণ্ডিত প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, যখন

(১) See page 275 of the Treatise on Medical, Eletricity by Julius Althaus published in 1873.

সূর্য্য-কিরণ প্রভাবে নদী বা অন্য জলাশয় হইতে বাষ্প উত্থিত হইতে থাকে, তখন জলে স্ত্র্যাকার এবং বাষ্পে ও নদী তীরস্থ ভূমি খণ্ডে পুরুষাকার (Positive) তড়িৎ মুক্ত ভাবে প্রকাশমান হয় (২)। এক্ষণে কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারেন যে রোগী যতক্ষণ নৌকায় আরোহণ করিয়া নদীর জলের সমীপবর্ত্তী থাকেন, ততক্ষণ তাঁহার সমস্ত শরীর জলের স্ত্র্যাকার তড়িৎ দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া উঠে বলিয়া তাঁহার প্রদাহ-জনিত সমুদায় রোগের উপসম হইতে থাকে। নৌকা কাষ্ঠ নির্ম্মিত, সুতরাং তড়িতের অপরিচালক, এইরূপ যুক্তি অনুসারে যদি কেহ মনে করেন যে জলের তড়িৎ কখনই নৌকার মধ্য দিয়া যাইয়া রোগীর শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না, তবে তাঁহাকে এই মাত্র স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক হইতেছে যে নৌকা শুষ্ক-কাষ্ঠ-নির্ম্মিত হইলেও তাহা নিরন্তর জলের সহিত সংলগ্ন থাকে বলিয়া তাহার সর্ব্ব স্থানই সকল সময়ে অল্প হউক আর অধিক হউক, আর্দ্র থাকে; সুতরাং তাহার মধ্য দিয়া তড়িৎ গমনাগমনের কিছু মাত্র ব্যাঘাত জন্মিতে পারে না। শুদ্ধ নদী মাত্রই যে এইরূপে মানব শরীরে তড়িৎ প্রয়োগ দ্বারা স্বাস্থ্য বিধান করিতে পারে, এমত নহে, ফলতঃ এই শক্তি জলাশয় মাত্রেরই আছে।

২—পরিষ্কৃত বায়ুতে শ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ করিলে শরীর যেরূপ সহজেই সুস্থ হইয়া উঠে, সেরূপ আর কিছুতেই হয় না। যে বায়ুতে শ্বাস গৃহীত হয়, তাহা দুষিত হইলে সহস্র চিকিৎসা দ্বারাও রোগ নিবারিত হইতে পারে না। পরিষ্কৃত বায়ু-জনিত এই যে মহৎ উপকার, তাহা স্রোতস্বতী নদীর উপরিভাগে বাস করিলে যেরূপ অনায়াসে প্রতিনিয়ত প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেরূপ আর কুত্রাপি হইতে পারে কি না সন্দেহ। স্রোতস্বতীর জল তদুপরিস্থ বায়ুর প্রবল সংস্কারক। কার্ব্বনিক এসিড বা অঙ্গারাম্ল নামক যে বিষবৎ পদার্থ মিশ্রিত হইলে বায়ু দূষিত হয়, তাহা জলের সহিত সংস্পৃষ্ট হইবা মাত্রই তদ্দ্বারা শোষিত হইয়া যায়। এইরূপে জল দ্বারা তদুপরিস্থ বায়ুর দূষিত অংশ নিরন্তর অপহৃত হইতে থাকে বলিয়া সেই বায়ুর সার্ব্বক্ষণিক অবস্থা যেরূপ পরিষ্কৃত, সেরূপ আর অতি অল্প স্থানেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। বদ্ধ জল অপেক্ষা স্রোত বিশিষ্টজল দ্বারা এইরূপ শোষণ কার্য্য অব্যাহত রূপে নিরন্তর নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। বদ্ধ জলাশয়ের কোন স্থানের জলই স্থান পরিবর্ত্তন অর্থাৎ উপরিভাগের জল নিম্নে ও নিম্নের জল উপরিভাগে যাইতে পারে না; এই হেতু ঐ রূপ জলাশয়ের উপরিস্থ জল ভাগ যখন বায়ু হইতে অঙ্গারাম্ল শোষণ পূর্ব্বক সম্পূর্ণ কুপ রূপ হইয়া পড়ে, তখন আর শোষণ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু স্রোতস্বতীর সম্বন্ধে অঙ্গারাম্ল শোষণের ঐ রূপ বিরাম উপস্থিত হইতে পারে না, কারণ নিত্য স্রোত প্রভাবে তাহার সর্ব্ব স্থানের জল প্রতিক্ষণ স্থান পরিবর্ত্তন করিতে থাকে বলিয়া তাহার সমুদায় জলই পর্য্যায়ক্রমে উহা শোষণ করিতে পারে। অতএব স্রোতস্বতীর উপরিস্থিত বায়ু যেরূপ সর্ব্বক্ষণই সংস্কৃত হয়, বদ্ধ জলাশয়ের উপরিস্থ বায়ু কখনই সেরূপ হইতে পারে না। নদীর উপরিভাগস্থিত বায়ুর দূষিত ভাগ প্রতিক্ষণ জল দ্বারা শোষিত হয় বলিয়াই যে তাহা মানব শরীরের এতাদৃশ স্বাস্থ্য বিধায়ক এরূপ নহে, তাহার উপকারিতার অন্যতর কারণও আছে। ওজোন (৩) নামক এক প্রকার বায়বীয় পদার্থ আছে, তাহা যে বায়ুর সহিত অল্প পরিমাণেও মিশ্রিত থাকে, তাহা মানব শরীরের পরম হিতজনক বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। যেমন বায়ুর সহিত অল্প পরিমাণে অঙ্গারাম্ল মিশ্রিত থাকিলেই তাহা দূষিত হয়, সেইরূপ তাহার সহিত অল্প পরিমাণে ওজোন পদার্থ মিশ্রিত হইলেই তাহা অনেক পরিমাণে উৎকৃষ্ট হয়। এই যে পরম হিতকারী ওজোন পদার্থ, ইহা নদীর উপরিস্থ বায়ুতে সততই যথা প্রয়োজন প্রাপ্ত হওয়া যায়। নদী হইতে সর্ব্বদা যে জলীয় বাষ্প উত্থিত হয়, তাহা দ্বারা উপরিস্থ বায়ু সিক্ত হয় বলিয়াই তাহার অম্লজান উপাদানের কিয়দংশ ওজোন রূপে পরিবর্ত্তিত হয়। বায়ু সিক্ত হইলে তাহার অম্লজান উপাদানের কিয়দংশ কিরূপে ওজোন রূপে পরিণত হয়, তাহা অদ্যাপি নিশ্চিত রূপে স্থিরীকৃত হয় নাই। যাহা হউক এই ওজোন দ্বারা যেমন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তেমনি আবার পরম্পরা সম্বন্ধেও আমাদিগের উপকার সাধিত হইয়া থাকে। ইহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধীয় উপকারিতা এই যে ইহা যখনই শ্বাস রূপে গৃহীত হইয়া রক্তের সহিত সংস্পৃষ্ট হয়, তখনই তাহা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সংস্কৃত হয় এবং ইহার পরম্পরা সম্বন্ধীয় উপকারিতা এই যে ইহা যে বায়ুতে অবস্থিতি করে, তাহাতে প্রায় কোন রূপ দূষিত ও অহিত জনক পদার্থ তিষ্ঠিতে পারে না।

৩—স্বাস্থ্যের পক্ষে সমশীতোষ্ণ ভাব নিতান্ত আবশ্যক। শীতই হউক আর গ্রীষ্মই হউক, কাহারই আতিশয্য স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে। যাহা গ্রীষ্মের সময়ে শীতলতা এবং শীতের সময়ে উষ্ণতা বিধান করিতে পারে, তাহাই যথার্থ সমশীতোষ্ণ। অন্যান্য স্থানের বায়ু অপেক্ষা নদীর উপরিস্থ বায়ু সকল কালেই অধিকতর সমশীতোষ্ণ থাকে, এই হেতু নদী যেমন সকল কালে সকলের পক্ষেই তুল্য উপকারি স্বাস্থ্য-নিবাস, সেরূপ আর কোন স্থানই নহে। জলের আশ্চর্য্য গুণ এই যে যখন বায়ু সূর্য্য কিরণে উষ্ণ হইয়া গিয়া তাহার সহিত সংস্পৃষ্ট হয়, তখন সে তাহার কিয়ৎ পরিমাণ তাপ হরণ পূর্ব্বক তাহাকে শীতল করে, আবার যখন রাত্রি কালে শীতল বায়ু আসিয়া তাহার সহিত সংস্পৃষ্ট হয়, তখন সে তাহার দিবা-ভাগ-সঞ্চিত তাপের কিয়দংশ প্রদান পূর্ব্বক সেই বায়ুকে কথঞ্চিৎ পরিমাণে উষ্ণ করিয়া তুলে। জলে সূর্য্যের তাপ শীঘ্র প্রবেশ করিতেও পারে না এবং সমস্ত দিবসে যাহা প্রবেশ করে, তাহা সমস্ত রাত্রির ন্যূন সময়ে বাহির হইতেও পারে না; সুতরাং শীত কালে তদুপরিস্থ বায়ু প্রায় সমস্ত রাত্রিই ভূ-বায়ু অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উষ্ণ থাকে।

৪—পরিষ্কৃত জলে স্নান এবং পরিষ্কৃত জল পান করা স্বাস্থ্য সাধনের নিমিত্ত নিতান্ত আবশ্যক। স্রোতস্বতী নদীর উপরিভাগে বাস করিলে সকল কার্য্যেই যে স্বচ্ছন্দ পরিমাণে পরিষ্কৃত জল ব্যবহার করা যায় তাহা বলা বাহুল্য। নদীর তীরবর্ত্তি স্থানে বাস করিলেও যথেষ্ট পরিমাণে পরিষ্কৃত জল ব্যবহার করা যায় বটে, কিন্তু অন্যবিধ জলাশয়ের উপরিভাগে বাস করিলে তাহা প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, এই জন্যই নদী রূপ স্বাস্থ্য নিবাসের গুণ ব্যাখ্যা করিবার সময়ে জলের উল্লেখ করাও নিতান্ত আবশ্যক।

৫—শরীর পরিচালন স্বাস্থ্য লাভের

(২) See the chapter on Meteorology in Ganots Physics, unabridged Edition.

(৩) ইহা অক্সিজেন বা অম্লজান (যাহা দ্বারা আমাদিগের প্রাণ রক্ষিত হয়) বায়ুর রূপান্তর মাত্র, কিন্তু ইহার কার্য্যকারিতা অম্লজান পদার্থ অপেক্ষা অনেক গুণে প্রবল।

প্রধান উপায়। উক্ত পরিচালন দ্বিবিধ, যথা সাক্ষাৎ ও পরম্পারাগত। যখন কোন ব্যক্তি স্বয়ং কোন রূপ শ্রমজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন তাঁহার অঙ্গ সকল সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচালিত হয়, আবার যখন কোন ব্যক্তি অশ্ব, শকট ও নৌকা প্রভৃতি গমনশীল পদার্থের সহিত যুক্ত হইয়া থাকেন, তখন তাহার অঙ্গ সকল পরম্পরা সম্বন্ধে পরিচালিত হয়। রোগীর পক্ষে এই শেষোক্ত রূপ অঙ্গ পরিচালন যেরূপ উপকারী, প্রথম প্রকার পরিচালন কখনই সেরূপ নহে। আবার অন্যান্য প্রকার যান অপেক্ষা নৌকা দ্বারা শরীর যেরূপ পরিচালিত হয়, তাহাতেই অধিকতর স্বাস্থ্য লাভের সম্ভাবনা; কারণ অন্যান্যবিধ যান দ্বারা শরীর এরূপ আন্দোলিত হয় যে, অধিকক্ষণ তৎসংযুক্ত থাকিলে তাহা বিলক্ষণ ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে, কিন্তু নৌকা-ভ্রমণ নিবন্ধন সেরূপ কোন বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব নদীর সাহায্যে শ্রেষ্ঠবিধ অঙ্গ সঞ্চালন-জনিত উপকারও প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া তাহা আমাদিগের উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্য-নিবাস হইয়াছে।

নদীর যে সকল গুণ দ্বারা মানব শরীরের স্বাস্থ্য বিহিত হয়, তাহাই এস্থলে সংক্ষেপে বিবৃত হইল, এতদ্ব্যতীত ইহার অন্যান্য যে সকল গুণ আছে, তাহার উল্লেখ করা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। যে সকল গুণ থাকাতে স্রোতস্বতী নদী আমাদিগের স্বাস্থ্য-নিবাস হইয়াছে, সমীপস্থ অন্যান্য জলাশয়ে সে সমুদায় গুণ একত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না: এই হেতু নদীই আমাদিগের একমাত্র সমীপস্থ স্বাস্থ্য-নিবাস। স্রোতস্বতী নদী যে আমাদিগের শরীরের পক্ষে এত দূর উপকারী, তাহা শুদ্ধ আমরাই যে এক্ষণে অবগত হইয়া কৃতার্থ হইতেছি এমত নহে, অস্মদ্দেশীয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব পণ্ডিতগণও বোধ হয় ইহা অনেক পরিমাণে অবগত হইয়াছিলেন। কারণ, তাহা না হইলে তাঁহারা কি নিমিত্ত স্রোতস্বতী নদী মাত্রকে পবিত্র পদার্থ-শ্রেণী ভুক্ত করিয়া তাহার মাহাত্ম্য বর্ণনে এতাদৃশ বাক্য ব্যয় করিয়া যাইবেন এবং কি নিমিত্তই বা তাঁহারা বলিবেন যে, যে স্থানে নদী নাই বিজ্ঞ জনগণের সে স্থানে বাস করা কর্ত্তব্য নহে।

অত্রি সংহিতা।

স্ত্রী ও শূদ্র কি কর্ম্ম করিলে পতিত হয়, অতঃপর তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। জপ, তপস্যা, তীর্থ যাত্রা, সন্ন্যাস ধর্ম্ম, মন্ত্র সাধন ও দেবতারাধনা; এই ছয়টি কর্ম্ম করিলে স্ত্রী ও শূদ্র পতিত হয়। স্বামী বর্ত্তমানে যে নারী উপবাস করিয়া ব্রতাচরণ করে, সে স্বামীর আয়ুক্ষয় করে এবং স্বয়ং নরকে যায়। স্ত্রীলোকের যদি তীর্থ স্নান করিতে অভিলাষ হয়, তাহা হইলে তিনি পতির পাদোদক পান করিবেন, তাহাতেই তীর্থ-ফল লাভ হইবে এবং শঙ্কর বা বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্তি হইবে। স্বামী বর্ত্তমানে ও অবর্ত্তমানে পত্নী বামাঙ্গ স্বরূপ, অতএব সর্ব্বদা বামভাগে থাকিবে কিন্তু শ্রাদ্ধে, যজ্ঞে বা বিবাহ কালে দক্ষিণ ভাগে থাকিবে। চন্দ্র, গন্ধর্ব্বগণ, ও অঙ্গিরা ঋষিরা স্ত্রীলোকদিগকে শুচিত্ব দান করিয়াছেন এবং অগ্নি তাহারদিগকে পবিত্রতা প্রদান করিয়াছেন, অতএব তাহারা সর্ব্বদাই পবিত্র।

জন্ম মাত্র ব্রাহ্মণ জানিবে, সংস্কার হইলে দ্বিজ কহে, বিদ্যাভ্যাসে বিপ্রত্ব হয়, এই তিন যাঁহার আছে, তাঁহাকে শ্রোত্রিয় বলা যায়। যিনি বেদ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং শাস্ত্রার্থ আলোচনা করেন, তাঁহাকেই বেদবিৎ

কহে এবং তাঁহার বাক্য অতি পবিত্র। যদি এক ব্যক্তিও বেদবিদ্ধর্ম্ম ব্যবসায় করেন, তবে তিনিই দ্বিজোত্তম এবং তাঁহার ধর্ম্মই পরম ধর্ম্ম, আর অযুক্তাযুত অজ্ঞের অনুষ্ঠেয় যে ধর্ম্ম, তাহা পরম ধর্ম্ম নহে। জপ ও হোম দ্বারা দ্বিজোত্তমেরা অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান হয়েন, কিন্তু জল দ্বারা অগ্নির ন্যায় প্রতিগ্রহে সে দীপ্তির বিনাশ হয়। বিদ্বান্ দ্বিজোত্তমেরা সেই সকল প্রতিগ্রহ জনিত দোষ প্রাণায়াম দ্বারা নিবারণ করেন, যেমন আকাশে বায়ু সকল মেঘকে নিবারণকরে। যদি ব্রাহ্মণ ভোজনানন্তর আচমন করিয়া আর্দ্র পানি থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার লক্ষ্মী, বল, যশ, তেজ ও আয়ু ক্ষয় হয়। যিনি ভোজন শালায় ভোজনান্তর আসনে বসিয়াই আচমন করেন, তাঁহার অন্ন ভোজন করিবেক না, করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হয়। যিনি ভোজন পাত্রের উপরে পাত্র স্থাপন করিয়া আচমন করেন, তাঁহার অন্ন ভোজন করিবেক না, করিলে চন্দ্রায়ন করিতে হয়। যে ব্রাহ্মণ ভোজনানন্তর হস্ত প্রক্ষালন করিয়া জল পান করেন, তাঁহার প্রতি দেবতারা সন্তুষ্ট থাকেন না এবং তাঁহাকে যে দান করে, তাহার দান-ফল লাভ হয় না, তাঁহার সে ভোজন আসুরিক ভোজনের মধ্যে গণ্য হয় এবং পিতৃগণ তাঁহার নিকট হইতে নিরাশ হইয়া গমন করেন।

বেদ হইতে উৎকৃষ্ট শাস্ত্র নাই, মাতা হইতে শ্রেষ্ঠ গুরু নাই এবং ইহ পর লোকে দান হইতে মিত্র আর কেহই নাই, কিন্তু যদি অপাত্রে কোন দ্রব্য দত্ত হয়, তাহা হইলে তাহা দাতার সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্তকে পীড়া দেয় এবং তাঁহার দত্ত হব্য কব্য দেবতা ও পিতৃগণ গ্রহণ করেন না।

লৌহ-পাত্রে অন্ন দান করিলে সে অন্ন ভোক্তার পক্ষে বিষ্ঠার সমান হয় এবং দাতা নরকে গমন করেন। লৌহ-পাত্রে অন্ন দান করিবেক না, ইতর পাত্রে অন্ন দান কালেও বাম হস্তে দান করিবেক না। শ্রাদ্ধে পিতৃগণকে মৃন্ময় পাত্রে অন্ন দান করিবেক না, করিলে দাতা ও ভোক্তা উভয়েই নরকে যায়। অন্য পাত্রের অভাবে দ্বিজগণের অনুমতিতে শ্রাদ্ধে মৃন্ময় পাত্রেও অন্ন দান করিতে পারে, যে হেতু তাঁহাদের বাক্য সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, তাহাই বেদবৎ প্রমাণ। সুবর্ণ, লৌহ, তাম্র, কাংস্য বা রৌপ্যময় পাত্র দ্বারা ভিক্ষা দান করিবেক না, করিলে দাতার ধর্ম্ম হয় না এবং ভিক্ষু পাপগ্রস্ত হয়। যোগীগণ আপৎ কালেও কাংস্য পাত্রে ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন না, তাঁহারা বৃক্ষ পত্রে ভোজন করিবেন এবং গৃহস্থ কাংস্য পাত্রে ভোজন করিবেন। যে যতী কাংস্য পাত্রে ভিক্ষা গ্রহণ করেন, তিনি কাংস্য কার ও অন্ন দাতা উভয় গৃহস্থের সঞ্চিত পাপ গ্রহণ করেন, অতএব কথিত আছে, যে সুবর্ণ, লৌহ, তাম্র, কাংস্য ও রৌপ্যময় পাত্রে ভোজন করিলে ভিক্ষু পাপী হয়েন না, কিন্তু ঐ সকল পাত্রে প্রতিগ্রহ করিলে পাপী হয়েন। যতি-হস্তে ভিক্ষা দান করিবার পূর্ব্বে জল দান করিবেক এবং ভিক্ষা দিয়া পুনর্ব্বার জল দিবেক, সেই ভিক্ষা অল্প হইলেও তাহা সুমেরু তুল্য এবং সেই জল সাগর সদৃশ।

যোগীগণ ম্লেচ্ছকুল হইতেও মাধুকারী বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু বৃহস্পতি কুল হইলেও তাহার এক ব্যক্তি মাত্র হইতে অন্ন গ্রহণ করিবেন না। যে যতী কোন প্রকার আপৎ কাল ব্যতীত এক স্থানে থাকিয়া সিদ্ধ ভিক্ষান্ন গ্রহণ করেন, তিনি তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দশ দিন বজ্র পান ও তিন দিন জল মাত্র পান করিবেন। ঘৃত সংযুক্ত

গোমূত্রে পাক করা যবাগুর নাম বজ্র, ইহা ভগবান্ অত্রি কহিয়াছেন। ব্রহ্মচারী, যতি, বিদ্যার্থী, গুরুপোষক, অধ্বগ, ও ক্ষীণ বৃত্তি, ভিক্ষুগণ এই ছয় প্রকারে বিভক্ত হয়েন।

লোকে ছয় মাস পর্য্যন্ত গর্ভিণী ভার্য্যা-গমন করিবে এবং সন্তান জন্মিলে তাহার দন্তোদ্ভবের পর ভার্য্যাগমন করিবে, এই সাধারণ ধর্ম্ম বিহিত হইল।

মহাপাতক পাঁচ প্রকার, প্রথম ব্রহ্মহত্যা, দ্বিতীয় গুর্ব্বঙ্গনা গমন, তৃতীয় সুরাপান, চতুর্থ চৌর্য্য এবং পঞ্চম উক্ত পাপীদিগের সহিত সংসর্গ। জ্ঞানকৃত এই সকল পাপের শুদ্ধির নিমিত্তে অনুক্রমে এক বৎসর ব্রতাচরণ করিবে। যদি অজ্ঞানকৃত হয়, তাহা হইলে তিন কৃচ্ছ্র ব্রত করিবে। ক্ষত্রিয় বধে ব্রহ্ম হত্যার অর্দ্ধেক পাপ হয়, বৈশ্য বধে ছয় ভাগের এক ভাগ এবং শূদ্র বধে দ্বাদশ ভাগের এক ভাগ পাপ হয়। স্ত্রীবধ করিলে তিন মাস রাত্রি ভোজন এবং ভূমিতে শয়ন করিবে ও এক বৎসর কৃচ্ছ্র ব্রত করিবে। রজক, নট ও ডোম, ইহাদিগের অন্ন ভোজন করিলে ব্রাহ্মণ চান্দ্রায়ণ করিবেন। সকল প্রকার অন্ত্যজ জাতির স্ত্রীগমনে ও অন্ন ভোজনে পরাক ব্রত করিয়া শুদ্ধ হইবে, ইহা ভগবান্ অত্রি কহিয়াছেন। চণ্ডাল-ভাণ্ডস্থ জল পান করিলে ব্রাহ্মণ গোমূত্রে পাক করা যবাগু সপ্তত্রিংশদ্দিন পান করিয়া শুদ্ধ হইবেন। অন্ত্যজ জাতি পক্কান্ন স্পর্শ করিলে যদি ব্রাহ্মণ অজ্ঞানত তাহা ভোজন করেন, তবে অর্দ্ধ প্রাজাপত্য ব্রতাচরণ করিবেন। চারি বর্ণে যদি চণ্ডালের অন্ন ভোজন করেন, তবে ব্রাহ্মণ চান্দ্রায়ণ করিবেন, ক্ষত্রিয় সান্তপন ব্রত করিবেন, বৈশ্য ষড়্রাত্র ব্রত ও পঞ্চগব্য পান করিবেন এবং শূদ্র ত্রিরাত্র ব্রত ও দান করিয়া শুদ্ধ হইবেন। যদি ব্রাহ্মণ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া ফল ভক্ষণ করেন এবং চণ্ডাল তাহার মূল স্পর্শ করে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণগণের অনুমতি লইয়া স্নান করিবেন এবং শক্ত ব্রত ও ঘৃত প্রাশনে শুদ্ধ হইবেন। যদি এক বৃক্ষে আরোহণ করিয়া চণ্ডাল ও ব্রাহ্মণ ফল ভক্ষণ করেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের অনুমতি লইয়া স্নান করিবেন এবং অহোরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য পান করিবেন। যদি এক শাখায় আরোহণ করিয়া চণ্ডাল ও ব্রাহ্মণ ফল ভক্ষণ করেন, তাহা হইলে ত্রিরাত্র উপবাসের পর পঞ্চগব্য পানে শুদ্ধ হইবেন। ম্লেচ্ছ বর্ণের ভার্য্যার সহিত সম্পর্ক হইলে সান্তপন ব্রত ও তপ্ত কৃচ্ছ্র ব্রত করিয়া শুদ্ধ হইবেন। ম্লেচ্ছ-সংগতা ভার্য্যার সহিত সম্পর্ক হইলে নদী জলে স্নান ও ঘৃত প্রাশনে শুচি হইবে। সন্তানোৎপাদনার্থ অন্য কর্ত্তৃক সংগৃহীত ভার্য্যার সহিত সম্পর্ক হইলে স্নান ও ঘৃত ভোজনে শুদ্ধি হয়। চণ্ডাল, ম্লেচ্ছ, শ্বপচ এবং কপাল-ব্রত-ধারী, অজ্ঞানত ইহারদিগের ভার্য্যা সম্পর্ক হইলে পরাক ব্রতে শুদ্ধ হইবে কিন্তু জ্ঞান কৃত হইলে ও সন্তান জন্মিলে তৎসম জাতিত্ব প্রাপ্ত হইবে, কারণ পুরুষই স্বয়ং গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া সন্তান রূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তৈলাভ্যক্ত বা ঘৃতাভ্যক্ত হইয়া যদি ব্রাহ্মণ মল মূত্র পরিত্যাগ করেন, বা চণ্ডাল স্পর্শ করেন, তবে অহোরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য পানে শুদ্ধ হইবেন। শ্মশানস্থ কেশ, নখ, শিরা, অস্থি ও কণ্টক স্পর্শ করিলে নদী জলে স্নান ও ঘৃত পানে শুচি হইবেক। মৎস্যাস্থি, জম্বুকাস্থি, নখ, ঝিনুক ও কড়ি স্পর্শ করিলে স্নান ও ঈষৎ তপ্ত ঘৃত পানে শুদ্ধ হইবে।

ব্রহ্ম-তত্ত্ব।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্ সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা"। ব্রাহ্মধর্ম্ম, ১ খণ্ড, ৪১ শ্লোক।

ব্রাহ্মধর্ম্মের এই শ্লোকে ব্রাহ্মধর্ম্মের সর্ব্ব প্রধান সত্য নিহিত রহিয়াছে। যিনি আপনার হৃদয়াকাশে সত্য স্বরূপ জ্ঞান স্বরূপ অনন্ত স্বরূপ পর ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন, তিনি সেই ব্রহ্মের সহিত সকল কামনা উপভোগ করেন।

ঈশ্বর সত্য স্বরূপ। শরীরের সহিত জীবাত্মার যেরূপ সম্বন্ধ, তাহা অপেক্ষা ঈশ্বরের সহিত জগতের গাঢ়তর সম্বন্ধ। অনেকে ঈশ্বরকে জগতের আত্মা বলিয়া বর্ণনা করেন কিন্তু তাহাতেও জগতের সহিত তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধ বিশেষ রূপে প্রতিপন্ন হয় না। আত্মা শরীরকে পরিত্যাগ করিলে শরীরের অঙ্গ সকল কোন আকারে থাকে, কিন্তু ঈশ্বর যদি আপনাকে জগৎ হইতে পৃথক করিয়া লয়েন, তবে জগতের আর কিছুই থাকে না। অতএব তাঁহার সঙ্গে জগতের তুলনা করিলে জগৎ মিথ্যা; তিনিই একমাত্র ধ্রুব সত্য পদার্থ। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া জগৎ সত্য রূপে প্রতিভাত হইতেছে। এই জন্য তাঁহাকে সত্য স্বরূপ বলা যায়। আর এক কারণে তাঁহাকে সত্য স্বরূপ বলা যায়। যিনি আমাদিগকে প্রবঞ্চনা করিতেছেন না, সেই পুণ্য পাপেক্ষিতা নিত্য হৃদয়স্থিত পুরুষ আমাদিগের অন্তরে যে আশ্বাস বাক্য বলিতেছেন, তাহা কখন মৃষা হইবার নহে। তিনি আমাদিগের আত্মাতে আমাদিগকে আশ্বাস দিতেছেন যে আমরা কখন বিনষ্ট হইব না। যদ্যপি এই সংসারে তাঁহার ভক্ত রোগে কাতর হয়েন, শোকে আকুল হয়েন, বিষাদে মলিন হয়েন, তথাপি তাঁহার বিনাশ হইবে না। এমন এক দিন অবশ্য আসিবে, যখন তিনি সাংসারিক ক্লেশ হইতে বিমুক্ত হইয়া তাঁহার প্রিয় পরমাত্মার সহবাসে অনুপম আনন্দ লাভ করিবেন। এমন কি, যদ্যপি তিনি সাংসারিক সকল বিপদ অপেক্ষা গুরুতর বিপদ, পাপবিকারে অভিভূত থাকেন, তথাপি যদ্যপি ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার আন্তরিক ভক্তি থাকে, তবে ঈশ্বর তাঁহাকে ধর্ম্মোন্নতির পথে একদিন না একদিন অবশ্য সংস্থিত করিবেন। যদ্যপি তিনি অধর্ম্মপঙ্কে নিমগ্ন থাকেন, তথাপি তিনি ধর্ম্মোন্নতির পথে অবশ্য এক দিন আরোহণ করিবেন, যেহেতু ঈশ্বর এই আশ্বাস বাক্য বলিতেছেন যে, আমার যে ভক্ত সে কখন বিনাশ পাইবে না। ঈশ্বর আমাদিগকে পিতার ন্যায় জ্ঞান দিতেছেন, তিনি সকল মনুষ্যের অন্তরে যে প্রত্যাদেশ করিতেছেন, তাহা মিথ্যা নহে। ঈশ্বর আমাদিগকে যেমন তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবার এক প্রবল স্পৃহা দিয়াছেন, সেইরূপ আমাদিগের প্রার্থনাও পূরণ করেন। তাঁহার নিকটে জ্ঞানালোক ও ধর্ম্ম বলের জন্য প্রার্থনা করিলে আমরা তাহা প্রাপ্ত হই, ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই অনুভব করা যায়, ইহাতে আর কোন সংশয় হইতে পারে না। ঈশ্বর আমাদিগকে প্রবঞ্চনা করিতেছেন না। ঈশ্বর জগতের অস্তিত্ব ও শক্তির কারণ, জগৎ অনিত্য, তিনি এক মাত্র নিত্য পদার্থ এবং তিনি তাঁহার সৃষ্ট জীবদিগকে প্রবঞ্চনা করেন না, এই জন্য তাহাঁকে সত্য স্বরূপ বলা যায়।

ঈশ্বর জ্ঞান স্বরূপ। তিনি জ্ঞান দ্বারা এই জগৎকে সৃজন করিয়াছেন। তাঁহার বিচিত্র জ্ঞান সকল স্থানে দেদীপ্যমান প্রকাশ পাইতেছে। তিনি সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ, সকলকে জানিতেছেন। দ্যুলোক সকলের মধ্যে সুদূরস্থ দ্যুলোকের উচ্চতম নক্ষত্র হইতে আমাদিগের মর্ত্ত্যলোক পর্য্যন্ত তিনি এক কটাক্ষে অবলোকন করিতেছেন। তিনি ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ। তিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এক কটাক্ষে অবলোকন করিতেছেন। তাঁহার সম্মুখে এক নিত্য বর্ত্তমান বিরাজ করিতেছে। তিনি আমাদিগের আত্মার নিগূঢ়তম প্রদেশ পর্য্যন্ত অবলোকন করিতেছেন। তিনি আমারদিগের চিরপোষিত পাপ সকল জানিতেছেন। তাঁহার উজ্জ্বল দৃষ্টি হইতে কিছুই লুক্কায়িত থাকিতে পারে না।

ঈশ্বর অনন্ত স্বরূপ। তিনি অনন্ত দেশ ব্যাপী। এই অসীম শূন্য শূন্য নহে। তাহা সেই পরমাত্মার পবিত্র সত্বাতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। "যাবান্ অয়ং আকাশস্তাবান্ অন্তরতরঃ হৃদয় আকাশঃ"। "যতদূর এই আকাশ বিস্তৃত রহিয়াছে, ততদূর হৃদয়স্থিত পুরুষ বর্ত্তমান রহিয়াছেন"। তিনি "বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং"। তিনি বিশ্বকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। তিনি অনন্ত কাল স্থায়ী। তাঁহার উপর জন্ম মৃত্যুর অধিকার নাই। তিনি কালের পরিচ্ছেদ্য নহেন। তিনি অকাল পুরুষ। এস আমরা সকলে সেই অকাল পুরুষের জয় উচ্চারণ করি। তাঁহার জ্ঞান অনন্ত। সেই জ্ঞান-সমুদ্রের পরিমাণ নাই; তাহার অন্ত নাই। কে তাঁহার অপার জ্ঞান সমুদ্র সন্তরণ দ্বারা পার হইবে? কে তাঁহার দুরবগাহ্য জ্ঞান সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া তাহা হইতে সমস্ত রত্নরাজি উত্তোলন করিতে পারে? তাঁহার শক্তি অনন্ত। এই জগৎ কিছুই ছিল না; যিনি তাহাকে অস্তিত্ব প্রদান করিয়াছেন, যাঁহার শক্তিকে অবলম্বন

করিয়া এই সমস্ত চরাচর স্থিতি করিতেছে,যাঁহা হইতে অগণ্য দ্যুলোক সকল নিশ্বসিত হইয়াছে। যাঁহার এক অঙ্গুলির ইঙ্গিতে গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্র ধূমকেতু অগণ্য জ্যোতিষ্ক মণ্ডল আকাশ পথে ধাবিত হইতেছে, যিনি এই প্রাণকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, যাঁহার অধিষ্ঠানে আত্মার আত্মত্ব, সেই শক্তির শক্তি, সকল শক্তির মূলাধারের শক্তির কি অন্ত আছে? আর এই জগতেই বা তাঁহার কতটুকু শক্তি প্রকাশিত আছে? শিশির বিন্দুতে অনন্ত দ্যুলোক যেমন প্রতিবিম্বিত থাকে, সেই রূপ এই জগতে তাঁহার শক্তি প্রতিবিম্বিত আছে। তাঁহার করুণা অনন্ত। আমরা চিরকাল অচেতন আছি, আমরা আদৌ জীবন প্রাপ্ত হই নাই, ইহা ভাবিতে মনে কি ভয় উপস্থিত হয়! যিনি আমাদিগকে জীবন দিয়াছেন, তিনি আমাদিগের প্রতি কতই করুণা না প্রকাশ করিয়াছেন? যাঁহা হইতে করুণা কি পদার্থ আমরা জানিলাম, তাঁহার কতই না করুণা? যে ব্যক্তি তাঁহাকে একবার স্মরণ করে না, তাহাকে তিনি করুণা বিতরণে বিরত নহেন। "যে জন দেখে না চাহে না তাঁরে, তারেও করিছেন প্রেমদান"। তাঁহার সম্বন্ধে যে ব্যক্তি উদাসীন, তাহাকেও যে তিনি করুণা করিতেছেন না এমত নহে। তিনি বিদ্রোহী অর্থাৎ পাপীরও প্রতি করুণা প্রকাশ করেন। মর্ত্ত্যলোকের পিতা যেমন পাপী সন্তানকে পরিত্যাগ করেন, তিনি সেরূপ করেন না। বরং তাঁহার হারা পুত্র তাঁহার ক্রোড়ে প্রত্যাগমন করিলে তনি যেরূপ আনন্দিত হয়েন, সাধু পুত্রের চিরন্তন সাধুতাতে তিনি সেরূপ আনন্দিত হয়েন না। তিনি আপনাকে আমাদিগকে দিয়া করুণার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে একালে জানিয়াও কৃতার্থ হইতেছি, পরকালে তাঁহাকে উত্তরোত্তর যতই জানিব, ততই আমরা কতই আনন্দ লাভ না করিব। অতএব তাঁহার করুণা কীর্ত্তন করিয়া কে শেষ করিতে পারে। তাঁহার করুণা অনন্ত। তাহার কোন বিষয়ে অন্ত পাওয়া যায় না। তাঁহার শক্তি অনন্ত, জ্ঞান অনন্ত করুণা অনন্ত।

সেই সত্য স্বরূপ জ্ঞান স্বরূপ অনন্ত স্বরূপ পরব্রহ্মকে যিনি আপনার হৃদয় আকাশে উপলব্ধি করেন, তিনি তাঁহার সহিত সকল কামনা উপভোগ করেন। ঈশ্বরের সকল প্রকার জ্ঞান অপেক্ষা তাঁহাকে হৃদয়স্থিত বলিয়া জানাই প্রধান জ্ঞান। এই জ্ঞান অধ্যাত্ম যোগের জীবন স্বরূপ। ঈশ্বর আমাদিগের অতি সন্নিকট পদার্থ। তিনি প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন ও আত্মার আত্মা। আমি যেমন আমার নিকট,তদপেক্ষাও তিনি আমার নিকটতর; তিনি আত্মীয় অপেক্ষা আত্মীয়। তিনি যদি আত্মা হইতে আপনাকে পৃথক করিয়া লয়েন, তাহা হইলে আত্মার আর কিছুই থাকে না। ঈশ্বরকে আত্মার আত্মা বলিয়া সর্ব্বদা উপলব্ধি করার নাম অধ্যাত্ম যোগ। যে ব্যক্তি এইরূপ অধ্যাত্ম যোগ অভ্যাস করেন, তিনি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করেন। তাঁহার জীবন সার্থক হয়। তিনি এই অধম মর্ত্ত্যলোকে স্বর্গ সুখ উপভোগ করেন।

কিন্তু তিনি যদি এই রূপ যোগের সময় ঈশ্বরকে সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ ও অনন্ত স্বরূপ বলিয়া উপলব্ধি না করেন, তিনি সেই আনন্দ প্রাপ্ত হন না ঈশ্বরকে যদি আমরা এক মাত্র ধ্রুব পদার্থ বলিয়া না জানি, তাহা হইলে শুদ্ধ তিনি হৃদয়স্থিত বলিয়া জানিলে কি হইবে? যদি প্রিয়তম বিনাশী হন, তবে তাঁহার সহিত প্রীতি করিয়া প্রীতির কি সার্থকত হইতে পারে? অধ্রুব পদার্থ হইতে আমরা প্রকৃত সুখ লাভ করিতে পারি না। পরমেশ্বর ধ্রুব পদার্থ, এই জন্য তাঁহাকে উপভোগ করিয়া আমরা প্রকৃত সুখ লাভ করিতে সমর্থ হই। অধ্রুব পদার্থের প্রতি প্রীতি গাঢ় রূপে স্থাপন করা আমাদিগের অকর্ত্তব্য। আর যদি কাহাকেও আমরা এই রূপ করিতে দেখি, তাহা হইলে তাঁহাকে এই রূপ করিতে নিষেধ করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। যিনি পরমেশ্বরকে জ্ঞান স্বরূপ বলিয়া না জানেন, তিনি উহাকে আত্মার আত্মা বলিয়া উপলব্ধি করিলে কোন আনন্দ প্রাপ্ত হন না। নাস্তিকেরা কতকগুলি অচেতন শক্তিকে আত্মার চৈতন্যের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা ঐরূপ জ্ঞানে কি সুখ প্রাপ্ত হয়েন? কিছুই নহে। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি পরমেশ্বরকে জ্ঞান স্বরূপ বলিয়া জানেন। আমি যেমন সেই চৈতন্য পুরুষকে জানিতেছি,তিনি তেমনি আমাকে জানিতেছেন, আমার চক্ষুর উপর তাঁহার চক্ষু সর্ব্বদা নিপতিত রহিয়াছে, আমি সাধু কর্ম্ম করিলে তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন বদনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তিনি আমার হৃদয়ে থাকিয়া আমাকে জ্ঞান প্রদান করিতেছেন, আমাকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেছেন, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপ বিশ্বাস করিয়া যখন তাঁহাকে হৃদয়স্থিত বলিয়া উপলব্ধি করেন, তখন তিনি প্রকৃত আধ্যাত্মিক আনন্দ লাভ করেন। ঈশ্বরকে যদি আমরা কেবল হৃদয়স্থিত বলিয়া বিশ্বাস করি, আর তাঁহাকে অনন্ত অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী, নিত্য ও অসীম জ্ঞান, অসীম শক্তি ও অসীম করুণা বিশিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস না করি, তবে তাঁহার চিন্তাতে আমরা কোন সুখ প্রাপ্ত হইতে পারি না। যদি ঈশ্বরকে আমরা আত্মার আত্মা বলিয়া উপলব্ধি করি, কিন্তু যদি কোন কোন শাস্ত্রকারেরা ঈশ্বরকে

যেমন হৃদয়স্থিত অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সেই রূপ তাঁহাকে বিশ্বাস করি, তবে আমরা কি বিশেষ সুখ প্রাপ্ত হইতে পারি? ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহাকে যেমন হৃদয়স্থিত বলিয়া জানেন, তেমনি তাঁহাকে সর্ব্বব্যাপী বলিয়াও জানেন। এই জন্য তাঁহার স্বরূপ চিন্তনে তিনি প্রকৃত আধ্যাত্মিক আনন্দ লাভ করেন। ভিতরেও সেই পরমেশ্বর; বাহিরেও সেই পরমেশ্বর। যে পরমাত্মা এই অসীম শূন্যে অধিষ্ঠিত হইয়া আছেন, তিনিই আবার আমার হৃদয়েও অধিষ্ঠিত হইয়া আছেন। এইরূপ করিয়া জানিলে তবে আমরা অধ্যাত্ম যোগের ফল লাভ করিতে সমর্থ হই। ঈশ্বরকে যদি আমরা নির্দ্দিষ্ট কাল স্থায়ী বলিয়া জানি,তাহা হইলে তাঁহাকে আমরা শুদ্ধ আত্মার আত্মা বলিয়া জানিলে কি সুখ প্রাপ্ত হইতে পারি? ঈশ্বর অনন্ত কাল স্থায়ী, তিনি নিত্য পদার্থ। সেই চিরজীবন সখা আমাদিগের সঙ্গে চিরকাল অবস্থিতি করিতেছেন, ইহা উপলব্ধি করিয়া আমরা কৃতার্থ হই। মনে কর, ঈশ্বর বিনাশী, আর আমরা অবিনাশী, তাহা হইলে এই রূপ অমৃত লাভে আমাদিগের কি সুখ হইতে পারে? আমরা যদি ঈশ্বরকে আত্মার আত্মা বলিয়া জানি, কিন্তু পরিমিত জ্ঞান ও শক্তি বিশিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করি, তবে তাহাতে আমরা কি ফল লাভ করিতে পারি? পরিমিত জ্ঞান ও শক্তি পরিমিত জ্ঞান ও শক্তিকে আলোচনা করিয়া কি ফল প্রাপ্ত হইতে পারে? পরিমিত জ্ঞান ও শক্তি তাহার আশ্রয়-ভূমি সেই অপরিমিত জ্ঞান ও শক্তিকে উপলব্ধি করিয়াই কৃতার্থ হইতে পারে। ঈশ্বরকে যদি আমরা পরিমিত করুণা বিশিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করি, তবে তাঁহাকে শুদ্ধ আত্মার আত্মা বলিয়া জানিলে কি হইবে? যদি আমরা এইরূপ বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বর কোন কোন বিষয়ে যেমন আমারদিগের প্রতি করুণাশীল,অন্যান্য বিষয়ে তিনি নিষ্ঠুর, তাহা হইলে আমরা শুদ্ধ তাঁহাকে আত্মার আত্মা বলিয়া জানিলে আমরা কি আনন্দ লাভ করিতে পারি? যদি আমরা এইরূপ বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর এখানে আমাদিগের প্রতি যে সকল করুণার চিহ্ন প্রকাশ করিতেছেন, সেই করুণাই তাঁহার সমস্ত করুণা, তদপেক্ষা তিনি অধিক করুণা প্রকাশ করিবেন না, তিনি যেমন এখানে "চঞ্চলা চপলা সমান চমকি আমাদিগকে আঁধারে ফেলিয়া যান," চিরকালই আমাদিগের সম্বন্ধে সেই রূপ করিবেন, তাঁহাকে আমরা মর্ত্ত্য লোকের মলিন আলোকে যেমন দেখিতেছি, ইহা অপেক্ষা আমরা উজ্জ্বল রূপে দেখিতে পাইব না, তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রসাদ আমরা যেমন এখানে উপভোগ করিতেছি, তাহা অপেক্ষা আমরা অধিক উপভোগ করিতে পাইব না,যদি আমরা এরূপ বিশ্বাস করি, তাহা হইলে তিনি কেবল আত্মার আত্মা এরূপ অনুভব করিয়া আমরা কি বিশেষ ফল লাভ করিতে পারি? সেই পরমাত্মা পূর্ণ করুণা বিশিষ্ট, তিনি মঙ্গল স্বরূপ, তিনি আমাদিগের যেমন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী এরূপ আর অন্য কেহ নহে; তিনি আমাদিগের সকল সুহৃৎ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সুহৃৎ, তিনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সকল পদার্থ হইতে প্রিয়, এরূপ করিয়া তাঁহাকে না জ্ঞান করিলে তিনি শুদ্ধ আত্মার আত্মা বলিয়া জানিলে কি হইবে? এই সকল কারণ জন্য উল্লিখিত হইতেছে যে, যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ বলিয়া জানিয়া তাঁহাকে হৃদয়ে উপলব্ধি করেন, তিনি তাঁহার সহিত সকল কামনা উপভোগ করেন।

আমরা ধন মান যশে অতি নিকৃষ্ট সুখ প্রাপ্তি হই, আমরা তৃপ্তির ইচ্ছায় ধন মান যশ প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করি, কিন্তু তাহা হইতে তৃপ্তি প্রাপ্ত হই না। যে জন্য আমরা ধন মান যশের অনুসরণ করি, তাহা অপেক্ষা অসংখ্য গুণে শ্রেষ্ঠ যে সুখ তাহা যদি আমরা ঈশ্বরের সহবাসে প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে আমরা তাঁহার সহিত সকল কামনা উপভোগ করি, ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। যে তৃপ্তির জন্য আমরা ধন মান যশের অনুসরণ করি,তাহা যদি আমরা ঈশ্বরের সহবাসে প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে তাঁহার সহিত সকল কামনা উপভোগ হইল, ইহা অবশ্য বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর আমাদিগের অন্ন বস্ত্র অলঙ্কার গৃহ সকলই। ঈশ্বর আমাদিগের গৃহ স্বরূপ। যেমন গৃহ আমাদিগকে আতপ তাপ হইতে রক্ষা করে, পরমেশ্বর সেই রূপ আমাদিগকে সংসার তাপ হইতে রক্ষা করেন। অন্ন যেমন আমাদিগের শরীরের জীবন ও পোষণ কার্য্য সাধন করে, ঈশ্বর সেই রূপ আমাদিগের আত্মার জীবন ও পোষণ কার্য্য সাধন করেন। যে ব্যক্তির অন্তরে ঈশ্বর-প্রীতি নাই, সে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির স্বরূপ। বস্ত্র যেমন আমাদিগকে শীত হইতে রক্ষা করে, ঈশ্বর সেই রূপ আমাদিগকে সাংসারিক দুঃখ ক্লেশ হইতে রক্ষা করেন। তাঁহাকে পরিধান করিলে, সাংসারিক দুঃখ ক্লেশের আর ভয় থাকে না। ঈশ্বর আমাদিগের অলঙ্কার। অলঙ্কারে যেমন শরীর ভাল দেখায় ও লোকের প্রীতি আকর্ষণ করে, তেমনি ঈশ্বরকে পরিলে জগতের প্রিয় হওয়া যায়। যে ব্যক্তি অন্ন বস্ত্র অলঙ্কার গৃহ সকলই পরিত্যাগ করিয়া কেবল কতকগুলি চাকচিক্য বিশিষ্ট অল্প মূল্য কৃত্রিম অলঙ্কার পরিয়া বসিয়া থাকে, সে যেমন নির্বোধ, সেইরূপ ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি

ধন মান যশের অনুসরণ করে, সে সেইরূপ নির্বোধ। আমরা যেমন অন্ন বস্ত্র অলঙ্কার গৃহ ভোগে সাংসারিক তৃপ্তি সুখ লাভ করি, তেমনি ঈশ্বর উপভোগে আমরা আধ্যাত্মিক তৃপ্তি সুখ অর্থাৎ প্রকৃত তৃপ্তি সুখ লাভ করি।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যোবেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্ সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" এই শ্লোকটি ব্রাহ্মধর্ম্মের মহাবাক্য স্বরূপ। ঐ মহা বাক্যের "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" অংশটি সকল প্রকার ব্রাহ্মেরা তাঁহাদিগের উপাসনা প্রকরণে গ্রহণ করিয়াছেন। আর বোধ হয় যত দিন ব্রাহ্মধর্ম্ম ভারতবর্ষে বিদ্যমান থাকিবে, তাহা কখনই পরিত্যক্ত হইবে না। ঐ মহাবাক্যের আর এক অংশ অর্থাৎ "যোবেদ নিহিতং গুহায়াং" ইহাতে হিন্দুধর্ম্মের প্রাণভূত তত্ত্ব নিহিত আছে। আত্মাতে আত্মাকে দেখা অর্থাৎ জীবাত্মাতে পরমাত্মাকে দেখা, এ ভাবটি কেবল হিন্দুধর্ম্মের; অন্য কোন ধর্ম্মে এরূপ মহান্ ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

ঈশ্বর করুন্ যে আমরা সত্য স্বরূপ জ্ঞান স্বরূপ অনন্ত স্বরূপ পরব্রহ্মকে হৃদয়াকাশে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার সহিত সকল কামনা উপভোগ করি।

অভিলাষ।

দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের রচিত।

(১)

জন মনো মুগ্ধ কর উচ্চ অভিলাষ!
তোমার বন্ধুর পথ অনন্ত অপার।
অতিক্রম করা যায় যত পান্থশালা,
তত যেন অগ্রসর হতে ইচ্ছা হয়।

(২)

তোমার বাশরি স্বরে বিমোহিত মন—
মানবেরা, ঐ স্বর লক্ষ্য করি হায়,
যত অগ্রসর হয় ততই যেমন
কোথায় বাজিছে তাহা বুঝিতে না পারে।

(৩)

চলিল মানব দেখ বিমোহিত হয়ে,
পর্ব্বতের অত্যুন্নত শিখর লঙ্ঘিয়া,
তুচ্ছ করি সাগরের তরঙ্গ ভীষণ,
মরুর পথের ক্লেশ সহি অনায়াসে।

(৪)

হিম ক্ষেত্র, জন-শূন্য কানন, প্রান্তর,
চলিল সকল বাধা করি অতিক্রম।
কোথায় যে লক্ষ্যস্থান খুঁজিয়া না পায়
বুঝিতে না পারে কোথা বাজিছে বাশরি।

(৫)

ঐ দেখ ছুটিয়াছে আর এক দল,
লোকারণ্য পথ মাঝে সুখ্যাতি কিনিতে;
রণ ক্ষেত্রে মৃত্যুর বিকট মূর্ত্তি মাঝে,
শমনের দ্বার সম কামানের মুখে।

(৬)

ঐ দেখ পুস্তকের প্রাচীর মাঝারে
দিন রাত্রি আর স্বাস্থ্য করিতেছে ব্যয়।
পহুঁছিতে তোমার ও দ্বারের সম্মুখে
লেখনীরে করিয়াছে সোপান সমান।

(৭)

কোথায় তোমার অন্ত রে দুরভিলাষ
"স্বর্ণ অট্টালিকা মাঝে?" তা নয় তা নয়।
"সুবর্ণ খনির মাঝে অন্ত কি তোমার?"
তা নয় যমের দ্বারে অন্ত আছে তব।

(৮)

তোমার পথের মাঝে, দুষ্ট অভিলাস,
ছুটিয়াছে, মানবেরা সন্তোষ লভিতে।
নাহি জানে তারা ইহা নাহি জানে তারা,
তোমার পথের মাঝে সন্তোষ থাকে না!

(৯)

নাহি জানে তারা হায় নাহি জানে তারা
দরিদ্র কুটীর মাঝে বিরাজে সন্তোষ।
নিরজন তপোবনে বিরাজে সন্তোষ।
পবিত্র ধর্ম্মের দ্বারে সন্তোষ আসন।

(১০)

নাহি জানে তারা ইহা নাহি জানে তারা
তোমার কুটিল আর বন্ধুর পথেতে
সন্তোষ নাহিক পারে পাতিতে আসন।
নাহি পশে সূর্য্যকর আঁধার নরকে।

(১১)

তোমার পথেতে ধায় সুখের আশয়ে
নির্ব্বোধ মানবগণ সুখের আশয়ে;
নাহি জানে তারা ইহা নাহি জানে তারা
কটাক্ষও নাহি করে সুখ তোমা পানে।

(১২)

সন্দেহ ভাবনা চিন্তা আশঙ্কা ও পাপ
এরাই তোমার পথে ছড়ান কেবল
এরা কি হইতে পারে সুখের আসন
এসব জঞ্জালে সুখ তিষ্ঠিতে কি পারে।

(১৩)

নাহি জানে তারা ইহা নাহি জানে তারা
নির্ব্বোধ মানবগণ নাহি জানে ইহা
পবিত্র ধর্ম্মের দ্বারে চিরস্থায়ী সুখ
পাতিয়াছে আপনার পবিত্র আসন।

(১৪)

ঐ দেখ ছুটিয়াছে মানবের দল
তোমার পথের মাঝে দুষ্ট অভিলাষ
হত্যা অনুতাপ শোক বহিয়া মাথায়
ছুটেছে তোমার পথে সন্দিগ্ধ হৃদয়ে।

(১৫)

প্রতারণা প্রবঞ্চনা অত্যাচারচয়
পথের সম্বল করি চলে দ্রুত পদে
তোমার মোহন জালে পড়িবার তরে।
ব্যাধের বাঁশিতে যথা মৃগ পড়ে ফাঁদে।

(১৬)

দেখ দেখ বোধহীন মানবের দল
তোমার ও মোহময়ী বাশরির স্বরে
এবং তোমার সঙ্গী আশা উত্তেজনে
পাপের সাগরে ডুবে মুক্তার আশয়ে।

(১৭)

রৌদ্রের প্রখর তাপে দরিদ্র কৃষক
ঘর্ম্ম-সিক্ত কলেবরে করিছে কর্ষণ
দেখিতেছে চারি ধারে আনন্দিত মনে
সমস্ত বর্ষের তার শ্রমের যে ফল।

(১৮)

দুরাকাঙ্ক্ষা হায় তব প্রলোভনে পাড়ি
কর্ষিতে কর্ষিতে সেই দরিদ্র কৃষক
তোমার পথের শোভা মনোময় পটে
চিত্রিতে লাগিল হায় বিমুগ্ধ হৃদয়ে।

(১৯)

ঐ দেখ আঁকিয়াছে হৃদয়ে তাহার
শোভাময় মনোহর অট্টালিকারাজি
হীরক মাণিক্য-পূর্ণ ধনের ভাণ্ডার
নানা শিল্প পরিপূর্ণ শোভন আপন।

(২০)

মনোহর কুঞ্জ-বন সুখের আগার
শিল্প পারিপাট্য যুক্ত প্রমোদ ভবন
গঙ্গা সমীরণ স্নিগ্ধ পল্লীর কানন
প্রজা পূর্ণ লোভনীয় বৃহৎ প্রদেশ।

(২১)

ভাবিল মুহূর্ত্ত তরে ভাবিল কৃষক
সকলি এসেছে যেন তারি অধিকারে
তারি ঐ বাড়ি ঘর তারি ও ভাণ্ডার
তারি অধিকারে ঐ শোভন প্রদেশ।

(২২)

মুহূর্ত্তেক পরে তার মুহূর্ত্তেক পরে
লীন হ'ল চিত্রচয় চিত্তপট হোতে
ভাবিল চমকি উঠি ভাবিল তখন
"আছে কি এমন সুখ আমার কপালে?"

(২৩)

"আমাদের হায় যত দুরাকাঙ্ক্ষা চয়
মানসে উদয় হয় মুহূর্ত্তের তরে
কার্য্যে তাহা পরিণত না হতে না হতে
হৃদয়ের ছবি হায় হৃদয়ে মিশায়"।

(২৪)

ঐ দেখ ছুটিয়াছে তোমার ও পথে
রক্ত মাখা হাতে এক মানবের দল
সিংহাসন রাজ-দণ্ড ঐশ্বর্য্য মুকুট
প্রভুত্ব রাজত্ব আর গৌরবের তরে।

(২৫)

ঐ দেখ গুপ্ত হত্যা করিয়া বহন
চলিতেছে অঙ্গুলির পরে ভর দিয়া
চুপি চুপি ধীরে ধীরে অলক্ষিত ভাবে
তলবার হাতে করি চলিয়াছে দেখ।

(২৬)

হত্যা করিতেছে দেখ নিদ্রিত মানবে
সুখের আশয়ে বৃথা সুখের আশয়ে
ঐ দেখ ঐ দেখ রক্ত মাখা হাতে
ধরিয়াছে রাজদণ্ড সিংহাসনে বসি।

(২৭)

কিন্তু হায় সুখ লেশ পাবে কি কখন?
সুখ কি তাহারে করিবেক আলিঙ্গন?
সুখ কি তাহার হৃদে পাতিবে আসন?
সুখ কভু তারে কিগো কটাক্ষ করিবে?

(২৮)

নর হত্যা করিয়াছে যে সুখের তরে
যে সুখের তরে পাপে ধর্ম্ম ভাবিয়াছে
বৃষ্টি বজ্র সহ্য করি যে সুখের তরে
ছুটিয়াছে আপনার অভীষ্ট সাধনে?

(২৯)

কখনই নয় তাহা কখনই নয়
পাপের কি ফল কভু সুখ হতে পারে
পাপের কি শান্তি হয় আনন্দ ও সুখ
কখনই নয় তাহা কখনই নয়।

(৩০)

প্রজ্বলিত অনুতাপ হুতাসন কাছে
বিমল সুখের হায় সিগ্ধ সমীরণ
হুতাসন সম তপ্ত হয়ে উঠে যেন
তখন কি সুখ কভু ভাল লাগে আর।

(৩১)

নর হত্যা করিয়াছে যে সুখের তরে
যে সুখের তরে পাপে ধর্ম্ম ভাবিয়াছে
ছুটেছে না মানি বাধা অভীষ্ট সাধনে
মনস্তাপে পরিণত হয়ে উঠে শেষে।

(৩২)

হৃদয়ের উচ্চাসনে বসি অভিলাষ
মানবদিগকে লয়ে ক্রীড়া কর তুমি
কাহারে বা তুলে দাও সিদ্ধির সোপানে
কারে ফেল নৈরাশ্যের নিষ্ঠুর কবলে।

(৩৩)

কৈকেয়ী হৃদয়ে চাপি দুষ্ট অভিলাষ!
চতুর্দ্দশ বর্ষ রামে দিলে বনবাস,
কাড়িয়া লইলে দশরথের জীবন,
কাঁদালে সীতায় হায় অশোক কাননে।

(৩৪)

রাবণের সুখময় সংসারের মাঝে
শান্তির কলশ এক ছিল সুরক্ষিত
ভাঙ্গিল হঠাৎ তাহা ভাঙ্গিল হঠাৎ
তুমিই তাহার হও প্রধান কারণ।

(৩৫)

দুর্য্যোধন চিত্ত হায় অধিকার করি
অবশেষে তাহারেই করিলে বিনাশ
পাণ্ডু পুত্রগণে তুমি দিলে বনবাস
পাণ্ডবদিগের হৃদে ক্রোধ জ্বালি দিলে।

(৩৬)

নিহত করিলে তুমি ভীষ্ম আদি বীরে
কুরুক্ষেত্র রক্তময়-করে দিলে তুমি
কাঁপাইলে ভারতের সমস্ত প্রদেশ
পাণ্ডবে ফিরায়ে দিলে শূন্য সিংহাসন।

(৩৭)

বলি না হে অভিলাষ তোমার ও পথ
পাপেতেই পরিপূর্ণ পাপেই নির্ম্মিত
তোমার কতকগুলি আছয়ে সোপান
কেহ কেহ উপকারী কেহ অপকারী।

(৩৮)

উচ্চ অভিলাষ! তুমি যদি নাহি কভু
বিস্তারিতে নিজ পথ পৃথিবী মণ্ডলে
তাহা হ'লে উন্নতি কি আপনার জ্যোতি
বিস্তার করিত এই ধরাতল মাঝে?

(৩৯)

সকলেই যদি নিজ নিজ অবস্থায়
সন্তুষ্ট থাকিত নিজ বিদ্যা বুদ্ধিতেই
তাহা হ'লে উন্নতি কি আপনার জ্যোতি
বিস্তার করিত এই ধরাতল মাঝে?

নূতন পুস্তকের সমালোচন।

(১) ঐতিহাসিক রহস্য—প্রথম ভাগ। ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত। ১২৮১ সাল।

বহরমপুর নিবাসী প্রসিদ্ধ বিদ্বান জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন যে সকল ঐতিহাসিক প্রস্তাব বঙ্গদর্শনাদি সাময়িক পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা একত্র করিয়া ঐতিহাসিক রহস্য নামে পুস্তক ছাপাইতেছেন। যে সকল প্রস্তাব প্রথম ভাগে আছে, তাহার মধ্যে "ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচন" ও "মহাকবি কালিদাস" পূর্ব্বে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই দুই প্রস্তাব পূর্ব্বে এই পত্রিকায় সমালোচিত হইয়াছে। রামদাস বাবু উল্লিখিত প্রস্তাবদ্বয়ে যেরূপ প্রগাঢ় অনুসন্ধানের চিহ্ন প্রকাশ করিয়াছেন, অবশিষ্ট প্রস্তাব গুলিতে সেই সকল চিহ্ন স্পষ্ট রূপে পরিলক্ষিত হয়। বিশেষতঃ আমরা "হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়" ও "গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের গ্রন্থাবলির" বিবরণ পাঠে বিশেষ প্রীতি লাভ করিলাম। বেদ প্রচার নামক প্রস্তাব অতি উত্তম হইয়াছে, কিন্তু রামদাস বাবু যখন বেদের উৎপত্তি কাল হইতে অধুনাতন কাল পর্য্যন্ত তাহার প্রচারের বৃত্তান্ত দিয়াছেন, তখন বেদ উৎপত্তি হইয়া তাহা নানা শাখা প্রশাখায় কি রূপ বিভক্ত হইয়াছিল ও শুক্ল যজুর্ব্বেদ প্রভৃতি নূতন বেদের কি রূপে উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহার সংক্ষেপ বিবরণ দেওয়া উচিত ছিল। অবশেষে বক্তব্য এই যে, প্রাচ্যতত্ত্বানুসন্ধায়ীদিগের যে মহাসভা সম্প্রতি ইংলণ্ডে হইয়াছিল, তাহাতে ভট্ট মোক্ষমূলর রামদাস বাবুর এই গ্রন্থকে বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন ও ইংরাজীতে অনুবাদের উপযুক্ত বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

(২) নবমালিকা—বিবিধ বিষয়িণী পদ্যমালা—শ্রীদুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক—বিডন যন্ত্র—১২৮১।

এই গ্রন্থে "কবিতা" "অশোক বনে সীতা" "অশ্বত্থামার বিলাপ" "গণিকা মানস" "বৈরাগ্য" "সংসার" ও "প্রভাত মার্ত্তণ্ড" এই কয়েকটি কবিতা আছে, তন্মধ্যে "সংসার" অতি দীর্ঘ। আমরা যখন গ্রন্থকারের অসাধারণ সরলতাব্যঞ্জক ভূমিকা পাঠ করিলাম, তখনই আমরা মনে করিলাম যে সচরাচর যে সকল কবিতা প্রকাশিত হইতেছে, ইহা তদ্রূপ নহে, ইহাতে কিছু আছে। তাহার পর পাঠ করিয়া দেখিলাম যে আমাদিগের আশা অমূলক নহে গ্রন্থকার স্থানে স্থানে প্রকৃত কবিত্বের চিহ্ন প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার কবিতার বিশেষ গুণ এই যে, তাহাতে ইংরাজী অনুকরণ অল্পই লক্ষিত হয়। "বৈরাগ্য" নামক কবিতাটি অনুবাদ বলিয়া শিরস্ক দেওয়া হইয়াছে। তাহা শান্তিশতকাদি গ্রন্থ হইতে উত্তম রূপে অনুবাদিত হইয়াছে।

(৩) পৌত্তলিকতাপনেতা। অর্থাৎ ঈশ্বর আরাধনার্থ প্রতিমাদি মূর্ত্তির অনাবশ্যকতা। কুমারখালী। মথুরানাথ যন্ত্রে মুদ্রিত। ১২৮১ সাল।

ব্রজমোহন দেব নামক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের এক জন সহচর "পৌত্তলিক-মুখ-চপেটিকা" নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন, তাহাতে তিনি পৌত্তলিকতাকে তীব্ররূপে আক্রমন করিয়াছিলেন। ঐ পুস্তকের লেখার ন্যায় তেজস্বী লেখা অতি অল্পই দেখা গিয়াছে। সেই গ্রন্থ এক্ষণে "পৌত্তলিক প্রবোধ" নামে প্রকাশিত হইয়া বিক্রীত হইতেছে। ব্রজমোহন দেবের গ্রন্থের পর এই প্রকার গ্রন্থ অতি অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু তৎপ্রকাশের বিলক্ষণ আবশ্যকতা আছে। কোন কোন ব্রাহ্ম এইরূপ মনে করেন যে, এসকল গ্রন্থের কাল অতীত হইয়াছে কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। এতদ্দেশে পৌত্তলিকের সংখ্যা অধিক; তাহাদিগের সঙ্গে তুলনায় ব্রাহ্মের সংখ্যা অতি অল্প বলিতে হইবে। অতএব এ সকল পুস্তকের বিলক্ষণ আবশ্যকতা আছে। বর্ত্তমান গ্রন্থ খানিতে তেজস্বিতা নিতান্ত অল্প পরিমাণে পরিলক্ষিত হইতেছে না। গ্রন্থকার এই গ্রন্থে পৌত্তলিকদিগকে সপ্তমাত্রা ঔষধ প্রদান করিয়া অর্থাৎ পৌত্তলিকতার বিপক্ষে সাতটি প্রবল যুক্তি দেখাইয়া অনুপান, পথ্য ও ব্যায়াম স্বরূপ কতকগুলি উপদেশ দিয়াছেন। পরিশিষ্টে "রূপ না থাকিলে কি কোন বিষয় হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে?" "প্রতিমূর্ত্তির আরাধনা না করিলে কি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে?" ইত্যাদি প্রশ্নের যুক্তিযুক্ত উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

(৪) শ্রীশুক্লযজুর্ব্বেদঃ—বাজসনেয়ি সংহিতা মাধ্যন্দিনী শাখা। প্রথম খণ্ড। শ্রীসত্যব্রত সামশ্রমিণা সংটিপ্য সংশোধ্যচ প্রকাশ্যতে। কলিকাতা। সত্য যন্ত্র। ১৭৯৬ শক।

এতদ্দেশে বেদ প্রকাশে সামশ্রমী মহাশয়ের যত্ন প্রসিদ্ধ আছে। এই গ্রন্থের ভূমিকাতে তিনি এতদ্দেশে হস্ত লিখিত বেদ প্রাপ্তির দুষ্করতা বিষয়ে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন "অত্রত্য বিদ্যামণ্ডলী ও ধনি বিদ্যোৎসাহী মণ্ডলী এই উভয় শ্রেণীতে বিশেষ অনুসন্ধানে প্রায় চতুর্দ্দিক হইতে 'নাই নাই' এই শব্দই প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, এক মাত্র মহামহিম 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' আস্তিক্য ভাবের পরিচয় প্রদান করেন এবং তাঁহারই সহলোৎসাহে কৃত-প্রযত্ন হই।" সামশ্রমী মহাশয় বিলক্ষণ বাগ্মিতার সহিত উল্লিখিত ভূমিকার প্রারম্ভে বেদমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। আমরা সাধারণ পাঠকবর্গের গোচরার্থ তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"এই জগতের মধ্যে আর্য্যদিগের প্রত্যক্ষ যদি কোন সার পদার্থ থাকে, তবে তাহা বেদ; যদি কোন পদার্থকে উপাদেয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে হয়, তাহা বেদ ভিন্ন আর কিছুই নহে; আর্য্য জাতির যদি কোন অবিনশ্বর সম্পত্তির অন্বেষণ করা যায়, তাহা হইলে একমাত্র বেদই সেই সম্পত্তি; আর্য্যগণের ধর্ম্মমূল যদি কিছু থাকে, তবে তাহাই বেদ; বেদই আর্য্যধর্ম্মের ভিত্তি ও একমাত্র অবলম্বন; * * * * আর্য্যগণ এই বেদের প্রভাবেই সাংসারিক সুখসম্পত্তির সর্ব্বথা অধিকারী থাকিয়াও এই বেদের প্রভাবেই পরাৎপর পরমেশ্বরের লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন; গোভিল, আশ্বলায়ন, মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণ এই বেদেরই বিধি ও নিষেধ বাক্যগুলি যথাস্মরণ অনুশীলন করত সূত্র ও সংহিতা প্রভৃতি স্মৃতি শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন; মার্কণ্ডেয়, ব্যাস প্রভৃতি উপদেষ্টারা এই বেদেরই আখ্যায়িকা ভাগ পল্লবিত করিয়া বিবিধ বিস্তৃত বহুতর পুরাণ শাস্ত্রের প্রচারক হইয়াছেন; কঠ, বাল্মীকি প্রভৃতি মহর্ষিগণও এই বেদেরই কবিত্ব আদর্শ করিয়া আদি কবি বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন; ইত্যাদি।"

এক্ষণে স্বদেশীয় জনগণের নিকট আমাদিগের প্রার্থনা যে সামশ্রমী মহাশয় যে মহাব্রতে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারা তৎসম্পাদনে তাঁহাকে সমুচিত উৎসাহ প্রদান করেন।

(৫) চিত্র বিদ্যা—প্রথম ভাগ—শ্রীচারু চন্দ্র নাগ প্রণীত—কাব্য প্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত—১২৮১ সাল।

চিত্র বিদ্যা যাঁহারা প্রথম অভ্যাস করিতেছেন, এই গ্রন্থখানি তাঁহাদিগের পক্ষে উপকারী হইবে।

(৬) Hindu Music—Reprinted from the "Hindu Patriot"—Calcutta—Hindu Patriot Press, 1874.

শিক্ষা বিভাগের ইনিস্পেক্টর ক্লার্ক সাহেব ইংরাজী ১৮৭৩ সালের ১৭মে দিবসে হিন্দু সঙ্গীতের নিন্দা করিয়া ঐ বিভাগের ডিরেক্টর সাহেবকে এক পত্র লিখেন। ঐ সালের ১৫সেপ্টেম্বর দিবসে তাঁহার পত্রের এক প্রতিবাদ হিন্দুপেট্রিয়ট্ পত্রে প্রকাশিত হয়। "কলিকাতা রিবিউ" নামক সাময়িক পত্রিকায় ক্লার্ক সাহেব তাহার উত্তর দেন। "কলিকাতা রিবিউ" পত্রিকায় প্রকাশিত ঐ প্রস্তাব লইয়া লামার্টিনিয়র কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অ্যাল্‌ডিস সাহেব ও ক্লার্ক সাহেব এই দুই জনের মধ্যে ঘোরতর বাদানুবাদ উপস্থিত হয়। বর্ত্তমান পুস্তক এই বাদানুবাদ উপলক্ষে লিখিত হইয়াছে। ইহার প্রণেতা বিশেষ পাণ্ডিত্যের সহিত হিন্দু সঙ্গীতের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। উক্ত বাদানুবাদ স্থলে অ্যাল্‌ডিস সাহেব অনেক পরিমাণে হিন্দু সঙ্গীতের পক্ষ সমর্থন করেন। তিনি হিন্দু সঙ্গীতের মনোহারিত্ব বর্ণন সময়ে কোন্ কোন্ রাগরাগিণী দ্বারা মনে কি কি ভাবের উদ্রেক হয় ও তাহার আলাপ শ্রবণ করিলে কি প্রকার স্থান ও কি প্রকার নৈসর্গিক দৃশ্য স্মৃতি পথে জাগরূক হয়, তাহা অতীব সুন্দর রূপে বর্ণন করিয়াছিলেন। অ্যাল্‌ডিস সাহেবের লিখিত পত্র গুলি এই পুস্তকের শেষে পরিশিষ্টের আকারে দিলে ভাল হইত। ক্লার্ক সাহেব বলেন যে, হিন্দু সঙ্গীতের মধ্যে বাঙ্গাল মাজির গান সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তিনি নৌকাযানে ভ্রমণ সময়ে উক্ত গান এক দিবস শ্রবণ করিয়া তাঁহার সঙ্গী ডেপুটি ইনিস্পেক্টর বাবু কৈলাসচন্দ্র সেনকে তাহা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে বলেন। কৈলাস বাবু বলিলেন যে উহা সংস্কৃতে বিরচিত ও একটি প্রাচীন আখ্যায়িকা সম্বন্ধীয়। ক্লার্ক সাহেবের এই উক্তি সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে ক্লার্ক সাহেব বাঙ্গাল্ দেশে থাকিয়া বাঙ্গাল্ হইয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার ডেপুটি ইনিস্পেক্টর যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা; সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত গান বাঙ্গাল মাজিরা কখন গায় না। যাহা হউক, ক্লার্ক সাহেব যখন হিন্দু সঙ্গীত সম্বন্ধে এমত অজ্ঞ যে বাঙ্গাল মাজির গানকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সেতার অনুসারে রাগ রাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছে বলেন, তখন তাঁহার মত খণ্ডন জন্য এ প্রকার দীর্ঘ প্রস্তাব রচনার প্রয়াস পাইবার আবশ্যকতা ছিল না; দুই চারি কথা বলিয়া তাঁহাকে বিদায় দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু যখন বিবেচনা করা যায় যে, অধিকাংশ সাহেবই ক্লার্ক সাহেবের ন্যায় বাড়া বাড়ি না করুন তথাপি এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ, তখন তাঁহাদিগের বোধের জন্য এপ্রকার প্রস্তাব রচনার আবশ্যকতা উপলব্ধি হয়। হিন্দু সঙ্গীতের পুনরুদ্দীপন জন্য গ্রন্থকারের মহা যত্ন ও উৎসাহ প্রসিদ্ধ আছে। তিনি এজন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় ও শারীরিক পরিশ্রম করিতেছেন। তাঁহার স্বদেশহিতকর চেষ্টার মর্য্যাদা লোকে এখন সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিতেছে না। ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা তাহা অবশ্য প্রতীতি করিতে সমর্থ হইবে।

আয় ব্যয়।

আশ্বিন ১৭৯৩ শক, আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	... ...	৩৯৫।১০
পূর্ব্বকার স্থিত	....	২৩৫৸০
সমষ্টি	... ...	৬৩১।১০
ব্যয়	... ...	৩২৯৷৷/১০
স্থিত	... ...	৩০১।৶

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	... ...	৪৪৸/১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১৫৯।০
পুস্তকালয়	... ...	১২৷৷৵১৫
যন্ত্রালয়	... ...	১৫৬।৵১০
গচ্ছিত	... ...	২২ /১০
সমষ্টি	... ..	৩৯৫।১০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	... ...	৯৮৷৷/১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৮৯৶৫
পুস্তকালয়	... ...	১৮৸১০
যন্ত্রালয়	... ...	১০৯৸৵১৫
গচ্ছিত	... ...	১২৸৵৫
সমষ্টি	... ...	৩২৯৷৷/১০

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু রমণীমোহন চৌধুরি	...	২৫
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন	...	১
" কাণাইলাল পাইন	...	১
" গঙ্গাধর চক্রবর্ত্তী	...	১
" হরচন্দ্র সার্ব্বভৌম	...	১।০
দানাধারে প্রাপ্ত	... ...	৷৷৵১৫

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু রমণীমোহন চৌধুরি	...	১৫
		৪৪৸/১৫

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাকমাশুল বার্ষিক ছয় আনা। সম্বৎ ১৯৩১। কলিগতাব্দ ৪৯৭৩। ১ অগ্রহায়ণ সোমবার।

Registered No 58.

একমেবাদ্বিতীয়ং

অষ্টম কল্প
চতুর্থ ভাগ
পৌষ ১৭৯৬ শক

৩৭৬ সংখ্যা ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৫

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ।

প্রথম প্রপাঠক।

পঞ্চম খণ্ড।

অথ খলু যউদ্‌গীথঃ সপ্রণবো যঃ প্রণবঃ সউদ্‌গীথ ইত্যসৌ বা আদিত্য উদ্‌গীথ এষ প্রণব ওমিতি হ্যেষ স্বরন্নেতি। ১।

প্রণবোদ্‌গীথযোরেকত্বং কৃত্বা তস্মিন্ প্রাণরশ্মিভেদগুণবিশিষ্টদৃষ্ট্যা অক্ষরোপাসনমনেকপুত্রফলং বক্তব্যমিত্যারভ্যতে। 'অথ খলু' ইদানীং 'যঃ উদ্‌গীথঃ সঃ প্রণবঃ' বহ্বৃচানাং 'যঃ' চ 'প্রণবঃ' তেষাং 'সঃ' এব ছান্দোগ্যে 'উদ্‌গীথঃ' উদ্‌গীথশব্দবাচ্যঃ 'ইতি' এব 'অসৌ বৈ আদিত্যঃ উদ্‌গীথঃ এষঃ প্রণবঃ' প্রণবশব্দবাচ্যোপি সএব বহ্বৃচানাং নান্যঃ উদ্‌গীথঃ, আদিত্যঃ কথমুদ্‌গীথাখ্যমক্ষরং 'ওমিতি' এতৎ 'এষঃ' 'হি' যস্মাৎ 'স্বরন্' উচ্চারয়ন অথবা স্বরন্ গচ্ছন্ 'এতি' অতোসৌ উদ্‌গীথঃ সবিতা। ১।

অনন্তর যে ইদ্‌গীথ সেই প্রণব এবং যে প্রণব সেই উদ্‌গীথ ইহা নিশ্চয়, এই আদিত্যই উদ্‌গীথ এবং ইনিই প্রণব—ওঁকার, যে হেতু ইনি ওঙ্কার উচ্চারণ করত আগমন করেন। ১।

এতমু এবাহমভ্যগাসিষং তস্মান্মম ত্বমেকোসীতি হ কৌষীতকিঃ পুত্রমুবাচ রশ্মীংস্ত্বং পর্য্যাবর্ত্তয়াদ্বহবো বৈ তে ভবিষ্যন্তীত্যধিদৈবতং। ২।

'এতং উ এব অহং অভ্যগাসিষং' আভিমুখ্যেন আদিত্যরশ্ম্যভেদং কৃত্বা ধ্যানং কৃতবানস্মি 'তস্মাৎ' কারণাৎ 'মম ত্বমেকোঽসি' পুত্রঃ 'ইতি' 'হ' 'কৌষীতকিঃ' কুষীতকস্যাপত্যং 'পুত্রং উবাচ' উক্তবান্। অতঃ কারণাৎ 'রশ্মীন্' আদিত্যঞ্চ ভেদেন 'ত্বং পর্য্যাবর্ত্তয়াৎ' পর্য্যাবর্ত্তয় এবং সতি 'বহবঃ বৈ' 'তে' তব পুত্রাঃ 'ভবিষ্যন্তি' 'ইতি অধিদৈবতং' দেবতাবিষয়মুপাসনফলং উক্তং। ২।

আমি আদিত্য ও রশ্মি উভয়ের অভেদে উদ্‌গীথ ধ্যান করিয়াছিলাম, সেই কারণে তুমি আমার একমাত্র পুত্র জন্মিয়াছ, কৌষীতকি পুত্রকে ইহা বলিয়া ছিলেন অতএব তুমি রশ্মি ও আদিত্য উভয়কে পৃথক্ রূপে ধ্যান কর, তাহাতে তোমার বহু পুত্র হইবে, ইহা দেবতা বিষয়ক উপাসনার ফল। ২।

অথাধ্যাত্মং যএবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদ্‌গীথমুপাসীতোমিতি হ্যেষ স্বরন্নেতি। ৩।

'অথ' অনন্তরং 'অধ্যাত্মং' আত্মবিষয়কমুপাসনফলমুচ্যতে, 'যঃ এব অয়ং মুখ্যঃ প্রাণঃ তং উদ্‌গীথং উপাসীত' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। 'ওমিতি হি' 'এষঃ' প্রাণঃ অপি 'স্বরন্ এতি' ওমিতি অনুজ্ঞাং কুর্ব্বন্নিব বাগাদিপ্রবৃত্ত্যর্থং এতি ইত্যর্থঃ। ৩।

অনন্তর আত্মবিষয়ক উপাসনার ফল উক্ত হইতেছে, যে এই মুখ্য প্রাণ, তাঁহাকেই উদ্‌গীথ রূপে উপাসনা করিবেক, যে হেতু এই মুখ্য প্রাণ ওঁকার উচ্চারণ করিয়া অনুমতি করত আগমন করেন। ৩।

এতমু এবাহমভ্যগাসিষং তস্মান্মম ত্বমেকোসীতি হ কৌষীতকিঃ পুত্রমুবাচ প্রাণংস্ত্বং ভুমানমভিগাযতাদ্বহবোমে ভবিষ্যন্তীতি। ৪।

'এতং উ এব অহং অভ্যগাসিষং' আভিমুখ্যেন বাগাদীন্ মুখ্যঞ্চ প্রাণং অভেদগুণবিশিষ্টমুদ্গীথং পশ্যন্ ধ্যানং কৃতবানস্মি, 'তস্মাৎ' কারণাৎ 'মম ত্বমেকোসি' পুত্রঃ 'ইতি' 'হ' 'কৌষীতকিঃ পুত্রং উবাচ' অতঃ কারণাৎ ভেদগুণং 'প্রাণন্' পশ্যন্ 'ত্বং' 'ভুমানং' মনসা 'অভিগাযতাৎ' আবর্ত্তয় 'বহবঃ মে' পুত্রাঃ 'ভবিষ্যন্তি' 'ইতি' এবমভিপ্রাযঃ সন্। ৪।

কৌষীতকি পুত্রকে ইহা বলিয়াছিলেন যে আমি মুখ্য প্রাণের সহিত ইতর প্রাণের অভেদ রূপে উদ্গীথ ধ্যান করিয়াছিলাম, সেই কারণে তুমি আমার একমাত্র পুত্র জন্মিয়াছ, অতএব তুমি ভেদরূপে দেখিয়া ধ্যান কর এবং বহু পুত্র হউক বলিয়া অভিপ্রায় কর। ৪।

অথ খলু যউদ্গীথঃ সপ্রণবো যঃ প্রণবঃ স উদ্গীথ ইতি হোতৃষদনাদ্বৈবাপি দুরুদ্গীথমনুসমাহরতীত্যনুসমাহরতীতি। ৫।

'অথ খলু যঃ উদ্গীথঃ সঃ প্রণবঃ যঃ প্রণবঃ সঃ উদ্গীথঃ ইতি' এতস্যৈব ফলমুচ্যতে, হোতা যত্রস্থঃ শংসতি তৎস্থানং হোতৃষদনং তস্মাৎ 'হোতৃষদনাৎ' হৌত্রাৎ কর্ম্মণঃ সম্যক্ প্রযুক্তাৎ 'হ এব অপি' দুরুদ্গীথং দুষ্টমুদ্গীথমুদ্গানং কৃতং ক্ষতং কৃতমিত্যর্থঃ তৎ 'অনুসমাহরতি' অনুসন্ধত্তে 'ইতি' প্রণবোদ্গীথৈকত্ববিজ্ঞাননাহাত্ম্যাৎ প্রাণাদিকং ক্ষতং প্রতিসন্ধধাতীত্যর্থঃ। ৫।

অনন্তর, যে উদ্গীথ সেই প্রণব এবং যে প্রণব সেই উদ্গীথ। হৌত্র কর্ম্মে যদি উদ্গীথ গানে কোন দোষ হয়, তাহা হইলে এই একত্ব বিজ্ঞানে তদ্দোষের পরিহার হয়। ৫।

সাংখ্য-দর্শন।

রসনা।

এই ইন্দ্রিয়টি কটু, তিক্ত, কষায়াদি রস গ্রহণের করণ স্বরূপ। রসনা দ্বারা যে বস্তুগত রসের প্রত্যক্ষ হয়, তাহাকে রাসন প্রত্যক্ষ বলে, রাসন প্রত্যক্ষেও পূর্ব্ববৎ দ্রব্য ও তদিন্দ্রিয়ের সংযোগ অপেক্ষা করে। রসনেন্দ্রিয়ের গোলক অর্থাৎ অধিষ্ঠান ভূমি জিহ্বা। জিহ্বার আভ্যন্তরিক তথ্য বৈদ্যক গ্রন্থে অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

ঘ্রাণ।

এই ইন্দ্রিয়টি সুরভি অসুরভি যাবৎ গন্ধ জ্ঞানের হেতু। নাসা দণ্ডের অভ্যন্তর মূল ইহার স্থান; বায়ু কর্ত্তৃক গন্ধ ইন্দ্রিয় স্থানে নীত হইলে তদুভয়ের সংযোগ হওনের পর জ্ঞান জন্মিয়া থাকে।

কর্ম্মেন্দ্রিয়।

বাক্, হস্ত, পাদ, পায়ু, উপস্থ;—এই পাঁচটিকে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলে। সাংখ্য মতে জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দুইটি মাত্র মানব দেহের প্রয়োজনীয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। বস্তুতঃ তদুভয় ব্যতিরেকে প্রাণিগণের অপর কোন কার্য্য দৃষ্ট হয় না। চক্ষুরাদি যেমন জ্ঞান সাধন ইন্দ্রিয়, তাহারা যেমন যথোপযুক্ত স্থানে থাকিয়া সৃষ্ট পদার্থের উপর জ্ঞান ব্যবহার রক্ষা করতঃ অবস্থিত আছে—বাক্ প্রভৃতি অপর ইন্দ্রিয় গুলিও তেমনি উপযুক্ত স্থানে থাকিয়া ক্রিয়া বা কর্ম্ম সম্পাদন করত অবস্থিত আছে। বাক্-ইন্দ্রিয় দ্বারা বাক্য নিষ্পত্তি—হস্তেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ কর্ম্ম—পাদ দ্বারা বিহরণ (গমনাদি)—পায়ু দ্বারা বিসর্গ (মল মূত্রাদির ত্যাগ)—উপস্থ দ্বারা আনন্দ বিশেষ সম্পন্ন হইতেছে (১)। ইহ জগতে প্রাণিগণের যেমন জ্ঞান ও কর্ম্ম ভিন্ন অপর কিছু সম্পাদ্য নাই, তেমনি তদুভয়ের সাধক দশটি ভিন্ন একাদশটি ইন্দ্রিয় নাই, একথা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন; তজ্জন্য কপিল এগারটি ইন্দ্রিয়ের কথা বহুবার বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। সেই অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়টি মনঃ।

(১) "বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চক্ষুঃ শ্রোত্র ঘ্রাণ রসন ত্বগাখ্যানি। বাক্ পাণি পাদ পায়ূপস্থানি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণ্যাহুঃ"। (ঈশ্বর কৃষ্ণঃ)

মনঃ।

কপিল বলেন, মনঃ ইন্দ্রিয়ও বটে, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষও বটে। অনেকে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব স্বীকার করেন না। কিন্তু সেশ্বর নিরীশ্বর-উভয়বিধ সাংখ্যেই মনের ইন্দ্রিয়ত্ব স্বীকার আছে। এমন কি, মনঃ প্রধান ইন্দ্রিয় বলিয়া বর্ণিত আছে (২)।

সাংখ্যাচার্য্যেরা মনের ইন্দ্রিয়ত্ব অস্বীকার কারীদিগকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করেন যে শব্দ স্পর্শ-রূপ-রস প্রভৃতি বাহ্য বস্তুর ধর্ম্ম গুলি যেন পঞ্চবিধ বাহ্য করণের (বাহ্যেন্দ্রিয়ের) দ্বারা গৃহীত হইল, কিন্তু সুখ, দুঃখ, যত্ন প্রভৃতি আন্তর ধর্ম্ম গুলির গ্রহীতা কে?—বাহ্য পদার্থ সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত যেমন বাহ্যকরণ আবশ্যক, তেমনি অন্তঃপদার্থ সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত অন্তঃকরণও আবশ্যক। সুখ দুঃখের সাক্ষাৎকার সর্ব্বদাই হইতেছে, এজন্য তাহার অপলাপ করিতেও পারিবে না। অথচ চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্,—কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহার উপলব্ধি হয় বলিতে পারিবে না; সুতরাং মনঃ যে সুখ দুঃখ সাক্ষাৎকারের একমাত্র কারণ, একথা ইচ্ছা না থাকিলেও তোমাকে অবশ্য বলিতে হইবে। যদি তাহাই বলিতে হইল, তবে আর মনের ইন্দ্রিয়ত্ব অস্বীকার করা কোথায় রহিল?"—

মনের ইন্দ্রিয়ত্ব-অস্বীকার-কারীগণ, উক্ত আপত্তির কি উত্তর দিয়াছেন, তাহা পাঠকগণের শুনিবার ইচ্ছা থাকিলেও আমরা বাহুল্য ভয়ে বলিতে পারিলাম না। ফল, সাংখ্য মতে মনঃ দশাধিক অর্থাৎ একাদশ স্থানের ইন্দ্রিয়।

জগতে আপত্তিকারীর অপ্রতুল নাই। "মনঃ ইন্দ্রিয়" শুনিবা মাত্র লোকের মনে জিজ্ঞাসার উদয় হইতে পারে যে "তবে, মনঃ কোন্ শ্রেণীর ইন্দ্রিয়?—জ্ঞানেন্দ্রিয়? কি কর্ম্মেন্দ্রিয়?"—ইহাতে কপিল বলেন "উভয়াত্মকং মনঃ" মনঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ও বটে, জ্ঞানেন্দ্রিয়ও বটে।

উপপত্তি এইরূপ—কোন ইন্দ্রিয় মনের অধীন না হইয়া স্ব স্ব ব্যাপারে নিযুক্ত হইতে পারে না। মন যখন যে ইন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হয়, সেই ইন্দ্রিয়ই তখন স্বীয় বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। মনকে পৃথক্ রাখিয়া যদ্যপি কোন ইন্দ্রিয় কদাচিৎ বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, তবে তাহার সে সংযোগ কোন কার্য্যকারী হয় না। অতএব ইন্দ্রিয় নিচয়ের অধিষ্ঠাতা যে মন, সে যখন যে ইন্দ্রিয়ের সহযোগে বিষয় গ্রহণ করে, তখন তাহাকে সেই ইন্দ্রিয় বলিয়া গণ্য করা যায়। তদনুসারে মনের জ্ঞান, কর্ম্ম, এই উভয়েন্দ্রিয়ত্ব নির্ণয় করা হইয়া থাকে।

মনের এমন কি সামর্থ্য আছে যে উহার ইন্দ্রিয়ত্ব স্বীকার করিতেই হইবে?—আছে? "ইহা এবম্প্রকার—উহা এরূপ নহে" ইত্যাদি বিবেচনা করাই মনের অনন্য-সাধারণ কার্য্য। ওরূপ শক্তি মনের ভিন্ন আর কাহারও নাই। অন্যান্য ইন্দ্রিয় কেবল বস্তু মাত্র গ্রহণ করিয়াই চরিতার্থ হয়, তদ্গত নীল, পীত, লোহিত,—আকার, ভঙ্গি, পরিমাণ, এসকল যে তদ্বস্তুর বিশেষণ; এবং তদ্বস্তু যে ঐ সকল গুণ বিশিষ্ট ইত্যাদি বিবেচনা অর্থাৎ যাহাকে শাস্ত্রীয় ভাষায় বিশিষ্ট বৈশিষ্ট অবগাহী বোধ বলে, সে বোধ অন্য কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা হয় না, কেবল মনের দ্বারাই হয়। এই জন্য সাঙ্খ্যাচার্য্যেরা এক একটি জ্ঞানকে দুই অবস্থায় বিভাগ করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে প্রথম অবস্থা অর্থাৎ যখন মনের নিকট সমর্পিত হয় নাই, কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়ই গ্রহণ করি-

(২) "উভয়াত্মকমত্র মনঃ সঙ্কল্পকমিন্দ্রিয়ঞ্চ সাধর্ম্ম্যাৎ"। (স এব)

য়াছে; এই অবস্থার জ্ঞানাংশকে সম্মুগ্ধ জ্ঞান, আলোচনাত্মক জ্ঞান, নির্বিকল্পক জ্ঞান, ইত্যাদি নানা নামে ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই সম্মুগ্ধ জ্ঞানটিকে হৃদয়ারোহণ করাইবার নিমিত্ত বালক, মূক, জড় প্রভৃতির জ্ঞানের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। অনন্তর যখন মন কর্ত্তৃক বিবেচিত হয়, তখনই প্রত্যক্ষ বলিয়া ব্যবহার হয় ও তখনই জ্ঞানের সাফল্য জন্মে (৩)। ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক বিষয় গ্রহণ, অনন্তর মনের নিকট অর্পণ, ইহার মধ্যে অতি সূক্ষ্মতম কালের ব্যবধান বলিয়া আমাদের উহার ক্রমিকত্ব অনুভব হয় না, যেন আমরা একেবারেই দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হয়। আমাদের অন্যমনস্ক অবস্থায় যে কখন কখন বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয় সংযোগ হয়, বরং তাহাই সম্মুগ্ধ জ্ঞান বুঝিবার দৃষ্টান্ত স্থল হইতে পারে, নচেৎ অনুমেয় বালক জ্ঞানের দ্বারা সম্মুগ্ধ জ্ঞান বুঝা কঠিন।

সাংখ্য মতে মন বুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভিন্ন হইলেও অভিমানাত্মক অহঙ্কার ও অধ্যবসায়াত্মক বুদ্ধির সহিত মনের সম্পূর্ণ যোগ আছে। অতএব মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, এই তিনটিকেই অন্তঃকরণ বলিয়া ব্যবহার করা যায়। করণ শব্দের অর্থ জ্ঞানের বা কোন ব্যাপারের দ্বার। মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, এই তিনটি দেহাভ্যন্তরে থাকিয়া আন্তরিক কার্য্য-সমাধা করে বলিয়া অন্তঃকরণ নামে অভিহিত হয়, অপর দশটি (চক্ষুরাদি পাঁচ, আর বাক্-আদি পাঁচ) বাহ্য বস্তুর গ্রহণ বাহিরেই করে বলিয়া বাহ্যকরণ নামে উল্লিখিত হয়। অন্তঃকরণ ও অন্তরেন্দ্রিয় এবং বাহ্যকরণ ও বাহ্যেন্দ্রিয় একই পদার্থ। এতাবতা সাংখ্য মতে ১৩টি ইন্দ্রিয় হইতেছে। তবে যে "সাত্ত্বিকমেকাদশকম্" ইন্দ্রিয় গণনায় একাদশ ইন্দ্রিয় বলিয়াছেন, তাহা উক্ত অন্তঃকরণ ত্রিতয়ের একত্ব জ্ঞান করিয়াই বলিয়াছেন।

অন্তঃকরণ ও বাহ্যকরণ এই উভয়বিধ করণের মধ্যে আর এক অসাধারণ বিশেষ আছে যে, বিষয় গ্রহণাদি পক্ষে উভয়ই অত্যন্ত ভিন্ন-ধর্ম্মাক্রান্ত। বাহ্যকরণ গুলি সাম্প্রত কাল অর্থাৎ বর্ত্তমান কালিক ও সমীপস্থ বস্তুতেই প্রবৃত্তিমান্ হয়। অত্যন্ত অতীত বা অত্যন্ত অনাগত বিষয়ে বাহ্যেন্দ্রিয়ের কিছু মাত্র ক্ষমতা নাই; কিন্তু অন্তঃকরণের আছে। যে বস্তু সমীপে নাই, যে বস্তু বর্ত্তমান নাই, চক্ষুঃ তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, শ্রোত্র পারে না, নাসিকা পারে না, হস্ত পারে না, পাদ পারে না, কেহই পারে না, কিন্তু মন পারে। কল্পনা শক্তির সাহায্যে মন সকলই পারে। "যুধিষ্ঠির ছিলেন—কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল—কল্কী অবতীর্ণ হইবেন—দেশের অবস্থা ভাল হইবে, বাগিন্দ্রিয় যে এই সকল অতীত-অনাগত বিষয়কে প্রকাশ করে, সে স্বয়ং করে না। মন নিশ্চয় করিয়া দিলে পশ্চাৎ বাক্য তাহার অনুকরণ করে। অতএব, অন্তঃকরণ ত্রৈকালিক বস্তুরই গৃহীতা। নদীর পূর্ণতা দেখিয়া, দেশান্তরে বৃষ্টি হইয়াছে জ্ঞান হয়—কোন দূরোত্থ ধূম শিখা দর্শন করিয়া, তৎপ্রদেশে বহ্নির সত্তা উপলব্ধি হয়—অণ্ড-গ্রহণকারী পিপীলিকা শ্রেণীর সঞ্চরণ দেখিয়া জ্ঞান হয় যে, অচিরাৎ বৃষ্টি

(৩) "আলোচনমিন্দ্রিয়েণ বস্ত্বিদমিতি সম্মুগ্ধম্—অনন্তরমিদমেবং নৈবং ইতি সম্যক্ কল্পয়তি নিয়ম্য-দর্শয়তি বিশেষণবিশেষ্যভাবেন বিবেচয়তি" "সম্মুগ্ধং বস্তুমাত্রস্য প্রগৃহ্লাত্যবিকল্পিতম্। তৎসামান্যবিশেষাভ্যাং কল্পয়ন্তি মনীষিণঃ।" "অস্তি হ্যালোচনং জ্ঞানং প্রথমং নির্বিকল্পকম্। বালমূকাদিবিজ্ঞানসদৃশং শুদ্ধবস্তুজম্।" "ততঃ পরং পুনর্ব্বস্তুধর্ম্মৈ জাত্যাদিভির্যয়া। বুদ্ধ্যাবশীয়তে সাপি প্রত্যক্ষত্বেন সম্মতা।" ইতি বাচস্পতিমিশ্রকৃতসাংখ্য বুদ্ধবাক্যম্।

২৪৩

হইবে—এসকল নিশ্চয় করা অন্তঃকরণের কার্য্য; বাহ্যকরণের নহে। অন্তঃকরণের ঐরূপ শক্তি থাকাতেই এই জগৎ এত উন্নত হইয়াছে। যুক্তি, তর্ক, বিজ্ঞান, যে কিছু শাস্ত্রীয় ব্যাপার, সমুদায়ই এই অন্তঃকরণের মহিমা (১)।

অন্তঃকরণের সাহায্য ব্যতীত বাহ্যকরণের কিছু করিবার সামর্থ্য নাই। কিন্তু বাহ্যকরণের সহযোগ ব্যতীত অন্তঃকরণের অনেক বিষয়ে সামর্থ্য আছে। মনে কর, চক্ষুরাদি বাহ্যেন্দ্রিয় গুলি যদ্যপি কদাচিৎ ধ্বংশ হয়, আর এক মাত্র অন্তঃকরণ বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে অন্তঃকরণ কি তুষ্ণীম্ভাবে থাকিবে?—কখনই না। পূর্ব্ব কালের দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুমত বিষয় গুলিকে স্বীয় কল্পনা শক্তিতে আরোহণ করাইয়া বহুল বিচিত্র ক্রীড়া করিতে থাকিবে। যদি কখন এমত হয় যে, বাহ্যেন্দ্রিয়েরা আত্ম লাভ করিতে পারিল না অথবা মনের নিকট বিষয় সমর্পণ করিল না, বা পূর্ব্বেও করে নাই, তাহা হইলে অন্তঃকরণের কি দুর্গতি হয় বলা যায় না। বোধ হয় ওরূপ হইলেও অন্তঃকরণ নির্ব্যাপার হইয়া থাকিবে না। যাহা হউক, চক্ষুঃ-শ্রোত্র-নাসিকা-রসনা-ত্বক্—ইহাদের রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, এই পাঁচটির মধ্যে যথাক্রমে এক একটিতে অধিকার আছে। কিন্তু মনের অধিকার পাঁচটিতেই আছে। চক্ষুর অধিকার শব্দেতে নাই, শ্রোত্রের অধিকার রূপেতে নাই, কিন্তু মনের উভয়ই আছে। বাক্ ও পাণি প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চকের মধ্যেও বক্তব্য ও গৃহীতব্য প্রভৃতি বিষয়ের ঐ নিয়ম; অর্থাৎ একের বিষয়ে অপরের অধিকার নাই; কিন্তু মনের অধিকার সকল বিষয়েই আছে। এই নিমিত্ত, অন্তঃকরণ গুলি প্রধান, আর বাহ্যকরণ গুলি অপ্রধান অর্থাৎ অন্তঃকরণের অধীন (২)।

(১) "সাম্প্রতকালং বাহ্যং ত্রিকালমাভ্যন্তরং করণম্।" (ঈশ্বর কৃষ্ণ)

মন যদি ইন্দ্রিয় হইল, তবে তাহার গোলক অর্থাৎ আশ্রয় স্থান কোন্ প্রদেশ?—

"মনের বাস ভূমি কোথায়?" কাপিল শাস্ত্রে ইহার নির্ণয় দৃষ্ট হয় না। তবে সেশ্বর সাংখ্যকারের "নাভিচক্রে বা হৃৎপদ্মে মনকে স্থির করিবে" এই কথায় এবং সাংখ্যানুমত যোগীদিগের "ভ্রূমধ্যে চ মনঃস্থানং" ভ্রূ যুগলের অভ্যন্তর প্রদেশ মনের স্থান এই কথায়, বোধ হয় মস্তিষ্কাভ্যন্তরের কোন এক প্রদেশই মনের স্থান। কোন কোন দর্শনের মতে হৃদয়াভ্যন্তরই মনের স্থান বলিয়া বর্ণিত আছে। যাহা হউক, মনের স্থান নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। প্রাণিগণের চিন্তা, ধ্যান, সুখ দুঃখাদির অনুভব প্রভৃতি মানসিক কার্য্যোৎপত্তি কালে যেরূপ আকার ভঙ্গি প্রকাশ পায়, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত স্থানদ্বয়ের অন্যতর স্থান মনের বাস ভূমি হওয়াই সম্ভব।

ন্যায়াচার্য্যেরা বলেন, চক্ষুঃ প্রভৃতি যাবৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের স্থান মস্তক; মনও জ্ঞানের কারণ; সুতরাং মনেরও স্থান মস্তক।

মনঃ পদার্থ কি?—মনের কোন আকার আছে কি না?—মনের সহিত আত্মার কি সম্বন্ধ?—মনের শক্তি ও অবান্তর প্রভেদ কত প্রকার?—এ সকল বিষয় জগৎ-রচনা কালে বক্তব্য; এক্ষণে কেবল মনের ইন্দ্রিয়ত্ব পক্ষ বর্ণন করা গেল (৩)।

(২) "সান্তঃকরণা বুদ্ধিঃ সর্ব্ববিষয়মবগাহতে যস্মাৎ। তস্মাত্ত্রিবিধং করণং দ্বারি দ্বারাণি শেষাণি।" (সাংখ্যকারিকা

(৩) ন্যায় ও বৈশেষিক মতে মন নিরবয়ব ও নিত্য পদার্থ। অপিচ, পরমাণুর ন্যায় সূক্ষ্ম। তজ্জন্য এক কালে দুই বা ততোধিক জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। মন পরিমাণে এত সূক্ষ্ম যে, এক ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইলে আর তাহার প্রদেশ থাকে না, সুতরাং তৎকালে

ইংরাজী কবি লর্ড বায়রণ ও ঈশ্বর-প্রীতি।

ইংরাজী কবি লর্ড বায়রণ প্রীতিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন "হে প্রীতি! মর্ত্ত্যলোক তোমার নিবাস ভূমি নহে *। আমরা তোমাকে অদৃশ্য দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করি,ভগ্নচিত্ত ব্যক্তিরা সেই দেবতার বলি স্বরূপ। চর্ম্ম চক্ষু তোমার যথার্থ আকার কখন দেখে নাই ও দেখিবেওনা; মন যেমন স্বর্গকে ইচ্ছানুরূপ নিবাসী দ্বারা পূর্ণ করিয়াছে, তেমনি তোমাকেও তাহা সৃজন করিয়াছে, এবং একটি অবস্তুকে রূপ ও আকৃতি দিয়াছে। সেই আকৃতি অপচ্ছায়ার ন্যায় পিপাসাতুর, সন্তপ্ত, পরিক্লান্ত, নিষ্পীড়িত, এবং বিদীর্ণ হৃদয় ধামে বিচরণ করে। নিজের কল্পিত সৌন্দর্য্যে মন সজ্বর হয় এবং বিকারগ্রস্ত হইয়া নানা প্রকার সুন্দর মূর্ত্তি কল্পনা করে। ভাস্করের মানসোদিত সুন্দর মূর্ত্তি সকল কোথায়? কেবল তাহাতেই আছে। জগতে তেমন সুন্দর মূর্ত্তি সকল কি দৃষ্ট হয়? যে সকল মনোহারী সৌন্দর্য্য ও গুণ আমরা বাল্যাবস্থায় কল্পনা করিতে সাহসী হই এবং প্রৌঢ়াবস্থায় যাহার পশ্চাৎ ধাবিত হই, যে দুর্লভ স্বর্গ আমরা না পাইয়া নিরাশ পঙ্কে পতিত হই, যাহা তুলিকা এবং লেখনীকে অতিরিক্ত ও অবিহিত রূপে উত্তেজিত করে এবং যাহা গ্রন্থের বর্ণনায় নবপ্রস্ফুটিত লাবন্যে প্রকাশিত না হইয়া তাহার পত্রকে স্বকীয় তেজ দ্বারা অবসন্ন করে, সে সকল গুণ ও সৌন্দর্য্য কি যথার্থ বিদ্যমান আছে? যে ব্যক্তি প্রীতি করে সে প্রলাপ বাক্য ব্যক্ত

অপর ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ ঘটে না। রসনার কার্য্য মাধুর্য্যাদি রস গ্রহণ করা, আর ত্বকের কার্য্য শীতোষ্ণাদি স্পর্শ গ্রহণ করা;—এতদুভয়কে আমরা ভোজন কালে এক কালীন হয় মনে করিয়া থাকি—কিন্তু তাহা হয় না। উহা পূর্ব্বাপর ক্রমেই হইয়া থাকে কিন্তু তদুভয় জ্ঞানের মধ্যে এত সূক্ষ্ম কাল ব্যবধান থাকে যে, তাহাদের পূর্ব্বাপরী ভাব কোন ক্রমেই লক্ষ্য হয় না। শাস্ত্রকারেরা এই ব্যাপারটি শত পত্র ভেদন ন্যায় কল্পনা করিয়া লোকের বুদ্ধ্যারূঢ় করান। শত পত্র ভেদন ন্যায়ের মর্ম্ম এই যে, এক শত পত্র একটা সূচী দ্বারা এক বেগে বিদ্ধ করিলে, তাহা যেমন এক কালেই বিদ্ধ হইল মনে করা যায়, কিন্তু তন্মধ্যে যে, বিদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বাপরী ভাব আছে,তাহা আর লক্ষ্য হয় না; সেইরূপ উক্ত জ্ঞানদ্বয়ের মধ্যে পূর্ব্বাপরী ভাব থাকিলেও তাহা শীঘ্রতা নিবন্ধন উপলব্ধি হয় না।

উক্ত মতে মনের আর একটি গুণ আছে, লোকে তাহাকে সংস্কার বলে। এই সংস্কার-শব্দের অর্থ অনেক প্রকার। কোন এক বস্তুতে বেগ উপস্থিত করিলে, অথবা কোন বস্তুতে কিঞ্চিৎ চলন ক্রিয়া উপস্থিত করিলে, তজ্জন্য যে বেগ উৎপন্ন হয়, তাহাকেও সংস্কার বলে। আবার, আকুঞ্চন, প্রসারণ, ও স্পন্দন যদ্দ্বারা জন্মে তাহাকেও সংস্কার বলে। (এই সংস্কার মতবিশেষে পার্থিব পরমাণুর গুণ—মত বিশেষে জল, বায়ু ও তৈজস পদার্থেরও গুণ বটে) বস্তুর স্মরণ হওয়া এবং 'ইহা সেই বস্তুই বটে' ইত্যাকার প্রত্যভিজ্ঞা উপস্থিত হওয়া যাহার প্রভাবে হয়, তাহাকেও সংস্কার বলে। এই তিন প্রকার সংস্কারের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্কার মনের ধর্ম্ম, তৃতীয়টি আত্মার ধর্ম্ম।

শারীর বিদ্যা বিশারদ মহর্ষি চরক বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয় ও মন আত্মার সহিত সংযুক্ত হইলে আত্মার চৈতন্য জন্মে। আত্মার চেতয়িতা মন—ইন্দ্রিয় সকলের প্রেরয়িতা মন—বেগ, স্পন্দন, আকুঞ্চন, প্রসারণ; তাবতেরই জনক ও উত্তেজক মন। (এই সকল দেখিয়া, মনের বা মনের আধারের তাড়িতত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে। বোধ হয় আর্য্যেরা, বিদেশীয়দিগের কল্পিত তাড়িত পদার্থকে পার্থিব, জলীয়, বায়বীয় ও তৈজস পরমাণু বৃত্তি বেগাখ্য সংস্কার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক বশতঃ যে মস্তিষ্ক জন্মে, তাহাতে উক্ত চতুর্বিধ পদার্থেরই সমাবেশ আছে, সুতরাং তাহাতে তাড়িতও আছে। ঐ মস্তিষ্ক স্থান হইতেই তড়িৎ উদ্ভূত হইয়া আত্মাকে চৈতন্য যুক্ত করে—ইন্দ্রিয়দিগকে পরিচালন করে—লজ্জা নামক আকুঞ্চন, আহ্লাদ নামক প্রসারণ, সকলই করে) ইত্যাদি।

*Oh love! no habitant of earth thou art
An unseen seraph we believe in thee.
& & &
Childe Harold, Canto iv, Stanzas 121-24.

করে; উহা যৌবনের উন্মত্ততা কিন্তু এই উন্মাদরোগের প্রতীকার রোগ অপেক্ষা আরো কষ্টদায়ক। যে সকল মনোহর বেশ ভূষা দ্বারা আমাদের পুত্তলিকাকে আমরা ভূষিত করি, তাহা যেমন এক একটী করিয়া খসিয়া পড়ে, এবং আমরা নিশ্চয় জানিতে পারি যে, গুণ অথবা সৌন্দর্য্য কেবল মনঃ কল্পিত ভাব মাত্র, বাহ্যে তাহাদের অস্তিত্ব নাই,তখন আমাদিগের অত্যন্ত কষ্ট উপস্থিত হয়; তথাপি আমরা প্রীতির মোহিনী শক্তিকে অতিক্রম করিতে পারি না; তথাপি উহা আমাদিগকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়। পুনঃ পুনঃ রোপিত বায়ু হইতে আমরা ঝটিকা রূপ শস্য লাভ করি। দুর্ণম্য চিত্ত তাহার ঈপ্সিত স্পর্শমণি অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া তাহা লাভ করিলাম করিলাম এমন মনে করে, কিন্তু তাহা কখনই লাভ করিতে পারে না। যখন তাহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত, তখনি আপনাকে পরম ধনী মনে করে। আমরা যৌবন হইতে বিশীর্ণ হইতে থাকি এবং ঈপ্সিত বস্তুর পশ্চাৎ ধাবনে হাঁপাইয়া সারা হই। পীড়িত—অত্যন্ত পীড়িত হইয়া আমরা কাল যাপন করি। আমাদিগের কাম্য বস্তু আমরা প্রাপ্ত হই না। আমাদিগের পিপাসার শান্তি হয় না। জরা জীর্ণ হইয়াও শেষ পর্য্যন্ত আমরা যে আলেয়ার অনুসরণে প্রথমে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাহা দ্বারা প্রতারিত হই। পরিশেষে মৃত্যু সময়ে আমরা দেখিতে পাই যে সকলই বিফল হইল। এই রূপে আমাদিগের দ্বিগুণিত সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। প্রীতি, যশেচ্ছা, উচ্চাভিলাষ, ধনলোভ সকলই সমান পদার্থ, সকলই অনর্থ, সকলই মন্দ, সকলই সমান রূপে মন্দ, ইহার মধ্যে ইতর বিশেষ নাই যেহেতু সকলই ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারী উল্কা মাত্র; তাহারা প্রজ্বলিত হইয়া মৃত্যু রূপ ধূমে পরিশেষে পরিণত হয়। অতি অল্প লোক তাহাদিগের প্রেমাস্পদ বস্তুকে প্রাপ্ত হয়। বরং কেহই প্রাপ্ত হয় না বলিলে অত্যুক্তি হয় না"।

উপরে উদ্ধৃত ইংরাজী কবির বাক্যে আমরা কখন সায় দিতে পারি না। প্রীতির উপযুক্ত বিষয় ঈশ্বর। সেই অনন্ত ব্যতীত অন্য কোন পদার্থ মনের প্রীতিবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারে না। "যোবৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং"। "যাহা ভূমা তাহা সুখ স্বরূপ; ক্ষুদ্র পদার্থে সুখ নাই, ভূমাই সুখ স্বরূপ"। গগনবিহারী উৎক্রোশ পক্ষী যেমন পিঞ্জরে বদ্ধ থাকিয়া কিম্বা তেজঃপুঞ্জ সমরাশ্ব যেমন সামান্য শকট টানিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না তেমনি মনুষ্যের আত্মা কোন মর্ত্ত্য পদার্থ হইতে তৃপ্তি সুখ লাভ করিতে পারে না। যেমন বৃষ্টির জল নগরের পয়ঃ প্রণালীতে পতিত হউক কিম্বা পর্ব্বত বক্ষস্থিত নির্ম্মল হ্রদে নিক্ষিপ্ত হউক একই পদার্থ, তেমনি প্রীতি পদার্থ ঈশ্বরে নিয়োজিতই হউক কিম্বা মর্ত্ত্যলোকের কোন অধম পদার্থের প্রতি সন্নিবিষ্টই হউক তাহা একই পদার্থ। যেমন বৃষ্টির জল ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পতিত হইয়া পবিত্র অথবা অপবিত্র রূপ ধারণ করে, তেমনই প্রীতিবৃত্তি তাহার বিষয়ের পবিত্রতা অথবা অপবিত্রতা অনুসারে পবিত্র অথবা অপবিত্র আকার ধারণ করে। কোন গ্রন্থকর্ত্তা ব্যক্ত করিয়াছেন "স্ত্রীলোকের প্রীতি লাভ করিবার জন্য আমরা যেরূপ যত্ন পাই, ঈশ্বরের প্রীতি লাভার্থে আমরা যদি সেই রূপ যত্ন করি, তাহা হইলে আমরা দেবতা হইতে পারি"। প্রীতিবৃত্তি যে পর্য্যন্ত না তাহার উপযুক্ত বিষয়ের প্রতি নিয়োজিত হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাকে লর্ড বায়রণের বর্ণিত প্রণালী অনুসারে নিরাশ হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রতিনিবৃত্ত হই-

তেই হইবে। এই পুনঃ পুনঃ প্রতিনিবৃত্তির দ্বারা ঈশ্বর আমাদিগকে এই উপদেশ প্রদান করেন যে যে পর্য্যন্ত না তাঁহার প্রতি প্রীতি নিয়োজিত হয়, সে পর্য্যন্ত উক্ত ইংরাজী কবি যেমন ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই রূপ ক্ষোভ আমাদিগকে প্রাপ্ত হইতেই হইবে। ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য ব্যতীত আর কিছুতেই আত্মার সৌন্দর্য্যানুরাগ বৃত্তি—প্রীতি বৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারে না। লর্ড বায়রণের আত্মার অবস্থা কখনই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। সংসারের প্রতি তাঁহার বিরাগ উপস্থিত হইয়াছিল অথচ তিনি ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি সংস্থাপন করিতে সক্ষম হয়েন নাই। মনের এই প্রকার অবস্থা অতি ভয়ানক। এ প্রকার অবস্থাতে আমাদিগের কাহারও আত্মা যেন কখন অবস্থিত না হয়। মনের উল্লিখিত ভয়ানক অবস্থা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য লর্ড বায়রণ তাঁহার জীবনের শেষ ভাগে অর্থ-শূন্য হৃদয়-শূন্য আমোদ সাগরে নিমগ্ন হইয়া অকালে কাল গ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। আমাদিগের সাবধান হইতে হইবে যেন আমাদিগের বায়রণ বর্ণিত "দ্বিগুণিত সর্ব্বনাশ" উপস্থিত না হয়। মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রবঞ্চিত হওয়া এক সর্ব্বনাশ; আর সে সময় চৈতন্য লাভ করিয়া কিছুই করিতে পারিলাম না এই অনুতাপ দ্বিতীয় সর্ব্বনাশ। এই দুই প্রকার সর্ব্বনাশ হইতে ঈশ্বর আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমরা মুমুক্ষু হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইতেছি; তিনি আমাদিগের হৃদয়ে পরমার্থবুদ্ধি প্রকাশ করুন।

সমাজের পত্তনভূমি।

সমাজের পত্তন ভূমি কি তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া যাহাকে তাহাকে সমাজ বলা এক্ষণকার রীতি হইয়া উঠিয়াছে। সমাজের পত্তন-ভূমি উন্মূলিত হইলে সমাজ দাঁড়াইবে কোথায় তাহার ঠিক নাই, তথাপি সমাজ সমাজ এই রূপ একটি রব উঠাইয়া সমাজের মূলোচ্ছেদের তুমুল নিনাদ ঢাকিবার জন্য এক প্রকার অস্বাভাবিক চেষ্টা বঙ্গীয় যুবকের অলঙ্কার বলিয়া অনেক স্থানে গণ্য হইয়া থাকে। সমাজের কুসংস্কার উন্মূলন করা অতীব কর্ত্তব্য, কিন্তু তাহা বলিয়া সমাজ উন্মূলন করা কখন কর্ত্তব্য হইতে পারে না। সমাজকে উন্মূলন করিলেই তদীয় কুসংস্কার সকল উন্মূলিত হইতে পারে ইহা সত্য এবং সে প্রকারে কুসংস্কার উন্মূলন করা অতীব নিষ্কণ্টক, ইহাও সত্য; কিন্তু তাহা নিতান্ত পাষাণ-হৃদয় ব্যক্তি ভিন্ন আর কাহারো অনুমোদনীয় হইতে পারে না। রোগীকে বিনাশ করা রোগ-বিনাশের একটি অসামান্য সহজ উপায় বটে কিন্তু তাহা প্রার্থনীয় হইতে পারে না। অতএব সমাজকে রক্ষাও করিতে হইবে এবং তাহার উন্নতি সাধনও করিতে হইবে, এই রূপ ব্রত অবলম্বন না করিয়া কেহ যেন সমাজ-সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত না হন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে সমাজের পত্তন-ভূমি কি? সমাজের জ্ঞান এবং হৃদয়ের যেখানে যোগ, উচ্চ এবং নীচের যেখানে যোগ, এমন একটি স্থান পত্তন-ভূমি নামের যোগ্য। হৃদয়ের সহিত কোন সম্পর্ক নাই, কেবলি জ্ঞানের প্রাদুর্ভাব এরূপ হইলে উচ্চ লোক লইয়াই সমাজ করিতে হয়; জ্ঞানের সহিত কোন সম্পর্কনাই, কেবলি হৃদয়ের প্রাদুর্ভাব, এরূপ হইলে অজ্ঞ লোক লইয়াই সমাজ করিতে হয়। চক্ষুরাদি এবং হস্তপদাদি উভয় লইয়া যেমন শরীর সর্ব্বাঙ্গীন হয়, সেইরূপ উচ্চ নীচ উভয় শ্রেণীর লোক লইয়া সমাজ সাবয়ব হয়। সমাজের পত্তন-ভূমি কি? না, উচ্চ-নীচ উভয়-বিধ শ্রেণী যাহাতে বুদ্ধি-সহকারে যোগ দিতে

পারে এমন সকল শুভ অনুষ্ঠান বিধি। বিবাহের অনুষ্ঠান পদ্ধতি ইহার একটি দৃষ্টান্ত স্থল। বিবাহের অনুষ্ঠান পদ্ধতি এরূপ করিয়া পরিবর্ত্তন করা উচিত যাহাতে উচ্চ নীচ উভয়-বিধ লোকেরই শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হইতে পারে। নতুবা যদি বিবাহের স্ত্রী-আচার, জাঁকজমক, উৎসব-আমোদ বাদ দিয়া কেবল মাত্র কঠোর-জ্ঞান-সঙ্গত ভাগটি রাখা যায়, হস্ত-পদ ছাটিয়া ফেলিয়া কেবল মাত্র চক্ষুঃ শ্রোত্র রাখা যায়, অথবা যদি জ্ঞান-সঙ্গত ভাগটি ছাটিয়া ফেলিয়া বাহ্যাড়ম্বরকে অনুচিত প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তবে সমাজের সহিত যোগ রক্ষিত হইতে পারে না। অন্যান্য অনুষ্ঠান বিষয়েও এই রূপ।

সমাজের দুই রূপ পত্তন-ভূমি লৌকিক এবং আধ্যাত্মিক। ইতি পূর্ব্বে যে পত্তন-ভূমির কথা হইল, তাহা লৌকিক। সমাজের আধ্যাত্মিক-পত্তন-ভূমি কি? না ধর্ম্ম। শুভ অনুষ্ঠান যেমন উচ্চ নীচ উভয় শ্রেণীর অনুমোদনীয়, ধর্ম্ম সেই রূপ জ্ঞান এবং হৃদয় উভয়েরই অনুমোদনীয়। যাঁহারা জ্ঞানকে ছাটিয়া ফেলিয়া শুদ্ধ কেবল হৃদয় দ্বারা ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, অথবা হৃদয়কে ছাটিয়া ফেলিয়া শুদ্ধ কেবল জ্ঞান দ্বারা ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহারা ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন না। হৃদয়ের ভাব-পূর্ণতা, অনুরাগ এবং উৎসাহ চাই, ও জ্ঞানের যোগ, সামঞ্জস্য, দূরদর্শিতা চাই তবেই ধর্ম্ম কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে। যদি কেবল হৃদয়ের অনুরাগ-বশতঃ অপাত্রে দান করা যায়, তবে তাহা ধর্ম্ম নহে; যদি কেবল ফলাফল গণনা করিয়া কষ্ট-সৃষ্টে দান করা যায়, তাহাও ধর্ম্ম নহে। শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে, এই রূপ নিয়মই ধর্ম্মের নিয়ম। অর্থাৎ জ্ঞান "সৎপাত্র" বলিবা-মাত্র হৃদয় যাহাতে তাহার সঙ্গে তৎক্ষণাৎ সায় দেয় এরূপ ভাবে দান করাই ধর্ম্ম-সঙ্গত। জ্ঞান সৎপাত্র বলিতেছে বটে কিন্তু হৃদয় নিস্তব্ধ রহিয়াছে, এ-অবস্থার দান ধর্ম্ম নামের যোগ্য নহে; হৃদয় দয়ার্দ্র হইয়াছে কিন্তু জ্ঞান অপাত্র বলিতেছে, এ-অবস্থার দানও ধর্ম্ম নহে। জ্ঞান ও হৃদয় উভয় সমন্বিত যে দান, শ্রদ্ধার সহিত যে দান, তাহাই কেবল ধর্ম্ম নামের যোগ্য। জ্ঞান এবং হৃদয় উভয়াত্মক যে ধর্ম্ম তাহাই সমাজের আধ্যাত্মিক পত্তন-ভূমি, তাহাই সনাতন পত্তন-ভূমি। এবং উচ্চ নীচ শ্রেণী উভয়ের অনুমোদনীয় যে সকল শুভ অনুষ্ঠান তাহাই সমাজের লৌকিক পত্তন-ভূমি। এই দুই রূপ পত্তন-ভূমিকে রক্ষা করিয়া যাঁহারা সমাজের উন্নতি সাধন করিবেন, তাঁহারাই স্থায়ী ফল প্রাপ্ত হইবেন।

গ্রহগণ জীবের আবাস-ভূমি।

কোন মেঘ-বিনির্ম্মুক্তা তারকা-সমুজ্জ্বলা রজনীতে গৃহের বাহির হইয়া গগন মণ্ডলের প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই মনে কতকগুলি চিন্তার উদয় হইবেই হইবে। যে সকল অগণ্য জ্যোতিষ্ক মণ্ডল দ্বারা নভস্তল বিভূষিত হইয়া রহিয়াছে, তাহারা কি শূন্য, না আমাদের ন্যায় জ্ঞান-ধর্ম্ম-প্রেম-বিশিষ্ট উন্নত জীব দ্বারা পূর্ণ? প্রাণ স্বরূপ পরমেশ্বরের বিচিত্র অনন্ত রাজ্যের মধ্যে এমন কি কোন স্থান থাকিতে পারে, যেখানে প্রাণের চিহ্ন মাত্রও নাই? এই সকল বিষয় সম্বন্ধে যাহাদের জ্ঞানের গভীরতা নাই, তাহারা হয়তো মনে করিবে, যে দূরবীক্ষণের সাহায্য অবলম্বন করিলেই এই সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহা ভ্রম মাত্র। এই যন্ত্রের প্রবল শক্তি সত্ত্বেও, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এই প্রকার প্রশ্ন সকলের

উত্তর দেওয়া এখনও উহার সাধ্যাতীত। দুরবীক্ষণ-যন্ত্রের এখনও এতদূর উন্নতি হয় নাই, যে ইহার সাহায্যে আমরা অতি দূরস্থ লোকের অতি ক্ষুদ্রতম পদার্থ পর্য্যন্ত জাজ্বল্য রূপে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হই। দুরবীক্ষণের এক্ষণে এই পর্য্যন্ত ক্ষমতা হইয়াছে, যে অতি দূরের বস্তুকে অপেক্ষাকৃত নিকটে আনিয়া দিতে পারে। মনে কর তুমি সহস্র-মাত্রা-শক্তি-সম্পন্ন একটি দুরবীক্ষণ দ্বারা চন্দ্রলোক পর্য্যবেক্ষণ করিতেছ। চন্দ্র সৌর জগতের মধ্যস্থিত সমস্ত গ্রহ মণ্ডলী অপেক্ষা পৃথিবীর নিকটস্থ। পৃথিবী হইতে চন্দ্র প্রায় ১২০,০০০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত—এক্ষণে, এই দুরবীক্ষণের সাহায্যে, ১২০,০০০ ক্রোশ—১২০ ক্রোশে পরিণত হইতে পারে এই মাত্র। তথাপি এই ১২০ ক্রোশ দূর হইতে চন্দ্রলোকের মনুষ্য, ঘোটক, হস্তী অথবা অন্য কোন প্রাকৃতিক পদার্থ আমাদের কি দৃষ্টি গোচর হইতে পারে? কখনই না।

এই পৃথিবীর ন্যায় অন্যান্য গ্রহগণ জীবের আবাস ভূমি কি না যদিও বিজ্ঞান শাস্ত্র এপর্য্যন্ত এই প্রশ্নের উত্তরে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে পারেন নাই, তথাপি আনুমানিক প্রমাণ এতৎসম্বন্ধে এত রাশি রাশি সংগ্রহ করিয়াছেন, যাহা প্রত্যক্ষের ন্যায় সমান বিশ্বাস যোগ্য, তদপেক্ষা কিছুমাত্র ন্যূন নহে।

যে সকল গ্রহ পৃথিবীর সহিত সাদৃশ্য থাকা প্রযুক্ত পার্থিব গ্রহ বলিয়া উক্ত হয়, আমরা প্রথমে সেই সকল গ্রহ সম্বন্ধে এই প্রশ্নটি বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

এই পার্থিব গ্রহ তিনটি, বুধ, শুক্র, এবং মঙ্গল। ইহারা সৌরজগতের অন্তর্ভূত অন্যান্য গ্রহগণ অপেক্ষা সূর্য্য হইতে কম দূরে অবস্থিত হইয়া, তাহার চতুর্দ্দিকে পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে পরিভ্রমণ করে। সৌর জগতের অন্যান্য দূরবর্ত্তী গ্রহগণের বিষয় আমরা পরে আলোচনা করিব।

কি রূপে আমাদের এই পৃথিবী মনুষ্য এবং অন্যান্য ইতর প্রাণীর বাস যোগ্য হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলে প্রথমে দেখিতে পাওয়া যায়, যে পরম কারুণিক পরমেশ্বর পৃথিবীকে আমাদের বাস যোগ্য করিবার জন্য বিবিধ প্রকার পরস্পর উপযোগী ব্যবস্থা সকল পূর্ব্ব হইতে নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন, সেই ব্যবস্থা গুলি এমন কোন সাধারণ যান্ত্রিক নিয়ম হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না, যাহা দ্বারা সাধারণতঃ জড় জগতের গতিবিধি পরিবর্ত্তন নিয়মিত হইতেছে। জড় জগতে কেবলি গতি ও পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়, যন্ত্রের ন্যায় চক্র সকল কেবলি ঘূর্ণিত হইতেছে। কিন্তু যে নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া এই পরস্পর বিরোধী অসংখ্য চক্র সকল পরস্পর উপযোগী হইয়া প্রাণি পুঞ্জের সুখ সৌকর্য্য বিধান করিতেছে, সেই নিয়মটি স্রষ্টার মঙ্গল সঙ্কল্পের যত স্পষ্ট পরিচয় দেয়, এমন আর কিছুই নহে। মনে কর, এক্ষণকার ন্যায় তোমার নৈসর্গিক অভাব এবং তদ্বিষয়ক জ্ঞান রহিয়াছে—মনের প্রবৃত্তি সকল সমান রহিয়াছে—সুখ দুঃখ বোধ জাগরূক রহিয়াছে—অর্থাৎ এক্ষণকার ন্যায় সর্ব্বাবয়-সম্পন্ন মনুষ্যই রহিয়াছ—আর হঠাৎ তুমি এই শোভা পূর্ণ পৃথিবীতে পদার্পণ করিলে। তুমি দেখিবে সুখস্পর্শ সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে—স্বচ্ছ নির্ম্মল জল রাশি প্রসারিত রহিয়াছে—প্রাণী ও উদ্ভিদ জগৎ জীবন সৌন্দর্য্যে পূর্ণ রহিয়াছে—পৃথিবীর এতটুকু আকর্ষণিক শক্তি তোমার শরীরের উপর রহিয়াছে যে তাহাতে তোমার শরীরের প্রয়োজনীয় স্থায়িত্ব বিধান হইতেছে অথচ তাহার স্বাধীন গতি বিধির কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইতেছে না—

তোমার শরীরের মাংশপেশির গঠন প্রণালীর অনুযায়ী, পরিশ্রম এবং বিশ্রামের প্রয়োজন অনুসারে আলোক এবং অন্ধকার পর্য্যায়ক্রমে যাতায়াত করিতেছে—তোমার শরীরের প্রয়োজন অনুসারে, ছয় ঋতু যথা সময়ে পরিবর্ত্তিত হইতেছে—এই সমস্ত উপযোগিতার নিদর্শন পাইয়া, তুমি কি ক্ষণকাল মাত্রও সন্দেহ করিতে পার, যে তোমার বাসের জন্যই এই পৃথিবী সৃষ্ট হইয়াছে?

তবে যদি আমরা বিজ্ঞানের সাহায্যে জানিতে পারি যে আমাদের এই পৃথিবীর ন্যায় প্রত্যেক গ্রহই, নিয়মিত কাল মধ্যে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে—পৃথিবীর ন্যায় আলোক, উত্তাপ, বায়ু এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী দ্বারা সুসম্পন্ন—একই নিয়মে তথায় আলোক, অন্ধকারের পর্য্যায় উপস্থিত হইতেছে—ঋতুর পরিবর্ত্তন হইতেছে—শীতোত্তাপের বিভিন্নতা হইতেছে—জল ভূমির সুচারু বিভাগ সম্পাদিত হইতেছে—তখন কি ঐ সকল গ্রহগণ সর্ব্ব প্রকারে আমাদেরই মত জীব-পুঞ্জের যে আবাস ভূমি এ বিষয়ে আর সংসয় হইতে পারে?

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

বাহ্য বস্তু দর্শনে আন্তরিক তত্ত্বালোচনা।

কি মনোহর দৃশ্য! বাহিরে নবোদিত সূর্য্য, জগৎকে আশ্চর্য্য সজ্জায় সজ্জীভূত করিয়াছে! তাহার কিরণ স্পর্শে সহস্রদল পদ্ম কি লাবণ্য ধারণ করিয়াছে! দিক সকল তাহার সৌরভে কেমন আমোদিত! কিন্তু আমার এখনকার অন্তরাকাশের শোভার সহিত এ সৌন্দর্য্যের তুলনা কোথায়! কি মনোহর রাগে সেই প্রেম-রবি এখানে সমুদিত! হৃদয়-কমল সেই তুলনা-রহিত কিরণ স্পর্শে প্রস্ফুটিত হইয়া তাঁহাকে প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা সৌরভ প্রদান করিতেছে। বাহিরে যেমন কোকিলগণ মধুর স্বরে জগৎকে মধুময় করিতেছে, দক্ষিণানিল প্রবাহিত হইয়া জগৎকে অমৃত রসাভিসিক্ত করিতেছে—অন্তরেও তেমনি সেই মধুময় অমৃতময় সখা প্রকাশিত হইয়া আত্মাকে অমৃত রসাভিসিক্ত করিতেছেন। তাঁর এই অনুপম সৌন্দর্য্য দেখিয়া আবার কি আমি ক্ষুদ্র সৌন্দর্য্যে—ক্ষুদ্র বিষয় রাশির সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইব? তিনি এখন আমাকে যে প্রেম-পাশে বদ্ধ করিতেছেন, ইহা পরিত্যাগ করিয়া আবার কি আমি মোহ-পাশে আবদ্ধ হইব? এমন পবিত্র শীতল ও অমৃত সাগরে অবগাহন করিয়া, আবার কি আমি বদ্ধ পঙ্কিল জলে স্নান করিব? এমন অনন্ত পরম আকাশে বিহার করিয়া আবার কি পরিমিত বিষয় পিঞ্জরে রুদ্ধ হইব? তিনি যখন কৃপা করিয়া আমার হৃদয় কুটীরে উপস্থিত, তখন কোন্ প্রাণে আবার তাঁহাকে বিদায় দিয়া, তথায় সংসারের পূজা করিব? তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে আমার মঙ্গল কোথায়! তিনি "মঙ্গল নিদান—বিঘ্নের কৃপাণ" তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া থাকিলে হৃদয় বিমলানন্দে পূর্ণ হয় ও বিঘ্ন বিপত্তি চূর্ণ হইয়া যায়। যেমন জল-বিহীন সাগর শ্রীহীন—প্রাণ শূন্য কলেবর বিবর্ণ ও মলিন—সেই জীবনের জীবন—প্রাণের প্রাণ পরমেশ্বর বিনা আত্মাও তেমনি জীবন, স্ফূর্ত্তি ও আনন্দ শূন্য হইয়া যার পর নাই মলিন ও বিষণ্ণ বেশ ধারণ করে।

তিনি আশ্রয়—আমি আশ্রিত; তিনি পিতা—তিনি মাতা—আর আমি তাঁর আদরের ধন—সন্তান; সেই স্নেহময়ী মাতার ইঙ্গিত অনুসারে চলিলে, ভয় নাই শোক নাই, সন্তাপ নাই; হৃদয়ে শান্তি, জ্যোৎস্না

রূপে বিরাজ করিতে থাকে। এই পবিত্র উন্নত ভাব যেন আমার হৃদয়ে চিরদিনের জন্য মুদ্রিত হয়।

প্রতিদিন যেমন আমি স্নান করিয়া শরীরকে পবিত্র করি, সেইরূপ ব্রহ্ম-রূপ সাগরে প্রতিদিন নিমগ্ন হইয়া যেন আত্মার পাপ মলিনতা বিধৌত করিয়া ইহাকে পবিত্র করিতে পারি। সময় নাই বলিয়া যেন এমন মুক্তিপ্রদ কার্য্য হইতে বিরত না হই। ধ্যান যোগে হৃদয়ে তাঁহার সত্তা উপলব্ধি করায় যে কি আনন্দ, তাহার ছবি জগতে এমন কে আছে যে অঙ্কিত করিবে? দেবতারাও তাহা দেখিতে স্পৃহান্বিত হন। একবার যখন আমি তাঁহাকে হৃদয়ের হৃদয়, প্রাণের প্রাণ ও আত্মার অন্ন পান বলিয়া বুঝিতে পারি, তখন তাঁহাকে পরিত্যাগ করা অসাধ্য হয়। একবার যখন জ্যোতির জ্যোতি আমার আত্মার চক্ষে পতিত হন, তখন তাঁহাকে না দেখিয়া জীবন ধারণ নিতান্ত কঠিন হইয়া উঠে। তখন তাঁহাকে তিলেকের জন্য ছাড়িয়া অন্ন জলের স্বাদ পাই না। সেই মৃত্যুর বিপরীত অমৃত স্বরূপের সঙ্গে মিলিত হইলে মৃত্যু ভয় পর্য্যন্তও থাকে না। প্রতিদিন আমি যেন সেই করুণাময়ী মাতার নিকট যাইয়া তাঁহার বাক্যাতীত বর্ণনাতীত স্নেহ-পূর্ণ-আনন দৃষ্টে জীবনের ফল অক্ষয় ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া সেই অতি আদরের ধনকে অতি আদরের সহিত হৃদয়ে স্থাপন করি। হৃদয়ের প্রিয় ধন জানিয়া ভক্তি ভরে শ্রদ্ধার আবেশে দিনে নিশীথে তাঁহার পূজায় নিযুক্ত হই।

আত্মার অমরত্ব।

"আত্মা অমর" এই সংস্কার যে মনুষ্য-আত্মাতে গূঢ়-রূপে নিহিত রহিয়াছে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। ইহা যদিও মনুষ্য জাতির সাধারণ বিশ্বাস, তথাপি কেহ কেহ ইহার সত্যাসত্য বিষয়ে সন্দেহ করেন। আমাদের দুই প্রকার বিশ্বাস, কোন কোন সত্য যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন হইলে তবে তাহা আমরা বিশ্বাস করি, আবার কোন কোন সত্য, যুক্তির অপেক্ষা না করিয়া, আমরা পূর্ব্ব হইতেই বিশ্বাস করিয়া লই। এই উভয়বিধ বিশ্বাসের মধ্যে আমরা শেষোক্ত বিশ্বাসের উপর যেমন সর্ব্বতো-ভাবে নির্ভর করিতে পারি, যুক্তির সিদ্ধান্তের উপর সে রূপ পারি না। কথিত বিশ্বাসগুলি মনুষ্য-আত্মার স্বাভাবিক সংস্কার। ইহাদের সহায় না লইয়া আমরা যুক্তি-সোপানে এক পদও অগ্রসর হইতে পারি না। আত্মার অমরত্বের প্রতি বিশ্বাসও এই শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভূত। যাঁহারা আত্মার অমরত্ব তর্ক মুখে অস্বীকার করেন, তাঁহারা সেই যে একটি অমরত্বের গূঢ় ভাব সকলেরই মনে নিহিত রহিয়াছে, তাহা কখনই মন হইতে অপসারিত করিতে পারেন না—তাঁহাদের চিন্তাকে কখন না কখন ইহা অবশ্যই অধিকার করিবে। এই ভাব—পরিবার শৃঙ্খলার মধ্যে, মৃত-ব্যক্তিদিগের প্রতি সমাদর প্রকাশে, মনুষ্যের তাবৎ কার্য্যে যাহাতে ইহ জীবনের অতীত কোন পদার্থের নিমিত্ত ব্যাকুলতা, ভয়, কি আশা প্রকাশ পায়, সকলের মধ্যেই কোন না কোন আকারে, এই সংস্কারের কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। কোথা হইতে এই সংস্কারটি উপস্থিত হইল—কোন পথ দিয়া মনুষ্যের আত্মাতে ইহা প্রবিষ্ট হইল? পরীক্ষা দ্বারা মনুষ্য এই সংস্কারটি উপার্জ্জন করেন নাই; পর্য্যবেক্ষণ কিম্বা উপমার পথ দিয়া মনুষ্য ইহাকে বাহ্য জগতের নিকট হইতে ধার করিয়া আনেন নাই। বহির্জগতে একই দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়—জীবন মৃত্যুর অলঙ্ঘনীয় পরিবর্ত্তন।

পৃথিবীতে যার জন্ম তারই মৃত্যু—যারি বৃদ্ধি তারি ক্ষয়—পৃথিবীর তাবৎ বস্তু পৃথিবীতেই পরিণাম প্রাপ্ত হয়; এই প্রকার চঞ্চল ক্ষণ-ভঙ্গুর বিষয় রাশির মধ্যে, অমরত্বের ধ্রুব ভাব কি প্রকারে মনে উদ্বোধিত হইতে পারে? অধিকন্তু যে সকল ব্যক্তি কেবল বাহ্য-বিষয়েই নিমগ্ন থাকেন, তাঁহাদের মনে এই ভাবের তাদৃশ স্ফূর্ত্তি দেখা যায় না।

যে সকল বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা কেবল ভৌতিক জগতের আলোচনাতেই নিযুক্ত থাকেন, যে রাজনীতি-বিশারদ পণ্ডিতেরা প্রজাদিগের ঐহিক অবস্থা ও গতি লইয়াই ব্যাপৃত থাকেন, যে সকল ব্যক্তি কেবল ইন্দ্রিয় সুখের পশ্চাতেই ধাবিত হন অর্থাৎ যাঁহারা নিয়ত বাহ্য জগতের সন্নিধানে এবং তাহার অব্যবহিত আধিপত্যের মধ্যেই অবস্থিতি করেন, যাঁহাদের চিত্ত এই মুগ্ধকারী, পরিবর্ত্তনশীল অস্থির বিষয় সকল দ্বারাই সর্ব্বদা প্রতিহত হয়, প্রায় তাঁহাদেরই মনে অমরত্বের ভাবটি অতি কষ্টে স্থান পায়। তাঁহাদের অন্তরের ভাবই এই বিশ্বাসের প্রতি বাধা স্বরূপ। "ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ং" "বিত্ত মোহে মূঢ় প্রমাদী বালক স্বভাব লোকদিগের প্রতি পরলোক প্রতিভাত হয় না।" আত্মার অমরত্বের প্রতি সহজেই বিশ্বাস যাহাতে পরিস্ফুট হয় এই নিমিত্ত সকল ধর্ম্মই মনুষ্যগণকে পৃথিবী হইতে দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতে আদেশ করেন; যেহেতু সংসার অনেক সময় আত্মাকে অমর বলিয়া অনুভব করিতে দেয় না।

কেহ বলেন যে মনুষ্য জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য এবং এক্ষণে পৃথিবীতে যে রূপ অন্যায়ের রাজত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, এই উভয়ের পরস্পর অসামঞ্জস্য আলোচনায় এই বিশ্বাসের উৎপত্তি হয়। পৃথিবীতে এক্ষণে যে প্রকার বিশৃঙ্খলতা রাজত্ব করিতেছে, তাহা মনুষ্য কখন ন্যায্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। অমঙ্গলের জয়, সৎ লোকদিগের দুঃখ ভোগ, যাহা এই মর্ত্ত্যলোকে সচরাচর দেখা যাইতেছে, তাহাই যে ঈশ্বরের প্রকৃত অভিপ্রায় এবং তাহাই যে জগতের চিরস্থায়ী অবস্থা ইহা তিনি কখনই বিশ্বাস করিতে পারেন না। তাঁহার বিশ্বাস এই যে ধর্ম্ম শৃঙ্খলা স্থাপিত করা চাই—ন্যায়ের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করা চাই, এবং এই ন্যায়, ধর্ম্মের অবশ্যকতা হইতেই অমরত্বের ভাব উৎপন্ন হয়; আর কিছু বিবেচনা না করিলেও কেবল ন্যায় শৃঙ্খলা পুনঃ স্থাপিত করিতে হইলে আত্মার অমরত্ব নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয়।

উক্ত রূপ যাঁহাদিগের মত তাহাতেও একটু ভ্রম দৃষ্ট হয়। ধর্ম্ম শৃঙ্খলার পুনঃ সংস্থাপনের আবশ্যকতা হইতে মনুষ্য এই অমরত্বের ভাবটীকে উদ্ভূত করেন নাই। এই অমরত্বের সংস্কারটি, এই অনন্ত ন্যায়ের আবশ্যকতাতে সংজড়িত রহিয়াছে মাত্র। কেহ কেহ বলেন, মনুষ্য-আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্ত এই সংসার যথেষ্ট নহে এবং আত্মার অনন্ত স্পৃহা কিছুতেই এ পৃথিবীতে চরিতার্থ হয় না বলিয়াই অমরত্বের ভাব আমাদের মনে উদিত হয় এবং উদিত হইয়া দূরবর্ত্তী অনন্ত দৃশ্য সমূহ আমাদের জ্ঞান নেত্রের সমক্ষে বিস্তার করে ও অনন্ত-স্পৃহ আত্মাকে অনন্ত রাজ্যে লইয়া যায়। কিন্তু ইহাও সম্পূর্ণ রূপে সত্য নহে। সত্য বটে—মনুষ্যের নিমিত্ত সংসার যথেষ্ট নহে, সকল জীবের মধ্যে একমাত্র মনুষ্যই স্বীয় বাস স্থানের সংকীর্ণ ভাব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়েন এবং স্বীয় অবস্থা হইতে আপনাকে উন্নত বলিয়া অনুভব করেন। কিন্তু ইহা কখনই

হইতে পারে না যে এই সত্যটি হইতে অমরত্বের ভাব সৃষ্ট হইয়াছে। এই সত্যটি দ্বারা এই ভাবটি প্রকাশ পাইতেছে মাত্র। বরং এই অমরত্বের ভাবটি আমাদের মনে নিহিত থাকাতেই সংসারে আমাদিগের তৃপ্তি বোধ হয় না এবং ইহার অসম্পূর্ণতা স্পষ্ট রূপে আমাদিগের উপলব্ধি হইয়া থাকে। অনন্তের প্রতি আমাদের যে একটি স্বাভাবিক বিশ্বাস আছে, সেই বিশ্বাসই আমাদের আত্মার স্পৃহাকে এই অন্তর্যৎ জগতের বাহিরে লইয়া যায়; আত্মা অমর বলিয়া আপনাকে অনুভব করে বলিয়াই, সংসারের অতীত বস্তু-সমূহের প্রতি তাহার স্পৃহা ধাবিত হয়। অমরত্বের ভাব কি বিজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে? মনুষ্যের প্রকৃতি কি ও মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য কি এই দুটি প্রশ্ন মীমাংসা করিবার নিমিত্তই কি দার্শনিকেরা এই ভাবটিকে ঘটাইয়া আনিয়াছেন? যে সংস্কারটি সার্ব্বভৌমিক, নানা প্রকার আকারে, সকল শ্রেণীস্থ সভ্য জাতির মধ্যে, এমন কি ঘোর অসভ্য জাতিগণের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কি দার্শনিকদিগের কল্পনা মাত্র, বিজ্ঞান শাস্ত্রের রচনা মাত্র হইতে পারে? কখনই নহে। বলিতে কি মনুষ্য-বুদ্ধি যত দূর সূক্ষ্ম-কুশল ও মুক্ত-স্বভাব বলিয়া আমাদের বোধ হয়, বাস্তবিক ততদূর নয়। লোকে যতই কেন আড়ম্বর করুক না, দর্শন শাস্ত্রের উদ্ভাবিত মতগুলি হঠাৎ যেরূপ নূতন বলিয়া মনে হয়, বাস্তবিক সে রূপ নহে। দার্শনিক পণ্ডিতদিগের মতের মূল তত্ত্ব গুলি এক পার্শ্বে ও মনুষ্য জাতির স্বাভাবিক সংস্কার গুলি যদি আর এক পার্শ্বে রাখা যায়, তাহা হইলে এই উভয়ের মধ্যে সৌসাদৃশ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। দার্শনিকদিগের মত গুলি সুস্পষ্ট, প্রাঞ্জল ও নিপুণরূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ; এবং মনুষ্য জাতির সাধারণ বিশ্বাসগুলি শৃঙ্খলা রহিত, ও অস্পষ্ট এই মাত্র—কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে আকারগত বিভিন্নতা সত্ত্বেও, মূলে বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। দর্শন শাস্ত্র এই মাত্র করিয়াছেন যে যাহা মনুষ্যের মনে অব্যক্ত রূপে ছিল, তাহা তিনি আলোকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন। আমরা যাহাকে শাস্ত্র বলি, তাহা মনুষ্য জাতির স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসের বিস্তারিত ব্যাখ্যান বা ভাষ্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। মনে কর, এক জন সামান্য ইতর লোক—তাহার বুদ্ধি নাই বিদ্যা নাই; তাহার কথা গুলি প্রণিধান করিয়া শ্রবণ কর—তাহার কথার মধ্যে যে সকল ভাব মধ্যে মধ্যে স্ফূর্ত্তি পায়, অথচ যে সকল ভাবের কথা সে শিক্ষা করিয়া কিছুই বলিতেছে না—সেই সকল ভাবের মধ্যে প্রবেশ কর—দেখিবে, বর্ত্তমান সকল প্রকার দার্শনিক মতের বীজ গুলি, মূল তত্ত্ব গুলি, তাহার মধ্যে রহিয়াছে। কখন ঐ মনুষ্যের চিন্তা-শৃঙ্খলার মধ্যে আধ্যাত্মিক দর্শনের মত, কখন আধিভৌতিক দর্শনের মতের স্পষ্ট আভাস পাওয়া যাইবে। এইরূপ, অমরত্বের ভাবও বীজরূপে আপামর সাধারণ সকলেরই মনে নিহিত আছে; "আমি যে সকল সৎকার্য্য করি তাহা কেবল এই মর্ত্ত্য-লোকে মর্ত্ত্য-ফল প্রসব করিয়াই ক্ষান্ত হইবে, আর কিছুই নহে" এরূপ বিশ্বাস যদি কাহারো মনে ক্ষণ-কাল স্থান পায় তবে কি তাহার নিরুৎসাহ ও নৈরাশ্যের সীমা থাকে? কিন্তু বাস্তবিক কি দেখা যায়? অন্তবৎ ফল-প্রাপ্তির আশায় কি কেহ সৎকার্য্য করে? নিরুৎসাহ হইয়া কেহ সৎকার্য্য করে? কখনই না। মনুষ্যের প্রকৃতিই সে রূপ নহে। "কখনই আমি ধ্বংস হইব না" এই ভাবেই মনুষ্যগণ

কার্য্য করিয়া থাকে। স্থায়িত্বের প্রতি মনুষ্যের যে একটি দৃঢ় আস্থা তাহার তাবৎ কার্য্যেই দৃষ্ট হয়, তাই তাহার আত্মার স্থায়িত্বের জাজ্বল্য প্রমাণ-স্বরূপ।

মুসলমান ধর্ম্মের সাঙ্গ্রামিক ভাব*।

পৃথিবীতে শান্তির রাজ্য সংস্থাপন করাই আমাদের হিন্দুধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য। যাহাতে অহিংসা, ন্যায়, ক্ষমা, দয়া মনুষ্যগণ মধ্যে বিরাজ করে, এইটি আমাদিগের শাস্ত্রকারদিগের পরম লক্ষ্য ছিল। এই শান্তির ভাবটি হিন্দুধর্ম্মে নিহিত আছে বলিয়াই, হিন্দুগণ কখন অন্য ধর্ম্মাবলম্বিদিগকে বল পূর্ব্বক আপন ধর্ম্মে আনয়ন করিবার চেষ্টা করেন নাই। প্রত্যুত সকল ধর্ম্মাবলম্বিদিগকে উদার দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অধিক কি মুসলমানদিগের ধর্ম্ম মধ্যেও যেরূপ যুদ্ধের প্রাধান্য, আমাদের যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যেও সেই রূপ শান্তির প্রাধান্য জাজ্বল্যতর রূপে উপলব্ধি হয়। শান্তি যেরূপ হিন্দুধর্ম্মের, যুদ্ধ সেইরূপ মহম্মদীয় ধর্ম্মের মূল ভাব। হিন্দু ধর্ম্মের মূলে যেরূপ স্বয়ং শান্ত স্বরূপ ব্রহ্ম, মহম্মদীয় ধর্ম্মের মূলে সেইরূপ যুদ্ধ-প্রিয় মহম্মদ।

ভক্ত মুসলমানদিগের চক্ষে, মহম্মদই—দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান এই উভয় জগতের বন্ধন স্বরূপ—সংযোগ স্থল। তিনিই ঈশ্বর প্রেরিত দূত—তাঁহার প্রতি এই ভার যে তিনি মানবগণকে মুক্তির পথে কর্ত্তব্যের পথে লইয়া যাইবেন; অধিক কি—পৃথিবীতে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে জয়-যুক্ত করিবার জন্যই তিনি জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন। মহম্মদ স্বয়ংই বলিয়াছেন "আদম-পুত্রদিগের আমিই প্রভু" "আদম ও তাহার বংশজাত তাবৎ মনুষ্যই আমার অধীনে সংগ্রাম করিবার নিমিত্তই হইয়াছে।" এই বচনগুলি দ্বারা মহম্মদ শুদ্ধ যে আপন দৌত্য কার্য্যের পরিচয় দিয়াছেন এমত নহে—পরন্তু যে এক মাত্র উপায়ে, তিনি তাহা সম্পন্ন করিবেন মনে করিয়াছিলেন, তাহারও আভাষ দিয়াছেন।

মহম্মদীয় ধর্ম্ম, পৃথিবীতে প্রথম পাদক্ষেপ করিবা মাত্রই, অপর তাবৎ মানব জাতির বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিলেন। ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত সংগ্রাম করা ভক্ত মুসলমানদিগের একমাত্র কর্ত্তব্য হইল;—তাহাদিগের চক্ষে, জগৎ দুই অংশে বিভক্ত হইল—বিশ্বাসী ও নাস্তিক; এই নাস্তিকদিগকে মহম্মদের পতাকার ছায়াতলে আনয়ন করাই তাহাদিগের জীবনের মুখ্য কার্য্য হইল। বলিতে কি সমস্ত কোরাণটিই যেন একটি সুদীর্ঘ যুদ্ধ চীৎকার বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এক স্থলে উক্ত হইয়াছে "পুণ্য মাসচয় অতিবাহিত হইলে, যেখানে পাইবে, নাস্তিকদিগকে বধ করিবে, অন্তরাল হইতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে" (১) অন্যত্র—"ভক্তদিগকে ঈশ্বর স্বর্গে গ্রহণ করিবেন এই অঙ্গীকার রূপ মূল্যে তিনি তাহাদিগের জীবন ও স্বাধীনতা ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। অতএব সাবধান যাহা তোমাদিগের প্রকৃত লভ্যজনক তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিও না (২) এবং যাহা ক্ষতিজনক তাহা ইচ্ছা করিও না (৩) যেহেতু ঈশ্বরই সর্ব্বজ্ঞ, ও তোমাদিগের বুদ্ধি অল্প ও সীমাবদ্ধ।"

* কেবল মহম্মদীয় ধর্ম্মে কেন অন্যান্য দেশীয় ধর্ম্মে অর্থাৎ ইহুদি, ধর্ম্মেও সাঙ্গ্রামিক ভাব দৃষ্ট হয়। এই প্রস্তাবে কেবল মহম্মদীয় ধর্ম্মের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করা হইয়াছে।

(১) Koran c VIII V7.
(২) যুদ্ধের বিপদ ও শ্রম।
(৩) শান্তির বিশ্রাম সুখ।

অন্যত্র "যাহারা ঈশ্বরের জন্য হত হইয়াছে, তাহাদিগকে মৃত জ্ঞান করিবে না; ঈশ্বরের সমক্ষে তাহারা জীবন্ত; তাহারা স্বীয় কর্ম্মানুরূপ আনন্দ সম্ভোগ করিতেছে; যাহারা তাহাদিগের অনুগামী হইবে, সেই সকল ব্যক্তির আগমন প্রতীক্ষায় তাহারা উল্লাস করিতেছে। যেখানে তাহারা অবস্থিতি করে—সেখান হইতে শোক ভয় বস্তু দুরে।"

মহম্মদ, আরও বলিয়াছেন; "যাঁহার হস্তে আমার জীবন আমি তাঁহার নামে শপথ করিয়া বলিতে পারি, যে আমি যে শুদ্ধ মরিতে ইচ্ছা করি এমত নহে যদি আমার তিনটে জীবনও থাকে, তাহা হইলেও আমি তাহা এই রূপে বিসর্জ্জন করিতে ইচ্ছা করি"।

ওথদের যুদ্ধে, এক জন সৈনিক মহম্মদকে সম্বোধন করিয়া এই রূপ বলিয়াছিল; "হে মহাপুরুষ—আমি দেখিতেছি আমার মৃত্যুকাল সন্নিকট, আমার আত্মা শীঘ্র কোথায় যাইবে?"—মহম্মদ উত্তর করিলেন "স্বর্গে"—তাঁহার এই কথায়, ঐ যোদ্ধা প্রমত্ত ভাবে সংগ্রাম মধ্যে আপনাকে নিক্ষেপ করিল—প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আর প্রতি নিবৃত্ত হইল না। একদা, এই ওথদের যুদ্ধেই মহম্মদ এরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, যাহা তাঁহার জীবনে আর কখন ঘটে নাই। তিনি অকস্মাৎ শত্রুগণ কর্ত্তৃক এরূপ আক্রান্ত, বেষ্টিত ও সর্ব্বাংশে অবরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, যে পলায়নের আর কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। আচার্য্য মহম্মদ, তাঁহার সহচরগণকে সম্বোধন করিয়া, উচ্চৈস্বরে বলিলেন "স্বর্গে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত তবে প্রস্তুত হও, তাহা আয়তনে অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী উভয়কে অতিক্রম করে" এই কথায় আমির আল-ইমান বলিয়া উঠিলেন, "জয় হোক্ জয় হোক্!"—মহম্মদবলিলেন "এরূপ উল্লাস-ধ্বনি কিসের নিমিত্ত?"—তিনি বলিলেন "হে আচার্য্য! ঈশ্বর সাক্ষী আমি যে এ প্রকার জয় ধ্বনি করিলাম তাহা শুদ্ধ এই আশা ভরে—যে শীঘ্র আমি দিব্যধাম বাসীদিগের মধ্যে গণ্য হইব"—আচার্য্য উত্তর করিলেন। "তুই এই মুহূর্ত্তে তাহাই হইলি"—ও আরও বলিলেন, "যদি স্বর্গের খর্জ্জুর কুড়াইতে ইচ্ছা করিস তাহা হইলে অগ্রে তোর হাতে পৃথিবীর যে খর্জ্জুর আছে তাহা দূরে নিক্ষেপ কর (১) "আমিও এক দিন সেই খর্জ্জুর সংগ্রহ করিব, যাহা আমার জন্য সঞ্চিত আছে ও যাহা আমাকে অনন্ত জীবনের অধিকারী করিবে" আমির বলিয়া উঠিলেন "আপনিযথার্থ বলিতেছেন"—পরে, তাঁহার নিকটে যে খর্জ্জুর ছিল তাহা তিনি দূরে নিক্ষেপ করিয়া, বেগে সমর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন; ও যাবৎ আপনি সাংঘাতিক রূপে আহত না হইলেন তাবৎ তিনি যাহাকে সম্মুখে পাইলেন তাহাকেই নিহত করিলেন (২)।

আর এক দিন, মহম্মদ এই ওথদের যুদ্ধ দিবস উল্লেখ করিয়া এই রূপ বলেন; "যৎকালে তোমাদিগের ভাতৃগণ, ওথদের যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিল, ঈশ্বর তাহাদের আত্মাকে স্বর্গের মধ্যদেশে লইয়া গেলেন—সেই দেশ যেখান হইতে পুণ্য নদী সকল স্যন্দমান হইতেছে—যেখানে সকল প্রকার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, যেখান হইতে তাহারা ঈশ্বর-মন্দির-লম্বমান স্বর্গীয় প্রদীপ সকল অবলোকন করিতেছে। কিন্তু যখনই তাহারা আপনাদিগের খাদ্য পানীয়ের মধুরতা, নির্ম্মলতা, শান্তি-নিকেতনের আনন্দ আস্বাদন করিল—তখনই বলিয়া উঠিল, 'আহা! আমাদের মধ্যে যদি এমন কাহাকে পাওয়া যায়, যে আমাদের ভ্রাতৃগণকে এই সংবাদটি দেয় যে আমরা স্বর্গে রহিয়াছি; যেখানে কষ্ট নাই—যুদ্ধ নাই বিপদ নাই!' অতঃপর যাঁহার নাম অনন্ত কাল কীর্ত্তিত হইবার যোগ্য, তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, 'তোমাদের প্রীতির অনুরোধে, তোমাদের ভ্রাতৃগণের নিকট আমি এই সংবাদ প্রদান করিব'; এই নিমিত্তই সেই মহান্ ঈশ্বর এই রূপ বলিয়াছেন যে যাহারা আমার জন্য প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহাদিগকে মৃত না মনে করিয়া, প্রত্যুত জীবন্তই মনে করিবে" (১)।

মহম্মদ আরও বলিয়াছেন; "যে কেহ ঈশ্বরের নিমিত্ত যুদ্ধ করে নাই কিম্বা আপনার অর্থ দরিদ্রদিগের সহিত বিভাগ করে নাই অথবা এই দুই শুভ কর্ম্ম হইতে অন্যকে পরামর্শ দ্বারা বিরত করিয়াছে, সে একেবারে নরকাগ্নির মধ্যে নিপতিত হয়; শেষ বিচারের দিনে উপস্থিত হইবারও তাহার অপেক্ষা থাকে না।" "দুই প্রকার চক্ষু আছে, যাহা নরকাগ্নি কখন দগ্ধ করিতে পারে না; যে চক্ষু ঈশ্বরের ক্রোধ ধ্যান করিয়া অশ্রুপাত করে ও যাহা ঈশ্বরের যুদ্ধে মুদিত হয়।" "যিনি ঈশ্বরের যুদ্ধে ধরাশায়ী হয়েন, তিনি কখন মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করেন না প্রত্যুত যে রূপ অকস্মাৎ কোন সম্পদ লাভ হইলে মনের ভাব হয়, তৎকালে সেই রূপ তাঁহার মনের ভাব হইয়া থাকে"; "যে কেহ ঈশ্বর-উদ্দেশে প্রাণ দান করে, সে মলিনত্বে পূর্ণ হইলেও তাহার শেষ দিনে নিশ্চয় সে মৃগনাভি স্বরূপ হইবে" "আর যে কেহ ঈশ্বরের উদ্দেশে যুদ্ধ করে নাই অথবা যুদ্ধ করিব এই রূপ মনেও করে নাই, সে নিশ্চয় অন্তিম কালে মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইবে (২)।"

অতএব দেখা যাইতেছে, যে মুসলমানদিগের চক্ষে, ঈশ্বর-উদ্দেশে যুদ্ধ করাই ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা। ইহাই তাঁহাদিগের তাবৎ কার্য্যের নিয়ামক। মহম্মদ বলেন যে "পঞ্চাশৎ বৎসর মক্কায় তীর্থ দর্শন করা অপেক্ষা এক ঘণ্টাকাল ঈশ্বরের জন্য যুদ্ধ করা অধিক পুণ্য কর্ম্ম"—"মনুষ্য-মণ্ডলী মধ্যে যে কেহ ইচ্ছা পূর্ব্বক ঈশ্বরের কার্য্যে জীবন বিসর্জ্জন করে, সেই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম রূপে কর্ত্তব্য সাধন করে"—"সমস্ত মাস উপবাস, প্রভৃতি কঠোর ব্রত পালন করা অপেক্ষা যে কেহ এক রাত্রি কাল, এই ধর্ম্ম যুদ্ধে অশ্বারূঢ় থাকে; সে অধিক পুণ্যের কাজ করে, এবং যদি সে ঐ রাত্রের মধ্যে নিহত হয়, তাহা হইলে তাহার পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ সফল হয়; এবং সে দুঃখ শোক সন্তাপ অতিক্রম করে"। "যাহারা সপ্ততি বৎসর দেবালয়ে ঈশ্বরের আরাধনা করে তদপেক্ষা, যাহারা ঈশ্বরের যুদ্ধে যাত্রা করে, তাহারা অধিক পুণ্য সঞ্চয় করে।" "যদি তুমি ঈশ্বরের ক্ষমা অভিলাষ কর এবং তোমার স্বর্গে গমন করিবার ইচ্ছা থাকে—তাহা হইলে—চল—ঈশ্বরের জন্য যুদ্ধ কর, যে হেতু এই ধর্ম্ম-যুদ্ধে যে কেহ একটি উষ্ট্রীকেও কিঞ্চিন্মাত্রও আহত করিতে পারিবে—সে স্বর্গ প্রাপ্তির উপযুক্ত হইবে(৩)"।

অতএব দেখা যাইতেছে মুসলমান ধর্ম্মের প্রথমাবধিই, যুদ্ধই ভক্ত মুসলমানদিগের জীবনের প্রধান কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। মহম্মদ প্রথম এই যুদ্ধের ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সমরোৎসাহ স্বভাবতই কালক্রমে শীতল হইয়া গেল; মুসলমান পণ্ডিতেরা, এই যুদ্ধ নিয়মটিকে, তাহাদিগের

(১) ইহার অভিপ্রায় এই পারমার্থিক পদার্থ অর্জ্জন করিবার পূর্ব্বে পার্থিব পদার্থ সকল হইতে বিযুক্ত হইতে হইবে।

(২) Tahfut P. 38.

(১) Tahfut-ul Majabideen-P 38.

(২) Do-P 42.

(৩) Do-P 44.

সময়ের উপযোগী করিয়া লইলেন—তাঁহারা বলিলেন মুসলমানদিগের শুদ্ধ এক জন অবিশ্বাসীর সহিত যুদ্ধ করিলেই যথেষ্ট, তাহা হইলেই এই যুদ্ধ স্থায়ী বলিয়া গণনীয় হইতে পারিবে।

ধর্ম্ম বিষয়ে, মুসলমান ও অবিশ্বাসীদিগের মধ্যে যুদ্ধই এক মাত্র সম্বন্ধ। মুসলমানেরা বলে যে "প্রলয় কাল ভিন্ন এই যুদ্ধের শেষ নাই। ঈশ্বরের যুদ্ধ সত্য ধর্ম্ম ব্যতীত আর পৃথিবীর তাবৎ পদার্থই ধ্বংশ হইবে"।

মুসলমান ধর্ম্মের এই মূল সূত্রটি হইতে রাজনীতি সম্বন্ধীয় কতকগুলি গুরুতর ফল প্রসূত হইয়াছে; ইহার মধ্যে কতকগুলিন মুসলমান জাতিদিগের স্বদেশীয় শাসন প্রণালী সম্বন্ধে আর কতকগুলিন বিজাতীয়দিগের প্রতি, ব্যবহার সম্বন্ধে। এ বিষয় অবকাশ মতে পরে আলোচনা করা যাইবে।

ব্রাহ্মাবধূত শ্রীযুক্ত শ্রীনারায়ণ গিরি-স্বামীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

৩৭৪ সংখ্যক পত্রিকার ১৩১ পৃষ্ঠার পর।

দংপু হইতে লম্‌লুং তিন ক্রোশ, লম্‌লুং হইতে সাগ্ দুই ক্রোশ, সাগ্ হইতে লপ্‌থেল তিন ক্রোশ। এই লপ্‌থেলে অতি বিস্তীর্ণ এক পর্ব্বত শ্রেণী আছে, ঐ পর্ব্বতের নিম্ন দেশে বিস্তর সালগ্রাম শিলা পতিত রহিয়াছে, ঐ সালগ্রাম শিলা-রাশীর উপর দিয়া গমনাগমন করিতে হয়। এখানকার লোকেরা কহে যে এই সকল শিলার মধ্যে স্বুবর্ণ আছে। এই কথার পরীক্ষার্থ আমি কয়েকটা সালগ্রাম শিলা ভাঙ্গিয়া দেখিলাম, তাহার মধ্যে বিন্দুমাত্র স্বুবর্ণ নাই, কেবল মৃত কীটের অস্থির চিহ্ন তন্মধ্যে প্রস্তরময় হইয়া রহিয়াছে। কোন কোনটার মধ্যে ঝিনুক, শামুক, গুগলি বা মৎস্যাদির মৃত শরীরের প্রস্তরময় চিহ্নও দেখিতে পাইলাম। এখানকার লোকেরা জানে না যে এই সকল শিলার পূজা করিতে হয়। এই পর্ব্বতের পার্শ্ব দেশস্থ গহ্বরে গন্ধকের খনি আছে, তন্মধ্যে পক্ষি প্রভৃতি কোন ক্ষুদ্র প্রাণী পতিত হইলে তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায়। ভোট দেশীয় লোকেরা এই স্থান হইতে গন্ধক লইয়া গিয়া নানা স্থানে বিক্রয় করিয়া থাকে। ইহার কিয়দ্দূরে একটি স্বুবর্ণের খনি আছে। ঐ খনি হইতে যাহারা স্বুবর্ণ উত্তোলন করে, তাহারদিগকে ঠিকাদার কহে, ঠিকাদার ভিন্ন অন্য কেহ তথা হইতে স্বুবর্ণ উত্তোলন করিতে পারে না। এখানে শীশার খনিও আছে, অন্বেষণ করিলে ইহার ইতস্তত স্ফটিক প্রভৃতি অন্যান্য নানা প্রকার খনিজ দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখানকার কোন কোন প্রস্তরময় প্রদেশে হিম জমিয়া এক প্রকার শুভ্র প্রস্তরবৎ কঠিন পদার্থ হয়, তাহাকে হিম-ফুল কহে; ঐহিম-ফুল ঘর্ষণ করিয়া দিলে গাত্রের ফুলা রোগ শান্তি হয়।

লপ্‌থেল হইতে টপিচোঙ্গা তিন ক্রোশ, টপিচোঙ্গা হইতে উটাধুরা দেড় ক্রোশ। এই সকল দেশ যাহা বর্ণিত হইল, ইহাকে কিম্পুরুষ বর্ষ কহে। এই উটাধুরা হইতে পুনরায় ভারত বর্ষে আসিবার উৎকৃষ্ট প্রশস্ত পথ আছে।

To

The Editor of the Tattwabodhini Patrika.

Dear Sir.

Professor Max Muller of Oxford, in his address to the International Oriental Congress lately held in London, remarked that the cause why the Brahmos renounced their belief in the infallibility of the Vedas was the endeavours of Oriental scholars to bring those mysterious books to the knowledge of the public by means of translations. Miss S. D. Collet lately contradicted the statement in the public prints alleging that the true cause of the said renunciation was the discovery of errors in the said books by the Brahmos after the return in 1845 of the scholars deputed by them to Benares to study them. I am an Adi Brahmo. My connection with the Brahmo Samaj began in the commencement of the year 1846. I have every reason to corroborate the truth of Miss Collet's statement. The only circumstance that led to the said renunciation was our setting ourselves to study the Vedas as a sacred

duty, they being believed by us at the time to be the infallible basis of our faith. As we studied them with the aid of the scholars deputed to Benares after their return from that city, we found out inconsistencies and errors in them and thought it impossible to maintain the doctrine of their infallibility. I distinctly remember Babu Debendra Nath Tagore one day told me at the time: "We can no longer conscientiously maintain the Vedas to be a revelation".

I avail myself of this opportunity to inform the public, that we never believed the Vedas to be a revelation in the same sense in which the Christians believe the Bible to be such. We believed the Vedas to be a revelation solely on account of the "reasonableness and cogency of the doctrines taught in them" (See Vedantic Doctrines Vindicated, page 29.) We rejected the idea of a revelation supported by external evidence. "The only ground" we said, "on which the truth of any system of belief can be maintained is that founded on the nature of the doctrines inculcated by it." (Ibid, page 35). "If the doctrines of theology and the principles of morality taught in the Sacred Volumes referred to appear to be consonant to the dictates of sound reason and wisdom—if these tenets and precepts carry the unimpeachable character of truth in them—the man who has received them and continues to place his trust in them will have no reason to fear the vituperative surmises of ungodliness in respect to his religion." (Ibid p. 29) "The knowledge derived from the sources of inspiration deals with eternal truths which require no other proof than what the whole creation and the mind of man unperverted by fallacious reasonings afford in abundance." (Ibid p. 35.)

For people in the state of mind indicated by the above extracts, renunciation of their belief in the revealed character of their Scriptures is easy. Had we believed that the revelation of the Vedas was supported by the external evidence of miracles, we would have tried our best to maintain the doctrine of Vedic infallibility by arguments as refined as those which Christian clergymen adopt to maintain the revealed character of the Bible putting such interpretations on passages as they do not admit of, thinking that, when there is miraculous evidence, the Vedas must be true and that the word of God must have another meaning than what was at first attributed to it if the latter be found to militate against common sense and truth. But we did no such thing. The moment we found out errors and inconsistencies in the Ve[illegible] and thought the doctrine of [illegible] infallibility to be no lon[illegible] tenable, we renounced our beli[illegible] the same.

In con[illegible], I beg to state that, [illegible] should have called our faith at one time Vedaism as remarked by one of your contemporaries while commenting on this controversy, we preferred the name Vedantism or the religion inculcated in the Vedant or Upanishads as the latter constitute the sum and conclusion of the Vedas and treat more than the other divisions of those books of the One True God, correct knowledge of whom it was our principal object to diffuse among our countrymen.

Calcutta, 24th Novr, 1874. } Yours truly Rajnarain Bose.

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৫ পৌষ শনিবার সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে বলুহাটী ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে সপ্তদশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

বিজ্ঞাপন

পঞ্চচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ শনিবার পঞ্চচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

১১ মাঘ শনিবার প্রাতঃকালে ৮ঘণ্টার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে এবং সায়ংকালে ৭ ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম সংখ্যা অর্থাৎ ১৭৬৫ শকের ভাদ্র মাসের সংখ্যা অবধি পুনর্ম্মুদ্রিত করিবার প্রস্তাব হইতেছে। যাঁহারা তাহা গ্রহণ করিতে অভিলাষ করেন,তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগকে জানাইবেন। ১২ সংখ্যার মূল্য অগ্রিম ৩ টাকা ও প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।৶০ আনা। টাকা প্রেরণের বিজ্ঞাপন দিলে গ্রাহক মহাশয়েরা টাকা পাঠাইবেন। এক্ষণে তাঁহারা কেবল তাঁহাদিগের নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইবেন।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

শ্রীরাজনারায়ণ বসু প্রণীত "সেকাল আর একাল" আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইতেছে। মূল্য ॥০ আনা। ডাক মাসুল /০ আনা।

সম্বাদ।

বিগত ৯ কার্ত্তিক রবিবার কাল্না ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব কার্য্য সমারোহ পূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন ও শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

উক্ত উৎসব উপলক্ষে প্রাতঃকাল ও সায়ংকালের উপাসনার জন্য কয়েকটি প্রেম-পূর্ণ অভিনব সংগীত সংরচিত হইয়াছিল। তত্রত্য ব্রাহ্মগণ সে দিন সাধ্যানুসারে কতকগুলি দীন দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে অন্ন বস্ত্র প্রদান প্রভৃতি সৎকার্য্য সাধন করিয়াছিলেন।

আয় ব্যয়।

কার্ত্তিক ৭৯৩ শক, আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়		৭১ /১৫
পূর্ব্বকার স্থিত ...		৩০১।৶
সমষ্টি		৩৭২॥ ১৫
ব্যয়		৮৫ (১০
স্থিত		২৮৭॥ ৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	২৶ ৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১১ ॥৶
পুস্তকালয়	১০ ৸৶
যন্ত্রালয়	৪৩
গচ্ছিত	২৸১০
সমষ্টি	৭১ /১৫

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	৪৪।০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৩৮ / ৫
পুস্তকালয়	১ ৶১০
যন্ত্রালয়	॥/১৫
গচ্ছিত	৸৶
সমষ্টি	৮৫ (১০

দান প্রাপ্তি।

দানাধারে প্রাপ্ত	২৶ ৫

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাকমাসুল বার্ষিক ছয় আনা। সম্বৎ ১৯৩১। কলিগতাব্দ ৪৯৭৩। ১ পৌষ মঙ্গলবার।

২৭১

Registered No 52.

একমেবাদ্বিতীয়ং

অষ্টম কল্প
চতুর্থ ভাগ
মাঘ ১৭৯৬ শক
৩৭১ সংখ্যা ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৫

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভ তি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন

পঞ্চচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ শনিবার পঞ্চচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

১ মাঘ অবধি ১০ মাঘ পর্য্যন্ত প্রতিদিবস সন্ধ্যা ৬॥ঘণ্টার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা ও সঙ্গীত সহকারে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

১১ মাঘ শনিবার প্রাতঃকালে ৮ঘণ্টার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে এবং সায়ংকালে ৭ ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ।

প্রথম প্রপাঠক।

ষষ্ঠ খণ্ড।

ইয়মেবর্গগ্নিঃ সাম তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢং সাম গীয়তে ইয়মেব সাহগ্নিরমস্তৎসাম। ১।

ইদানীং সর্ব্বফলসম্পত্ত্যর্থমুদ্গীথস্যোপাসনান্তরং বিধিৎসতে 'ইয়ং এব' পৃথিবী 'ঋক্' ঋচি পৃথিবীদৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যা তথা 'অগ্নিঃ সাম' সাম্নি অগ্নিদৃষ্টিঃ। কথং পৃথিব্যাগ্ন্যোঃ ঋক্সামত্বমিতি উচ্যতে 'তৎএতৎ'অগ্ন্যাখ্যং 'সাম' 'এতস্যাং' পৃথিব্যাং 'ঋচি' 'অধ্যূঢং' অধিগতং উপরিভাবেন স্থিতমিত্যর্থঃ 'তস্মাৎ' কারণাৎ 'ঋচি অধ্যূঢং সাম' 'গীয়তে' সামগৈঃ। যথা ঋক্সামনী অন্যোন্যং নাত্যন্তভিন্নে তথৈতৌ পৃথিব্যগ্নী। কথং 'ইয়ং এব' পৃথিবী 'সা' সামনামার্দ্ধশব্দবাচ্যা, ইতরার্দ্ধশব্দবাচ্যঃ 'অগ্নিঃ' 'অমঃ' 'তৎ' এতৎ পৃথিব্যগ্নিদ্বয়ং সামৈকশব্দাভিধেয়ত্বমাপন্নং 'সাম'। ১।

এই পৃথিবীই ঋক্ অগ্নি সাম। সামরূপ অগ্নি এই পৃথিবী রূপ ঋকের উপরে অবস্থিত, এই হেতু ঋকের উপরে সাম গান হইয়া থাকে, এই নিমিত্তে সাম শব্দের অর্দ্ধ যে সা পৃথিবী তাহার বাচ্য এবং অপরার্দ্ধ যে অম অগ্নি তাহার বাচ্য। ঐ দুই অর্দ্ধ একত্রিত করিয়া সাম শব্দ হয়। ১।

অন্তরিক্ষমেবর্গ্বায়ুঃ সাম তদেতদেতস্যা-মৃচ্যধ্যূঢং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢং সাম গীযতেঽ-ন্তরিক্ষমেব সা বায়ুরমস্তৎসাম। ২।

'অন্তরিক্ষং এব ঋক্ বায়ুঃ সাম' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।২।

অন্তরিক্ষই ঋক্ বায়ু সাম। সামরূপ বায়ু এই অন্তরিক্ষ রূপ ঋকের উপরে অবস্থিত এই হেতু ঋকের উপরে সাম গান হইয়া থাকে। এই নিমিত্তে সাম শব্দের অর্দ্ধ যে সা অন্তরিক্ষ তাহার বাচ্য এবং অপরার্দ্ধ যে অম বায়ু তাহার বাচ্য। এই দুই অর্দ্ধ একত্রিত করিয়া সাম শব্দ হয়। ২।

দ্যৌরেবর্গাদিত্যঃ সাম তদেতদেতস্যা-মৃচ্যধ্যূঢং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢং সাম গীযতে দ্যৌরেব সাদিত্যোঽমস্তৎসাম। ৩।

'দ্যৌঃএব ঋক্ আদি... সাম' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।৩।

আকাশই ঋক্ আদিত্য সাম। সাম রূপ আদিত্য এই আকাশ রূপ ঋকের উপরে অবস্থিত, এই হেতু ঋকের উপরে সাম গান হইয়া থাকে, এই নিমিত্তে সাম শব্দের অর্দ্ধ যে সা আকাশ তাহার বাচ্য এবং অপরার্দ্ধ যে অম আদিত্য তাহার বাচ্য। এই দুই অর্দ্ধ একত্রিত করিয়া সাম শব্দ হয়। ৩।

নক্ষত্রাণ্যেবর্ক্ চন্দ্রমাঃ সাম তদেতদেত-স্যামৃচ্যধ্যূঢং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢং সাম গীয়তে নক্ষত্রাণ্যেব সা চন্দ্রমাঅমস্তৎসাম। ৪।

'নক্ষত্রাণিএব ঋক্ চন্দ্রমাঃ সাম' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।৪।

নক্ষত্র সকলই ঋক্ চন্দ্রমা সাম। সাম রূপ চন্দ্রমা এই নক্ষত্র রূপ ঋকের উপর অবস্থিত, এই হেতু ঋকের উপরে সাম গান হইয়া থাকে, এই নিমিত্তে সাম শব্দের অর্দ্ধ যে সা নক্ষত্র সকল তাহার বাচ্য এবং অপরার্দ্ধ যে অম চন্দ্র তাহার বাচ্য। এই দুই অর্দ্ধ একত্রিত করিয়া সাম শব্দ হয়। ৪।

অথ যদেতদাদিত্যস্য শুক্লং ভাঃ সৈবর্গথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং তৎ সাম তদেতদেত-স্যামৃচ্যধ্যূঢং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢং সাম গীয়তে অথ যদেবৈতদাদিত্যস্য শুক্লং ভাঃ সৈব সাথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং তদমস্তৎসাম। ৫।

'অথ' অনন্তরং 'যৎএতৎ আদিত্যস্য শুক্লং ভাঃ' শুক্লা দীপ্তিঃ 'সা এব ঋক্' 'অথ' পুনঃ 'যৎ আদিত্যে নীলং পরঃ কৃষ্ণং' পরোঽতিশয়েন কৃষ্ণবর্ণং 'তৎ সাম' তর্দেতদিত্যাদি পূর্ব্ববৎ। ৫।

অনন্তর আদিত্যে যে শুক্লবর্ণ দীপ্তি তাহাই ঋক্ আর যে নীল অথচ অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ দীপ্তি তাহাই সাম। নীলবর্ণ দীপ্তিরূপ সাম এই শুক্লবর্ণ দীপ্তি রূপ ঋকের উপর অবস্থিত, এই হেতু ঋকের উপর সাম গান হইয়া থাকে, এই নিমিত্তে সাম শব্দের অর্দ্ধ যে সা আদিত্যের শুক্ল বর্ণ দীপ্তি তাহার বাচ্য এবং অপরার্দ্ধ যে অম আদিত্যের কৃষ্ণবর্ণ দীপ্তি তাহার বাচ্য। এই দুই অর্দ্ধ একত্রিত করিয়া সাম শব্দ হয়। ৫।

অথ যএষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষোদৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্যকেশআপ্রণখাৎ সর্ব্বএব সুবর্ণঃ। ৬।

'অথ' অনন্তর... এষঃ অন্তরাদিত্যে' আদিত্যস্যান্তর্ম্মধ্যে 'হিরন্ময়ঃ' সুবর্ণময়ইব 'পুরুষঃ' পুরিশয়নাৎ 'দৃশ্যতে' সমাহিতচেতোভিঃ 'হিরণ্যশ্মশ্রুঃ হিরণ্যকেশঃ' জ্যোতির্ম্ময়ান্যেবাস্য শ্মশ্রূণি কেশাশ্চেত্যর্থঃ' 'আপ্রণখাৎ' প্রণখোনখাগ্রং নখাগ্রেণ সহ'সর্ব্বঃ এব' 'সুবর্ণঃ' সুবর্ণইব ভারূপ ইত্যর্থঃ। ৬।

অনন্তর, আদিত্যের মধ্যে যে এই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ দেখা যায়, তিনি হিরণ্য শ্মশ্রু ও হিরণ্য কেশ, তাঁহার নখাগ্র অবধি সর্ব্ব শরীর সুবর্ণের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময়। ৬।

তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী তস্যোদিতি নাম সএষ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্য উদিত, উদেতি হবৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যো যএবং বেদ। ৭।

'তস্য' সর্ব্বতঃ সুবর্ণময়স্য 'যথা' 'কপ্যাসং' কপের্ম্মর্কটস্য আসং উপবেশনার্থঃ পৃষ্ঠান্তভাগঃ তমিব 'পুণ্ডরীকং' অত্যন্ততেজস্বি 'এবং' অস্য দেবস্য 'অক্ষিণী'

'তস্য' এবং গুণবিশিষ্টস্য 'উৎইতি নাম' গৌণমিদং কথং গৌণত্বং 'সঃ এষঃ' দেবঃ 'সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যঃ' পাপ্মনা সহ তৎকার্য্যেভ্যঃ 'উদিতঃ' উদ্গতঃ অতোঽসৌ উৎনামা। তং 'এবং' গুণসম্পন্নং উন্নামানং যথোক্তেন প্রকারেণ 'যঃ বেদ' সঃ এবমেব 'উদেতি' উদ্গচ্ছতি 'সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যঃ' 'হ বৈ'ইতি অবধারণার্থৌ নিপাতৌ। ৭।

মর্কটের পৃষ্ঠান্ত প্রদেশ যেমন অত্যন্ত তেজস্বী এই দেবতার চক্ষুর্দ্বয় সেই রূপ তেজস্বী এবং উৎ তাঁহার নাম, যে হেতু তিনি সকল পাপ কার্য্য হইতে উদিত অর্থাৎ পৃথক হয়েন, যে ব্যক্তি ইহাঁকে জানেন, তিনি সকল পাপ হইতে উদিত হয়েন। ৭।

তস্যর্কচ সাম চ গেষ্ণৌ তস্মাদুদ্গীথ-স্তস্মাত্ত্বেবোদ্গাতৈতস্য হি গাতা সএষ যে চামুষ্মাৎ পরাঞ্চো লোকাস্তেষাঞ্চেষ্টে দেব-কামানাং চেত্যধিদৈবতং। ৮।

তস্যোদ্গীথত্বমাদিত্যাদীনামিব বিবক্ষিত্বাহ 'তস্য ঋক্চ সামচ গেষ্ণৌ'পৃথিব্যাদ্যুক্তলক্ষণে পর্ব্বণী সর্ব্বাত্মা হি দেবঃ 'তস্মাৎ উদ্গীথঃ' 'হি' যস্মাৎ 'এতস্য' যথোক্তস্য উৎনাম্নঃ 'গাতা' অসৌ 'তস্মাৎ তু' যুক্তা 'এব' 'উৎগাতা' ইতি। 'সঃ এষঃ' দেবঃ উৎনামা 'যে চ অমুষ্মাৎ' আদিত্যাৎ 'পরাঞ্চঃ' ঊর্দ্ধাঃ 'লোকাঃ' 'তেষাং' লোকানাং 'ইষ্টে' কিঞ্চ 'দেবকামানাঞ্চ' ইষ্টে 'ইতি অধিদৈবতং' দেবতাবিষযমুদ্গীথস্বরূপং। ৮।

পূর্ব্বোক্ত ঋক্সাম সেই দেবের পর্ব্ব, অতএব তিনি উদ্গীথ, যে হেতু ইহাঁর গানকর্ত্তাই উদ্গাতা হয়েন, সূর্য্য হইতে ঊর্দ্ধে যে সকল লোক, ইনিই তাঁহারদিগকে নিয়মিত করেন এবং দেব কামিদিগকেও নিয়মিত করেন, ইহাই অধিদৈবত। ৮।

সাংখ্য-দর্শন।

যুক্তি (অনুমান) ও যৌতিক জ্ঞান (অনুমিতি)।

পূর্ব্ব কথিত ঐন্দ্রিয়ক-জ্ঞানের সহিত এই যৌতিক-জ্ঞানের অত্যন্ত ঘনিষ্টতা। সেই হেতু ইন্দ্রিয়-পরীক্ষা প্রকরণোক্ত নিয়ম গুলি এখানেও স্মরণ করা কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয় পরীক্ষা প্রকরণের এক স্থানে বলা হইয়াছে যে, "ইন্দ্রিয় কেবল বস্তুর একটা সামান্য আকার মাত্র গ্রহণ করে, তদ্গত বিশেষণ গুলির কল্পনা বা ভাল মন্দ বিবেচনা কিছুই করে না। কারণ, বিবেচনা শক্তি বা কল্পনা শক্তি, মন ভিন্ন অন্য কাহারও নাই।" পূর্ব্ব কথিত বৃত্তান্তের এই অংশ আপাততঃ স্থির রাখিতে হইবে; কেন না, এই অংশকে যাবৎ-যৌতিক জ্ঞানের বীজ, ভিত্তি, জীবন ইত্যাদি যাহা বল, তাহাই বলা যায়।

অগ্নিকামী পুরুষ দূর হইতে ধূম দর্শন করিয়া,কুসুমার্থী ব্যক্তি গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া, অনেক সময়ে অগ্নির নিমিত্ত কুসুমের নিমিত্ত ধাবিত হয়। কেন হয়?—না যৌক্তিক জ্ঞান তাহাদিগের হৃদয়ে আরূঢ় হইয়া তাহাদিগকে উত্তেজনা করিতে থাকে যে, যাও—ঐদিকে যাও অগ্নি পাইবে, কুসুম পাইবে।

সূর্য্য উদয় হইয়াছেন, অস্ত যাইবেন, পুনর্ব্বার উদয় হইবেন। পুনর্ব্বার উদয় হইলে কল্য হইবে, কল্যের পর পরশ্ব, তৎপরে তৎপরশ্ব, ইত্যাদি. ক্রমে সংগৃহীত একটি সহস্র সংবৎসরাত্মক কালকে এক নিমেষ মাত্র পরিমিত কালের মধ্যে ধ্যানস্থ করিয়া মনুষ্য শত সহস্র শিল্পী, শত সহস্র দ্রব্য সম্ভার, সহস্র সহস্র প্রাণিবল সাপেক্ষ বৃহত্তম কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। কেন হয়? না যৌক্তিক জ্ঞান তাহাদিগের হৃদয়ে আরোহণ করিয়া প্রলোভন দেখাইতে থাকে যে, ইহা কর। অধিক কি, প্রাণিগণের যে কিছু কার্য্য-প্রবৃত্তি, সমস্তই যৌক্তিক জ্ঞানের মহিমা। যৌক্তিক জ্ঞান যদ্যপি প্রাণি হৃদয়কে উৎসাহিত না করিত, তাহা হইলে এ জগতের মানবিক (মনুষ্য সাধ্য) উন্নতি কিছুমাত্র হইত না। ব্যবহারের যোগ্য দৃশ্য পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা দুই ব্যক্তি, প্রকৃতি আর পুরুষ। প্রকৃতি,

অহঙ্কারাদি ভূত ভৌতিক বহুল পদার্থে পরিণতা হইতেছে; জীব ভাবাপন্ন পুরুষ, সেই গুলি লইয়া যৌক্তিক জ্ঞান-পূর্ণ মনের সাহায্যে নানাবিধ বাহ্য দৃশ্যের নির্ম্মাণ করত জগতের বিচিত্রতা সম্পাদন করিতেছেন (১)। জীব যাহা নির্ম্মাণ করে, তাহাকে জৈবিক নির্ম্মাণ বলে, এই জৈবিক নির্ম্মাণ দুই প্রকার। প্রথমতঃ অন্তর নির্ম্মাণ, (মনে মনে গঠন) পশ্চাৎ বাহ্য নির্ম্মাণ। একটি বাহ্য দৃশ্য নির্ম্মাণ করিতে হইলে যতকাল, যত দ্রব্য, যত লোক-বল অপেক্ষা করে, আবার সেই দৃশ্যটির অন্তর নির্ম্মাণ কালে ততকাল, তত দ্রব্য, তত লোক-বল, কিছুই অপেক্ষা করে না। জীব, ক্ষণ পরিমিত কালের মধ্যে, বিনা দ্রব্যে, বিনা সাহায্যে, এমন এক দৃশ্য নির্ম্মাণ করিতে পারে যে, যে দৃশ্যটির বহির্নির্ম্মাণ কালে দশ সহস্র শিল্পী, শত সহস্র দ্রব্য ও অখণ্ড দণ্ডায়মান একটি দীর্ঘতম কাল লাগিবে। অতএব আন্তর সৃষ্টি ও বাহ্য সৃষ্টির মধ্যে সমধিক প্রভেদ আছে। আমরা পল্লী, গ্রাম, নগর, সেতু, অট্টালিকা প্রভৃতি যে কিছু জীব নির্ম্মিত দৃশ্য পরিপাটী দেখিতে পাই, এ সমস্তই এক সময়ে না এক সময়ে জীবের অন্তরে ছিল। অন্তরে না থাকিলে কদাপি আমরা বাহিরে দেখিতে পাইতাম না। জীব, অগ্রে মনে মনে নির্ম্মাণ করে, পশ্চাৎ বাহিরে নির্ম্মাণ করে। মনে মনে যাহার নির্ম্মাণ করা গেল না, তাহা বাহিরেও নির্ম্মিত হইবে না। এই নিয়ম সর্ব্ব কালের নিমিত্ত এবং অব্যভিচারী। এ বিষয়ে অধিক বলা অপ্রাসঙ্গিক বটে, কিন্তু না বলিলেও ক্ষান্ত থাকা যায় না। কেন না, বাহ্য বস্তুর সহিত মানব মনের সম্বন্ধ, এক পদার্থের সহিত অপর পদার্থের সহচারিত্ব, যুক্তির স্বভাব এবং যৌক্তিক জ্ঞানের মহিমা, এই সকল বিষয় চিন্তা করিলে আপনা আপনি আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়(২)।

শ্রদ্ধালু আস্তিক ঈশ্বরবাদী পুরুষেরা বলেন, "কিমীহঃ কিংকায়ঃ সখলু কিমুপায়স্ত্রিভুবনং কিমাধারো ধাতা সৃজতি কিমুপাদান ইতিচ"? ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন কিন্তু তিনি কি প্রকারে—কি কৌশলে—কিরূপ যত্নে—কোথায় বসিয়া—কি দিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন?—যদি এ সকল বুদ্ধিতে আরোহণ করাইতে চাও তবে যুক্তি কুশল সংস্কৃতাত্মা পুরুষের আন্তর সৃষ্টির বিষয় একবার চিন্তা কর—বুঝিতে পারিবে। এক সময়ে ইহা ঈশ্বরেরও সংকল্প ছিল(৩)। ফল, সঙ্কল্পাত্মক যৌক্তিক জ্ঞানের মহিমা, শক্তি, পরিমাণ, কিছুরই ইয়ত্তা করা যায় না।

এতাদৃশ মহিমান্বিত যৌক্তিক জ্ঞানের পরিচয় থাকা কোন্ পুরুষের না অভিলষনীয়?—সকল পুরুষেরই অভিলষনীয়। কিন্তু সে পক্ষে এক বলবৎ প্রতিবন্ধক আছে। প্রকৃত যুক্তি ও প্রকৃত যৌক্তিক জ্ঞান, আর কতকগুলি যুক্ত্যাভাস ও যৌক্তিকাভাস (অর্থাৎ প্রকৃত যুক্তি ও প্রকৃত যৌক্তিক জ্ঞানের বেশধারী কতকগুলি ভণ্ড জ্ঞান) সর্ব্বদাই একত্র বাস করে। তন্মধ্য হইতে প্রকৃত যুক্তি ও প্রকৃত যৌক্তিক-জ্ঞানকে চিনিয়া লওয়া সুকঠিন। প্রকৃত যুক্তি কিরূপ?—চিনিতে না পারিলে, একটা যুক্ত্যাভাস মাত্র

(১) "ঈশ্বরেণাপি জীবেন স্বষ্টং দ্বৈতং বিবিচ্যতে"। (দ্বৈত বিবেক)

সাংখ্য মতে প্রকৃতিই মূল পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্রী, পুরুষ অকর্ত্তা হইলেও মন যুক্ত হওয়াতে তাঁহার বাহ্য নির্ম্মাণে কর্তৃত্ব আছে।

(২) "মনসাহর্থান্ বিনিশ্চিত্য পশ্চাৎ প্রাপ্নোতি কর্ম্মণা।"—"সংখ্যাতুং নৈব শক্যানি কর্ম্মাণি পুরুষর্ষভ। আগারনগরাণাং হি সিদ্ধিঃ পুরুষহেতুকী।" (বনপর্ব্ব)

(৩) "স ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজাযেয"—(শ্রুতি)

অবলম্বন করিয়া তজ্জনিত জ্ঞানের অনুগামী হইলে মনুষ্যকে পদে পদে প্রতারিত হইতে হয়। অতএব যে উপায়ে হউক, প্রথমত যথার্থ যুক্তিকে চেনা অবশ্য কর্ত্তব্য।

চিনিবার উপায় কি? যুক্তি বা যৌক্তিক জ্ঞান একটি নহে, তাহা অসংখ্য। অসংখ্য যৌক্তিক জ্ঞানের এক একটি করিয়া চিনিতে হইলে, সমস্ত জীবন ব্যয় করিলেও শেষ হইবে না, সুতরাং সে পক্ষে হতাশ্বাস হওয়াই ভাল। যদ্যপি প্রকৃত যুক্তির কোন প্রকার বিশেষ লক্ষণ থাকে, তাহা হইলে আর হতাশ্বাস হইতে হয় না। কেন না, সেই লক্ষণ যাহাতে দেখিতে পাইব, তাহাকেই প্রকৃত যুক্তি বলিয়া গ্রহণ করিব, অন্যকে পরিত্যাগ করিব। একটির লক্ষণ অবগত থাকিলে তদ্দ্বারা তজ্জাতীয় সমস্ত পদার্থের অবগতি লাভ করা যাইতে পারে (৪)।

যুক্তি-নিপুণ দার্শনিক পণ্ডিতেরা বলেন, কোন বিষয়ে মনুষ্যের হতাশ্বাস হওয়া উচিত নহে। সকল বিষয়েরই যখন একটা না একটা লক্ষণ আছে, তখন যুক্তি বা যৌক্তিক জ্ঞানের লক্ষণ না থাকিবে কেন? অবশ্য আছে। প্রকৃত যুক্তি ও যৌক্তিক জ্ঞানের লক্ষণ আপাততঃ এই রূপ স্থির কর,—

এই জগতে পৃথক্ পৃথক্, বা একত্রিত, অথবা পূর্ব্বাপরীভাবে (কার্য্য কারণ ভাবে) অবস্থান করে, ঈদৃশ পদার্থ বহুল পরিমাণে আছে। তন্মধ্যে যাহার সহিত যাহার অবিনাভাব সম্বন্ধ (পরস্পর অবিযুক্ত ভাবে, বা অপৃথক্ ভাবে থাকা) আছে, তাহার একটির উপলব্ধি হইলে, অন্যটির সহিত তাহার যেরূপ স্বাভাবিক অবিনাভাব সম্বন্ধ নির্ণীত আছে, মনো মধ্যে সেই সম্বন্ধের উপস্থিত হওয়া ও তদ্বিষয়ে মনের পরীক্ষাত্মক ব্যাপার উপস্থিত হওয়ার নাম যুক্তি; আর সেই যুক্তি-জন্য জ্ঞানের নাম যৌক্তিক জ্ঞান।

এই লক্ষণটি কাপিল সূত্রের অনুসারী (৫)। সূত্রকার মাত্রেই সংক্ষেপ বক্তা। সূত্র দ্বারা নানাবিধ অর্থ ও রীতি পদ্ধতির সূচনা মাত্র করাই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য। স্পষ্ট করিয়া বলা কেবল আচার্য্যদিগের রীতি, সূত্রকারদিগের নহে। সূত্রকারেরা স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও, যে পথে, যে রীতিতে, যে অর্থের উদ্দেশে চলিতে হইবে,—বক্তব্য বিষয়ের শরীর যে রূপে চিত্রিত করিলে স্পষ্ট হইবে, সে সমস্তই সূত্র মধ্যে নিহিত করিয়া রাখেন। পশ্চাবর্ত্তী আচার্য্যেরা সেই সেই অংশ অবলম্বন করিয়া বিস্তার করিয়া থাকেন। উপরোক্ত যুক্তি ও যৌক্তিক জ্ঞানের লক্ষণ যাহা বলা হইল, তাহা সূত্রানুসারী বলিয়া স্পষ্ট হয় নাই, নির্দ্দোষও হয় নাই। এজন্য পুনশ্চ উহাকে আচার্য্যদিগের রীতিতে বলা আবশ্যক, কিন্তু আচার্য্য-রীতিতে বলিতে গেলে এই প্রস্তাব এত বিস্তীর্ণ হইবে যে, ঈদৃশ সহস্র পত্রিকায়ও পর্য্যাপ্ত হয় কি না সন্দেহ। সুতরাং অবিকল আচার্য্য রীতির অনুসরণ না করিয়া তন্মধ্য হইতে অবশ্য বক্তব্য স্থূল স্থূল অংশ গুলিকেই বিবৃত করা যাইতেছে।

কোন পদার্থ কোন এক পদার্থের সহিত নিয়ত অবস্থান করে,—কোন এক বস্তুর অভাব হইলে, তৎসঙ্গে অন্য এক বস্তুর অভাব হয়,—কোন এক পদার্থ উৎপন্ন হইলে, তৎসঙ্গে বা তাহার অব্যবহিত পরে

(৪) "ঋষয়োপি পদার্থানাং নান্তং যান্তি পৃথক্ত্বশঃ। লক্ষণেন তু সিদ্ধানামন্তং যান্তি বিপশ্চিতঃ"। (সায়ণাচার্য্য)

(৫) "প্রতিবন্ধদৃশঃ প্রতিবন্ধজ্ঞানমনুমানম্"। (কপিল সূত্র)

অন্য এক পদার্থ জন্ম গ্রহণ করে ইত্যাদি প্রকার এক পদার্থের সহিত অপর পদার্থের যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ থাকার নিয়ম দৃষ্ট হয়, সেই স্বাভাবিক সম্বন্ধের নাম অবিনাভাব সম্বন্ধ, আর একটি নাম ব্যাপ্তি।

জগতে, পদার্থে পদার্থে যে স্বাভাবিক ব্যাপ্তি বিদ্যমান আছে, এই স্বাভাবিক ব্যাপ্তি থাকাই যুক্তির পূর্ব্ব রূপ, আর মনুষ্য মনে তাহার অভ্রান্ত সংস্কার জন্মানই উত্তর রূপ। উভয় রূপ একত্রিত হইলে যুক্তি জীবন লাভ করিতে পারে। বহ্নির সহিত ধূমের(৬), চলন ক্রিয়ার সহিত বেগের এই স্বাভাবিক ব্যাপ্তি আছে। দেখিয়া দেখিয়া যদ্যপি কোন মনুষ্যের সংস্কার জন্মে যে, ধূম থাকিলে নিশ্চয় অগ্নি থাকে, আর বেগ উপস্থিত করিলে চলন অবশ্য হইবে, তাহা হইলে সেই মনুষ্যের নিকট যুক্তি স্বীয় শরীর বিস্তার করিবে এবং তাহার হৃদয়ে উপবেশন করিবে।

কোথাও ব্যাপ্তি দর্শন করিলে তাহা স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক পরীক্ষা করিতে হয়। যদি পরীক্ষা দ্বারা নিশ্চয় হয় যে, সে ব্যাপ্তি স্বাভাবিক নহে, কোন পদার্থান্তরের সংসর্গাধীন ঘটিয়াছে; তাহা হইলে সেই ব্যাপ্তিকে অস্বাভাবিক ব্যাপ্তি বলিয়া পরিহার কর। যদি পরীক্ষা প্রয়োগ করিলেও তাহাতে পদার্থান্তরের সংযোগ লক্ষ্য না হয়, তবে তাহাকে স্বাভাবিক ব্যাপ্তি বলিয়া গ্রহণ কর।

মনে কর, কোথাও ধূম ও বহ্নির সামানাধিকরণ্য (এক স্থানে অবস্থান) দৃষ্ট হইল। হইলে, প্রথমতঃ ইহাই দেখা আবশ্যক যে, ধূম ও বহ্নি, এদুএর মধ্যে কোন্‌টির সহিত কোন্‌টির স্বাভাবিক ব্যাপ্তি আছে; বহ্নির সহিত ধূমের? কি ধূমের সহিত বহ্নির?

(৬) অনেকের জ্ঞান আছে যে, বাষ্প ও ধূম একই বস্তু। এই জ্ঞান থাকাতেই তাঁহারা অনেক সময়ে অনেক বিভ্রাট্ ঘটাইয়া থাকেন। ফল, ধূম ও বাষ্প অত্যন্ত ভিন্ন পদার্থ। বাষ্পে অন্য পদার্থের লেশ মাত্রও নাই। বাষ্প কেবল কতকগুলি জলীয় পরমাণু মাত্র। কিন্তু ধূমে জলীয় পরমাণুও আছে, পার্থিব পরমাণুও আছে। ধূমের পার্থিবাংশ ধরা পড়ে কজ্জলে। একটি তৈজস পাত্রের গাত্রে স্নেহ দ্রব্য ঘ্রক্ষণ করিয়া ধূমোদ্‌গম স্থানে ধরিলে ধূমের সমস্ত পার্থিবাংশ ঐ পাত্রের গাত্রে আবদ্ধ হইবে। যদি কেহ বিশুদ্ধ পৃথিবী ধাতুর রূপ জানিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি কজ্জলের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। কেন না, পৃথিবীর স্বাভাবিক রূপ ঐরূপ কাল। জলের স্বাভাবিক রূপ ভাস্বর শুক্ল। ইহা পরীক্ষিত হইয়া "যৎ কৃষ্ণং তৎ পৃথিবী, যৎ শুক্লং তদপাং"—ইত্যাদি বৈদিক বাক্যে গ্রথিত হইয়াছে। পৃথিবী ধাতু কৃষ্ণবর্ণ ও জল ধাতু শুক্লবর্ণ। ধূমে পার্থিবাংশ আছে, জলাংশও আছে। বাষ্পে কেবল মাত্র জল আছে; (বায়ুর অংশ থাকিলেও তাহা এস্থলে ধর্ত্তব্য নহে, কেন না বায়বীয় পরমাণু দ্বারা কখন কঠিন স্পর্শ জন্মে না এবং সে নিজেও ঘনীভূত হয় না) এ বিষয়ে ধূম অপেক্ষা বাষ্প শুভ্রবর্ণ (ফ্যাঙাশে বর্ণ) আর বাষ্প অপেক্ষা ধূম কিছু কৃষ্ণমর্ণ। ধূমে পার্থিবাংশ আছে বলিয়া যে বস্তুতে ব্যাপক কাল ধূম স্পর্শ হয়, সে বস্তু মলিন হয়, কিন্তু সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া যদি বাষ্প স্পর্শ হয়, তাহা হইলে সে কদাচ মলিন হইবে না, প্রত্যুত বাষ্প, স্বীয় জলাংশ দ্বারা সেই বস্তুকে আর্দ্র করিয়া রাখিবে। অপিচ, বাষ্প ও ধূম এক কারণোৎপন্ন নহে। ধূমের কারণ আর্দ্র-ইন্ধন সংযুক্ত বহ্নি; আর বাষ্পের কারণ সাধারণ উষ্মতা। উষ্মতা ব্যতিরেকে বাষ্প জন্মিতে পারে না। উষ্মতা, গভীর-জল জলাশয়ের মধ্যেও বাস করে। শীত কালে যে জলাশয় হইতে বাষ্প উত্থিত হয়, সেই বাষ্পেরও কারণ উষ্মতা। শীত কালে জলের মধ্যে উষ্মতা থাকে কি না, তাহা তিনিই অনুধাবন করিতে পারিবেন, যিনি শীত কালের অতি প্রত্যূষে নদী বা পুষ্করিণীর জলে স্নান করিয়াছেন।

বাষ্প ও ধূমের প্রায় একাকারতা আছে বলিয়া, কখন কখন বাষ্পেতে ধূমের ভ্রম জন্মিতে পারে বটে, কিন্তু ধূম ও বাষ্প এক পদার্থ কোন মতেই হইতে পারে না। বাষ্পেতে ধূম ভ্রম হইলে, সেই ভ্রম গৃহীত ধূমের দ্বারা বহ্নির সত্তা নিশ্চয় হইবে না কিন্তু তৎ প্রদেশে সাধারণ উষ্মতার সত্তা নিশ্চয় হইবে। এই সকল কথা ন্যায়-গ্রন্থে ও বৈদান্তিকদিগের গ্রন্থে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

যদি বহ্নির সহিত ধূমের স্বাভাবিক অবিনাভাব সম্বন্ধ থাকা নির্ণয় হয়, তাহা হইলে ধূমের সত্তায় বহ্নির সত্তা নিশ্চয় হইবে। আর যদি ধূমের সহিত বহ্নির অবিনাভাব থাকাই নিশ্চয় হয়, তাহা হইলে বহ্নির সত্তায় ধূমের সত্তা নির্ণয় করিতে হইবে। অতএব কোন্‌টির সহিত কোন্‌টির অবিনাভাব স্বাভাবিক, তাহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত পরীক্ষা প্রয়োগ করা আবশ্যক। সে পরীক্ষা অন্য প্রকার নহে, কেবল দাহ্য পদার্থের প্রক্ষেপ নিক্ষেপ করা (অর্থাৎ একটি দাহ্য ত্যাগ করিয়া অন্য আর একটি দাহ্যের সংযোগ করা)। এবম্প্রকার পরীক্ষা দ্বারা ইহাই নিশ্চয় হইবে যে, বহ্নির সহিত জলীয় পরমাণু বহুল দাহ্য পদার্থের সংযোগেই ধূম জন্মায়, তৈজস পদার্থের সহযোগে জন্মায় না। কেন না, বহ্নি মধ্যে এক খণ্ড কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিলে, তাহার দাহন কালেই ধূম জন্মে, কিন্তু এক খণ্ড সুবর্ণ নিক্ষেপ করিলে, সেই সুবর্ণ খণ্ডকে দাহ করিবার সময় ধূম জন্মায় না। অতএব ধূম ও বহ্নির স্বাভাবিক ব্যাপ্তি জিজ্ঞাসুর ইহাই অবধারণ করা কর্ত্তব্য যে, বহ্নির সহিতই ধূমের স্বাভাবিক ব্যাপ্তি, ধূমের সহিত নহে। ধূমের সহিত বহ্নির যে ব্যাপ্তি দেখা গিয়াছিল, তাহা স্বাভাবিক নহে। তাহা পদার্থান্তরের (দাহ্য বিশেষের) সংযোগ বশতঃ। এই রূপ নির্ণয়ের ফল এই যে, কোথাও অবিছিন্ন মূল ধূম মাত্র দেখিতে পাইলে তন্মূলে বহ্নি প্রাপ্তির আশা করা যাইতে পারিবে, কিন্তু বহ্নি মাত্র দেখিয়া কজ্জল সম্পাদনের নিমিত্ত তদুপরি ধূমের আশা করা যাইতে পারিবে না।

যে কারণ দ্বারা ব্যাপ্তির অস্বাভাবিকত্ব প্রতিপন্ন করা যায়, সেই কারণ-দ্রব্যটির নাম উপাধি। (যথা জলীয় পরমাণু বহুল পদার্থের সংযোগ ধূমের সহিত বহ্নির অস্বাভাবিক ব্যাপ্তি প্রতিপাদন করে) এই উপাধি দুই প্রকারে উপস্থিত করা যায়। এক শঙ্কিত রূপে, অপর সমারোপিত রূপে। উপাধির প্রদর্শন করিতে পারিলে তাহা সমারোপিত উপাধি হইবে, আর উপাধি থাকায় শঙ্কা মাত্র করিলে তাহা শঙ্কিত রূপে পরিণত হইবে। এই দুই প্রকার উপাধিই অনিষ্টকারী, কিন্তু তদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, সমারোপিত উপাধি উপস্থিত জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়, শঙ্কিত উপাধি তাহা হয় না; তবে কি না সে নিঃসন্দিগ্ধ প্রতীতির ব্যাঘাত জন্মায়। যুক্তি নির্ম্মাণের পর, তন্মধ্যে যদি কোন উপাধি থাকা নিশ্চয় হয়, তবে সে যুক্তিকে পরিত্যাগ কর, আর যদি কেবল মাত্র উপাধি থাকার আশঙ্কা উপস্থিত হয়, তবে সেই আশঙ্কা মাত্রের পরিহার কর; তর্ক প্রয়োগ করিলেই আশঙ্কা পরিহার হইবে।

মনে কর, ধূম থাকিলেই বহ্নি থাকে। এই একটি স্বাভাবিক ব্যাপ্তির স্থল। এতন্মধ্যে যদি কোন প্রকার উপাধি থাকার আশঙ্কা কর, ধূম থাকিলেই যে বহ্নি থাকিবে, এ নিয়ম স্বাভাবিক না হইতেও পারে। তবে যে বহ্নির সহিত ধূমের একাধিকরণ্য দেখিয়াছি, তাহা কোন প্রকার অজ্ঞাত পদার্থের বলে হইলেও হইতে পারে, (সে পদার্থ লুক্কায়িত আছে, আমরা জানিতে পারিতেছি না) তবে, তর্ক প্রয়োগ কর, তর্ক প্রয়োগ করিলে হয়ত উপাধিটি নিষ্কাষিত হইয়া আসিবে, না হয় শঙ্কা দূর হইবে।

তর্ক,—কার্য্য মাত্রেরই অব্যবহিত পূর্ব্বে কারণ সংলগ্ন থাকে। ইহার অন্যথা কস্মিন্ কালেও হয় না, বা হইবে না। এই নিয়ম-অনুসারে, ধূম বহ্নির কার্য্য বলিয়া উদ্গত ধূমের মূল দেশে বহ্নিকে অবশ্য থাকিতে হইবে। বহ্নি যদি ধূম-স্থল ত্যাগ করিয়া

অন্যত্র থাকিতে পারে, তবে বহ্নি ভিন্ন (জলাদি) পদার্থ হইতেও জন্মিতে পারে; তাহা যখন জন্মে না, তখন ঐ ধূম-দণ্ডের মূলে বহ্নি অবশ্য আছে।

এই রূপে উক্তবিধ উপাধিদ্বয়কে নিরাকৃত করিতে পারিলে, ব্যাপ্তির স্বাভাবিকত্ব স্থির হইবে।

এ জগতে স্বাভাবিক ব্যাপ্তি তিন প্রকার ভিন্ন চতুর্থ প্রকার নাই। অন্বয় ব্যাপ্তি, ব্যতিরেক ব্যাপ্তি, ও উভয়াত্মক ব্যাপ্তি (অর্থাৎ অন্বয়ও আছে ব্যতিরেকও আছে)।

অন্বয় ব্যাপ্তি—যে থাকিলে যে অবশ্য থাকে (যথা ধূম থাকিলে তন্মূলে বহ্নি অবশ্য থাকে।)

ব্যতিরেক ব্যাপ্তি—একটির অভাব হইলে তৎসঙ্গে অন্যটির অভাব হয়। (বহ্নির অভাবে ধূমের, কারণের অভাবে কার্য্যের অভাব হয়।)

উভয়াত্মক ব্যাপ্তি—যে থাকিলে থাকে, না থাকিলে থাকে না। (যথা, আর্দ্র-দাহ্য সংযুক্ত বহ্নি থাকিলে ধূম থাকে, না থাকিলে থাকে না।)

উক্ত তিন প্রকার স্বাভাবিক ব্যাপ্তি যে যে পদার্থে আছে; সে সকল অবগত হইতে পারিলেই মনুষ্য যুক্তি-কুশল হইতে পারে। ব্যাপ্তি-জ্ঞান সঞ্চার করিবার উপায় আর কিছু না, কেবল ভুরি ভুরি পদার্থের প্রকৃতি, ভাব, গতি, জাতি প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করা (৭)। যিনি যে পরিমাণে ব্যাপ্তি জ্ঞান সম্পন্ন হইতে পারিবেন, তিনি সেই পরিমাণে যৌক্তিক জ্ঞানের অধিকারী হইবেন।

ব্যাপ্তি, দুই বা ততোধিক পদার্থ ঘটিত। তাহার মধ্যে একটি পদার্থ ব্যাপ্ত হয়, অপর গুলি ব্যাপক নামে ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্বোক্ত ব্যাপ্তি লক্ষণের মধ্যে "যাহার সহিত" এই অংশ দ্বারা যাহাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, সেই পদার্থকে ব্যাপ্য; আর "যাহার অবিনাভাব" এই অংশের লক্ষ্য যে পদার্থ তাহাকে ব্যাপক বলিয়া জানিতে হইবেক। দার্শনিক ভাষায় ঐ ব্যাপ্যের নামান্তর—হেতু ও লিঙ্গ। আর ব্যাপকের নামান্তর স্থান বিশেষে—সাধ্য ও প্রতিজ্ঞা।

যুক্তির লক্ষণ বলা উপলক্ষে এ পর্য্যন্ত অংশ অংশ করিয়া যে কিছু বলা হইল, তদ্দ্বারা এই রূপ নিষ্কর্ষ হইতে পারে যে, পরীক্ষাশীল বহুদর্শী ব্যক্তি, বস্তুর স্বভাব, প্রকৃতি, জাতি, গুণ ও সম্বন্ধ প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছে বলিয়া ঐ সমস্ত গুলি তাহার অন্তরে সংস্কার-বদ্ধ হইয়া আছে। এই ব্যক্তি যদি কখন কোন প্রকার পদার্থ অবলোকন করে, (বা, মনে মনে ধ্যান করে) তাহা হইলে তাহার পূর্ব্বজাত তাবৎ সংস্কার গুলির উদ্বোধ হইবে। সংস্কারের উদ্বোধ হইবামাত্র, "ইহা অমুক বস্তু—ইহার সহিত অমুকের ঈদৃশ সম্বন্ধ" ইত্যাদি পূর্ব্বালোচিত সমস্ত ভাবের স্মরণ হইবে। এই স্মরণের ফল আন্দোলনাত্মক মানসিক ব্যাপারের উৎপত্তি। সেই মানসিক ব্যাপার যে জ্ঞানকে প্রসব করিবে, সেই জ্ঞান অব্যভিচারী অর্থাৎ ঠিক্ হইবে সন্দেহ নাই। ঈদৃশ অব্যভিচারী জ্ঞানের নাম যৌক্তিক জ্ঞান বা অনুমিতি (অনুমিতিকেও কখন কখন অনুমান শব্দে বলা হয়।) আর ঐ আন্দোলনাত্মক মানসিক ব্যাপারের নাম যুক্তি বা অনুমান(৮)।

(৭) "কার্য্যকারণভাবাদ্বা স্বভাবাদ্বা নিয়ামকাৎ। অবিনাভাবনিয়মো দর্শনান্তরদর্শনাৎ"। (মাধবাচার্য্য)

(৮) ধূম ও বহ্নি ঘটিত দৃষ্টান্ত স্থূল বুদ্ধি ব্যক্তিও বুঝিতে সমর্থ, এ বিষয়ে কোন সূক্ষ্ম পদার্থ গ্রহণ না করিয়া, ধূম ও বহ্নিকে লইয়া সকল কথাই বলা হইল। অপিচ, যদি ভুল সংস্কার থাকে, তবে যুক্তি মিথ্যা হইবে। যে বস্তু দেখিয়া যুক্তি স্থির করিতে হইবে, সেই বস্তুর দেখা যদি ঠিক্ দেখা না হয়, তাহা হইলে যুক্তি কোন কার্য্যকারী হইবে না।

এবম্বিধ যৌক্তিক জ্ঞান কখন আপনার অন্তরে স্বতঃ উৎপন্ন হয়, কখন বা পরের অন্তরে বল পূর্ব্বক উৎপন্ন করাইতে হয়। এ জন্য পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা উহাকে দুই ভাগে বিভাগ করিয়াছেন। স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান। স্বার্থানুমানে কোন গোলযোগ নাই; কারণ, কোন পদার্থ দর্শন করিলে পর, ব্যাপ্তিজ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষের অনায়াসেই তৎসম্বদ্ধ বস্তুর উপলব্ধি হইয়া থাকে। তৎকালে তাহাদিগের অন্তরে পূর্ব্ব কথিত যুক্তির আন্দোলন বা তাহার শরীর প্রকাশ কিছুই হয় না। যেমন চক্ষুর সহিত বিষয়ের সংযোগ মাত্রেই জ্ঞান হয়। যৎকালে চাক্ষুষ জ্ঞান জন্মে, তৎকালে বা তাহার পূর্ব্বে কি কখন এমন জ্ঞান হয় যে, আমি চক্ষু দ্বারা—এই কারণে—এই রূপ করিয়া দেখিতেছি? কখনই না। স্বার্থানুমান উৎপন্ন হইবার কালেও সেই রূপ জানিবে কিন্তু পরার্থানুমানে ওরূপ নিয়ম নহে। অবোধ ব্যক্তিকে, বা সংশয়িত ব্যক্তিকে বুঝাইতে হইলে, তাহার চক্ষুর উপর যুক্তির শরীর নির্ম্মাণ করিয়া দেখাইতে পারিলে, তবে সে বুঝিবে—তবে সে নিঃসন্দিগ্ধ হইবে। এবিষয়ে, পণ্ডিতেরা যুক্তির শরীর নির্ম্মাণের নিমিত্ত পাঁচটি অবয়ব কল্পনা করিয়া থাকেন। সেই পাঁচটি অবয়বের নাম প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন।

প্রতিজ্ঞা—যেটি সিদ্ধ করিতে হইবে, তাহার উল্লেখ করা। (যথা, সম্মুখস্থ পর্ব্বতে বহ্নি আছে)।

হেতু (৯)—ব্যাপ্য পদার্থটি দেখান। (যে বস্তু সিদ্ধ করিতে হইবে, তাহার সহিত যে বস্তুর স্বাভাবিক ব্যাপ্তি আছে, সেই বস্তু দেখান। যথা, দেখ—দৃশ্যমান পর্ব্বতে ধূম দেখা যাইতেছে)।

উদাহরণ—ব্যাপ্য পদার্থ থাকিলে যে তথায় ব্যাপক পদার্থও থাকে, এমন একটি স্থল দেখান। (মনে কর, যেমন পাকশালায় ধূম থাকে এবং বহ্নিও থাকে)।

উপনয়—অনুমেয় পদার্থটির সহিত দৃশ্যমান ব্যাপ্য পদার্থের যে স্বাভাবিক ব্যাপ্তি আছে, তাহা নিঃসংশয়িত রূপে অবগত করান। (ধূম থাকিলে বহ্নি থাকার নিয়ম আছে। মনে কর, তুমি যেখানে যেখানে ধূম দেখিয়াছ, সেইখানে সেইখানেই বহ্নি দেখিয়াছ)।

নিগমন—তর্ক দ্বারা সংশয় চ্ছেদ করতঃ পুনশ্চ প্রতিজ্ঞাত পদার্থের অস্তিত্ব সিদ্ধি প্রদর্শন। (বহ্নি-ব্যাপ্য ধূম যখন অবিচ্ছিন্ন ভাবে উঠিতে দেখা যাইতেছে, তখন উহার মূল প্রদেশে বহ্নি না থাকিবার বিষয় কি?)।

(৯) হেতুটি নির্দ্দোষ হওয়া আবশ্যক। হেতুতে কোন প্রকার দোষ থাকিলে তদ্দ্বারা সত্য লাভের আশা করা যাইতে পারে না। এজন্য হেতুটি সদোষ কি নির্দ্দোষ, বিবেচনা করা আবশ্যক। দোষ থাকে পরিত্যাগ কর—না থাকে গ্রহণ কর, এই নিয়ম সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। হেতুর নির্দ্দোষতা প্রমাণ হইলে, ব্যাপ্তিরও স্বাভাবিকত্ব নিশ্চয় হয়। দুষ্ট-হেতুকে শাস্ত্রকারেরা হেত্বাভাস বলিয়া থাকেন। হেত্বাভাসের অর্থ এই যে, হেতুর ন্যায় জ্ঞান হয় মাত্র কিন্তু সেটি বাস্তবিক হেতু নহে। হেত্বাভাস পাঁচ প্রকার। সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, অসিদ্ধ, সৎপ্রতিপক্ষ, ও বাধিত। এই সকল দোষ যুক্ত হেতুর বিবরণ সংক্ষেপে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, যাহাকে হেতু বলিয়া অবধারণ করিতে হয়, সাধ্যের সহিত তাহার যদি কখন কোথাও ব্যভিচার দর্শন হয়, তবে তাহাকে সব্যভিচার বলিয়া জান। হেতু ও তাহার আশ্রয় এবং তাহার ব্যাপ্তি থাকা যদি পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে অসিদ্ধ। বিরুদ্ধ-প্রমাণান্তরের সহিত বিরোধ থাকিলে বিরুদ্ধ। অভাব নিশ্চায়ক অন্য হেতু থাকিলে সৎপ্রতিপক্ষ। প্রমাণান্তর দ্বারা হেতুর হেতুত্ব অপগত হইলে বাধিত। এসকল বিস্তার করিতে গেলে অতি বাহুল্য হয়, বিশেষত এ সকল বিচারের প্রদর্শন করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে।

কোন কোন আচার্য্যের মতে অবয়ব পাঁচটি না হইয়া তিন্‌টিই কার্য্যকারী হয়। প্রতিজ্ঞা, হেতু, ও উদাহরণ। আবার কেহ বলেন, তিন্‌টিরও আবশ্যক নাই, ব্যাপ্তি-জ্ঞান সম্পন্ন পুরুষের নিকট প্রতিজ্ঞার উপরে একমাত্র বিশুদ্ধ হেতু প্রদর্শন করিলেই যথেষ্ট হয়। এমতে দুইটি মাত্র অবয়ব বলা হইতেছে।

উক্তবিধ অবয়ব দ্বারা নিষ্পন্ন যুক্তিকে ন্যায় বলিয়া ব্যবহার করা হয়। গৌতম ও কণাদ এবম্বিধ ন্যায়কে বহু বিস্তার করিয়া বলিয়াছেন। তদনুসারে তাঁহাদের কৃত গ্রন্থের নাম ন্যায়-গ্রন্থ বা ন্যায়-শাস্ত্র হইয়াছে। এই যুক্তির সহিত মনুষ্য মনের যে কি রূপ অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ আছে—যুক্তি মানব-মনের উপর যে কি পরিমাণে প্রভুত্ব করিতে পারে, তাহা অবধারণ করিয়া বলা যায় না। সন্দিগ্ধ পুরুষের সন্দেহ ভঞ্জন, ভ্রান্ত পুরুষের ভ্রম নিরাকরণ, অবোধ পুরুষের বোধ উৎপাদন করিতে একমাত্র যুক্তিই পটুতম। জগতে যুক্তিরূপ পরীক্ষা বিদ্যমান না থাকিলে কোন প্রকার মানসিক উন্নতি হইত না; এমন কি, এ জগৎ পুত্র-কলত্রাদির সহিত একত্র বাসেরও উপোযোগী হইত না।

পূর্ব্বে যে তিন প্রকার ব্যাপ্তির উল্লেখ করা হইয়াছে, তদনুসারে যুক্তির গতিও তিন প্রকার হয়। এক প্রকারের নাম পূর্ব্ববৎ, অপর প্রকারের নাম শেষবৎ, তদ্ভিন্ন প্রকারের নাম সামান্যতো দৃষ্ট।

পূর্ব্ববৎ—"কার্য্য থাকিলে তাহার কারণও থাকে" এবম্প্রকার অন্বয় ঘটিত ব্যাপ্তি হইতে যে যুক্তির উত্থান হয়, তাহার নাম পূর্ব্ববৎ। (যথা, কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুসন্ধান। এই জাতীয় যুক্তির সাহায্যে মনুষ্য, জগতের শিশু ভাব, ঈশ্বরের বাস গৃহ, স্বর্গের বৈভব নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হয়)।

শেষবৎ—"কারণের অভাব কালে কার্য্যেরও অভাব থাকে" এবম্বিধ ব্যতিরেক ব্যাপ্তি ঘটিত যুক্তির নাম শেষবৎ। (কারণের ভাবাভাব-অনুসারে কার্য্যের ভাবাভাব নির্ণয় করা। এই জাতীয় অনুমান বলে মনুষ্য মৃত্যুর উত্তর কাল ও ভবিষ্যতের গর্ভ পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হয়)।

সামান্যতো দৃষ্ট—এক জাতীয় বহু বস্তুর একটি মাত্র দেখিয়া, তৎ সজাতীয় অদৃশ্য বস্তুর নির্ণয় করা। (এই জাতীয় অনুমানের বলে যাবৎ অতীন্দ্রিয় পদার্থের নির্ণয় হয়) (১০)।

এই তিন প্রকার যুক্তির অনির্ণেয় বস্তু জগতে নাই। এই তিন প্রকার যুক্তির আশ্রয় না লইতে হয়, এমন অবস্থা নাই, সময় নাই, ঘটনাও নাই। যুক্তি, প্রত্যক্ষের উপর প্রভুত্ব করে, বাক্যের উপর প্রভুত্ব করে, যুক্তি ও বাক্য এতদুভয়ের অতীত বিষয়ের উপরও প্রভুত্ব করে। কোন পদার্থ দেখিলে, তাহা ঠিক্ দেখা হইল কি না, যুক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে নির্ণয় হয় না। কেহ কোন উপদেশ বাক্য বলিলে, তাহা সত্য কি না, যুক্তি ব্যতিরেকে বুঝা যায় না। অতএব, ঈদৃশ মহিমান্বিত যুক্তির সহিত সম্পূর্ণ পরিচয় রাখা আবশ্যক এবং ইহাকে বলিতে হইলে বিস্তার করিয়া বলা উচিত। যুক্তি-শূর আচার্য্যেরা যুক্তির প্রতি যে প্রকার পরাক্রম প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, সে সমুদায় উদ্ঘাটন করা অসাধ্য, সুতরাং ইহার প্রকৃত রূপের একটি রেখা মাত্র কল্পনা করিয়া, অপূর্ণ অবস্থায়, শেষ করিতে হইল।

---

(১০) "সামান্যতস্তু দৃষ্টাদতীন্দ্রিয়াণাং প্রতীতিরনুমানাৎ" (সাংখ্যকারিকা)।

ব্রহ্ম-সাধন।

৩৭২ সংখ্যক পত্রিকার ৮২ পৃষ্ঠার পর।

ব্রহ্ম-সাধন রূপ বিশাল বিষয়টি যে প্রধানতঃ স্বার্থ, প্রীতি ও যোগ প্রভৃতি বিভাগে বিভক্ত হইতে পারে, তাহা এই প্রস্তাবের প্রথমাংশে বিবৃত হইয়াছে। পৃথিবীর প্রায় সকল লোকেই স্বস্ব জ্ঞান স্ফূর্ত্তি অনুসারে পরব্রহ্মের অস্তিত্ব ও কর্ত্তৃত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকেন কিন্তু কেহ তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার দ্বারা স্বীয় সুখ সাধন ও বিপদুদ্ধারের অভিসন্ধি পূর্ণ করাইয়া লইবার জন্যই ব্যস্ত, কেহ বা তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার প্রতি নিঃস্বার্থ প্রীতি প্রকাশ করিবার জন্যই ব্যগ্র এবং কেহ বা তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার সহিত জ্ঞান ও সর্ব্বাঙ্গীন যোগ নিবদ্ধ করিয়া তাঁহার সহবাসে নিত্য অবস্থিতি করিবার জন্যই ব্যাকুল। এই তিনটি বিভাগের মধ্যে কোন্‌টি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং কোন্‌টি সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট, তাহা একবার প্রশান্ত ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক হইতেছে। যদি মানবাত্মার সার তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে স্বার্থ বিভাগ অপেক্ষা প্রীতি বিভাগ এবং প্রীতি বিভাগ অপেক্ষা যোগ বিভাগ শ্রেষ্ঠতর বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

যাঁহারা স্বার্থ বিভাগের অধিবাসী, তাঁহারা ব্রহ্মকে যার পর নাই স্থূল বা সঙ্কীর্ণ রূপে উপলব্ধি করেন এবং তাঁহারা তাঁহার দ্বারা যে সকল অভিলাষ পূর্ণ করাইয়া লইবার নিমিত্ত ব্যগ্র, তাহাও অতীব নীচ, ক্ষণ ভঙ্গুর ও নশ্বর। তাঁহাদিগের মনের যাহা উচ্চতম আকাঙ্ক্ষা তাহা এই সংসারের ক্ষণস্থায়ী ও কণ্টকাকীর্ণ সুখ সম্পদ ব্যতীত আর কোন বিষয়ের প্রতিই ধাবিত হয় না। ফলতঃ তাঁহাদিগের কি ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞান, কি আকাঙ্ক্ষা, কি অনুষ্ঠান কলাপ সকলই সঙ্কীর্ণ। পার্থিব সুখ দুঃখের গণনাই তাঁহাদিগের সর্ব্বস্ব। তাঁহারা অল্প সুখেই হৃষ্ট এবং অল্প দুঃখেই বিচেতন হয়েন। এক কথায় বলিতে হইলে তাঁহাদিগকে সাংসারিক সুখ দুঃখের ক্রীড়া পদার্থ বলিলেই উপযুক্ত হয়।

যাঁহারা প্রীতি বিভাগে বিচরণ করেন, অর্থাৎ যাঁহারা অন্তরে বাহিরে ব্রহ্মের সত্তা উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে প্রীতি করেন এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করেন, তাঁহাদিগের ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞান, মনের আকাঙ্ক্ষা ও অনুষ্ঠান সকল, প্রথম শ্রেণীস্থ লোকদিগের অপেক্ষা উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠতর। ব্রহ্ম প্রীতির পরিণামাবস্থাই যোগের আকর স্বরূপ, ব্রহ্ম প্রীতি স্থায়িত্ব লাভ করিলেই তাহা হইতে যোগের অঙ্কুর পরিস্ফুট হয়।

যাঁহারা যোগ বিভাগের অধিবাসী, তাঁহাদিগের ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞান, মনের আকাঙ্ক্ষা এবং বাহ্য ব্যবহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য সমুদায় বিভাগস্থ লোকের জ্ঞান, আকাঙ্ক্ষা ও ব্যবহারের সহিত তাঁহাদিগের জ্ঞান প্রভৃতির প্রায় ঐক্য দৃষ্ট হয় না। তাঁহারা কি আত্মা, কি বাহ্য জগৎ সমুদায়কে এক মাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের ইচ্ছা ও শক্তির প্রকাশ জানিয়া নিরন্তর জ্ঞান পূর্ব্বক তাঁহাতেই বিলীন থাকেন। তাঁহাদিগের ঐরূপ জ্ঞান পূর্ব্বক অবস্থান সামান্যতঃ ব্রহ্ম-সহবাস শব্দে উক্ত হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিক তাঁহাদিগের সেই সহবাস সাংসারিক লোকদিগের আচার্য্য-সহবাস, বন্ধু-সহবাস, এমন কি নিজ নিজ শরীর-সহবাসের ন্যায়ও নহে। শেষোক্ত সহবাস সকলের নিমিত্ত দুই দুইটি পৃথক্ বস্তু আবশ্যক কিন্তু যাঁহাদিগের বিষয় উক্ত হইতেছে, তাঁহাদিগের

ব্রহ্ম-সহবাসের নিমিত্ত কখনই একাধিক বস্তুর প্রয়োজন হয় না। আত্মার সহিত তদীয় ইচ্ছা ও শক্তির সহবাস যেরূপ, ব্রহ্মের সহিত তাঁহাদিগের সহবাসও ঠিক্ তদ্রূপ। তাঁহাদিগের ঐরূপ একাত্মভাবের সহবাসই সাংকেতিক ভাষায় ব্রহ্মযোগ শব্দে কথিত হইয়া থাকে। যোগ বিভাগের সাধকগণ এই রূপ জ্ঞান পূর্ব্বক ব্রহ্মেতে অবস্থিতি করিয়া প্রশান্ত ও নির্ভয় চিত্তে কাল যাপন করেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিভাগস্থ সাধকগণ যে রূপ কতক গুলি মনোজ্ঞ স্বরূপ লক্ষণ রচনা পূর্ব্বক তাহা ব্রহ্মেতে আরোপ করিয়া তদনুসারে তাঁহার উপাসনাদি কার্য্য সম্পাদন করেন, এই বিভাগের সাধকগণ সে রূপ কিছুই করেন না। ইহাঁরা তাঁহাতে কোন প্রকার মনঃকল্পিত স্বরূপ লক্ষণ আরোপ করিতে যার পর নাই কুণ্ঠিত হয়েন। ব্রহ্ম বিষয়ে ইহাঁরা এই মাত্র জানিয়া নিশ্চিন্ত হয়েন যে, তিনি এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের অদ্বিতীয় নিদান অর্থাৎ তিনি কেবল মাত্র ওঁকারের প্রতিপাদ্য। এই রূপ সংক্ষিপ্ত অথচ মহা বিস্তীর্ণ স্বরূপ জ্ঞান অনুসারেই ইহাঁরা ব্রহ্মের ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত থাকেন। ব্রহ্মধ্যানে সমর্থ হইবার নিমিত্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিভাগস্থ সাধকগণের যেরূপ নানাবিধ উদ্বোধন নিতান্ত আবশ্যক, তাঁহাদিগের সে রূপ কোন উদ্বোধনের আবশ্যকতা নাই। তাঁহাদিগের যদি কখন উদ্বোধনের প্রয়োজন হয়, তবে তাহার কার্য্য শুদ্ধ মাত্র আত্ম-দৃষ্টি দ্বারাই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। তাঁহাদিগের জীবনের একটি মাত্র আকাঙ্ক্ষা এবং একটি মাত্র লক্ষ্য দৃষ্ট হয়। অনুক্ষণ জ্ঞান পূর্ব্বক ব্রহ্মের সহবাসে অবস্থান করাই তাঁহাদিগের এক মাত্র আকাঙ্ক্ষা ও এক মাত্র লক্ষ্য। সাংসারিক লোকদিগের মনের যে সকল ভাব হর্ষ ও বিষাদ শব্দে অভিহিত হয়, তাহা যোগের অবস্থায় তাঁহাদিগের ত্রিসীমায়ও যাইতে পারে না, সুতরাং তৎসম্বন্ধে তাঁহারা প্রায় অনভিজ্ঞ। তাঁহাদিগের জ্ঞান যেমন পবিত্র, আকাঙ্ক্ষা যেমন উচ্চ, তাঁহাদিগের ব্যবহারও সেই রূপ উদার।

যদিও ব্রহ্ম সাধনের স্বার্থ বিভাগ অপেক্ষা প্রীতি বিভাগ এবং প্রীতি বিভাগ অপেক্ষা যোগ বিভাগ শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তথাচ প্রথম দুইটিকে কেহই উপেক্ষা করিতে পারেন না। যে তিনটি বিভাগের বিষয় উল্লিখিত হইল, তাহা ব্রহ্ম সাধনের তিনটি প্রধান সোপান স্বরূপ। যেমন কোন প্রাসাদের সর্ব্বোপরিস্থ সোপানে উত্থিত হইতে গেলে কেহই নিম্নস্থিত সোপান গুলি উপেক্ষা করিতে পারেন না, সেই রূপ উক্ত সোপানত্রয়ের মধ্যে যোগ সোপানটি উচ্চতম হইলেও কেহই অপর দুইটিকে অপ্রয়োজনীয় বা উপেক্ষণীয় মনে করিতে পারেন না। স্থূল পরিত্যাগ করিয়া একেবারেই সূক্ষ্ম বিষয়ে প্রবেশ করা, নিম্ন পরিত্যাগ করিয়া একেবারেই উচ্চ স্থানে উত্থান করা এবং বালত্ব পরিত্যাগ করিয়া একেবারেই প্রবীণত্ব লাভ করা নিতান্ত অসম্ভব, সুতরাং সাধনের যে বিভাগেই যিনি থাকুন না কেন, কেহই অনাদৃত হইবার যোগ্য নহেন। পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্ম্মশাস্ত্র আছে, তন্মধ্যে অস্মদ্দেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যতীত আর সকলই নিম্ন বিভাগস্থ সাধকদিগের প্রতি সাধ্যানুসারে ঘৃণা প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন না কিন্তু অস্মদ্দেশীয় উদার ধর্ম্মশাস্ত্রের ভাব সে রূপ হওয়া দূরে থাকুক, সকল বিভাগের উপযোগী উপদেশ সকল প্রদান করাই তাহার মুখ্য সংকল্প। এই রূপ মহৎ সংকল্প তাহার সর্ব্বাঙ্গেই দৃষ্ট হয় বলিয়া তাহা যে অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ, তাহা বলিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ হয় না।

এক্ষণে ব্রহ্ম-সাধনের নিম্নতম সোপান হইতে উচ্চতম সোপানে উত্থিত হইবার উপায় কি, তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। ব্রহ্ম-সাধনের যোগ বিভাগ আমাদিগের মধ্যে সকলেরই নিতান্ত স্পৃহণীয়, কিন্তু সহিষ্ণুতা সহকারে কতকগুলি নির্দ্ধারিত নিয়মানুসারে কার্য্য না করিলে শত বৎসরেও কেহ তাহার সমীপবর্ত্তী হইতে পারেন না। কি নিয়মে কার্য্য করিতে থাকিলে যে পরিশেষে তাহা আমাদিগের অধিকার গত হইতে পারে, তাহা আমরা চিন্তা দ্বারা নিশ্চিত রূপে স্থির করিয়া উঠিতে পারি না। অস্মদ্দেশীয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধকগণ উক্ত মহান্ লক্ষ্য সাধনাকাঙ্ক্ষায় সহস্রবিধ কঠোর অনুষ্ঠান করিবার পর যে সকল নিয়ম পরবর্ত্তী সাধকদিগের নিমিত্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদায়ের অধিকাংশই আমাদিগের বুদ্ধির অনুমোদনীয় বটে, কিন্তু আধুনিক কালের সম্পূর্ণ উপযোগী নহে। তাঁহারা যে কালের লোক, সে কালে সাধারণের কি শারীরিক স্বাস্থ্য, কি মনের শান্তি, কি সাংসারিক অবস্থা, কি সামাজিক শৃঙ্খলা সকল বিষয়ই উপযুক্ত ছিল; সুতরাং তাৎকালিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া যে সকল নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে আমাদিগের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী হইতে পারে না। বর্ত্তমান কালে যে সকল মহাপুরুষ বিবিধ রূপ কৃচ্ছ্র সাধন দ্বারা ব্রহ্ম-সাধনের যোগ বিভাগে উত্থিত হইয়াছেন, তাঁহারা এপর্য্যন্ত সাধারণের উপকারার্থে কোন প্রকার সাধন-প্রণালী প্রকাশিত করেন নাই; সুতরাং আমরা তাঁহাদিগের নিকট হইতেও কোন প্রকার বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিতেছি না। প্রতএব আমাদিগকে বর্ত্তমান কালের উপযুক্ত করিয়া কতক গুলি নিয়ম নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক তদনুসারে কার্য্য করিতে করিতে সাধন পথে অগ্রসর হইতে হইতেছে। আমাদিগের এক্ষণকার নির্দ্ধারিত নিয়মাবলির মধ্যে যদি কোনটি লক্ষ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত জনক হয়, তবে তাহা আমরা কার্য্য করিবার সময়ে ইচ্ছাক্রমে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতে পারিব। আমরা যে কল্পনা দ্বারাই যোগ সাধনোপযোগী নিয়ম সকল নির্দ্ধারিত করিতে অভিলাষ করিতেছি, এরূপ কেহ মনে করিবেন না। পূর্ব্ব কালীন যোগাচার্য্যদিগের উপদেশ, বর্ত্তমান কালের উন্নততম সাধকদিগের ব্যবহার এবং দেশ কালের অবস্থা সমালোচন করিয়া যে সকল নিয়ম নির্দ্ধারণ করা বিধেয় বলিয়া বোধ হয়, আমরা তৎসমুদায়ই লিপিবদ্ধ করিবার অভিলাষ করিয়াছি।

তিনটি প্রধান সহায় ব্যতিরেকে যোগ সাধন রূপ অমৃত ফল কোন মতেই লাভ করা যাইতে পারে না, যথা—জ্ঞান, স্বাধীনতা ও অধ্যবসায়। যাঁহারা এই তিনটি সম্বল বিরহিত হইয়া উক্ত ফল লাভাকাঙ্ক্ষায় জীবন পথে পরিভ্রমণ করেন, তাঁহারা প্রতি পদে নানা রূপ মরীচিকা দ্বারা প্রতারিত হইয়া অবসন্ন হয়েন। ব্রহ্ম-যোগ সাধনে সমর্থ হইবার নিমিত্ত যেরূপ জ্ঞান, স্বাধীনতা ও অধ্যবসায় আবশ্যক, তাহাদিগের লক্ষণ কি এবং লাভের উপায়ই বা কি তাহাই নির্দ্দেশ করা এক্ষণকার কর্ত্তব্য হইতেছে।

চতুর্দ্দিক পর্য্যবেক্ষণ করিলে মানব জ্ঞানের অনেক প্রকার স্ফূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয়। কাহার জ্ঞান শাস্ত্রালোচনায়, কাহার জ্ঞান সাংসারিক কার্য্যে, কাহার জ্ঞান বাণিজ্য শিল্প বা কৃষি ব্যবসায়ে এবং কাহার জ্ঞান সামরিক কার্য্যে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। যে কয়েকটির উল্লেখ করিলাম, শুদ্ধ সে

কয়েকটি বিষয়েই নহে, যিনি যেরূপ কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া কালযাপন করিতেছেন, তাঁহার জ্ঞান তৎসম্বন্ধীয় বিষয়েই ক্রমশঃ স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। এবম্বিধ যত প্রকার জ্ঞান-স্ফূর্ত্তি লোক-সমাজে দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমুদায়ই পরম্পরা সম্বন্ধে যোগ সাধনের উপযোগী বটে, কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইহার কিছুই তাহার নিমিত্ত কার্য্যকারী নহে। ব্রহ্ম-জ্ঞানই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহার কার্য্যকারী। বস্তুতঃ ব্রহ্মের সর্ব্বত্র আবির্ভাব ও তাঁহার সর্ব্ব মূলাধারত্ব পরিজ্ঞাত না হইলে আমরা ব্রহ্ম-যোগে যোগী হইতে পারি না। যত এই জ্ঞান উন্নত ও পরিমার্জ্জিত হইবে, ততই উক্ত যোগের সহায় হইবে।

স্বাধীনতা শব্দ বলিবা মাত্র লোকের মনে যেরূপ ভাবের উদয় হয়, এস্থলে সে রূপ ভাব আমাদিগের লক্ষ্য নহে। রাজ-শাসনের শৃঙ্খল হইতে মুক্তি লাভ করাই যে স্বাধীনতা, ইহাই অনেক ব্যক্তির মনে আপাতত উদিত হয়, কিন্তু সে রূপ স্বাধীনতা সম্বন্ধে এস্থলে অধিক কিছুই বলা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে; কারণ তাহা যোগ সাধনের পক্ষে অনুকূলও নহে, নিতান্ত প্রতিকূলও নহে। স্বাধীনতা শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, না, নিজের অধীনতা। এই রূপ অর্থযুক্ত স্বাধীনতাই আমাদিগের এস্থলে বক্তব্য। আত্মা যখন সর্ব্ব প্রকার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া আপনার কর্ত্তৃত্বাধীনে অবস্থিতি করে, তখনই তাহা প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন হয়। আমাদিগের ন্যায় সাধারণ লোকের আত্মা যেমন দুঃখের বন্ধনে বন্দী, তেমনি আবার সুখের সম্বন্ধেও বন্দী। যদি সুখ দুঃখের বন্ধনে আত্মা কখনই আবদ্ধ না হয়, তাহা হইলেই সে যথার্থ স্বাধীন। আত্মা স্বভাবতঃ যথেচ্ছাচার প্রবৃত্তি বৃন্দের অধীনতা, শরীরের অধীনতা, পরিবারের অধীনতা, সমাজের অধীনতা, রাজার অধীনতা এবং অলক্ষিত পূর্ব্ব দৈব ঘটনার অধীনতা বশতঃ সততই তজ্জনিত নানা প্রকার সুখ দুঃখ দ্বারা আন্দোলিত হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করে। তাহার এই রূপ ভয়ানক অধীনতা সত্ত্বে সে কোন ক্রমেই ব্রহ্মের সহিত দৃঢ় রূপে যোগ নিবদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না। আত্মা যে পরিমাণে প্রোক্ত পরাধীনতা রাশি হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন হয়, যোগ সাধন বিষয়েও তাহার সেই পরিমাণে সফলতা জন্মে। যদি কেহ মনে করেন যে তিনি (তাঁহার আত্মা) ঐ সমুদায়ের অধীন থাকিয়াও ব্রহ্মের সহিত স্থায়ি যোগ স্থাপন করিতে পারিবেন, তবে তাঁহাকে ইহাই বলা উচিত যে তিনি স্বপ্নে সাহসিকতা প্রকাশ করিতেছেন অথবা শূন্যে দাঁড়াইয়া পর্ব্বত উত্তোলন করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

যেরূপ অধ্যবসায় সহায় থাকিলে যোগ সাধনে কৃতার্থ হওয়া যায়, তাহা সামান্য অধ্যবসায় নহে। অবিরাম চেষ্টার নাম অধ্যবসায়। লোকে যেরূপ অধ্যবসায় সহকারে সাধারণ কার্য্য কলাপ সম্পাদন করিয়া থাকে, তাহা দ্বারা ব্রহ্মযোগ সাধন রূপ উৎকটতম কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে পারে না; কারণ বিশেষ কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইলেই সে রূপ অধ্যবসায় মন্দবেগ বা একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। যেরূপ অধ্যবসায় সহকারে প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার অন্তর্নিহিত জীবন-স্পৃহা পরিতৃপ্ত করিবার চেষ্টা করেন, সেই রূপ অধ্যবসায়ই আমাদিগের প্রস্তাবিত সাধনের পক্ষে নিতান্ত অনুকূল। কারণ সে অধ্যবসায় কি দুঃখ কি বিপদ, কি আসন্ন মৃত্যু কিছুতেই প্রতিরোধিত হয় না। উহা বাধা পাইলে নিবৃত্ত না হইয়া বরং সমুত্তেজিত হয়।

অতঃপর যে সকল উপায় দ্বারা উক্ত ত্রিবিধ সাধন-সহায়ের আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে, তাহা বিবৃত হইতেছে।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

অত্রি সংহিতা*।

গো-গৃহে, কন্দুশালায় এবং তৈল-চক্র ও ইক্ষু-যন্ত্রে আর স্ত্রী ও রোগী বিষয়ে শুচিত্ব বা অশুচিত্ব বিচার করিবেক না। কোন কর্ম্মেই স্ত্রীলোক দূষ্য হয় না, বেদ-বিরুদ্ধ কর্ম্মেও ব্রাহ্মণ দূষণীয় নহে, মূত্র পুরীষাদি যোগেও জল দুষ্ট হয় না এবং কোন বস্তুরই দহন ক্রিয়াতে অগ্নির দোষ নাই। দেবগণ, চন্দ্র, গন্ধর্ব্ব সকল ও অগ্নি ইহাঁরা পূর্ব্বে স্ত্রীদিগকে সম্ভোগ করিয়াছিলেন, পশ্চাৎ মানবেরা সম্ভোগ করিতেছে, অতএব তাহারা কদাপি দূষ্য নহে। যদি দৈবাৎ অসবর্ণ সেবায় স্ত্রীলোকের অন্তঃশল্য উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে যাবৎ শল্য বিমোচন না হয়, তাবৎ নারী অশুদ্ধ থাকে, পরে শল্য বিমোচনানন্তর রজোদর্শন হইলে বিশুদ্ধ কাঞ্চনের ন্যায় শুদ্ধ হয়। স্বয়ং প্রতিপন্না বা অন্য কর্ত্তৃক প্রতারিতা অথবা বল দ্বারা কিম্বা চৌর কর্ত্তৃক সম্ভুক্তা দূষিতা নারীকে পরিত্যাগ করিবেক না, অথচ তাহার কামনা পূর্ণও করিবেক না, কিন্তু ঋতু কালে তাহাকে সম্ভোগ করিবেক, যেহেতু পুষ্প কালে নারী শুদ্ধ হয়।

রজক, চর্ম্মকার, নট, বরুড, কৈবর্ত্ত, মেদ ও ভিল্ল এই সাত প্রকার অন্ত্যজ জাতি। জ্ঞানকৃত ইহারদিগের স্ত্রী সম্পর্ক, অন্ন ভোজন ও প্রতিগ্রহ করিলে কৃচ্ছ্রাব্দ ব্রতাচরণ করিবে, অজ্ঞানকৃত হইলে দুই ঐন্দব ব্রতে শুদ্ধ হইবে। পাপাচারী ম্লেচ্ছ কর্ত্তৃক একবার সম্ভুক্ত হইলে ঋতু প্রস্রবণের পর প্রাজাপত্য ব্রতে শুদ্ধি হয়। বল দ্বারা অপহৃত বা প্রতারিত হইয়া একবার সম্ভুক্ত হইলেও প্রাজাপত্য ব্রতে শুচি হয়। ব্রত কাল মধ্যে প্রারব্ধ কর্ম্ম বশত স্ত্রীলোকের যদি রজো যোগ হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের তাহাতে কদাচ ব্রত নষ্ট হয় না।

ব্রাহ্মণ মদ্য সংস্পৃষ্ট কুম্ভের জল পান করিলে, কৃচ্ছ্র পাদ ব্রতে শুদ্ধ হয়েন কিন্তু তাঁহার পুনঃ সংস্কার করিতে হয়। অন্ত্যজ জাতিদিগের বৃক্ষের পুষ্প বা ফল ব্রাহ্মণ উপভোগ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ চণ্ডাল-স্পৃষ্ট জল পান করিলে কৃচ্ছ্র পাদ ব্রতে শুদ্ধ হয়েন, আপস্তম্ব মুনি কহিয়াছেন। শ্লেষ্মা, উপানহ, মূত্র, পুরীষ ও স্ত্রীরজ এবং মদ্য এই সকল দ্রব্য দ্বারা কূপ দূষিত হইলে, তাহার জল পানে প্রায়শ্চিত্ত বিধি কি, তাহা কহিতেছি। ব্রাহ্মণ একাহ ব্রতে, ক্ষত্রিয় দ্ব্যহ ব্রতে, বৈশ্য ত্র্যহ ব্রতে, এবং শূদ্র নক্ত

* কি ধর্ম্মানুষ্ঠান, কি ব্যবহারিক কার্য্য, কি রাজ শাসন, হিন্দুদিগের সমুদায় কার্য্যই স্মৃতি-শাস্ত্রের আদেশানুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। সেই স্মৃতি-শাস্ত্র কি? অমর সিংহ বলেন "স্মৃতিস্তু ধর্ম্ম-সংহিতা" ধর্ম্ম-সংহিতার নাম স্মৃতি। মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত প্রভৃতি বিংশতি জন প্রাচীন ঋষি লোক-ভঙ্গ নিবারণার্থ তৎকালোপযোগী যে সকল শাসন প্রণালী প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদায়ই ধর্ম্ম সংহিতা, ধর্ম্ম শাস্ত্র ও স্মৃতি শাস্ত্র বলিয়া অদ্যাপি প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। সকলেই শ্রদ্ধা ও সমাদরের সহিত সেই সকল উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং কেহ তাহার বিপরীতাচরণ করিলে হিন্দু সমাজ তাহার প্রতি খড়্গ হস্ত হয়েন। এই নিমিত্তে তৎসমুদায়ের মধ্যে কোন্ বিষয়ের কিরূপ উপদেশ আছে, তাহা সাধারণের বোধ-সুলভ করিয়া দিবার জন্য আমরা অনুবাদ মাত্র করিয়া প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সমালোচনে প্রবৃত্ত হই নাই, সুতরাং তাহার সমুদায় অংশই আমারদিগকে অনুবাদ করিতে হইবে। অনুবাদ করিতে গেলে, কোন অংশ পরিত্যাগ করা ও কোন অংশ গ্রহণ করা বিধেয় নহে, এই জন্য ইহার মধ্যে যে অশ্লীল ভাগ আছে, তাহা প্রকাশ করা আমারদিগের অনভিপ্রেত হইলেও অগত্যা প্রকাশ করিতে হইতেছে, তদ্বিষয়ের জন্য গুণজ্ঞ লোকের নিকট আমরা কখনই নিন্দনীয় হইব না।

ব্রতে শুদ্ধ হয়েন। দ্বিজগণ প্রমাদ বশত একবার মদ্য পান করিলে দশ রাত্র গোমূত্রের সহিত যবাগু পান করিয়া শুদ্ধ হয়েন। যে দ্বিজ মদ্যপায়ী চণ্ডালের জল পান করেন, দেবতারা তাঁহার হস্তে জল বা হবি গ্রহণ করেন না।

স্ত্রীলোক চিতি-ভ্রষ্টা বা ব্যাধি বশত ঋতু-ভ্রষ্টা হইলে প্রাজাপত্য ব্রত ও দশানুান ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া শুদ্ধ হইবেক। যে ব্রাহ্মণ প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া অগ্ন্যাদি বহন পূর্ব্বক তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া গৃহে অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি তিন কৃচ্ছ্র ব্রত অথবা চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবেন কিন্তু পরে তাঁহার পুনর্ব্বার জাতকর্ম্মাদি সংস্কার করিতে হইবে। যে সকল লোক ব্রহ্ম দণ্ডে হত হয়, তাহারদিগের উদ্দেশে অশৌচ গ্রহণ, উদক দান, শ্মশ্রু ধারণ, অশ্রু মোচন ও উত্তরীয় ধারণাদি করিতে হয় না। যদি কেহ লোক-ভয়ে বা স্নেহ বশত ঐ সকল কার্য্য করে, তাহা হইলে গোমূত্র সহিত যবাগু পান ও এক কৃচ্ছ্র ব্রতে শুচি হয়। শৌচ-স্মৃতি-লুপ্ত বৃদ্ধ যদি পীড়িত অবস্থায় ঔষধ সেবন পরিত্যাগ করিয়া আত্মঘাতী হয়, কিম্বা কোন ব্যক্তি যদি ভৃগু, অগ্নি ও অনশনাদি দ্বারা আত্মহত্যা করে, তাহার উদ্দেশে ত্রিরাত্র অশৌচ করিবে; আর দ্বিতীয় দিবসে অস্থি সঞ্চয়, তৃতীয় দিবসে উদক দান এবং চতুর্থ দিবসে শ্রাদ্ধ করিবে।

সবৎসা একটি মাত্রও ধেনু যাহার গৃহে নাই, তাহার মঙ্গলই বা কোথায় ও পাপ-ক্ষয়ই বা কিসে হয়। অতি দোহন, অতি বাহন, নাসিকা বেধ অথবা নদী ও পর্ব্বত অবরোধ দ্বারা যদি দৈবাৎ গো-বধ হয়, তাহা হইলে পাদোন ব্রতাচরণ করিবে। আটটি গোরু যে হল বহন করে, তাহাকে ধর্ম্ম হল কহে, ছয়টি গো যোজিত হইলে ব্যবহারিক, চারিটি গো যোজিত হইলে নৃশংশ ও দুইটি যোজিত হইলে গোবধকৃৎ কহা যায়। দুই গোরু যোজিত হল এক প্রহর, চারি গোরু যোজিত হল দুই প্রহর, ছয় গোরু যোজিত হল তিন প্রহর এবং আট গোরু যোজিত হল সমস্ত দিবা বহন করিতে পারিবে। কাষ্ঠ, লোষ্ট বা শিলা দ্বারা দৈবাৎ গো-বধ করিলে কৃচ্ছ্র, শান্তপন ব্রত করিবে, মৃত্তিকা দ্বারা বধ করিলে প্রাজাপত্য ব্রত এবং লৌহ দ্বারা বধ করিলে অতি কৃচ্ছ্র ব্রত করিবে ও প্রায়শ্চিত্তাচরণ করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে এবং বৃষ সহিত গো ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবেক। মৃগ, উষ্ট্র, অশ্ব, সর্প, সিংহ, ব্যাঘ্র ও গর্দ্দভ এই সকল পশু হত্যা করিলে শূদ্র হত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিবেক। মূষিক, গোধা, নকুল, ভেক ও পক্ষি এই সকল প্রাণি হত্যা করিলে তিন দিন দুগ্ধ পান করিবেক অথবা কৃচ্ছ্র পাদ ব্রত করিবেক। চণ্ডাল-গাত্র বা মূত্র ও পুরীষ স্পর্শ হইলে কিম্বা উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে ত্রিরাত্র ব্রত করিয়া শুদ্ধ হইবেক।

রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস।

৩৭৪ সংখ্যক পত্রিকার ১২৪ পৃষ্ঠার পর।

অতি প্রাচীন কালে অস্মদ্দেশে যে রসায়ন শাস্ত্রের বিলক্ষণ অনুশীলন ছিল, তাহা অষ্টাদশ বিদ্যার প্রধান অঙ্গ স্বরূপ যে আয়ুর্ব্বেদ, তদ্দ্বারাই নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইতেছে। এখানকার পুরাতন গ্রন্থ পুঞ্জের মধ্যে রসায়ন শাস্ত্র নামধেয় কোন পুস্তক আপাততঃ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া যে এদেশে সেই শাস্ত্র সম্বন্ধীয় কোন পুস্তকই ছিল না বা নাই এমত নহে। উক্ত আয়ুর্ব্বেদের অন্তর্ভূত রসচন্দ্রিকা নামক এক খানি অনতিবৃহৎ গ্রন্থ আছে, তদ্দ্বারা স্পষ্টাক্ষরে সপ্রমাণ হইতেছে যে অস্মদ্দেশীয় প্রাচীন পণ্ডিতগণ বিবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা যেমন খনিজ মিশ্র পদার্থ রাশি হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র, পারদ, বঙ্গ বা দস্তা, রাঙ্গ, শীশ, সিমুলক্ষার বা শঙ্খবিষ প্রভৃতি ধাতু এবং হীরক, অভ্র ও গন্ধক প্রভৃতি উপধাতু পৃথক্ করিয়া লইতেন, সেই রূপ আবার তৎসমুদায়কে নানা প্রকারে রূপান্তরিত করিয়া চিকিৎসা ও শিল্প কার্য্যের প্রচুর উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন (১)। উক্ত রসচন্দ্রিকা গ্রন্থের এক পরিচ্ছেদে ধাতু ও উপধাতু মাত্রের বিবিধ রূপ জারণ, শোধন ও প্রকরণ লিখিত আছে। প্রত্যেক ধাতু ও উপধাতু দৃশ্যতঃ পরিশুদ্ধ অবস্থায় থাকিলেও প্রায়শই অন্যান্য ধাতুর কণা সকল তাহার সহিত অলক্ষিত ভাবে জড়িত থাকে। রসচন্দ্রিকার উপদেশানুসারে কার্য্য করিলে প্রত্যেক ধাতু ও উপধাতুকে ঐরূপ অলক্ষিত সংযোগ সকল হইতে বিযুক্ত করা যাইতে পারে। আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের নির্দ্দেশানুসারে ধাতু মাত্রের যেরূপ অক্সাইড্ (অক্সিজেন্ বা অম্লজান বায়ু সংযোগে ধাতু প্রভৃতির রূপান্তরিত অবস্থা) প্রস্তুত হইয়া থাকে, ঐ সকল জারণ প্রকরণ দ্বারাও অস্মদ্দেশীয় বৈদ্যগণ অদ্যাপি সমুদায় ধাতুরই সেই রূপ অক্সাইড্ প্রস্তুত করিয়া ঔষধার্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন। ধাতু সমস্তের অক্সাইড্ রূপকে তাঁহারা সামান্যতঃ ভস্ম শব্দে কহিয়া থাকেন। উপধাতুর মধ্যে হীরক ও অভ্র জারিত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহারা জারিত হইয়া যে আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের কিরূপ পদার্থে পরিণত হয়, তাহা আমরা এখনও স্থির করিতে পারি নাই। এতদ্ভিন্ন, ঐ গ্রন্থের নির্দ্দেশ অনুসারে পারদ ধাতুকে গন্ধকের সহিত রাসায়নিক যোগে মিলিত করিয়া কজ্জলি ও হিঙ্গুল, পারদকে গন্ধক ও কিয়ৎপরিমাণ স্বর্ণের সহিত মিলিত করিয়া স্বর্ণ সিন্দূর এবং উহাকে সামান্য লবণের ক্লোরিণ উপাদানের সহিত মিলিত করিয়া রসকর্পূর প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। পারদকে অগ্নি সন্তাপে গন্ধক ও শীশ ধাতুর সহিত মিলিত করিয়া রসসিন্দূর নামক আর একটি চমৎকার সামগ্রীও প্রস্তুত করিবার বিধান আছে। ইউরোপীয় রসায়ন শাস্ত্রের কজ্জলি ব্লাক-সাল্‌ফিউরেট্ অব্ মার্কুরি (Black sulphuret of mercury) হিঙ্গুল, রেড সাল্‌ফিউরেট অব্ মার্কুরি (Red sulphuret of mercury) এবং রসকর্পূর, পারক্লোরাইড্ অব্ মার্কুরি বা করোসিভ্ সব্‌লিমেট (Perchloride of mercury or Corrosive sublimate) শব্দে উক্ত হইয়া থাকে। তাহাতে স্বর্ণ সিন্দূর ও রস সিন্দূরের উপযুক্ত কোন নাম নাই। প্রোক্ত রাসায়নিক পদার্থ সকল কি কি প্রণালীতে প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা এরূপ সংকীর্ণ ঐতিহাসিক প্রস্তাবের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক অথচ বাহুল্য হইবে বিবেচনায় এই মাত্র বলিয়াই তৎসম্বন্ধে নিবৃত্ত হওয়া গেল যে, আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের প্রণালী সকল অপেক্ষা সেই সকল প্রণালী কিঞ্চিৎ কঠিন। সারকৌমদী নামক গ্রন্থের বিধানানুসারে বৈদ্যগণ মহাদ্রাবক নামক এক প্রকার ভয়ানক তেজস্বি পদার্থ প্রস্তুত করিয়া থাকেন। ঐ দ্রাবকের দ্রব কারিণী শক্তি এত দূর প্রবল যে ইউরোপীয় রসায়ন শাস্ত্রের নির্জ্জল সালফিউরিক, নাইট্রিক বা মিউরিয়েটিক আসিড প্রভৃতি ভয়ানক দ্রাবক গুলিও তাহার তুলনায় নিস্তেজ বলিয়া বোধ

(১) আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থাদির লিখনানুসারে স্বর্ণ হইতে সিমুলক্ষার পর্য্যন্ত সমুদায় পদার্থ এবং হীরক, অভ্র ও গন্ধক প্রভৃতি পদার্থ যে একমাত্র ধাতু শ্রেণী ভুক্ত, তাহাতে উপধাতু বলিয়া কোন সজ্ঞা নাই। আমরা আধুনিক রসায়ন শাস্ত্র অনুসারেই উক্ত পদার্থ গুলিকে ধাতু এবং উপধাতু সজ্ঞা দিয়া প্রকাশ করিলাম।

DAMAGED.

হয়। দ্রব কারিণী শক্তি বিষয়ে তাহা ঐ শাস্ত্রের নির্জ্জল নাইট্রোমিউরিয়েটিক দ্রাবক বা একোয়া বিজিয়ার তুল্য। তাহার ঔষধীয় গুণও উক্ত সমুদায় দ্রাবক হইতে ভিন্ন। কি কি উপাদানে ঐরূপ মহাদ্রাবক প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা জানিতে পাইলে ইউরোপীয় রসায়ন শাস্ত্র বিশারদ মহোদয়গণ তাহার গুণবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, এই বোধে তাহার প্রস্তুত প্রণালী নিম্নে প্রকটিত হইল (২)। উক্ত গ্রন্থের বিধানানুসারে হরিতালের (Realgar) সহিত অভ্র ও স্ফটিকারী মিলিত করিলে রস মাণিক্য নামক একটি উৎকৃষ্ট পদার্থ প্রস্তুত হয়। রস মাণিক্যের কোন ইউরোপীয় নাম নাই। রস পুষ্প নামধেয় আর একটি অত্যুৎকৃষ্ট রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত হইয়া ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন্ গ্রন্থের নির্দ্দেশ অনুসারে যে উহা প্রস্তুত হয়, তাহা এক্ষণে আমরা নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। উহা পারদ ও লবণের ক্লোরিণ পদার্থ রূপ দুইটি উপাদানে নির্ম্মিত হয়। ঐ দুইটি সামগ্রীর প্রস্তুত প্রণালী কিছু কঠিন ও বিস্তৃত বলিয়া তাহা এস্থলে বিবৃত হওয়া অসম্ভব। কিন্তু উহা ইউরোপীয় রসায়ন শাস্ত্রের ক্লোরাইড অব্ মার্কুরি বা ক্যালামেল (Chloride of mercury or Calomel) পদার্থের সহিত প্রায় তুল্য।

এতদ্ভিন্ন রস চন্দ্রিকা এবং আয়ুর্ব্বেদীয় অন্যান্য গ্রন্থে আরও যে কত প্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও রাসায়নিক পদার্থের উল্লেখ আছে, তাহা এস্থলে বর্ণনা করা অসাধ্য। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে রসচন্দ্রিকা ও সারকৌমুদী প্রভৃতি গ্রন্থ অধিক প্রাচীন নহে; সুতরাং তৎসমুদায়ে কতিপয় রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও পদার্থের উল্লেখ আছে বলিয়াই যে এদেশে অতি প্রাচীন কালে রসায়ন শাস্ত্রের বিলক্ষণ অনুশীলন হইয়াছিল, এরূপ বলা অন্যায়। যাঁহারা এইরূপ মনে করেন, তাঁহাদিগের প্রবোধার্থ ইহাই বলা আবশ্যক হইতেছে যে, যে সকল রাসায়নিক ব্যাপার উপরে উল্লিখিত হইল এবং যে সমুদায় অনুল্লিখিত রহিল, তত্তাবৎ যে কেবল রসচন্দ্রিকা ও সারকৌমুদীতেই দেখিতে পাওয়া যায় এমত নহে, আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীনতম গ্রন্থ শুশ্রুত ও চরকাদিতেও ঔষধ বিধান স্থলে উক্ত ধাতু-ঘটিত রাসায়নিক পদার্থ সমুদায়ের প্রয়োগ আছে। রসচন্দ্রিকা ও সারকৌমুদী প্রভৃতি গ্রন্থ সকল আধুনিক কোন ব্যক্তির রচিত নহে—তৎসমুদায় এরূপ প্রাচীন গ্রন্থ সমূহের সার সংগ্রহ মাত্র, যাহা বেদ বা মনু সংহিতার রচনা কালেও অস্মদ্দেশীয় ভিষকগণের অবলম্বন স্বরূপ ছিল।

শুদ্ধ অস্মদ্দেশীয় আয়ুর্ব্বেদাবলম্বি চিকিৎসকদিগের ঔষধালয়েই যে প্রাচীন রসায়নানুশীলনের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় এমত নহে, প্রত্যেক বাজারের পশারি দোকানেও তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যদি কেহ কোন সম্পন্ন পশারি দোকানে গিয়া অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, তাহাতে যে অপরিচ্ছন্ন ঝুলি গুলি লম্বমান থাকে, তাহাতে যেমন এদেশ জাত অসংখ্য ঔদ্ভিজ্জ্য ও জান্তব ঔষধ সামগ্রী, তেমনি আবার এদেশ জাত অনেক প্রকার রাসায়নিক পদার্থও রহিয়াছে। অনুসন্ধান করিলে তিনি তাহার দোকানে প্রায়শই এই সকল ধাতু-ঘটিত রাসায়নিক পদার্থ দেখিতে পাইবেন, যথা, হিরাকস Sulphate of iron, তুঁতিয়া Sulphate of copper, সোহাগা Biborate of soda, রসাঞ্জন Sulphuret of antimony, সৈন্ধব, বিট, সাম্ভর, সচন ও করকচ প্রভৃতি কয়েক প্রকার লবণ (Different varieties of chloride of sodium) খটিকা Carbonate of lime, সাচিক্ষার A Salt of soda, মনঃশিলা, স্বর্ণমাক্ষি, সমুদ্র-ফেণা (এই তিনের ইউরোপীয় রাসায়নিক নাম নাই) নিশাদল Muriate of ammonia, সবেদা Carbonate of lead, যবক্ষার Nitrate of potash, জাঙ্গাল Diacetate of copper, স্ফটিকারী Sulphate of alumina, এবং শ্বেত তুলিয়া Sulphate of zinc, ইত্যাদি (৩)। এতন্মধ্যে হিরাকস হইতে সমুদ্র-ফেণা পর্য্যন্ত যে সকল পদার্থ, তাহা এ দেশের খনি, পর্ব্বত, তট ও হ্রদ প্রভৃতি স্থানে যেরূপ অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায়, প্রায় সেই রূপ অবস্থায়ই আনীত হইয়া বাজারে বিক্রীত হয়। অপরন্তু, নিশাদল হইতে শ্বেত তুতিয়া পর্য্যন্ত যে সকল সামগ্রী, তাহা খনি প্রভৃতিতে পাওয়া যায় না। তাহা এদেশের নানা স্থানের লোকেরা শিল্পাদি কার্য্যের নিমিত্ত বিবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত করিয়া থাকে। এদেশের কোন্ স্থানের লোকেরা কি রূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা ইহার কোন্ বস্তু প্রস্তুত করিয়া থাকে, তাহার বর্ণনা এরূপ প্রস্তাবের পক্ষে বাহুল্য মাত্র। এখানকার লোকেরা যে কোন্ সময় হইতে এবম্বিধ রাসায়নিক পদার্থ সকল প্রস্তুত করণ পূর্ব্বক শিল্প কার্য্যে প্রয়োগ করিয়া আসিতেছে, তাহা নিশ্চিত রূপে নিরূপণ করা অসম্ভব; কারণ এদেশের পুরাতন ইতিহাসে তদ্বিষয়ে বাক্য ব্যয় মাত্রও নাই। ইতিহাসে উক্ত রাসায়নিক বস্তু গুলি সম্বন্ধে কোন কথা না থাকিলেও তত্তাবতের প্রাচীনত্ব নির্দ্ধারণের আর একটি উপায় আছে। যে শিল্প কার্য্য যে সকল রাসায়নিক সামগ্রী ব্যতিরেকে নিষ্পন্ন হইতে পারে না, তাহা এদেশে যে অবধি, ঐ সামগ্রী গুলিও যে এখানে সেই অবধি প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে, ইহা বলিতে কেহই সঙ্কুচিত হইতে পারেন না। স্বর্ণ রৌপ্যাদি দ্বারা কোন কারু কার্য্য শোভিত অলঙ্কার গঠন করিতে হইলে নিশাদল ও যবক্ষারের নিতান্ত প্রয়োজন; কেন না তদুভয়ের কার্য্যকারিতা ভিন্ন স্বর্ণ বা রৌপ্যের খণ্ড সকল পরস্পর দৃঢ় রূপে সংযুক্ত হইতে পারে না। এদেশের পট বা প্রতিমা চিত্রে যে শ্বেত ও হরিৎবর্ণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা সবেদা ও জাঙ্গাল দ্বারা প্রস্তুত করা হয়। চিত্রকরেরা উক্ত দুই পদার্থ আবার হিঙ্গুল, হরিতাল প্রভৃতির সহিত মিলিত করিয়া অন্যান্য বর্ণও প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইউরোপ হইতে এদেশে লোহিত বর্ণ কার্পাস-সূত্র আসিয়া বিক্রীত হইবার পূর্ব্বে এখানেই উক্ত বর্ণের সূত্র প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইত। এখনও স্থানে স্থানে ঐ রূপ সূত্র অল্প পরিমাণে

(২) তুঁতিয়া (Sulphate of copper) শঙ্খ বিষ (Arsenious acid,) নিশাদল (Muriate of ammonia,) গোদন্ত (Sulphuret of arsenic,) প্রত্যেকের পরিমাণ ২ তোলা, সৈন্ধব (Chloride of sodium,) বিট লবণ (another variety of chloride of sodium) স্ফটিকারী (Sulphate of alumina,) প্রত্যেকের পরিমাণ ৮ তোলা এবং যবক্ষার (Nitrate of Potash) ৩২ তোলা। এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া মৃত্তিকার কোপাতে পূরিয়া বক যন্ত্রে পাক করিবে। কাঁচের পাত্রে যে ঘর্ম্ম চুয়াইয়া পড়িবে তাহাই মহাদ্রাবক। রসচন্দ্রিকা গ্রন্থে আর এক প্রণালীতে মহাদ্রাবক প্রস্তুত করিবার বিধান আছে।

(৩) প্রত্যেক পশারি দোকানে উপরোক্ত দ্রব্য গুলি ভিন্ন মুদ্রাশঙ্খ Oxide of lead, রসকর্পূর ও হিঙ্গুলাদিও পাওয়া যায়, কিন্তু তৎসমুদায় আয়ুর্ব্বেদোক্ত রাসায়নিক দ্রব্য গুলির মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া এস্থলে আর তত্তাবতের পুনরুল্লেখ হইল না। চিকিৎসা ব্যবসায়ী ভিন্ন এ দেশের অন্যান্য লোকেও শিল্প কার্য্যার্থে ঐ সকল সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া থাকে।

প্রস্তুত হইয়া থাকে। কার্পাস-সূত্র উজ্জ্বল লোহিত বর্ণে রঞ্জিত করিবার নিমিত্ত এদেশে যত প্রকার সামগ্রী ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তাহার মধ্যে বকম কাষ্ঠ ও স্ফটিকারীই প্রধান(৪)। এদেশে এই সমুদায় শিল্প যে কত প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহা কি বেদ, কি মনু সংহিতা, কি পুরাণ, যাহাই পাঠ কর, তাহাতেই জানা যাইতে পারে। উক্ত প্রাচীন গ্রন্থ সমূহে উপরোক্ত কয়েক প্রকার শিল্প ভিন্ন আরও অনেকবিধ শিল্পের উল্লেখ আছে। যখন ঐ সকল শিল্পের প্রাচীনত্ব স্থিরীকৃত হইতেছে, তখন তত্তাবতের উপাদান রূপে যে সকল রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তাহা কখনই আধুনিক হইতে পারে না।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

কোন ব্রাহ্মের বিলাপ!

হায়! আমার আত্মা রূপ পক্ষী সদাই মহৎ ও নির্ম্মল সুখ প্রার্থনা করে, আমি অহরহ কি প্রকারে তাহাকে এই নির্ম্মল ও মহৎ সুখ যোগাইতে পারি? তাহা সামান্য অন্নে তৃপ্ত হয় না, দেব দুর্লভ সুধা পান করিতে সদাই ব্যগ্র। আমি জন্ম দুঃখী; রোগে আতুর, শোকে আকুল ও পাপ তাপে জর্জ্জরিত। আমি এই দেব-দুর্লভ সুধা কি প্রকারে তাহাকে সর্ব্বদা প্রদান করিতে পারি? এই মলিন পৃথিবীতে থাকিয়া আত্মা রূপ সুখের পক্ষীর সুখ-বাসনা কি রূপে পূর্ণ করিব আমি ভাবিয়া অজ্ঞান হইয়াছি। পক্ষী শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিতে চায় না। শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া অনন্ত সুখাকাশে উড্ডীয়মান হইবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করে কিন্তু পুনঃ পুনঃ বিফল যত্ন হইয়া ক্লিষ্ট হয়। হায়! এ পক্ষীর প্রকৃতি বিষয়ে যত আমার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য তাহা করিলাম না। কিছু দিন পরে শরীর রূপ পিঞ্জর ভেদ করিয়া তাহা পলায়ন করিবে। আর কবে এই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব? কবে আত্মার মহত্ব পরিজ্ঞাত হইব? কবে জানিব যে আমি সেই অমৃতের পুত্র, অতএব অমৃতের অধিকারী। কবে অমৃত লাভের জন্য সচেষ্টিত হইব। আত্মার উচ্চ বাসনা সকল পর্য্যালোচনা করিয়া এখনো এই জ্ঞান আমার হৃদয়ে উজ্জ্বল রূপে প্রতিভাত হইল না যে পৃথিবী আমার নিবাস নহে; ঈশ্বরই আমার চির বাস স্থান; তিনি আমার পরম গতি, তিনি আমার পরম সম্পদ, তিনি আমার পরম লোক, তিনি আমার পরম আনন্দ।

(৪) হিরাকস তুতিয়া প্রভৃতি খনিজাত পদার্থ দ্বারা যে কি কি শিল্প কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, তাহার উল্লেখ এস্থলে নিষ্প্রয়োজন; কারণ তৎসমুদায় কোন কালেই এদেশীয়দিগের রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন হয় নাই।

বিজ্ঞাপন।

ব্রাহ্ম মহাশয়েরা স্বীয় স্বীয় প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান বর্ত্তমান মাঘ মাসের মধ্যে আদি ব্রাহ্মসমাজে প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

আয় ব্যয়।

অগ্রহায়ণ ১৭৯৬ শক, আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	২৫২৮৶১৫
পূর্ব্বকার স্থিত ...	২৮৭॥ ৫
সমষ্টি	৫৪০।৶
ব্যয়	২৬২।০
স্থিত	২৭৮ ৶

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	৫।/
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৬৯৶
পুস্তকালয়	৮/১৫
যন্ত্রালয়	৫১৮৶
গচ্ছিত	১২৫॥৶
সমষ্টি	২৫২৮৶১৫

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	৭৭ /
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৯২।১৫
পুস্তকালয়	১৮৮৶১০
যন্ত্রালয়	৪৬॥/
গচ্ছিত	২৭।৶১৫
সমষ্টি	২৬২।০

দান প্রাপ্তি।

দানাধারে প্রাপ্ত	৫।/

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাকমাসুল বার্ষিক ছয় আনা। সম্বৎ ১৯৩১। কলিগতাব্দ ৪৯৭৬ ১ মাঘ বুধবার।

301

Registered No 52.

একমেবাদ্বিতীয়ং

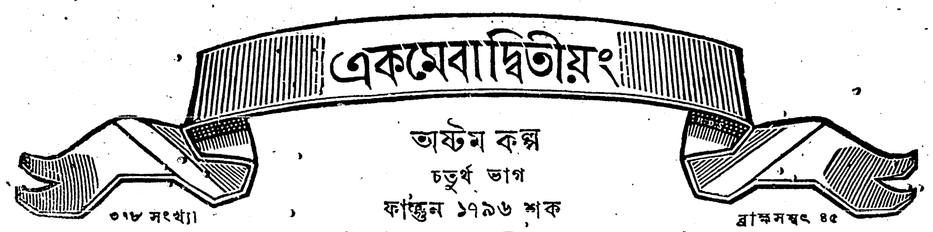

অষ্টম কল্প
চতুর্থ ভাগ
৩৭৮ সংখ্যা। ফাল্গুন ১৭৯৬ শক ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৫

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ।

প্রথম প্রপাঠক।

সপ্তম খণ্ড।

অথাধ্যাত্মং, বাগেবর্ক্ প্রাণঃ সাম তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে বাগেব সা প্রাণোঽমস্তৎ সাম। ১।

‘অথ’ অধুনা ‘অধ্যাত্মং’ উচ্যতে। ‘বাক্ এব ঋক্ প্রাণঃ সাম’, অধরোপরিস্থানত্বসামান্যাৎ প্রাণো ঘ্রাণমুচ্যতে সহ বায়ুনা। ‘বাগেব সা প্রাণোঽমঃ’ ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। ১।

এক্ষণে অধ্যাত্ম উপাসনা উক্ত হইতেছে। বাক্যই ঋক্ প্রাণ সাম। সাম রূপ প্রাণ এই বাক্য রূপ ঋকের উপরে অবস্থিত, এই হেতু ঋকের উপরে সাম গান হইয়া থাকে, এই নিমিত্তে সাম শব্দের অর্দ্ধ যে সা বাক্য তাহার বাচ্য এবং অপরার্দ্ধ যে অম প্রাণ তাহার বাচ্য। এই দুই অর্দ্ধ একত্রিত করিয়া সাম শব্দ হয়। ১।

চক্ষুরেবর্গাত্মা সাম তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে চক্ষুরেব সাত্মামস্তৎ সাম। ২।

‘চক্ষুঃ এব ঋক্ আত্মা সাম’ আত্মেতি ছায়াত্মা তৎস্থত্বাৎ সাম, অন্যৎ পূর্ব্ববৎ। ২।

চক্ষুই ঋক্ আত্মা সাম। সাম রূপ আত্মা এই চক্ষু রূপ ঋকের উপরে অবস্থিত, এই হেতু ঋকের উপরে সাম গান হইয়া থাকে, এই নিমিত্তে সাম শব্দের অর্দ্ধ যে সা চক্ষু তাহার বাচ্য এবং অপরার্দ্ধ যে অম আত্মা তাহার বাচ্য। এই দুই অর্দ্ধ একত্রিত করিয়া সাম শব্দ হয়। ২।

শ্রোত্রমেবর্ঙ্মনঃ সাম তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে শ্রোত্রমেব সা মনোঽমস্তৎ সাম। ৩।

‘শ্রোত্রং এব ঋক্ মনঃ সাম’ শ্রোত্রস্যাধিষ্ঠাতৃত্বান্মনসঃ সামত্বং। অপরং পূর্ব্ববৎ। ৩।

শ্রোত্রই ঋক্ মন সাম। সাম রূপ মন এই শ্রোত্র রূপ ঋকের উপরে অবস্থিত, এই হেতু ঋকের উপরে সাম গান হইয়া থাকে, এই নিমিত্তে সাম শব্দের অর্দ্ধ যে সা শ্রোত্র তাহার বাচ্য এবং অপরার্দ্ধ যে অম মন তাহার বাচ্য। এই দুই অর্দ্ধ একত্রিত করিয়া সাম শব্দ হয়। ৩।

অথ যদেতদক্ষ্ণঃ শুক্লং ভাঃ সৈবর্গথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং তৎ সাম তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে অথ যদেবৈতদক্ষ্ণঃ শুক্লং ভাঃ সৈব সাথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং তদমস্তৎ সাম। ৪।

‘অথ’ যৎ এতৎ অক্ষ্ণঃ শুক্লং ভাঃ সৈব ঋক্ অথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং’ আদিত্যইব দৃকশক্ত্যধিষ্ঠানং ‘তৎ সাম’ অন্যৎ পূর্ব্ববৎ। ৪।

অনন্তর চক্ষুতে যে শুক্লবর্ণ দীপ্তি তাহাই ঋক্ আর যে নীল অথচ অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ দীপ্তি তাহাই সাম। নীলবর্ণ দীপ্তি রূপ সাম এই শুক্লবর্ণ দীপ্তি রূপ ঋকের উপরে অবস্থিত, এই হেতু ঋকের উপরে সাম গান হইয়া থাকে, এই নিমিত্তে সাম শব্দের অর্দ্ধ যে-সা চক্ষুর শুক্লবর্ণ দীপ্তি তাহার বাচ্য এবং অপরার্দ্ধ যে অম চক্ষুর কৃষ্ণবর্ণ দীপ্তি তাহার বাচ্য। এই দুই অর্দ্ধ একত্রিত করিয়া-সাম শব্দ হয়। ৪।

অথ যএষোঽন্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে সৈবর্ক্তৎসাম তদুক্থং তদ্যজুস্তদ্ব্রহ্ম তস্যৈ-তস্য তদেব রূপং যদমুষ্য রূপং যাবমুষ্য গেষ্ণৌ তৌ গেষ্ণৌ যন্নাম তন্নাম। ৫।

'অথ যএষোঽন্তরক্ষিণি পুরুষোদৃশ্যতে' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। 'সৈব ঋক্' অধ্যাত্মং বাগাদ্যা পৃথিব্যাদ্যা চ অধিদৈবতং। প্রসিদ্ধা চ ঋক্ পাদবদ্ধাক্ষরাত্মিকা, তথা সামোক্থসাহচর্য্যাদ্বা স্তোত্রং সাম, ঋক্ শস্ত্রং উক্থা-দন্যৎ, তথা যজুঃ স্বাহা স্বধা বষডাদি সর্ব্বমেব বাক্ যজুস্তৎসএব সর্ব্বাত্মকত্বাৎ সর্ব্বযোনিত্বাচ্চ 'তদ্ব্রহ্ম' ইতি ত্রযোবেদাঃ 'তস্য এতস্য' চাক্ষুষস্য পুরুষস্য 'তদেব রূপং' অতিদিশ্যতে কিং তৎ 'যৎ অমুষ্য' আদিত্য-পুরুষস্য হিরণ্ময়ইত্যাদি অধিদৈবতমুক্তং 'যৌ অমুষ্য গেষ্ণৌ' পর্ব্বণী তাবেব অস্যাপি চাক্ষুষস্য 'গেষ্ণৌ' 'যৎ' চ অমুষ্য 'নাম' উদিতি উদ্গীথ ইতি চ 'তৎ' এব অস্য 'নাম'। ৫।

অনন্তর, চক্ষুর মধ্যে যে এই পুরুষ দেখা যায়, তিনিই ঋক্, তিনি সাম, তিনি উক্থ, তিনি যজু, তিনি ব্রহ্ম। পূর্ব্বোক্ত আদিত্য পুরুষের যে প্রকার রূপ এই চাক্ষুষ পুরুষেরও সেই প্রকার রূপ, যেমন তাঁহার পর্ব্ব সেই রূপ ইহাঁরও পর্ব্ব, তাঁহার যে নাম ইহাঁরও সেই নাম। ৫।

সএষ যে চৈতস্মাদর্ব্বাঞ্চোলোকাস্তেষা-ঞ্চেষ্টে মনুষ্যকামনাঞ্চেতি তদ্য ইমে বীণায়াং গায়ন্ত্যেতং তে গায়ন্তি তস্মাত্তে ধনসনয়ঃ।৬।

'সঃ এষঃ' চাক্ষুষঃ পুরুষঃ 'যে চ এতস্মাৎ' আধ্যা-ত্মিকাদাত্মনঃ 'অর্ব্বাঞ্চঃ' অর্ব্বাগ্গতাঃ 'লোকাঃ' 'তেষা-ঞ্চেষ্টে' মনুষ্যসম্বন্ধিনাঞ্চ কামানাং 'তৎ' তস্মাৎ 'যে ইমে বীণায়াং গায়ন্তি' গায়কাঃ 'তে' 'এতমেব গায়ন্তি' 'তস্মাৎ তে ধনসনয়ঃ' ধনলাভযুক্তাঃ ধনবন্ত ইত্যর্থঃ।৬।

ইহাঁ হইতে অধস্থ যে সকল লোক ইনি তা-হারদিগকে ও মনুষ্যগণের কামনা সকলকে নিয়-মিত করেন। গায়কেরা বীণাতে যে গান করে, সে ইহাঁকেই গান করে, এই নিমিত্তে তাহারা ধন-বান্ হয়। ৬।

অথ যএতদেবং বিদ্বান্ সাম গায়ত্যুভৌ স গায়তি সোঽমুনৈব সএষযে চামুষ্মাৎ পরা-ঞ্চোলোকাস্তাংশ্চাপ্নোতি দেবকামাংশ্চ। ৭।

'অথ যঃ এতৎ এবং বিদ্বান্' যথোক্তং এবং উদ্-গীথং বিদ্বান্ 'সাম গায়তি' 'উভৌ সঃ গায়তি' চাক্ষুষং আদিত্যঞ্চ। তস্যৈবং বিদঃ ফলমুচ্যতে 'সঃ অমুনা এব' আদিত্যেন 'সঃ এষঃ যে চ অমুষ্মাৎ পরাঞ্চঃ লোকাঃ তান্ চ আপ্নোতি' আদিত্যান্তর্গতদেবোভূত্বেত্যর্থঃ 'দেব-কামান্ চ'। ৭।

অনন্তর যে ব্যক্তি ইহাঁকে এই প্রকার জানিয়া সাম গান করেন, তিনি চাক্ষুষ পুরুষ ও আদিত্য পুরুষ উভয়েরই গান করেন এবং আদিত্য হইতে উপরিস্থ যে সকল লোক আদিত্যের সহিত সেই সকল লোক ও দেবতাদিগের কামনা তিনি আ-দিত্য দ্বারা প্রাপ্ত হয়েন। ৭।

অথানেনৈব যে চৈতস্মাদর্ব্বাঞ্চোলোকা-স্তাংশ্চাপ্নোতি মনুষ্যকামাংশ্চ তস্মাদু হৈবং-বিদুদ্গাতা ব্রূয়াৎ। ৮।

'অথ অনেনৈব' চাক্ষুষেণৈব 'যে চ এতস্মাৎ অ-র্ব্বাঞ্চঃ লোকাঃ তান্ চ আপ্নোতি মনুষ্যকামান্ চ' চাক্ষুষো ভূত্বেত্যর্থঃ। 'তস্মাৎ উ হ এবংবিৎ উদ্গাতা ব্রূয়াৎ' যজমানং। ৮।

ইহাঁ হইতে অধস্থ যে সকল লোক ইহাঁর সহিত সেই সকল লোক ও মনুষ্যদিগের কামনা তিনি ইহাঁর দ্বারা প্রাপ্ত হয়েন। সেই নিমিত্তে যে উদ্গাতা এইরূপ জানেন, তিনি যজমানকে ইহা কহিবেন। ৮।

কন্তে কামমাগায়ানীত্যেষ হ্যেব কামা-গানস্যেষ্টে যএতদেবং বিদ্বান্ সাম গায়তি সাম গায়তি। ৯।

কিং ব্রূয়াৎ তদাহ 'কং' ইষ্টং 'তে' তব 'কামং আগায়ানি ইতি' 'এষঃ হি' যস্মাদুদ্গাতা 'কামাগানস্য' উদ্গানেন কামং সম্পাদয়িতুং 'ইষ্টে' সমর্থঃ কোসৌ 'যঃ এতৎ এবং বিদ্বান্ সাম গায়তি' দ্বিরুক্তিরুপাসন-সমাপ্ত্যর্থা। ৯।

তোমার কোন্ কামনা আমি গান করিব? যেহেতু যে উদ্গাতা এইরূপ জানিয়া সাম গান করেন, তিনি গান দ্বারা কামনা সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়েন। ৯।

পঞ্চচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১১ মাঘ শনিবার ১৭৯৬ শক।

প্রাতঃকাল।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের বক্তৃতা।

আহা! অদ্য এই সমাজ মন্দির কি অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত হইয়াছে, কি শান্তি-রসে পরিপূর্ণ হইয়াছে! এখন আমার মনোমধ্যে যে কি অনির্ব্বচনীয় এক প্রকার অদ্ভুত ভাবের উদয় হইতেছে, তাহা বাক্যেতে বর্ণনা করিতে পারিতেছি না। সমাসীন ব্রাহ্মগণের মুখ-মণ্ডলে উৎসাহ ও আনন্দের চিহ্ন দে-খিয়া আমার মন উল্লাসে পরিপূর্ণ হইতেছে। অদ্য কি আনান্দর দিন সমাগত হইয়াছে? পঞ্চচত্বারিংশৎ বর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছে, প্রতি বৎসরই এই মাঘ মাসের একাদশ দিবস আগত হইতেছে, তথাপি আমারদিগের নিকট ইহা প্রতি বর্ষেই নূতন বেশ ধারণ করিয়া আগমন করে, কোনমতেই পুরাতন বোধ হয় না,—কোন প্রকারেই ইহার নূত-নত্ব বিলুপ্ত হয় না। ১৭৫১ শকের মাঘ মাসের এই একাদশ দিবসে এদেশে যে কি অনির্ব্বচনীয় অপূর্ব্ব বৃক্ষের অঙ্কুর আরোপিত হইয়াছিল, আমরা অদ্যাপি তাহার অমৃত ফল আস্বাদ করিয়া সুখলাভে পরিতৃপ্ত হই-তেছি এবং ভবিষ্যৎকালবর্ত্তি লোকেরাও অব্যাহত চিত্তে ইহা লাভ করিয়া যে সুখী হইবে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

মনুষ্য মাত্রের অন্তঃকরণে এই অভিলাষ যে নিরন্তর সুখ হউক, দুঃখ যেন লেশ মাত্রও না হয়। কিন্তু কয় ব্যক্তি প্রকৃত সুখের পরিচয় পাইয়াছে? কত লোকে সু-খান্বেষণে সমস্ত জীবন ক্ষয় করে। কেহ বা অস্থায়ী ক্ষণভঙ্গুর বিষয় রাশিকে স্থায়ী সু-খের কারণ জানিয়া তাহাতেই হৃদয় মন সমর্পণ করে। তাহারা দেখিয়াও দেখে না যে আনন্দ-স্বরূপ ঈশ্বরই নিত্য ও নিরতিশয় সুখের আস্পদ। ধনী কি দরিদ্র, পণ্ডিত কি মূর্খ, স্ত্রী কি পুরুষ, এই সুখ রত্ন উপার্জ্জন করা সকলেরই সাধ্যায়ত্ত। ঈশ্বরকে হৃদয়ে রক্ষা করিতে পারিলেই আমরা প্রকৃত সুখে সুখী হইতে পারি। সেই প্রকৃত সুখ লাভের এক মাত্র উপায় ব্রাহ্মধর্ম্ম। সাংসারিক দুঃখ বিপত্তির মধ্যে আত্মাকে সুখী করিবার নিমিত্তেই ঈশ্বর আমারদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রদান করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম এক মাত্র সত্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্মধর্ম্ম সর্ব্ব সাধারণের সাধারণ—অবিভাজ্য সম্পত্তি। ইহা উন্নত প্রাসাদে রাজার সম্পত্তি, পর্ণকুটীরে দরিদ্রের সম্পত্তি, গ্রন্থালয়ে পণ্ডিতের সম্পত্তি এবং বর্ণ-জ্ঞান-শূন্য কৃষকেরও সম্পত্তি। ইহা দেশ বিশেষ কি কাল বিশেষ কি জাতি বিশেষ কি অবস্থা বিশেষ কি সম্প্রদায় বিশেষে আবদ্ধ নহে। ইহা সকলেরই নিজস্ব ধন। ইহা প্রত্যেকের আত্মাতেই মুদ্রিত রহিয়াছে। স্বয়ং ঈশ্বরই ইহার উপদেষ্টা। ইহা অনন্ত কাল স্থায়ী, সুতরাং ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালের মনুষ্য মাত্রেরই ইহাতে সম্পূর্ণ অধিকার। ইহা সকল আত্মাকেই সেই মহান্ আত্মার সহিত যোগ নিবদ্ধ করিয়া ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণ করে।

ঈশ্বর মনুষ্যের প্রকৃতির সহিত ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে অনুস্যূত করিয়া প্রকৃতির মধ্যেই ইহাকে নিয়মিত করিয়াছেন। বুদ্ধি-বৃত্তি ও অন্তরাত্মার সহায়তায় অনুসন্ধানে অবগাহন

করিলে আপনার প্রকৃতির মধ্যেই ব্রাহ্মধর্ম্মের স্নিগ্ধকর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ঈশ্বর আপনার স্বরূপ লক্ষণে এই ব্রাহ্মধর্ম্মের অবয়ব সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং সত্য স্বরূপ, তাঁহার ধর্ম্মও নিরতিশয় সত্য। তিনি নির্ব্বিকার, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মও কখন বিকৃত হইবার নহে। তিনি সকল দেশ ও সকল কালে বিদ্যমান, তাঁহার ধর্ম্মও দেশ কালে আবদ্ধ হয় না। তিনি ধনী দরিদ্র, বালক বৃদ্ধ, স্ত্রী পুরুষ, সকলেরই নিকট নির্ব্বিশেষ ভাবে অবস্থান করেন, তাঁহার ধর্ম্মও সেই রূপ। তিনি স্বয়ং উদার, তাঁহার ধর্ম্মও তদ্রূপ। তিনি স্বয়ং পরিপূর্ণ, তাঁহার ধর্ম্মেও অপূর্ণ ভাবের লেশ মাত্র নাই। যাহারা এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে অপূর্ণ মনে করে; তাহারা ঈশ্বরকেই অবমাননা করে। যাহারা এই ব্রাহ্মধর্ম্মের দোষানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা ঈশ্বরের স্বরূপেই দোষারোপ করিয়া থাকে। মনুষ্যের নিজের অপূর্ণতা যতই হ্রাস হইতে থাকিবে, ততই সে ইহার জীবন্ত পূর্ণভাব প্রত্যক্ষ করিয়া আত্মাকে কৃতার্থ করিতে পারিবে।

এই ঈশ্বর-দত্ত বিশ্বজনীন পূর্ণ ধর্ম্ম আমাদিগের পৈতৃক ধর্ম্ম। আমাদেরই পূর্ব্ব পুরুষ শান্ত-প্রকৃতি প্রাচীন ঋষিদিগের স্বাভাবিক জ্ঞান হইতেই এই ব্রাহ্মধর্ম্ম বিনিঃসৃত হইয়াছে। আমরা যত কাল জীবিত থাকিব, দেহের ছায়ার ন্যায় ততকাল ইহা আমারদিগের সহচর থাকিবে—কস্মিন্‌কালে ইহাকে প্রাণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিব না। অতএব সেই পুরাতন ঋষিদিগের ন্যায় আমাদেরও শান্ত-প্রকৃতি হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। শান্ত সমাহিত না হইলে ঈশ্বরের স্বরূপ আত্মাতে প্রতিভাত হয় না। আমারদিগের দুরন্ত দুষ্প্রবৃত্তি সকলকে দমন করিতে না পারিলে আমরা কখনই ঈশ্বরের সন্নিকর্ষ লাভ করিতে সমর্থ হইব না। ঋষিরা পুনঃ পুন বলিয়া গিয়াছেন, শান্ত সমাহিত না হইলে কেবল জ্ঞান মাত্র দ্বারা ঈশ্বরকে কখনই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। "নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ। নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ।" ঋষিরা ঈশ্বরকে শান্তভাবে উপাসনা করিতেন, অথচ ঈশ্বরের প্রতি তাঁহাদিগের প্রগাঢ় প্রীতি ছিল। আমরা তাঁহাদিগের অনুকরণে শান্তভাবে—পবিত্রভাবে ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইলেই তিনি আমারদিগকে আলিঙ্গন করিবেন।

ঈশ্বরের উপাসনায় বিবেক ও বৈরাগ্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়। বিবেক যেমন আত্মাকে পাপ হইতে মুক্ত করিয়া—পবিত্র করিয়া শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ ঈশ্বরের জন্য প্রস্তুত করে, বৈরাগ্যও সেই রূপ আত্মাকে মোহ ও সংসারাশক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পরলোকের জন্য—অনন্ত জীবনের জন্য প্রস্তুত করে। সংসারের কি মোহিনী শক্তি! বিষয়ের কি অনতিক্রমণীয় আকর্ষণ! তাহারদিগকে অস্থায়ী জানিয়াও তাহারদিগের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা তাহাতেই জীবন মন সমর্পণ করিতেছি। কিন্তু যখন আমরা বিবেক ও বৈরাগ্যের আশ্রয় লই, তখনি সংসারের অনিত্যতা ও বিষয়ের অপূর্ণতা সম্যক্ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহাদের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করি এবং প্রকৃত কল্যাণের উদ্দেশে ব্রহ্ম সাধনে প্রবৃত্ত হই।

হে করুণাময় পবিত্র পরমেশ্বর! আমি তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, তোমারি প্রদত্ত এই জীবন তোমার পবিত্র চরণে প্রত্যর্পণ করিতে সমাগত হইয়াছি। হে জীবন নাথ! আমি বার বার পরীক্ষায় জানিতেছি, যে, তোমা-ভিন্ন যে জীবন, তাহা মৃত্যু-সমান, তথাপি কেন আমি পুনঃ পুন সংসারে মুগ্ধ

হই, দশ দিক্ অন্ধকার দেখি। হে জ্যোতির জ্যোতি! তুমি সেই অন্ধকার হইতে আমাকে তোমার পবিত্র জ্যোতিতে লইয়া যাও। তোমার নিকট এই প্রার্থনা যে আমি যেন তোমাকে "করতলন্যস্ত ফলের ন্যায় প্রত্যক্ষ রূপে লাভ করিতে পারি। হে অন্তর্যামি অমৃত পুরুষ। আমি আমার নিজ আত্মার ত্রুটি সকল আলোচনা করিয়া তাহারদিগকে ব্রহ্মাগ্নিতে দগ্ধ করিবার জন্য তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি এবং শ্রদ্ধার সহিত তোমার চরণে কৃতজ্ঞতা কুসুমের অঞ্জলি দিবার জন্য তোমার দ্বারে উপনীত হইয়াছি, তুমি আমাকে বিবেক ও বৈরাগ্য বলে শান্ত সমাহিত করিয়া তোমার স্বরূপ দর্শনে অধিকারী কর এবং মুক্তির সোপান প্রদর্শন কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

সায়ংকাল।

শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা।

আজ আমারদিগের মহোৎসব—আজ বঙ্গ দেশ আনন্দ-ধ্বনিতে পরিপূরিত হইয়াছে—চতুর্দ্দিকেই মঙ্গল গীত গগনকে পরিপূর্ণ করিয়াছে। এই জন-সমাকীর্ণ সভা, এই আলোকময় প্রাঙ্গন যে মহানন্দের পরিচয় দিতেছে, সেই আনন্দের আকর কোথায়? এই মহোৎসব কিসের নিমিত্ত? এই আনন্দের আকর জড় জগতে নাই, এই মহোৎসবের কারণ পার্থিব কোন বিষয় নহে। এই আনন্দের মূল সেই পরমানন্দে নিহিত রহিয়াছে; ইহার কারণ সেই আদি কারণ অনাদি অনন্ত পরমেশ্বর, তাঁহার পূজাই এই উৎসবের উদ্দেশ্য। কিন্তু যিনি কেবল বাহ্য সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছেন—যিনি কেবল এই আলোকময় সভার শোভা সন্দর্শনেই আপনাকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিতেছেন—যিনি কেবল বাহিরের আনন্দেই পুলকিত হইতেছেন—যিনি কেবল এই জন-সমাকীর্ণ সভার বাহ্য আড়ম্বরকেই অদ্যকার উৎসবের শেষ মনে করিতেছেন; তিনি এই মহোৎসবের প্রকৃতভাব কিছুই বুঝিতে পারেন নাই—তিনি মণি মুক্তাদি অন্বেষণে সমুদ্র তীরে আসিয়া, অগাধ জলধি জলের উপরে ভাসিতেছেন মাত্র, রত্নগর্ভের তল স্পর্শ করিয়া রত্ন রাজি সংগ্রহে বঞ্চিত রহিয়াছেন—চিরপোষিত আশার সাফল্য লাভ করিতে সমর্থ হইতেছেন না। এই সমস্ত বাহ্য শোভা, বাহিরের উল্লাস, আত্মার সৌন্দর্য্যের—আমাদিগের মূল আনন্দের ছায়া মাত্র, তাহা প্রকৃত পদার্থ নহে। ভ্রমান্ধ হইয়া ছায়াকে প্রকৃত পদার্থ জ্ঞান করিলে আমাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য সংসাধনের আশা বিফল হইবে। যে আলোক ইন্দ্রিয়ের অগোচর, যে আনন্দের দ্বারা আত্মা স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, যে সৌন্দর্য্য এবং আনন্দ অনন্ত দেশব্যাপী ও অনন্ত কাল স্থায়ী, তাহার প্রাপ্তিই আমাদিগের অদ্যকার মহোৎসবের উদ্দেশ্য। ঈশ্বর-জ্যোতির্দ্বারা আত্মাকে আলোকিত করিবার ও ঐশ্বরিক ভাবে আত্মাকে পরিপূরিত করিবার নিমিত্তই আমরা এখানে সমাগত হইয়াছি। বাহিরের আলোক প্রহর কাল পরেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে, ক্ষণ বিলম্বে এই কোলাহল পরিপূর্ণ সভা নিস্তব্ধ ও জন শূন্য হইবে; কিন্তু ঈশ্বরালোকে প্রদীপ্ত আত্মা কখনই তমসাচ্ছন্ন হইবে না, ঈশ্বর ভাবে পুলকিত আত্মা কখনই নিরানন্দ হইবে না, ঈশ্বর-প্রেমপূর্ণ হৃদয় কখনই শূন্য হইবে না। সেই আলোক এক্ষণে যাঁহাদিগের আত্মাকে আলোকিত করিতেছে, যাঁহাদিগের মনে ঈশ্বর-জ্যোতিঃ প্রতিভাত হইতেছে, যাঁহাদিগের নিমীলিত নয়ন আত্মার অন্তরতম প্রদেশে

সেই জ্যোতির্ম্ময়ের অচিন্ত্য অব্যক্ত শোভা দৃষ্টি করিতেছে, যাঁহাদিগের আত্মা ঈশ্বর-প্রেমে পূর্ণ হইয়াছে, যাঁহারা আপন আপন আত্মাতে সেই পরমাত্মার পূর্ণ প্রীতি ও মঙ্গল ভাব ধারণ করিয়াছেন, যে পরমানন্দের কণা মাত্র আনন্দকে জীব সকল উপভোগ করে, সেই পরমানন্দে যাঁহাদিগের আত্মা পুলকিত হইয়াছে, তাঁহারাই অদ্যকার এই মহোৎসবের প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই ইহার যথার্থ ফলোপভোগী। এই দীপমালার আলোক এই মুহূর্ত্তেই নির্ব্বাণ হইতে পারে, পৌর্ণমাসির সুধাংশুর সুশীতল কর রাশির হ্রাস হইতে পারে, উজ্জ্বল নক্ষত্র মণ্ডলী দীপ্তি-হীন হইতে পারে; দিবাকরের প্রখর জ্যোতিঃ ম্রিয়মাণ হইতে পারে, সৌরজগৎ এক কালে তমসাচ্ছন্ন হইতে পারে, কিন্তু সেই নিত্য নিরঞ্জন পবিত্র জ্যোতিঃ যে আত্মাতে প্রকাশিত হইয়াছে, সে আত্মা কখনই আলোক-শূন্য হইবে না, তাহার আনন্দের কখনই হ্রাস হইবে না।

এই অনন্ত আনন্দের—এই পূর্ণ জ্যোতির উল্লেখ এখানে কি নিমিত্ত করিতেছি; সেই পরমানন্দের সহিত অদ্যকার এই মহোৎসবের কি সম্বন্ধ? তদ্বিষয়ের পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলে প্রবেশ করিবার প্রথম উদ্যমেই দেখিতে পাই যে "ব্রহ্মজ্ঞান-রূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই হৃদয়ে নিহিত আছে"। ব্রহ্মজ্ঞানকে অগ্নির সহিত কি নিমিত্ত তুলনা করা গেল, উভয়ের মধ্যে কোন্ বিষয়ে সাদৃশ্য আছে? তাহাতে দৃষ্ট হয় যে অগ্নির গুণ ত্রিবিধ এবং সেই তিনটি গুণই ব্রহ্মজ্ঞানে বর্ত্তমান আছে। অগ্নির প্রথম গুণ উত্তাপ দান; উত্তাপ না থাকিলে জড় জগতে কি জীব কি উদ্ভিদ কিছুই জীবিত থাকিতে পারিত না। সেই রূপ ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতিরেকে আত্মা জীবিত থাকিতে পারে না; ব্রহ্মজ্ঞানই আত্মার জীবন, ইহাই আত্মার প্রাণ বায়ু, ব্রহ্মজ্ঞান শূন্য আত্মা নির্জ্জীব চেতনাবিহীন অসার পদার্থ। যদি ব্রহ্মজ্ঞান রূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই হৃদয়ে নিহিত না থাকিত; তাহা হইলে মনুষ্যের আত্মা আছে এ কথা বলিতে পারিতাম না। এই নিরুপম স্বর্গীয় ব্রহ্মজ্ঞানই মনুষ্যকে পশু হইতে প্রভেদ করে এবং আমাদিগকে মনুষ্য নামের যোগ্য করে।

অগ্নির দ্বিতীয় গুণ জ্যোতিঃ অগ্নির এই গুণের প্রভাবেই অন্ধকার দূর হয় এবং তমসাচ্ছন্ন জগৎ আলোক প্রাপ্ত হয়। সেই রূপ ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা আত্মার অন্ধকার নষ্ট হয়। ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা আত্মা যে আলোক প্রাপ্ত হয়, তাহাতেই আমরা ঈশ্বরের স্বরূপ অবগত হই। সেই স্বর্গীয় আলোকই আমাদিগের হিতাহিত জ্ঞানের প্রধান কারণ। ইহার সাহায্য ব্যতিরেকে আমরা পাপ ও পুণ্যের ইতর বিশেষ করিতে বা পুণ্য পথের পথিক হইতে সমর্থ হই না। অন্ধের দীপ যে প্রকার অকর্ম্মণ্য ব্রহ্মজ্ঞানালোক-বিহীন আত্মার পক্ষে পাপপুণ্য কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নির্ব্বাচনও সেই রূপ ফল-হীন।

অগ্নির তৃতীয় গুণ দাহিকা শক্তি। এই শক্তি প্রভাবে অসার অপদার্থ দ্রব্য সমস্ত দগ্ধ হয় খনিস্থ স্বর্ণ অগ্নি স্পর্শে কৃত্রিমতার ভাগ পরিত্যাগ করিয়া সংস্কৃত হয় এবং উজ্জ্বল কান্তি ধারণ করে। ব্রহ্মজ্ঞানের প্রভাবেও সেই রূপ আত্মার মালিন্য দূর হয়, ইহার প্রভাবেই মানবাত্মা কপটতা ও অসার পদার্থ সমস্ত ত্যাগ করত বিশুদ্ধ ভাব প্রাপ্ত হয় এবং পাপ তাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বীয় স্বাভাবিক সমুজ্জ্বল কান্তি ধারণ করে। যিনি ভূমা এবং মহান্ ব্রহ্ম-পরায়ণ সাধক তাঁহাকে আত্মাতে আবির্ভূত দেখিয়া আর ক্ষুদ্র বিষয়ের জন্য শোক করেন না।

যদিও এই প্রকার বিবিধ ফল-প্রদায়ক সর্ব্ব গুণাকর স্বর্গীয় ব্রহ্মজ্ঞান সকলের হৃদয়ে নিহিত আছে এবং ব্রহ্মের অনন্ত মঙ্গল ভাব সকলের আত্মাতে অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, কিন্তু যেমন কেবল মাত্র অগ্নির সত্ত্বাতে তাহার গুণত্রয় উপলব্ধ হয় না, তাহাকে কার্য্যোপযোগী করিবার নিমিত্ত তাহাকে সর্ব্বদা প্রদীপ্ত রাখা আবশ্যক, যেমন কেবল মাত্র পুস্তকস্থিত বাক্যের দ্বারা মনুষ্যেরা উপকার প্রাপ্ত হয় না, তাহা পাঠ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় দেখা যায়, সেই রূপ মানব-হৃদয়-নিহিত ব্রহ্মজ্ঞানকে সর্ব্বদা উদ্দীপ্ত না রাখিলে,—আত্মাতে লিখিত অবিনশ্বর অক্ষর গুলি সর্ব্বদা মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ না করিলে তাহা ফলদায়ক হয় না। যাহাতে বঙ্গবাসীগণ এই স্বর্গীয় অগ্নিকে স্বীয় হৃদয়ে সর্ব্বদা প্রজ্বলিত রাখিতে পারেন, যাহাতে তাঁহাদিগের আত্মা ঈশ্বর ভাবে পরিপূরিত ও সেই অনাদি অনন্ত জ্যোতির্ম্ময়ের বিমল নিত্য জ্যোতিতে সর্ব্বদা প্রদীপ্ত থাকিয়া দেশ বিদেশে বিশুদ্ধ আলোক প্রকাশ করিতে পারে এবং যাহাতে আমাদিগের আত্মার মালিন্য দূর ও পাপরাশি ভস্মীভূত হয়, এই নিমিত্ত পঞ্চচত্বারিংশৎ বৎসর গত হইল মাঘ মাসের একাদশ দিবসে পবিত্র ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হয়। বঙ্গবাসিগণকে পৌত্তলিকতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার পথ যে দিবস প্রথম উদ্ভাবিত হয়, যে দিনে বঙ্গবাসিগণের আধ্যাত্মিক স্বাতন্ত্র্যের প্রথম সূত্রপাত হয়, সেই দিবসকে চির-স্মরণীয় রাখিবার নিমিত্ত এই পঞ্চচত্বারিংশৎ বর্ষ কাল প্রতি বৎসর ১১ মাঘে ব্রাহ্মগণ এই প্রকার মহোৎসবে উৎসাহিত হয়েন, এই প্রকার মহানন্দে পরিপূরিত হইয়া উষা কাল হইতে অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত সর্ব্ব-মঙ্গল-স্বরূপ পরমপিতা বিশ্ব-বিধাতার পূজায় ও পবিত্র ব্রাহ্মসমাজের জয় ঘোষণায় প্রবৃত্ত থাকেন। অদ্য আমাদিগের পুনরায় সেই দিন উপস্থিত; ইহার পূর্ব্বেও যদি কখন দয়াময় পিতাকে ভুলিয়া থাকি, যদি তাঁহার নিয়মিত ধর্ম্ম-পালনে উপেক্ষা করিয়া থাকি, যদি তাঁহার আহ্বানে মনোযোগ না দিয়া থাকি; কিন্তু অদ্য কোন মতেই তাঁহাকে ভুলিতে পারিব না। কোন ব্রাহ্মের হৃদয় এখনও এরূপ শুষ্কহয় নাই যে অদ্য ভক্তি রসে আর্দ্র না হইবে; ব্রাহ্মের আত্মা এখনও এরূপ কঠোর হয় নাই যে অদ্য ঈশ্বর-প্রেমে পরিপূরিত না হইয়া ক্ষান্ত থাকিবে। ঈশ্বর-প্রদত্ত প্রাকৃতিক সহানুভূতি মানব আত্মাতে এতই প্রবল যে ভক্তি-রসে হৃদয়কে পূর্ণ না করিয়া যদিও কেহ এখানে আসিয়া থাকেন, এখন পর্য্যন্তও যদ্যপি কাহারও আত্মা ঈশ্বরের নিমিত্ত—আমাদিগের জীবনের জীবনের নিমিত্ত ব্যাকুল না হইয়া থাকে, এখনও যদি কাহারও আত্মা শূন্য হইয়া থাকে; তাহা হইলেও ব্রাহ্ম ভ্রাতাগণের আন্তরিক প্রীতি ও প্রেম পূর্ণ হৃদয় দৃষ্টে তাঁহার আত্মা ক্ষণ কাল মধ্যেই যে উপাসনার ভাবে পরিপূরিত ও পরম পিতা পরমেশ্বরের জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইবে তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। এক জনের অকৃত্রিম আন্তরিক প্রীতি শত শত ব্যক্তির আত্মাকে ঈশ্বরের দিকে লইয়া যাইতে পারে, এক জনের পবিত্র উৎসাহ সহস্র সহস্র ব্যক্তির আত্মাকে উৎসাহে পরিপূরিত করিতে পারে। তবে যখন এখানে শত শত ব্যক্তিকে ঈশ্বর-প্রেমে ও ভক্তি রসে পরিপূর্ণ দেখিব, সহস্র সহস্র ব্যক্তির মুখে আনন্দের ও উৎসাহের চিহ্ন প্রতিভাত দেখিব, ভূমা ঈশ্বরের নিমিত্ত ব্যাকুলতা সকল হৃদয়েই প্রকাশিত হইবে, তখন আর আমাদিগের আত্মা কখনই ঔদাস্য বা নিরুৎসাহের ভাব অবলম্বন করিতে পারিবে না,

সকলে নিশ্চয়ই ঈশ্বর প্রেমে মগ্ন হইয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতে থাকিবেন। কিন্তু ক্ষণ কালের নিমিত্ত এই স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিলেই কি আমাদিগের অদ্যকার উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ ফল লাভ হইবে? মুহূর্ত্ত কালের নিমিত্তও আত্মাকে ঈশ্বর-ভাবে পরিপূরিত করার ফল সামান্য নহে, একথা অবশ্য স্বীকার্য্য; কিন্তু অনন্ত জীবনের মধ্যে প্রহর কাল বা এক দিবস ঈশ্বরে অর্পিত হইলেই যে আমাদিগের কর্ত্তব্যের শেষ হইল,—সেই স্বল্প কালের নিমিত্ত আত্মা পরমানন্দে নিমগ্ন হইলেই যে আমাদিগের চির জীবনের লক্ষ্য সংসাধিত হইল—পাদ মাত্র গমন করিতে পারিলেই যে অনন্ত পথের দূরতার পর্য্যবসান হইল—এক দিবসের অন্ন পানেই যে চির দিনের ক্ষুধা তৃষ্ণার শান্তি হইল, এমন কথা আমরা কখনই মনে করিতে পারি না। তবে কি এই মহোৎসাহ, অদ্যকার এই পূর্ণ প্রীতি ও অপার আনন্দ নিষ্ফল? তবে কি এসমুদায়ই অকর্ম্মণ্য? কোন মতেই নহে। ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ কর, ইহার গূঢ় ভাব হৃদয়ে ধারণ কর, এখনই বুঝিতে পারিবে যে করুণাময় পিতা কি অভেদ্য দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খলের দ্বারা অতীব সূক্ষ্ম পদার্থ সকলকে অনন্তের সহিত বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন—আমাদের প্রতি দিবসের, প্রতি মুহূর্ত্তের কার্য্যের সহিত আমাদিগের অনন্ত জীবনের সুখ শান্তি ও উন্নতির সংযোগ বিধান করিয়াছেন; কি আশ্চর্য্য কৌশলে অদ্যকার এই মহোৎসবকে আমাদিগের নিত্য নির্ম্মল আনন্দের সোপান করিয়াছেন। যাঁহার আত্মা ঈশ্বর ভাবে কখন পরিপূরিত হয় নাই; যে হৃদয় পরম কারুণিক পিতার অপার করুণা ও পূর্ণ মঙ্গল ভাব কখন অনুভব করে নাই; যে ব্যক্তি সেই পরমানন্দের কণা মাত্র আনন্দ কখন উপভোগ করেন নাই, ঈশ্বরের নিমিত্ত ব্যাকুলতা ও তাঁহার পূর্ণ-প্রেম সম্ভোগের বলবতী ইচ্ছা তাঁহার আত্মাতে কখনই স্থান পায় না। কিন্তু অদ্যকার এই মহোৎসবে যখন তাঁহার আত্মা ঈশ্বরের পরম মঙ্গল স্বরূপের ভাবে পরিপূরিত হইবে, যখন তাহা সেই অপার আনন্দের সুমধুর স্বাদ প্রাপ্ত হইবে, যখন প্রীতি ও প্রেম পূর্ণতার অসদ্ভাব দূরীকৃত হইয়া আত্মাকে বিশুদ্ধ ব্রহ্মানন্দের উপভোগী করিবে, যখন ঈশ্বর-জ্যোতিঃ তমসাচ্ছন্ন আত্মার অন্ধকার দূর করত হীন চিন্তা ও দুর্ব্বল আকাঙ্ক্ষা সমূহের অসারতা দেখাইয়া দিবে; তখন কি আর তিনি মুহূর্ত্তের নিমিত্তও ঈশ্বরকে ভুলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন? তখন, এত দিন যে জীবনের জীবন শূন্য হইয়া বৃথা কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন, তজ্জন্য প্রবল আত্মগ্লানিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকিবে; স্বর্গীয় অনুতাপ আত্মার অসারতা ও চিত্তের জঘন্য ভাব সমুদায় দগ্ধ করিয়া তাহাকে পূর্ণ প্রীতি ও পবিত্র ব্রহ্মানন্দ উপভোগের উপযোগী করিবে এবং পথ-ভ্রান্ত পথিককে সৎপথে আনয়ন করিয়া ঈশ্বর-প্রীতির মনোহর কান্তি ও নিরুপম সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিতে থাকিবে। আমরা সকলে তখন পূর্ণ-প্রীতি ও ঈশ্বরের অপার করুণা উপভোগে বিগত-শোক হইয়া প্রেম-পূর্ণ ও পবিত্র হৃদয়ে আধ্যাত্মিক অসীম আনন্দ ও নিত্য শান্তি লাভ করিব এবং যাহাতে সেই পরমানন্দ ও বিশুদ্ধ শান্তি ইহ লোকে ও পরলোকে চিরকাল সমভাবে সম্পূর্ণ রূপে উপভোগ করিবার উপযুক্ত হই, তজ্জন্য অহরহ পরম পিতার অপার করুণা ও পূর্ণ মঙ্গল-স্বরূপ চিন্তনে প্রবৃত্ত থাকিব এবং ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ ও তাঁহাতে পূর্ণ প্রীতি অর্পণ করতঃ যাহাতে সকল কালে, সকল অবস্থাতে, সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনে রত থাকিয়া প্রকৃত-রূপে পবিত্র ব্রাহ্ম নামের যোগ্য হইতে পারি তজ্জন্য সচেষ্ট ও কৃত-সংকল্প হইব।

অদ্যকার মহোৎসবের এ প্রকার মাহাত্ম্য; ইহার সহিত আমাদিগের জীবনের লক্ষ্য সাধনের উপায়ের এরূপ গূঢ় সম্বন্ধ। এই উৎসবের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক দিকে যেমন আমরা আমাদিগের বিগত জীবনের অসারতা ও ঈশ্বর-শূন্যতা দৃষ্টে শোক-সন্তপ্ত হই, অতীত কালের পাপের নিমিত্ত আত্মগ্লানিতে পরিপূর্ণ হইয়া অনুতাপিত হৃদয়ে পরম পিতার সন্নিধানে উপস্থিত হই, সেই রূপ তাহার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বমঙ্গলময় বিশ্ব-বিধাতার অপার করুণা ও পূর্ণ-প্রীতির সমাগমে পাপ তাপ বিমুক্ত হইয়া অনির্ব্বচনীয় শান্তি ও অপরিসীম আনন্দ উপভোগ করিতে থাকি। পিতাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া পূর্ণ-প্রীতি সহকারে তাঁহাতে আত্ম-সমর্পণ করত সিদ্ধকাম হই এবং আর যেন তাঁহা হইতে বিচ্যুত হইতে না হয়, যেন সংসারের কোন প্রকার প্রলোভনে আমাদিগের হৃদয়ের পরম ধন হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে না পারে, তজ্জন্য বিশ্বাস রূপ কবচ দ্বারা আত্মাকে দৃঢ় বদ্ধ করি এবং স্বর্গীয় পূর্ণ প্রীতি ও বিশ্ববিজয়ী বিশ্বাসের দ্বারা আত্মাকে উন্নত ও ভক্তি-রস-পূর্ণ করিয়া অবিচলিত চিত্তে, অপরাজিত হৃদয়ে, ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট পথের পথিক হই।

অদ্যকার এই মহোৎসবের ফল এ প্রকার পূর্ণ; ইহার উদ্দেশ্য এবম্বিধ মহান্। ইহা জাতি বিশেষে আবদ্ধ বা ব্যক্তি সাপেক্ষ নহে। যেমন ব্রাহ্ম ভ্রাতাগণ ঈশ্বর-প্রেমে হৃদয় মনকে পরিপূর্ণ করত সেই পরম পিতার পূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা যেমন পরব্রহ্মের উপাসনায় হৃদয় মন ও আত্মাকে নিয়োগ করিয়া জীবনের সাফল্য লাভ করিতেছেন এবং পবিত্র ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হইয়া চিত্তকে পুলকিত করিতেছেন, ব্রাহ্ম-ভগিনীগণও সেই রূপ ঈশ্বর-কাম হইয়া প্রীতি পূর্ণ হৃদয়ে এই মহোৎসবে যোগ দিয়া, করুণাময় পিতার পরম মঙ্গল-স্বরূপ চিন্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ও তাঁহার প্রদত্ত পূর্ণ শান্তি ও পবিত্র আনন্দ উপভোগে বীত-শোক হইয়া, ঈশ্বরের অপার মহিমা ও অপরিসীম করুণার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন। যেমন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণাবধি সেই পবিত্র ধর্ম্ম যত্ন সহকারে রক্ষার ও তাহা দেশ বিদেশে প্রচারের ভার প্রত্যেক ব্রাহ্মের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, সেই রূপ করুণাময়ের করুণা প্রভাবে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মকে বদ্ধ-মূল করার ও তাহার উন্নতি সাধনের গুরুতর ভার ব্রাহ্মিকাদিগেরই হস্তে অর্পিত হইয়াছে। পরম কারুণিক পরমেশ্বর নারী-হৃদয়কে পবিত্রতার উৎস, ঈশ্বর-প্রেমের আধার, নিরুপম শান্তির আকর এবং অচলা ভক্তির জীবন্ত দৃষ্টান্ত স্বরূপ করিয়াছেন। সুকুমার নারী-হৃদয়ে স্বর্গীয় বিশ্বাস এরূপ বদ্ধমূল যে প্রবল বাত্যা বা ঝঞ্ঝা বায়ু যতই বল প্রকাশ করুক না কেন তাহাকে কোন মতেই শিথিল করিতে সমর্থ হইবে না।

বিশেষতঃ মাতাই শিশু সন্তানের মনে ধর্ম্মের বীজ সর্ব্বাগ্রে বপন করেন; মাতৃ স্তন্যের সঙ্গে সঙ্গে শিশু ঈশ্বরের ভাব, ধর্ম্মের আদর্শ প্রাপ্ত হয় এবং শিশু-হৃদয়ে যে বীজ অঙ্কুরিত হয়, তাহা অনায়াসে দূরীকৃত হয় না। ইহাতে বঙ্গ-সন্তানগণ প্রথমাবধিই যদি মাতার নিকট হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম বীজে দীক্ষিত না হইয়া অন্য কোন প্রকারের শিক্ষা পাইতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে সে যে পরে সহজে ব্রহ্ম পরায়ণ হইবে, ইহা কোন মতেই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। কা-

যেই যে পর্য্যন্ত পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রাহ্মিকাগণের হৃদয়ে বদ্ধমূল না হইবে; যে পর্য্যন্ত বঙ্গ মহিলাগণ এক মাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসক না হইবেন এবং এক মাত্র পরমেশ্বরে হৃদয় মন সমুদায় অর্পণ না করিবেন, সে পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্যক্তি বিশেষের ধর্ম্ম হইতে পারে কিন্তু বঙ্গদেশের ধর্ম্ম হইবে না। ভারতবর্ষে পৌরাণিক ধর্ম্ম যে অদ্যাপি বিরাজ করিতেছে সে কি জন্য? কেবল এই নিমিত্ত যে ভারত মহিলার হৃদয় হইতে পৌত্তলিক ধর্ম্মের প্রগাঢ় ভাব এপর্য্যন্ত তিরোহিত হয় নাই। অন্যান্য দেশে চির প্রথানুগত জাতীয় ধর্ম্মের অলীকতা অনুভূত হইলেও সেই সমস্ত প্রদেশে সেই সমস্ত ধর্ম্মের অদ্যাপি যে প্রাদুর্ভাব রহিয়াছে সে কিসের নিমিত্ত? তাহার প্রধান কারণ এই যে ঐ সমস্ত খণ্ডের নারী হৃদয়ে সেই সমস্ত ধর্ম্মের এখনও সম্পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে; নারী হৃদয় হইতে তাহার প্রাদুর্ভাব এপর্য্যন্ত বিচ্যুত হয় নাই। এই জন্যই ব্রাহ্মিকাগণের হৃদয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বর্গীয় ভাব বিশেষ রূপে নিহিত থাকা আবশ্যক; এই নিমিত্তই বঙ্গ মহিলাগণের আত্মাতে ঈশ্বর জ্যোতির উদ্দীপন করা এবং তাঁহাদিগের হৃদয়ে এক মাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বর পূজার মন্দির সংস্থাপন করা এবং প্রকৃত রূপে তাঁহাদিগকে আমাদিগের সহধর্ম্মিণী করা ব্রাহ্ম মাত্রেরই শ্রেষ্ঠতম কর্ত্তব্য। সেই কর্ত্তব্যতা সাধনেরও উপায় আমরা অদ্যকার মহোৎসবে প্রাপ্ত হইতেছি। পরম পিতার সন্ততিগণ অদ্য ঈশ্বর ভাবে আত্মাকে পরিপূরিত করিয়া যে অপার আনন্দ, বিশুদ্ধ শান্তি ও অনির্ব্বচনীয় প্রীতি উপভোগ করিবেন, তাহাতে তাঁহারা যে আর কখন সেই করুণাময়কে ভুলিতে পারিবেন না; কখন যে সেই আনন্দের আকরকে পরিত্যাগ করিবেন না তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ! অদ্যকার এই মহোৎসবে আমাদিগের আশা এ প্রকার উন্নত হইতেছে; আমাদিগের চিন্তা এবম্প্রকার গাম্ভীর্য্যের ভাব ধারণ করিতেছে; আত্মা প্রীতিপূর্ণ হইয়া প্রীতির আকর, আনন্দের উৎস সেই পরমাত্মার সহযোগী হইতেছে। এ প্রকার উন্নতি লাভ করিয়া—আত্মাকে প্রীতি ও পবিত্রতাতে পরিপূর্ণ করিয়াও যদি আমরা আত্মাকে এই স্বর্গীয় ভাবে চির দিন পূর্ণ রাখিতে না পারি; যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করত পরব্রহ্মের দাস হইয়া ক্ষণকাল বিলম্বে আত্মার অন্তরালোক পবিত্র ব্রহ্ম জ্যোতিকে ম্রিয়মান হইতে দিই; যদি আমাদিগের কার্য্যের দ্বারা আমরা ব্রাহ্মনামের অযোগ্য হই, যদি আমাদিগের আন্তরিক দুর্ব্বলতা বা হীন চিন্তার জন্য পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম কলঙ্কস্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে শোকের ও আত্মগ্লানির আর পরিসীমা থাকিবে না। কিন্তু যদি আমরা মলিন পঙ্কিল চিন্তা সকল আত্মা হইতে দূর করিয়া, অদ্যকার উৎসবলব্ধ উৎসাহ ও আনন্দকে যত্নের সহিত সর্ব্বদা আত্মাতে রক্ষা করি; যদি প্রীতি ও বিশ্বাসকে আত্মাতে সর্ব্বক্ষণ বিরাজিত রাখিয়া ঈশ্বর প্রসাদে ঈশ্বরকে জানিতে চেষ্টা করি; যে পবিত্র ব্রহ্মজ্ঞান প্রসাদে দিব্য ধামবাসী দেবগণ অহোরাত্র স্বর্গীয় ভাবে উন্নত রহিয়াছেন, সেই বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা আত্মাকে সর্ব্বদা উদ্দীপ্ত রাখি এবং কোন সময় নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া কেবল ঈশ্বর প্রেমে সর্ব্বদা হৃদয়কে পূর্ণ রাখি এবং সকল কালে সকল অবস্থাতে ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনে রত থাকি, তাহা হইলেই আমরা অদ্যকার এই মহোৎসবের প্রকৃত ফল-ভোগী হইতে পারিব। অতএব ব্রাহ্মগণ প্রাণ মন ও সমুদায় আত্মার সহিত এক বার ঈশ্বরের পবিত্র প্রীতি ও পরম মঙ্গল

স্বরূপকে হৃদয়ে ধারণ করুন, বিশ্ব নিয়ন্তার বিশুদ্ধ প্রেম-রসে হৃদয়কে আর্দ্র করত সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত করুণাময়ের অপার করুণা উপভোগের নিমিত্ত সচেষ্ট হউন, এবং যে পবিত্র ধামে রোগ নাই শোক নাই, যেখানে পাপ বা দুশ্চিন্তা কখন স্থান পায় না, যেখানে পরম পিতার অজস্র করুণা নিরন্তর সকল স্থানে সমান ভাবে বিরাজ করিতেছে; যেখানে আত্মা বিশুদ্ধ পবিত্র ব্রহ্মালোকে সর্ব্বক্ষণ প্রদীপ্ত ও পরমানন্দে পুলকিত থাকে এবং যে আনন্দ ধামের কিঞ্চিৎ আভাষ আমরা অদ্যকার মহোৎসবে প্রাপ্ত হইতেছি, সেই পবিত্র ধামের নিমিত্ত যাহাতে আমরা প্রস্তুত হইতে পারি এবং আমাদিগের কার্য্যের দ্বারা বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্রতা বা উদারতার লাঘব না হয় এবং যাহাতে সকল দেশের সর্ব্ব প্রকার লোকে ইহার সুশীতল ছায়ায় শান্তি লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য যত্নশীল হউন। ঈশ্বর আমাদিগের এক মাত্র নেতা ও মঙ্গল বিধাতা, এই সত্যের প্রতি অটল বিশ্বাস সংস্থাপন করত ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ করুন এবং দুশ্চিন্তা ও পাপ লালসা পরিত্যাগ করিয়া অনুকরণোপযোগী সাধু-চারিতার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত স্বরূপ স্থির ভাবে, অটল ভাবে দণ্ডায়মান থাকুন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা।

মানব-আত্মা এই জড় শরীর অবলম্বন করিয়া এই জড় রাজ্যেই ভূমিষ্ঠ হয়। মনুষ্যের নবোন্মীলিত নেত্র যুগল সর্ব্ব প্রথমেই জড় বস্তু সন্দর্শন করে। যে পরিমাণে তাহার শরীর দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ হইতে থাকে, সেই পরিমাণেই তাহার জড় বস্তুর সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্টতা হইতে আরম্ভ হয়। শিশু যখন গৃহ প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ থাকে, তখন সুচিত্র গৃহ উপকরণ সকলই তাহার চিত্ত বিনোদন করে। গৃহ প্রাঙ্গনে আনয়ন করিলে আকাশের শোভাময় চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ-নক্ষত্র, সুরঞ্জিত মেঘ-মালাই তাহার নয়ন-মনকে আকর্ষণ করিতে থাকে। উদ্যান কাননে লইয়া গেলে সহস্রবিধ প্রাণদ ওষধি বনস্পতির মধ্যে—যাহার পত্র পুষ্প বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত, যাহার ফল বিচিত্র সৌন্দর্য্যে শোভিত, তাহার প্রতিই তাহার চক্ষু নিপতিত হয়, তাহাই গ্রহণ করিবার জন্য সে ব্যাকুলতার সহিত হস্ত প্রসারণ করে। শোভাময় পত্র পুষ্প, সুচিত্র দ্রব্য সামগ্রী তাহার প্রার্থনীয়, তৎসমূহ লইয়া সর্ব্বদা অবস্থান করাই তাহার প্রাণগত ইচ্ছা। বয়োবৃদ্ধি সহকারে মনুষ্য দেশ-ভেদে কাল-ভেদে জগদীশ্বরের জড় উদ্ভিদ্ ও প্রাণি রাজ্যে কত শোভা-সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া থাকে, বিদ্যালয়ে গমন করিয়া কত পদার্থেরই পরিচয় প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মনুষ্য কি এই সুবিশাল সংসার-ক্ষেত্রে কেবল পদার্থ জ্ঞান লাভ করিতেই আগমন করিয়াছে? সে কি কেবল বাহ্য বস্তুর শোভা সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিতেই এখানে অবতীর্ণ হইয়াছে? সে কি কেবল আপনার জড় শরীরের অভাব সকল জড়-রাজ্য হইতেই পূরণ করিবার জন্য এই পৃথ্বী তলে ভ্রমণ করিতেছে? যে আত্মা থাকাতে মনুষ্য এই ভূমণ্ডলে সর্ব্ব-প্রাণীর উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই আত্মা কি এখানে উপবাসী থাকিবে? তাহার ভরণ পোষণের জন্য—তাহার সম্ভোগের নিমিত্ত কি এখানে কিছুই নাই? আত্মারই জন্য সকলই। আত্মার শিক্ষা সাধন নিমিত্ত এই বিশাল বিশ্ব-বিদ্যালয় নির্ম্মিত হইয়াছে। আত্মারই ব্রহ্মজ্ঞান,

ঈশ্বর-প্রীতি উদ্দীপনের জন্য করুণা-নিধান চতুর্দ্দিকে বিচিত্র রচনা বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন—অনুপম সৌন্দর্য্য-জালে জগন্মণ্ডল মণ্ডিত করিয়া দিয়াছেন যে, সে এই শোভার মধ্যে শোভার আকরকে অন্বেষণ করিবে—কৌশলের মধ্যে কৌশল-কর্ত্তার তত্ত্ব অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবে। এখানকার অন্নপানে শরীরকে পোষণ করিয়া—এখানকার সুখ-শান্তিতে হৃদয়-মনকে স্নিগ্ধ রাখিয়া সেই অন্ন দাতা পিতা, শান্তি-দাতা বিধাতার প্রতি চির কৃতজ্ঞ থাকিতে শিক্ষা করিবে, ইহারই জন্য এই বিচিত্র বিশ্বের রচনা। কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি জড় বস্তুর সঙ্গে লোকের এমনি ঘনিষ্টতা বৃদ্ধি হইয়া থাকে, যে জড়ের অতীত বস্তুর সত্তা সহসা উপলব্ধি করিতে পারে না। মনুষ্যের হস্ত পদাদি তো জড়রাজ্যের—ভৌতিক-রাজ্যের মধ্যে চালিত হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনোবৃত্তি সকলও এমনই বহির্ম্মুখ হইয়া পড়ে, যে তাহার আত্ম দৃষ্টি, আত্ম চিন্তার ভাব উদয়ই হয় না—আত্মার পরিপোষণের প্রতি তাহার দৃষ্টিই থাকে না। এই সমস্ত জড় আবরণের মধ্যে "প্রাণোহ্যেষঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি" যিনি প্রাণ-রূপে সকলের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার প্রতি সকলের দৃষ্টি নিপতিত হয় না। "সর্ব্বএত আত্মানঃ সমর্পিতাঃ" "এই সমুদায়ই যে পরমাত্মাতে সমর্পিত হইয়া রহিয়াছে" তাঁহাকে দেখিতেও পায় না। আত্মার ভোগ্য বস্তু, আত্মার অন্তরে বাহিরে বিদ্যমান থাকিলেও সে সেই আবরণ উদ্‌ঘাটন করিয়া তাহা ভোগ করিতে না পারিয়াই এখানে জীর্ণ-শীর্ণ ও অবসন্ন হইয়া থাকে। তাহার প্রকৃত স্ফূর্ত্তি-উদ্যম দৃষ্ট হয় না। সে সেই অমৃতের সোপান দেখিতে না পাইয়া মৃত্যুর রূপ জড়ের মধ্যেই মুহ্যমান হইয়া অবস্থান করে। প্রকৃত রূপে আত্মা বললাভ, পুষ্টি-লাভ ও উন্নতি-লাভ করিতে সমর্থ হয় না বলিয়াই সেই অজ-ভূমা পরমেশ্বরই যে তাহার উপাস্য দেবতা—সেই বিষয়াতীত মহান্ আত্মাই যে তাহার সর্ব্বস্ব, সে তাহা সকল অবস্থাতে স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া তাঁহার সহিত যোগ-নিবদ্ধ করিতে পারে না। অনেকেই দুর্ব্বলতা নিবন্ধন বলিয়া থাকেন, যে ব্রহ্ম-চিন্তা, ব্রহ্ম-সাধন মনুষ্যের অসাধ্য ব্যাপার, কিন্তু আত্মা যদি পরমাত্মার সত্তা উপলব্ধি করিতে না পারে—জ্ঞান-ধর্ম্ম-সমন্বিত উন্নতিশীল অমর আত্মা যদি পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ প্রেম, অমৃত-স্বরূপ পরমেশ্বরের সন্নিকর্ষ-লাভে সমর্থ না হয়, তবে কি জড় উদ্ভিদ্ সকল—না ইতর-প্রাণী-পুঞ্জ ব্রহ্মের সত্তা উপলব্ধি করিবে? আত্মা যদি দ্যুলোক, ভূলোক, জড় উদ্ভিদ্ প্রাণিগণের মধ্যে শোভা সৌন্দর্য্য, কৌশল-কলাপ সন্দর্শনে অশক্ত হয়, তবে আর এই মর্ত্ত্যলোকে দ্রষ্টা, মন্তা, ভোক্তা কোথায়? জ্ঞান-প্রেম সমন্বিত আত্মা যদি এই আনন্দ কাননে জ্ঞানময় আনন্দময়ের আবির্ভাবের মধ্যে যোগানন্দ, প্রেমানন্দ ভোগ করিয়া উচ্চরবে ব্রহ্ম-যশ গান না করে, তবে আর এই প্রাকৃতিক উৎসব-ক্ষেত্রের গায়ক কোথায়? তবে এই আনন্দ-কানন আর কাহার জন্য? এই বিশ্ব-সংসার অহর্নিশি যে মহান্ বল মহীয়সী শক্তি অনুপম জ্ঞান প্রেমের পরিচয় প্রদান করিতেছে, আত্মা যদি তাহা উপলব্ধি করিতে না পারে, তবে আর এখানে বোদ্ধা কে? আত্মার শিক্ষা সাধনের জন্যই এই সংসার, কেবল আত্মারই ভোগের জন্য এই বিশ্বের স্রষ্টা-পাতা-পরমাত্মা অন্তরে বাহিরে ওতপ্রোত-ভাবে সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন।

প্রকৃতি-পুস্তক পাঠ না করিলে তো সংসারে আমাদের একটি অভাবও বিদূরিত হয় না। এমন কি প্রাকৃতিক তত্ত্ব অবগত হইতে না পারিলে, স্থপতির গৃহ নির্ম্মাণে, কাণ্ডারীর পোত-সঞ্চালনে, কৃষির ফল-শস্য উৎপাদনে, শিল্পীর কারুকার্য্য সাধনেও সমর্থ হইবার সম্ভাবনা নাই। এই অশেষ জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে জ্ঞান-রত্ন আহরণ করিতে না পারিলে তো বিদ্যা বিত্তের উন্নতি নিবন্ধন শারীরিক ও মানসিক সুখ স্বচ্ছন্দতা বর্দ্ধিত হইবার উপায়ন্তর নাই। কিন্তু তাহাই মনুষ্যের সর্ব্বস্ব নহে। বিশ্ব কার্য্যের পর্য্যালোচনা দ্বারা আত্মার পরম অন্ন পরমেশ্বরকে লাভ করাই মনুষ্য-জীবনের প্রধান লক্ষ্য। সুতরাং শরীর মন আত্মা সকলেরই উন্নতি সাধন জন্য মনুষ্যকে বিশ্ব-কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে হয় সত্য বটে কিন্তু যেরূপে এই বিশ্ব-বেদান্ত অধ্যয়ন করা উচিত, তাহার ব্যতিক্রম বশতই মনুষ্যের সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ—ব্রহ্মলাভ হয় না। জগন্মন্দিরের কেবল দ্বার দেশে উপনীত হইলে, কেবল বাহ্য-শোভা সন্দর্শন করিলে কি হইবে? কেবল রচনা কৌশল নিরীক্ষণ করিয়া সাধারণ নিয়ম-তত্ত্ব অবগত হইলে কি অধিক ফল লাভ হইবে? নিয়ন্তাকে দেখাই আত্মার লক্ষ্য। কেবল উদ্ভিদ্ প্রাণি শরীরে কৌশল-কলাপ অবলোকন করিয়া চমৎকৃত হইলে মনুষ্যত্ব সম্পাদিত হয় না, কৌশল কর্ত্তাকে জানাই প্রার্থনীয়। কেবল চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যুৎ অগ্নির অতুল প্রতাপ সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলে কি হইবে? "যো দেবোগ্নৌ" যে দেবতা অগ্নিতে, তাঁহাকে দেখাই আবশ্যক। কেবল নদ-নদী, সিন্ধু সরোবরের গভীরতা নির্ণয় করিতে পারিলে কি হইবে? "যোঽপ্সু" যিনি জলেতে, তাঁহার সত্ত্বা উপলব্ধি করাই বিশেষ প্রয়োজন। প্রাণদ ওষধি কুলের গুণ ও প্রকৃতি অবগত হইয়া তাহারদিগের শ্রেণী নির্ণয় করিতে পারিলে জ্ঞান বিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয় না, "যওষধিষু" যিনি ওষধিতে, তাঁহাকে জানিতে পারিলেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব সম্পাদিত হয়। কেবল বিচিত্র বনস্পতি-বর্গের গুণ গৌরব, জাতি স্বভাব নির্দ্দেশ করিতে পারিলে চরম-জ্ঞান লাভ হয় না "যোবনস্পতিষু" যিনি বনস্পতিতে, তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারিলেই জ্ঞান তৃপ্ত হয়। কেবল দ্যুলোক ভূলোকের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইলেই পুরুষত্ব প্রকাশ পায় না। "যোবিশ্বং ভুবনমাবিবেশ" যিনি বিশ্ব-সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন, তিনি জ্ঞান চক্ষের প্রত্যক্ষ হইলেই অমরত্ব লাভ হয়। "বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারমীশং তং জ্ঞাত্বাঽমৃতাভবন্তি" "সেই বিশ্ব-সংসারের একমাত্র পরিবেষ্টিতা পরমেশ্বরকে জানিয়া লোক সকল অমর হয়েন।

অতএব আমারদের চক্ষু যেন কেবল বাহ্য সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট না থাকে। আমরা যেন কেবল বালকের ন্যায় বাহ্য-উপকরণ সংগ্রহে নিযুক্ত না থাকি। আত্ম-পোষণ আত্মোন্নতি সাধানই যেন আমারদের নিত্য-কর্ম্ম হয়। জগতের এই বিচিত্র রচনার মধ্যে বিশ্ব-রচয়িতা পরমেশ্বরকে যাহাতে জাজ্বল্যমান দেখিতে পাই, প্রত্যেক ঘটনায়—প্রতি কৌশলে যাহাতে সেই মঙ্গলময়ের জ্ঞান প্রেম মঙ্গল ভাবের উজ্জ্বল সত্তা সর্ব্বক্ষণ উপলব্ধি করিতে পারি, আত্মার নিভৃত-নিলয়ে যাহাতে সেই আত্মার অন্তরাত্মাকে দেদীপ্যমান সন্দর্শন করিয়া তাঁহার সহিত যুক্তমনা যুক্ত-আত্মা হইয়া থাকিতে পারি, এই অভিলাষই যেন হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক থাকে। ইহাতেই মনুষ্যের প্রকৃত মহত্ত্ব লাভ হয়, ইহাতেই মানব-আত্মা মর্ত্ত্যলোকে থাকিয়াও দেবত্ব লাভ করে এবং ইহাতেই আত্মার সুখ-শান্তি, স্বর্গ মুক্তি সকলই।

হে স্বপ্রকাশ পরমেশ্বর! আমাদের সন্নিধানে আত্ম-স্বরূপ প্রকাশ কর। আমরা এখানে আর কিছুরই প্রার্থী হইয়া আসি নাই, কেবল তোমার দর্শন-লাভের নিমিত্ত তৃষিত—ব্যাকুলিত হইয়া তোমাকেই ডাকিতেছি, তুমি আমারদের অন্তরতম কামনা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা।

অদ্য আমাদিগের সাম্বৎসরিক উৎসবের দিবস। অদ্যকার উৎসব কোন্ দেবতার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হইতেছে? এই বৃক্ষ লতা পুষ্প শোভিত প্রশস্ত প্রাঙ্গন—এই সমুজ্জ্বল দীপ মালা—গীত বাদ্যের মহা আয়োজন, মহা মহোৎসবের এই সকল চিহ্ন কোন্ দেবতার উদ্দেশে প্রদর্শিত হইতেছে? যাঁহার উদ্দেশে অদ্যকার উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে, যিনি অদ্যকার বিশাল ব্রহ্ম-যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তিনি অদৃশ্য। যখন সেই অদৃশ্যের সহিত দৃশ্যমানের সম্বন্ধ আলোচনা করি, তখন আমার মন বিস্ময় রসে প্লাবিত হয়। যে পদার্থকে ধরিতে ছুঁইতে পাওয়া যায় না, তাঁহার জন্য আত্মা কেন এত ব্যগ্র হয়? ইহার একমাত্র কারণ এই যে ঈশ্বরের সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ স্বাভাবিক, সে সম্বন্ধকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। ঘোর বিষয়ীর মনেও তিনি কখন কখন "চঞ্চলা চপলা সমান" প্রকাশিত হয়েন, ঘোর নাস্তিকও আকস্মিক বিপৎপাত সময়ে অদৃশ্যের পরাক্রম দ্বারা অভিভূত হইয়া তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারেন না। ঈশ্বর আপনি প্রশান্ত ভাবে অবস্থিতি করিয়া, সমস্ত জগৎকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছেন। কত লোকে ঈশ্বর উদ্দেশে প্রচণ্ড আতপ তাপে ক্লিষ্ট হইয়া দূরস্থ তীর্থ পর্য্যটন কার্য্য সমাধা করে; ঈশ্বরের উদ্দেশে কত লোক আপনার শরীরকে দারুণ যাতনা প্রদান করে; ঈশ্বরোদ্দেশে কত লোক সকল অপেক্ষা দুস্ত্যজ্য স্ত্রী জাতির সহিত সহবাস পরিত্যাগ করে? কত লোকে ঈশ্বরোদ্দেশে প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করে। ঈশ্বরের প্রতি মানব কুলের এপ্রকার প্রগাঢ় অনুরাগের কারণ কি? এই প্রশ্নের এই মাত্র উত্তর দেওয়া যাইতে পারে যে অনুরাগের কারণ অনুরাগ। ঈশ্বরকে মনুষ্য দেখিতে পায় না অথচ তাঁহার জন্য লালায়িত হয়। উষ্ট্র যেমন দূরস্থিত জলাশয় চক্ষে না দেখিয়া তাহার প্রতি ধাবিত হয়, সেই রূপ মনুষ্য ঈশ্বরকে দেখিতে না পাইয়াও তাঁহার প্রতি ধাবিত হয়। যে দেশে বসন্ত সমাগম হইয়াছে সে দেশ চক্ষে না দেখিয়া বসন্তানুরাগী পক্ষী যেমন তাহার প্রতি ধাবিত হয়, সেই রূপ মনুষ্য ঈশ্বরকে চক্ষে না দেখিয়া তাঁহার প্রতি ধাবিত হয়। নবজাত মধুমক্ষিকা মধু কি পদার্থ তাহা বিজ্ঞাত না হইয়াও যেমন তাহার প্রতি ধাবিত হয়, সেই রূপ মনুষ্য ঈশ্বরকে বিজ্ঞাত না হইয়াও তাঁহার প্রতি ধাবিত হয়।

ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদিগের কি সম্বন্ধ তাহা আমরা ঠিক নিরূপণ করিতে সমর্থ হই না। ঈশ্বরকে আমরা আমাদিগের পিতা মাতা ও প্রেমাস্পদ বলিয়া থাকি কিন্তু তিনি কি ঠিক মর্ত্ত্যলোকের পিতা মাতা অথবা প্রেমাস্পদের ন্যায়? কখনই নহে। তাঁহার সহিত আমাদিগের ঠিক কি সম্বন্ধ তাহা জানি না; কেবল আমরা এই মাত্র জানি যে তিনি আমাদিগের আপনার বস্তু, এমন কি, তিনি আপনা হইতেও আপনার।

"ভেবে মরি কি সম্বন্ধ তোমার সনে।
তত্ত্ব তার না পাই বেদ পুরাণে॥
তুমি জনক কি জননী, ভাই কি ভগিনী,
প্রিয়বন্ধু বা কি পুত্র কন্যে,
এ নয় তোমাতে সম্ভব, একি অসম্ভব,
সম্পর্ক নাই তবু পর ভাবিনে।
সকল শাস্ত্রে শুনতে পাই, আছ সর্ব্ব ঠাঁই,
কিন্তু আলাপ নাই, তোমায় সনে।
তুমি হবে কেউ আমার আপনা হতে আপনার, আপনা হতে নইলে মন কি টানে"?

যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে আপনা হইতে আপনার বলিয়া জানিয়াছেন, যিনি ঈশ্বরের আকর্ষণ দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে আকৃষ্ট হইয়াছেন, তিনি একাকাঙ্ক্ষী হয়েন। তিনি ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছু চাহেন না; তিনি বন্ধুর নিকট হইতে বন্ধুতা ব্যতীত আর কিছু প্রার্থনা করেন না। যদ্যপি তিনি ধন লাভের জন্য চেষ্টা করেন কিন্তু তাহা লাভ করিতে না পারেন তবে তিনি তজ্জন্য ক্ষুণ্ণ হয়েন না, কারণ তিনি একাকাঙ্ক্ষী। যদ্যপি তিনি মান লাভের জন্য চেষ্টা করেন কিন্তু তাহা লাভ করিতে না পারেন তবে তিনি তজ্জন্য ক্ষুণ্ণ হয়েন না কারণ তিনি একাকাঙ্ক্ষী। যদ্যপি তিনি যশ লাভের জন্য চেষ্টা করেন কিন্তু তাহা লাভ করিতে না পারেন তিনি তাহাতে ক্ষুণ্ণ হয়েন না কারণ তিনি একাকাঙ্ক্ষী। যদ্যপি সম্পদ রূপ শোভন প্রশস্ত প্রাঙ্গন তাঁহার না থাকে, সন্তোষ রূপ কোন্ ত তাঁহার আছে? যদ্যপি তিনি লোকের নিকট মান প্রাপ্ত না হয়েন, ধর্ম্মের নিকট ত মান প্রাপ্ত হয়েন? যদ্যপি তিনি লোকের নিকট যশ প্রাপ্ত না হয়েন, আত্ম প্রসাদ ত সুমধুর স্বরে তাঁহার কার্য্যের অনুমোদন করিতেছে? একাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির মতি গতি ঈশ্বরে; ঈশ্বরই তাঁহার আবাস স্থান, ঈশ্বরই তাঁহার সম্পদ, ঈশ্বরই তাঁহার আনন্দ। তিনি পরমাত্মাতে ক্রীড়া করেন, তিনি পরমাত্মাতে রমণ করেন। তিনি যে প্রকার আনন্দ সর্ব্বদা উপভোগ করেন, তাহা বাক্যেতে বর্ণনা করা যায় না। তাঁহার মনে অদ্যকার মহা মহোৎসবের ভাব নিরন্তর বিরাজিত থাকে। তিনি স্বর্গ হইতে স্বর্গে উৎসব হইতে উৎসবে আরোহণ করেন।

যে ব্যক্তি বহ্বাকাঙ্ক্ষী তাঁহার দুঃখের অবধি নাই। তিনি কোন বিষয়ে তৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন না। যে ব্যক্তি শত মুদ্রা লাভ করেন, তিনি সহস্র মুদ্রার আকাঙ্ক্ষা করেন, যে ব্যক্তি সহস্র মুদ্রা লাভ করেন, তিনি লক্ষ মুদ্রার আকাঙ্ক্ষা করেন; যিনি লক্ষ মুদ্রা প্রাপ্ত হয়েন, তিনি কোটি মুদ্রার আকাঙ্ক্ষা করেন। যিনি "কতিপয় গ্রামেশ", তিনি দেশের রাজা হইতে বাসনা করেন; যিনি এক দেশ মাত্রের রাজা, তিনি সম্রাট হইতে বাসনা করেন; যিনি সম্রাট্, তিনি পৃথিবীর অধীশ্বর হইতে বাসনা করেন, এই রূপে আশার আর অবধি নাই, অতএব বহ্বাকাঙ্ক্ষী কখনই তৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন না। এতদ্ব্যতীত কোন একটি পার্থিব কামনা পরিপূরণের প্রতি শত সহস্র বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়, সুতরাং তিনি তজ্জন্য ক্ষুণ্ণ হয়েন কিন্তু যিনি একাকাঙ্ক্ষী তিনি এরূপ ক্ষোভ প্রাপ্ত হয়েন না; তাঁহার আনন্দ অনায়াসলভ্য। তিনি নয়ন নিমীলিত করিলেই হৃদয় ধামে তাঁহার প্রেমাস্পদকে উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হয়েন।

আমাদিগের এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য যে বহুর মধ্যে আমাদিগের আত্মা যেন হারাইয়া না যায়। বহুরূপ সমুদ্রের উপর আত্মা রূপ তরণী ভাসমান থাকিবে কিন্তু তাহাতে নিমগ্ন হওয়া উচিত নহে। সাংসারিক কার্য্য সম্পাদন সময়ে আমাদিগের চিত্ত ঈশ্বরে সমর্পিত রাখা কর্ত্তব্য। যেমন কোন স্ত্রীলোক তন্তু-বয়ন কার্য্য সময়ে গান করে কিন্তু গান করিতে করিতে বয়ন কার্য্য বিস্মৃত হয় না, সেই রূপ ঈশ্বর-প্রেমী ব্যক্তি

সাংসারিক কার্য্য সম্পাদন সময়েও ঈশ্বরকে বিস্মৃত হয়েন না; তিনি তাঁহাকে সর্ব্বদা নয়নে নয়নে রাখেন, অনিমেষ নয়নে তাঁহাকে সর্ব্বদা নিরীক্ষণ করেন। যেমন দিগ্‌দর্শনের শলাকা অন্য দিকে সর্ব্বদা হেলে দোলে তথাপি উত্তর দিকেরই প্রতি লক্ষিত থাকে, সেই রূপ একাকাঙ্ক্ষীর আত্মা সংসারের দিকে হেলে দোলে কিন্তু ঈশ্বর রূপ লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হয় না। তিনি নিষ্কাম হইয়া কেবল ঈশ্বরোদ্দেশে সাংসরিক কার্য্য সকল সম্পাদন করেন।

হে ব্রাহ্মগণ! তোমরা সর্ব্বদা এই বিষয় লইয়া আন্দোলন কর যে ব্রাহ্মধর্ম্ম কিসে উন্নত হইবে? এ কথার মীমাংশা এক কথায়। সে কথা "ব্রহ্ম প্রীতি"। আমরা ব্রাহ্ম হইয়া যদ্যপি পাপাসক্ত হই, তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের কখন উন্নতি হইতে পারে না। পাপ হইতে পরিত্রাণের উপায় কি? পাপ হইতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় ঈশ্বর-প্রীতি। পাপের প্রতি আমরা কেন আসক্ত হই? তাহার কারণ এই যে পাপের প্রতি আমারদিগের প্রীতি আছে। পাপ হইতে প্রীতি বল-পূর্ব্বক উঠাইয়া যদি ঈশ্বরে তাহা লইয়া ফেলিতে পারি তবেই পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারি, নতুবা তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার অন্য কোন উপায় নাই। কেবল ঈশ্বর প্রেমাগ্নিই পাপকে ভস্মীভূত করিতে পারে। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের বিশিষ্ট উপায় কি? ব্রহ্মপ্রীতি। ব্রহ্ম প্রীতি শরীরকে সবল করে, মনকে সতেজ করে, অগ্নিময় বাক্য সকল মুখ হইতে বিনিঃসৃত হইতে থাকে। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপনের উপায় কি? ব্রহ্ম প্রীতিই তাহার একমাত্র উপায়। যদি ব্রহ্ম প্রীতি দ্বারা মন আর্দ্র থাকে, তবে ব্রাহ্ম ভ্রাতা দূরে থাকুন, দূরসম্বন্ধ ব্যক্তির প্রতিও মন প্রীতিরসে বিগলিত হয়।

হে পরমাত্মন্! হে পতিত পাবন পরমেশ্বর! হে দীনবন্ধু! তোমার দীন হীন সন্তানদিগকে তোমার দিকে লইয়া যাও। তাহাদিগের সকল বাসনা, সকল কামনা তোমাতে একত্রীভূত কর; তাঁহাদিগকে একাকাঙ্ক্ষী কর। যাঁহারা অদ্য উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত আছেন, তাঁহাদিগের সকলকে তোমার পবিত্র ধর্ম্ম পথের পথিক কর। যে সকল ব্রাহ্ম এই স্থানে উপস্থিত আছেন, তাঁহারা যাহাতে সকলে সম্মিলিত ভাবে তোমার মহিমাকে মহীয়ান্ করিতে পারেন এবং তোমার কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারেন এমন ধর্ম্মবল তাঁহাদিগকে প্রদান কর। যে সকল নরনারী শ্রবণ করিলেন, তাঁহাদিগকে তোমার মঙ্গলচ্ছায়া প্রদান কর। এই পবিত্র গৃহবাসীদিগকে সকল প্রকার ঐহিক ও পারত্রিক সুখ প্রদান কর। সমস্ত বঙ্গদেশকে আশীর্ব্বাদ কর। দুঃখভার-প্রপীড়িত বঙ্গদেশ কেবল তোমার মুখের পানে চাহিয়া একটু শান্তি না প্রাপ্ত হইতেছে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

নূতন ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

প্রাতঃকাল।

রাগিণী পঞ্চম বাহার—তাল ধামাল।

প্রথম সমাজে আজু মহোৎসব, গাও সবে সুমধুর তানে।

হৃদি হৃদি বিকশিত কুসুম মঞ্জরী উপহর প্রেম-নিধানে।

লাভ কর রে চির জীবন সম্পদ ব্রহ্মামৃতরস পানে।

সন্তাপ-হরণ আনন্দ-মুখচ্ছবি মধু বরষে মন প্রাণে।

রাগ ভৈরব—তাল সুরফাকতাল।

সব দুঃখ দূর হইল তোমারে দেখি;

একি অপার করুণা তব, প্রাণ হইল শীতল বিমল সুধায়।

309

সব দেখি শূন্যময়, না যদি তোমারে পাই, চন্দ্র সূর্য্য তারক জ্যোতি হারায়।

প্রাণ-সখা তোমা সম আর কেহ নাহি, প্রেমসিন্ধু উথলয় স্মরিলে তোমায়।

থাক সঙ্গে অহরহ, জীবন কর সনাথ, রাখ প্রভু জনম জনম পদ ছায়ে।

রাগিণী ভৈরবী—তাল কাওয়ালি।

অকূল ভব সাগরে তারহে তারহে, চরণতরি দেহি অনাথ নাথ হে।

সন্তাপ নিবারণ, দুর্গতি বিনাশন, দুর্দ্দিন তিমির হর, পাপ তাপ না সহে।

সায়ংকাল।

রাগিণী জয় জয়ন্তী—তাল ঝাঁপতাল।

গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে, তারকা মণ্ডল চমকে মোতি রে।

ধূপ মলয়ানিল, পবন চামর করে, সকল বনরাজি ফুলন্ত জ্যোতি রে।

কেমন আরতি হে ভব-খণ্ডন তব আরতি, অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী রে।

রাগিণী গারা—তাল কাওয়ালি।

কি মধুর তব করুণা প্রভো, কি মধুর তব করুণা।

তব করুণা সব জগতময়, সকলে গায় তোমারি প্রভু করুণা,

গায় তরুণ অরুণ, শশি, নদী গিরি ফুল বন, যথায় তথায় তব জয় জয় রব,

গায় নর নারী অগণন, কেহ নহে নীরব।

এই ঘোর সংসার করহে পার, কর্ণধার তব জলধি মাঝে;

হৃদয়ের ধন তুমি, নিয়ত মম হৃদে বিরাজো, কি আর কব।

রাগ দেশ—তাল কাওয়ালি।

পরমেশ্বর একতুহি ভজরে প্রাণ, আওর কহাঁতি নেহি ওয়াকে কোহি সমান।

শ্বেত ন পীত ন রক্ত ন আকার সকল সৃষ্টি রচো, সো প্রভু হমারা

এক ব্রহ্মকো হৃদে রাখোরে ধ্যান।

রাগিণী নারায়ণী—তাল জৎ।

ভজোরে ভজরে ভব-খণ্ডনে, ভজোরে বিশ্ব-জন-বন্দনে।

জগত-রঞ্জন ভকত-চিত্ত বিনোদনে, মোদনে, পালনে, তারণে, প্রণত-জন-সৌভাগ্য-জননে।

শুদ্ধ সত্য জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানে, মুক্তি-দাতা জগত-প্রাণে।

অন্তর যামী নিত্য পুরাণে, শাশ্বত বিভু কৃপানিধানে।

পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনে, সমস্ত পাতক নাশনে।

সর্ব্ব লোকাশ্রয় প্রভবে, সত্যাত্মনে, প্রেমাত্মনে।

রাগিণী রাজবিজয়ী—তাল সুরফাকতাল।

নিখিল-ভুবন-পতি, পরম-গতি ব্রহ্ম, ভূমা, শাশ্বত মহিমা।

কোটি কোটি রবি চন্দ্র তারা, তব প্রতাপে ভ্রাম্যমানা।

পরম দেব, সুন্দর শোভন, জগজন-চিত চকোর লোভন।

আনন্দাগার সকল সংসার তব উদার প্রেমে, কোথায় সে প্রেমের সীমা।

রাগিণী কেদারা—তাল চৌতাল।

এক প্রথম জ্যোতি, অতি শুভ্র, পরম, ব্রহ্ম, প্রভু, সর্ব্বলোক সেতু, পরমেশ্বর।

রাজ-রাজ বিশ্বরাজ, আদি কোথায়, অন্ত কোথায়, বিশ্বম্ভর।

মহা ব্যোমে তোমারি শাসনে ধাইছে তারা রবি শশি, ধায় সসাগর মহী--সুমহত যশ ঘোষে।

ভূলোক দ্যুলোক তোমারি রাজ্য, অতুলন তব ঐশ্বর্য্য,

তুমি মহান তুমি পুরাণ, দীন শরণ মঙ্গলময়।

রাগিণী বেহাগ—তাল চৌতাল।

ওহে দীনবন্ধু, প্রেমসিন্ধু, তুমি প্রাণেশ্বর, হৃদয় নাথ, হৃদয়ে দেখা দেও হে।

আঁধার হৃদয় আলো কর মোচন কর পাপ ভার, নিত্য নিয়ত হৃদে বিহার, দীনে শরণ দাও হে।

যবে পাই তোমা ধনে, সকলি নিরখি সুধাময়, জ্যোতির্ম্ময়, শোভাময়,

পাইলে তোমায় মৃত শরীর প্রাণ পায় কোটি কোটি স্বরগ প্রকাশ পায়, দুখ তাপ না রহে।

উপনয়ন সংস্কার।

কি অধ্যাপক, কি বিদ্যার্থী, কি বিষয়ী, সকলেই সামান্যত যজ্ঞোপবীত গ্রহণের নাম উপনয়ন সংস্কার বলিয়া থাকেন, কিন্তু শাস্ত্রে কাহাকে উপনয়ন বলে, কেহই তাহা বিশেষ রূপে অনুধাবন করিয়া দেখেন না, অতএব উপনয়নের যথার্থ অর্থ কি এবং তাহার উদ্দেশ্যই বা কি, সম্প্রতি তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমত তাহার লক্ষণ নিরূপণ করিতেছি। উপনয়নের লক্ষণ স্মৃতিকার রঘুনন্দন লিখিয়াছেন, যথা—

অধ্যাপনার্থমাচার্য্যসমীপং নীয়তে যেন কর্ম্মণা তদুপনয়নমিতি। গৃহোক্তকর্ম্মণা যেন সমীপং নীয়তে গুরোঃ। বালো বেদায় তদ্‌যোগাৎ বালস্যোপনয়ং বিদুরিতি স্মৃতেঃ।

সংস্কারতত্ত্ব ৫৩১ পৃ।

যে কর্ম্ম দ্বারা অধ্যয়নের নিমিত্তে আচার্য্য সমীপে নীত হয়, তাহার নাম উপনয়ন। যেহেতু স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে, গৃহ্য সূত্রোক্ত যে কর্ম্ম দ্বারা বেদাধ্যয়নার্থ বালক গুরু সমীপে নীত হয়, এই ব্যুৎপত্তি যোগে, সেই কর্ম্ম বালকের উপনয়ন বলিয়া জানিবে।

কোন্ কর্ম্ম দ্বারা বেদাধ্যয়নের নিমিত্তে বালক আচার্য্য সমীপে নীত হয়, এক্ষণে তাহার স্বরূপ ও তাৎপর্য্য নিরূপিত হইতেছে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, ইহাঁরাই বেদাধ্যয়নে অধিকারী, সুতরাং এই তিন মাত্র বর্ণেরই শাস্ত্রে উপনয়ন সংস্কার বিহিত আছে এবং ইহাঁরদিগকেই দ্বিজ বলে। শূদ্রের বেদে অনধিকার প্রযুক্ত উপনয়ন সংস্কার নাই, সুতরাং তাহারা দ্বিজ শব্দের বাচ্য নহে। দ্বিজ শব্দের অর্থ—যাহারা দুইবার জন্মে। অতএব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের দ্বিতীয় জন্ম কিরূপে হয়, এক্ষণে তাহা নির্ণয় করা যাইতেছে, কারণ উহা নির্ণীত হইলেই যে কর্ম্ম দ্বারা বালক বেদাধ্যয়নার্থ আচার্য্য সমীপে নীত হয়, তাহা নিরূপিত হইবে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের কটিদেশে যে মৌঞ্জী* মেখলা বন্ধন হয়, শাস্ত্রে তাহাই ইহাঁরদিগের দ্বিতীয় জন্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে, যথা মনু।

মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতিচোদনাৎ।

২ অধ্যায় ১৬৯ শ্লোক।

শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় প্রথমত মাতা হইতে জন্ম গ্রহণ করেন, মৌঞ্জী বন্ধনে ইহাঁরদিগের দ্বিতীয় জন্ম হয় যজ্ঞে দীক্ষিত হওয়ার নাম ইহাঁরদিগের তৃতীয় জন্ম।

তত্র যদ্ব ব্রহ্মজন্মাস্য মৌঞ্জীবন্ধনচিহ্নিতং।
তত্রাস্য মাতা সাবিত্রী পিতাত্বাচার্য্য উচ্যতে।

২ অধ্যায় ১৭০ শ্লোক।

এই জন্মত্রয়ের মধ্যে ইহাঁরদিগের মৌঞ্জী বন্ধন চিহ্নিত যে জন্ম, তাহার নাম ব্রহ্ম জন্ম, তাহাতে সাবিত্রী ইহাঁরদিগের মাতা এবং আচার্য্য ইহাঁরদিগের পিতা।

ইহাতে আভাসে এই মাত্র প্রাপ্ত হওয়া গেল, যে উপনয়নের উদ্দেশ্য বেদ গ্রহণে অধিকার এবং গায়ত্রীই সকল বেদের সার ভাগ। কিন্তু কটিদেশে মৌঞ্জী মেখলা বন্ধন রূপ উক্ত প্রকার দ্বিতীয় জন্ম ব্যতীত সেই

* শরপত্র নির্ম্মিত রজ্জু।

বেদ গ্রহণে বা বৈদিক কর্ম্ম করিতে শাস্ত্রে নিষেধ আছে, যথা মনু।

বেদপ্রদানাদাচার্য্যং পিতরং পরিচক্ষতে।
ন হ্যস্মিন্ যুজ্যতে কর্ম্ম কিঞ্চিদামৌঞ্জিবন্ধনাৎ।

২ অধ্যায় ১৭১ শ্লোক।

যেহেতু মৌঞ্জী মেখলা বন্ধনের পূর্ব্বে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারে না, সেই জন্য মৌঞ্জী বন্ধন পূর্ব্বক বেদ প্রদান করাতে আচার্য্য পিতা বলিয়া উক্ত হয়েন।

নাভিব্যাহারয়েদ্ব্রহ্ম স্বধানিনয়নাদৃতে।
শূদ্রেণ হি সমস্তাবদ্‌যাবদ্বেদে ন জায়তে।

২ অধ্যায় ১৭২ শ্লোক।

যাবৎ কাল বেদে জন্ম গ্রহণ না হয়, তাবৎ কাল ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় শূদ্রের সমান থাকেন এবং শ্রাদ্ধীয় মন্ত্র ব্যতীত তাবৎ কোন বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে অধিকারী হয়েন না।

মেখলামাবধ্য দণ্ডং প্রদায় ব্রহ্মচর্য্যমাদিশেৎ।

আশ্বলায়নীয়গৃহ্যসূত্র ২ অধ্যায় ২২ কণ্ডিকা ১ সূত্র।

মৌঞ্জী মেখলা বন্ধন করিয়া দণ্ড প্রদান পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য উপদেশ করিবেক।

শাস্ত্রালোচনায় এই মাত্র প্রতীতি হইতেছে যে কটিদেশে মৌঞ্জী মেখলা বন্ধন করিয়া দণ্ড ধারণ ও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক বেদাধ্যয়নার্থ আচার্য্য সমীপে উপনীত হইতে হয়। এতাবতা উপনয়নের মুখ্য তাৎপর্য্য এই সিদ্ধ হইল যে দণ্ড ধারণ ও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক বেদের উপদেশ গ্রহণ; সুতরাং মৌঞ্জী মেখলা বন্ধন রূপ দ্বিতীয় জন্ম ব্যতীত সেই উপদেশ গ্রহণে অনধিকার প্রযুক্ত মৌঞ্জী মেখলা বন্ধনের নামই উপনয়ন সংস্কার ইহা সিদ্ধ হইল।

যদিও বেদে বা গৃহ্য সূত্রে উপনয়ন কালে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিবার কথা লিখিত নাই, তথাপি স্মৃতিকার রঘুনন্দন ত্রিবৃত মৌঞ্জী মেখলা মানবকের কটিদেশে বন্ধন করিবার পর লিখিয়াছেন, যথা—

গৃহ্যোক্তমপি যজ্ঞোপবীতমস্মিন্নেব সময়ে পরিধাপয়েৎ; মেখলান্তরং কার্পাসমুপবীতং স্যাদ্ত্রিপ্রসোর্দ্ধবৃতং ত্রিবৃদিতি মনূক্তেঃ, পবিত্রাঞ্চাস্মৈ প্রয়চ্ছতীতি জাতূকর্ণ্যাৎ, যজ্ঞোপবীতিনং কুর্য্যাদিতি সাংখ্যায়নাচ্চ।

সংস্কার তত্ত্ব ৫৩৫ পৃ।

গৃহ্য সূত্রে উক্ত না হইলেও এই সময়ে যজ্ঞোপবীত পরিধান করাইবেক, যেহেতু মেখলা বন্ধনের পর কার্পাস সূত্র নির্ম্মিত ত্রিবৃদ্বৃত ত্রিগুণীকৃত ত্রিবৃত ব্রাহ্মণের উপবীত মনু কহিয়াছেন ও ব্রহ্মচারিকে পবিত্র দিবেক ইহা জাতূকর্ণ কহিয়াছেন এবং যজ্ঞোপবীত বিশিষ্ট করিবেক এই রূপ সাংখ্যায়ন কহিয়াছেন।

এক্ষণে যজ্ঞোপবীত ধারণের উদ্দেশ্য নিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়া উপবীতাদি বিশিষ্টের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতেছি।

উপবীতীর লক্ষণ ও তৎপ্রসঙ্গে প্রাচীনাবীতীর এবং নিবিতীর লক্ষণ মনু কহিয়াছেন, যথা—

উদ্ধৃতে দক্ষিণে পানাবুপবীত্যুচ্যতে দ্বিজঃ।
সব্যে প্রাচীনআবীতী নিবীতী কণ্ঠসজ্জনে।

২ অধ্যায় ৬৩ শ্লোক।

দক্ষিণ কক্ষাবলম্বিত, বাম স্কন্ধে স্থিত উপবীত বিশিষ্ট দ্বিজ উপবীতী, বাম কক্ষাবলম্বিত ও দক্ষিণ স্কন্ধে স্থিত ঐরূপ বিশিষ্ট দ্বিজ প্রাচীনাবীতী এবং কণ্ঠে সুসজ্জিত ও উভয় স্কন্ধে স্থিত ঐরূপ বিশিষ্ট দ্বিজকে নিবীতী কহে।

যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবার সময়ে ঐরূপ উপবীত ধারণ করিতে হয় বলিয়া উহাকে যজ্ঞোপবীত ও যজ্ঞসূত্র কহে; অতএব যজ্ঞ কয় প্রকার এবং তাহারদিগের স্বরূপ কি, তাহার অনুসন্ধান করা যাইতেছে। মহা যজ্ঞ পাঁচ প্রকার; ব্রহ্ম-যজ্ঞ, পিতৃ-যজ্ঞ, দেব-যজ্ঞ, ভূত-যজ্ঞ, ও নৃ-যজ্ঞ, যথা মনু।

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণং।
হোমোদৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোতিথিপূজনং।

৩ অধ্যায় ৭০ শ্লোক।

বেদের অধ্যাপনের নাম ব্রহ্ম যজ্ঞ, পিতৃগণের তৃপ্তি সাধনের নাম পিতৃ যজ্ঞ, বৈশ্বদেব হোমের নাম দেব যজ্ঞ, বলিবশ্য প্রদানের নাম ভূত যজ্ঞ এবং অতিথি সেবাকে নৃযজ্ঞ কহে।

উক্ত পাঁচ প্রকার মহা যজ্ঞের মধ্যে ব্রহ্ম যজ্ঞের স্বরূপ মনু কহিয়াছেন, যথা—

অপাঃ সমীপে নিয়তো নৈত্যকং বিধিমাস্থিতঃ।
সাবিত্রীমপ্যধীয়ীত গত্বারণ্যং সমাহিতঃ।

২ অধ্যায় ১০৪ শ্লোক।

ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক অরণ্যে গমন করত জল সমীপে নিত্য নিয়ম করিয়া প্রণব ও ব্যাহৃতি সহিত গায়ত্রীর অধ্যয়ন করিবেক, ইহা ব্রহ্ম যজ্ঞ।

পঞ্চ মহা যজ্ঞের অন্তর্গত ব্রহ্ম যজ্ঞ ভিন্ন অপর চারিটি যজ্ঞে অন্ন পাক করিতে হয় বলিয়া তাহারদিগের সাধারণ নাম পাক যজ্ঞ, তদ্ভিন্ন বিধি যজ্ঞ ও জপ যজ্ঞ নামে আরও দুইটি যজ্ঞ আছে, দর্শ পূর্ণ মাস প্রভৃতি কর্ম্মের নাম বিধি যজ্ঞ, ইহাও পাক যজ্ঞের অন্তর্ভূত এবং প্রণব ব্যাহৃতি সহিত গায়ত্র্যাদি জপের নাম জপ যজ্ঞ। ব্রহ্ম যজ্ঞ হইতে অতিরিক্ত এই ছয় প্রকার যজ্ঞের মধ্যে জপ যজ্ঞই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, যথা মনু।

বিধিযজ্ঞাজ্জপযজ্ঞো বিশিষ্টোদশভির্গুণৈঃ।
উপাংশুঃ স্যাচ্ছতগুণঃ সাহস্রোমানসঃ স্মৃতঃ।

২ অধ্যায় ৮৫ শ্লোক।

বিধি বিষয়ক দর্শ পূর্ণ মাস প্রভৃতি যাগ অপেক্ষা প্রণব গায়ত্র্যাদির জপ রূপ যজ্ঞ দশ গুণ শ্রেষ্ঠ, সেই জপ যদি উপাংশু রূপে অনুষ্ঠিত হয় অর্থাৎ সমীপস্থ লোকেও শুনিতে না পায়, তাহা হইলে তাহা শত গুণ শ্রেষ্ঠ হয়, আর মানস জপ অর্থাৎ যে জপে জিহ্বা ও ওষ্ঠ স্পন্দিত না হয়, তাহা সহস্র গুণ শ্রেষ্ঠ।

যে পাকযজ্ঞাশ্চত্বারো বিধিযজ্ঞসমন্বিতাঃ।
সর্ব্বে তে জপযজ্ঞস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং।

২ অধ্যায় ৮৬ শ্লোক।

চারি প্রকার যে পাক যজ্ঞ, দর্শ পূর্ণ মাস প্রভৃতি বিধি যজ্ঞের সহিত, তৎসমুদায়, জপ যজ্ঞের ষোড়শী কলারও যোগ্য হয় না।

বেদোক্ত অপর কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করিয়াও কেবল প্রণব ও ব্যাহৃতি সহিত গায়ত্রী জপ দ্বারাই ব্রাহ্মণেরা সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন, যথা মনু।

জপ্যেনৈব তু সংসিদ্ধ্যেদ্ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।
কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে।

২ অধ্যায় ৮৭ শ্লোক।

ব্রাহ্মণ কেবল জপ দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করেন, তাহাতে আর সংশয় মাত্র নাই, তিনি যাগাদি অন্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম করুন বা নাই করুন, তাঁহাকে সর্ব্ব জীবের মৈত্র ব্রাহ্মণ বলা যায়।

এক্ষণে প্রণব ও ব্যাহৃতি সহিত সাবিত্রীই সর্ব্ব বেদ স্বরূপ এবং উহা গ্রহণ করিলেই সকল বেদ গ্রহণ করা হয়, ইহা প্রতিপন্ন করা যাইতেছে, যথা মনু।

অকারঞ্চাপ্যুকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ।
বেদত্রয়ান্নিরদুহদ্ভূর্ভুবঃস্বরিতীতি চ।

২ অধ্যায় ৭৬ শ্লোক।

ওঙ্কারের অবয়বী ভূত অকার, উকার ও মকার এবং ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই তিন ব্যাহৃতি বেদত্রয় হইতে প্রজাপতি ক্রমে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ত্রিভ্যএব তু বেদেভ্যঃ পাদং পাদমদূদুহৎ।
তদিত্যৃচোঽস্যাঃ সাবিত্র্যাঃ পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঃ।

২ অধ্যায় ৭৭ শ্লোক।

তিন বেদ হইতে এক এক পাদ করিয়া ঋক্ত্রয়াত্মিকা সাবিত্রীর তিন পাদ, পরমেষ্ঠী প্রজাপতি ক্রমে উদ্ধার করিয়াছেন।

ওঁকারপূর্ব্বিকাস্তিস্রো মহাব্যাহৃতয়োঽব্যয়াঃ।
ত্রিপদা চৈব সাবিত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণোমুখং।

২ অধ্যায় ৮১ শ্লোক।

ব্রহ্ম প্রাপ্তির কারণ ওঙ্কার ও ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই তিন মহাব্যাহৃতি এবং ত্রিপদা গায়ত্রী, ইহাকে বেদের আদি বলিয়া জানিবে।

এতদক্ষরমেতাঞ্চ জপন্ ব্যাহৃতিপূর্ব্বিকাং।
সন্ধ্যয়োর্ব্বেদবিদ্বিপ্রো বেদপুণ্যেন যুজ্যতে।

২ অধ্যায় ৭৮ শ্লোক।

এই প্রণব ও ব্যাহৃতি পূর্ব্বিকা এই গায়ত্রী উভয় সন্ধ্যায় যে ব্রাহ্মণ জপ করেন, সেই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বেদত্রয় অধ্যয়নের পুণ্য প্রাপ্ত হয়েন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাকমাসুল বার্ষিক ছয় আনা। সম্বৎ ১৯৩১। কলিগতাব্দ ৪৯১৬। ১ ফাল্গুন শুক্রবার।

Registered No 52.

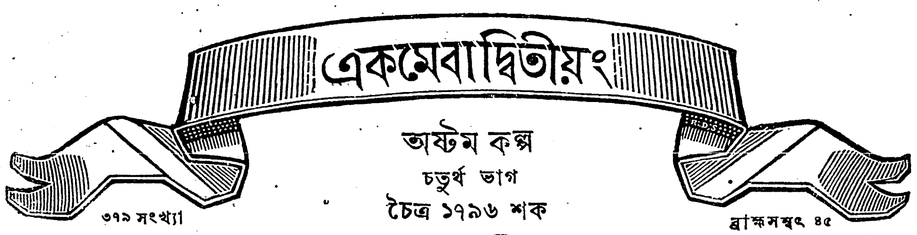

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

প্রাতঃ স্মর্ত্তব্য।

লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব মঙ্গল্য বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
হিতায় লোকস্য তব প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে॥

ব্রাহ্মধর্ম্মে এই রূপ বিধি আছে যে প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া এই শ্লোক পাঠ পূর্ব্বক সাংসারিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। শ্লোকটি প্রাতঃকালে স্মরণ করিবার বিলক্ষণ উপযোগী। যখন আমরা ভূলোকের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি, তখন সেই লোকেশ পরমেশ্বরকে স্মরণ করা কর্ত্তব্য, এই জন্য প্রথমে "লোকেশ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। আমরা কোন অচেতন পদার্থের সম্মুখে কার্য্য করিতেছি না; চৈতন্যময় পুরুষের সম্মুখে কার্য্য করিতেছি; এই জন্য "চৈতন্যময়" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। তিনি চৈতন্যময়, তিনি জ্ঞান-স্বরূপ। তিনি তাঁহার জ্ঞান চক্ষু দ্বারা আমাদিগের মনের নিগূঢ় অভিসন্ধি সকল অনুভব করিতেছেন, অতএব তাঁহার সম্মুখে সাবধান হইয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য। তিনি বৈকুণ্ঠ অথবা স্বর্গ রূপ কোন দূর স্থান হইতে আমাদিগকে অনুভব করিতেছেন, এমত নহে। তিনি বিষ্ণু ও অধিদেব অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী ও জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তাঁহাকে সন্নিকট জানিয়া সাংসারিক কার্য্য সম্পাদন করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। তিনি মঙ্গল পুরুষ—তিনি জগতের হিতাকাঙ্ক্ষী। তিনি জগতের মঙ্গল সাধন করিতে আমাদিগকে আদেশ করিতেছেন, ইহা উজ্জ্বল রূপে প্রতীতি করিলে জগতের হিত সাধনে যেরূপ প্রবৃত্তি জন্মে, এমন আর অন্য কিছুতেই জন্মে না, এই জন্য এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে সেই মঙ্গল স্বরূপ পরমেশ্বরের আজ্ঞাতে আমি সংসার যাত্রায় প্রবৃত্ত হইতেছি। "ভবদাজ্ঞয়ৈব" শব্দে ঈশ্বর পিতা ও রাজা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি কেবল আমাদের পিতা ও রাজা নহেন, তিনি আমাদিগের প্রেমাস্পদ। সেই প্রেমাস্পদ পরমেশ্বরের প্রীতি উদ্দেশে জগতের হিত সাধন করা কর্ত্তব্য, এই জন্য "তব প্রিয়ার্থং" বাক্য এস্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। জগতের হিত সাধন করা এমত গুরুতর কার্য্য যে ঈশ্বরের আদেশ পালন ও তাঁহার প্রীতি সম্পাদন ব্যতীত কেবল তাহার গুরুত্ব প্রতীতি করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত, এই জন্য এখানে "হিতায় লোকস্য" স্বতন্ত্র রূপে উক্ত হইয়াছে।

এই শ্লোকটি কি সুন্দর! প্রাচীন ঋষিদিগের গভীর জ্ঞান ও পরমার্থদৃষ্টি ইহাতে কি উজ্জ্বলরূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

বেদান্ত-দর্শন।

(কমটির মতের সহিত ঐক্যানৈক্য)

ইতি পূর্ব্বে দেখা গেল যে, কম্‌টি মনুষ্যত্বকে মনুষ্য হইতে স্বতন্ত্র-রূপে কল্পনা করিয়া মনুষ্যের যে কিছু মহত্ত্ব, কি জ্ঞান-বিষয়ক, কি ধর্ম্ম-বিষয়ক, কি প্রীতি-বিষয়ক, সমস্তই সেই এক কল্পিত দেবতার স্কন্ধে আরোপ করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন। কম্‌টি যাহা বলেন তাহার ভাব এই—মনুষ্য-বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে মনুষ্যের ব্যক্তি-গত ভাব এবং তাহার জাতি-গত ভাব, এই দুইটি বিষয়, দুই প্রকারে আলোচনা করা কর্ত্তব্য। মনুষ্যের ব্যক্তি-গত বিষয় আলোচনা করিবার প্রথা কি রূপ? না তাহার মস্তকের আয়তন পরীক্ষা করিয়া তাহার মনের বৃত্তান্ত সকল অবগত হওয়া। তাহার জাতি-গত বিষয় আলোচনা করিবার প্রথা কি রূপ? না পুরাবৃত্ত অধ্যয়ন করিয়া তাহা হইতে সার সংগ্রহ করা। মনুষ্যের জাতি-গত ভাবকেই কম্‌টি মনুষ্যত্ব শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, "মনুষ্যের ব্যক্তি-গত বিষয় পুরাবৃত্তের আলোচনীয় নহে, অথচ তাহার জাতি-গত বিষয় পুরাবৃত্তের আলোচনীয়," কম্‌টির ন্যায় কৃতবিদ্য ব্যক্তি যে, এ রূপ কথা বলিতে পারিলেন ইহা অতীব আশ্চর্য্য। প্রথমতঃ মনুষ্যের ব্যক্তি-গত বিষয় জানিবার জন্যই তাহার জাতি-গত বিষয় জানিবার প্রয়োজন হয়; তদ্ভিন্ন তাহাতে আর কোন প্রয়োজন নাই। অশ্ব-জাতির খুর আছে, এতথ্যটি জানিবার এই মাত্র প্রয়োজন যে, অশ্ব-বিশেষ দেখিবা-মাত্র তাহার খুর আছে ইহা আমরা না দেখিয়াও বলিতে পারিব। মনুষ্য-জাতি জ্ঞান-ধর্ম্ম উন্নতিশীল ইহা জানিবার প্রয়োজন এই যে, মনুষ্য-বিশেষকে দেখিলেই আমরা জানিব যে, এ ব্যক্তির জ্ঞান ধর্ম্ম আপাততঃ যে রূপ হউক না কেন, সাধন-দ্বারা তদপেক্ষা উন্নতি লাভ করিতে পারে।

নিম্ন লিখিত প্রশ্নোত্তর দ্বারা সমস্ত সুস্পষ্ট হইবে।

প্রশ্ন। পুরাবৃত্ত পাঠে কি জানা যায়?

উত্তর। মনুষ্যের জাতি-গত ভাব।

প্রশ্ন। মনুষ্যের জাতি-গত ভাব জানিলে কি জানা হয়?

উত্তর। মনুষ্যের ব্যক্তি-গত ভাব।

অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, পুরাবৃত্ত পাঠ করিলে মনুষ্যের জাতি-গত ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের ব্যক্তি-গত ভাবও জানা যায়।

উল্লিখিতের দৃষ্টান্ত।

১। পুরাবৃত্ত পাঠে নিশ্চিত জানিলাম যে, মনুষ্য-জাতি চিরোন্নতিশীল।

২। তাহাতে কি জানা হইল? না তজ্জাতীয় ব্যক্তি-সকল চিরোন্নতিশীল।

যদি বল যে মনুষ্য মৃত্যুর পরেও উন্নতি লাভ করিবে, ইহা যখন প্রত্যক্ষের অগোচর, তখন তাহা কি রূপে নিশ্চিত জানা যাইবে? তাহার উত্তর এই যে পুরাবৃত্ত অধ্যয়ন-দ্বারা যদি মনুষ্য-জাতির অনন্ত চিরোন্নতি, যাহা প্রত্যক্ষের নিতান্ত অবিষয়, তদ্বিষয়ে নিশ্চিত জানা সম্ভব হইল, তবে প্রতি মনুষ্যের অনন্ত উন্নতি প্রত্যক্ষের অগোচর বলিয়া যে জ্ঞানের অগোচর হইবে এ কথা কি রূপে রক্ষা পাইতে পারে?

মনুষ্যের ব্যক্তি-ঘটিত সিদ্ধান্তটি তদীয় জাতি-ঘটিত সিদ্ধান্তটির উপর নির্ভর করিতেছে, সুতরাং যদি পূর্ব্বোক্তের মধ্যে কোন দোষ দৃষ্ট হয়, তবে সে দোষ শেষোক্তে পৌঁছিবে, কেন না শেষোক্তই পূর্ব্বোক্তের মূল স্বরূপ। কম্‌টি মনুষ্যের জাতি-ঘটিত চিরোন্নতি নিশ্চিত বলিয়া মানেন, ব্যক্তি-ঘটিত চিরোন্নতি নিশ্চিত বলিয়া মানেন না। যিনি হিমালয়ের উত্তরে কখনো গমন করেন নাই, এবং তদীয় কোন বৃত্তান্ত কাহারো মুখে কখন শ্রবণ করেন নাই, তিনি যদি বলেন "হিমালয়ের আর এক পৃষ্ঠ আছে ইহা আমি মানি, কিন্তু চন্দ্রের আর এক পৃষ্ঠ আছে ইহা আমি মানি না" ইহাতে যেমন তাঁহার পক্ষপাতিতা ধরা পড়ে, মনুষ্য জাতির অপ্রত্যক্ষ ভবিষ্যৎ চিরোন্নতি মানি, কিন্তু মনুষ্য-ব্যক্তির উক্ত রূপ চিরোন্নতি মানি না" ইহাতেও সেই রূপ। মনুষ্য-ব্যক্তির চিরোন্নতি লইয়াই মনুষ্য-জাতির চিরোন্নতি; সুতরাং মনুষ্য-জাতির অনন্ত চিরোন্নতি স্বীকার করিলে মনুষ্য-ব্যক্তিরও অনন্ত চিরোন্নতি স্বীকার করিতে হয়, তাহা না করিয়া, কিছুতেই রক্ষা পাওয়া যায় না।

"মনুষ্যের ব্যক্তি-গত বিষয় পুরাবৃত্তের আলোচ্য নহে, কেবল তাহার জাতি-গত বিষয়ই পুরাবৃত্তের আলোচ্য" কম্‌টির একথার অলীকত্ব প্রথম দৃষ্টি-ক্ষেপেই প্রকাশ পায়। জাতি এবং ব্যক্তি উভয়ের মধ্যে এরূপ সম্বন্ধ যে, ব্যক্তি-জ্ঞানকে ছাড়িয়া জাতি-জ্ঞান হইতেই পারে না। যদি কেহ বলেন যে, "অশ্বজাতির খুর আছে" ইহা আমি জানি, কিন্তু বিশেষ বিশেষ অশ্বের খুর আছে কি না তাহা বলিতে পারি না, তবে তাঁহাকে কি উপাধি দেওয়া গিয়া থাকে? কিন্তু তদনুরূপ যদি কেহ বলেন যে, পুরাবৃত্ত অধ্যয়ন দ্বারা মনুষ্য-জাতি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়, কিন্তু সে প্রণালী অনুসারে তজ্জাতীয় ব্যক্তি-বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায় না, তবে তাঁহাকে এইরূপ বলা আবশ্যক হয় যে, যে প্রণালীতেই হউক না কেন যদি জাতি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া থাক, তবে ব্যক্তি-বিষয়েও জ্ঞান লাভ করিয়াছ; যদি এমন হয় যে, ব্যক্তি বিষয়ে কিছুই জান না তবে জাতি-বিষয়েও কিছুই জান না।

দ্বিতীয়তঃ "শুদ্ধ কেবল মস্তিষ্ক পরিমাপন প্রণালী দ্বারাই ব্যক্তি-বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিতে হইবে, অন্য কোন প্রকারে ব্যক্তি-বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিলে তাহা বৈজ্ঞানিক হইবে না" কম্‌টি এই রূপ এক কঠোর নিয়ম সৃষ্টি করিয়াছেন। মস্তিষ্ক পরিমাপন না করিয়া আমরা কি ব্যক্তি-বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি না? কম্‌টি বলিবেন "করিয়া থাক বটে, কিন্তু তাহা অবৈজ্ঞানিক।" কম্‌টিকে জিজ্ঞাসা করি যে, কোন ব্যক্তি-বিশেষের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত অনুধাবন করিয়া যদি তাহার গুণাগুণ অবগত হওয়া যায়, তবে তাহাই বা বৈজ্ঞানিক না হয় কেন, এবং যদি মনুষ্য জাতির পূর্ব্ব বৃত্তান্ত অনুধাবন করিয়া তদীয় গুণাগুণ অবগত হওয়া যায়, তবে তাহাই বা বৈজ্ঞানিক হয় কেন? আলোচ্য-বিষয় ভিন্ন হইলেই ভিন্ন প্রণালীতে আলোচনা করিতে হইবে—এ কি রূপ যুক্তি? তাহা হইলে ত কোন দুই বিষয় এক প্রণালীতে আলোচিত হইতে পারে না? তাহা হইলে ব্যাঘ্র-বিষয়ক আলোচনার প্রণালী স্বতন্ত্র সিংহ-বিষয়ক আলোচনার প্রণালী স্বতন্ত্র, এই রূপ প্রত্যেক আলোচ্য বিষয়ের এক একটি স্বতন্ত্র প্রণালী আবশ্যক হইয়া উঠে। অতএব একই প্রণালী অনুসারে যদি দুই বিষয় অথবা সহস্র বিষয় আলোচনা করিতে পারা যায়, তবে একের বেলা তাহা বৈজ্ঞানিক হইবে এবং অন্যের বেলা তাহা অবৈজ্ঞানিক হইবে, ইহা কখনই যুক্তি সঙ্গত নহে। ঐতিহাসিক প্রণালী যদি বৈজ্ঞানিক হয়, তবে তাহা সর্ব্বত্রই বৈজ্ঞানিক প্রণালী হইবে; প্রত্যুত ইহার বেলা বৈজ্ঞানিক হইবে উহার বেলা হইবে না,

জাতির বেলা বৈজ্ঞানিক হইবে ব্যক্তির বেলা হইবে না, এরূপ স্বকপোল-কল্পিত প্রাচীর নির্ম্মাণ করা বলের পক্ষেই শোভা পায় বিজ্ঞানের পক্ষে কদাপি শোভা পায় না।

তবে যদি এমন হয় যে, ঐতিহাসিক প্রণালী কেবল মনুষ্য জাতির উপরেই প্রয়োগ করিতে পারা যায়, ব্যক্তি-বিশেষের উপর প্রয়োগ করিতে পারা যায় না, তবে কাজে কাজেই শেষোক্তের পক্ষে নূতনতর প্রণালী আবশ্যক হয়। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে, ব্যক্তি-বিশেষের ইতিবৃত্ত ব্যতীত জাতি সাধারণের ইতিবৃত্ত একেবারেই অসম্ভব, অমুক রাজার ইতিবৃত্ত, অমুক বিদ্রোহীর ইতিবৃত্ত, অমুক পণ্ডিতের ইতিবৃত্ত, এই রূপ ব্যক্তি বিশেষের ইতিবৃত্তকে ছাড়িয়া যখন মনুষ্য-জাতির ইতিবৃত্ত হইতেই পারে না, তখন ঐতিবৃত্তিক প্রণালী ব্যক্তি-বিশেষে প্রয়োগ করিতে পারা যায় না, এরূপ একটা অসঙ্গত কথা বলিতে কে সাহসী হইবেন?

যদি বল যে, ঐতিবৃত্তিক প্রণালীকে এরূপ করিয়া পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে যে তাহাতে কোন ব্যক্তি-বিশেষের নামোল্লেখ থাকিবে না, কেবল শ্রেণী-বিশেষের নামোল্লেখ থাকিবে; যথা রাজ-পুরুষেরা অমুক কার্য্য করিলেন, প্রজারা অমুক কার্য্য করিল, পণ্ডিতেরা অমুক কার্য্য করিলেন, সৈন্যেরা অমুক কার্য্য করিল ইত্যাদি; তবে তাহার উত্তর এই যে, ও রূপ করিলে ঐতিহাসিক প্রণালীর অবনতিই সাধন করা হয়, উন্নতি সাধন করা হয় না। কেন না তোমার দৃষ্টান্ত-অনুসারে যখন আর এক বীর আসিয়া বলিবেন যে, ইতিবৃত্তের মধ্যে শ্রেণীরও নামোল্লেখ করা হইবে না শুদ্ধ কেবল জাতির নামোল্লেখ থাকিবে, যথা ইউরোপীয় জাতি অমুক কার্য্য করিল, ফরাশীশ জাতি অমুক কার্য্য করিল, ইত্যাদি; এবং তাহার পরে আবার যখন ততোধিক পরাক্রমশালী আর এক জন আসিয়া বলিবেন যে, জাতি-বিশেষেরও নামোল্লেখ করা হইবে না, ইতিবৃত্তের মধ্যে কেবল সাধারণ মনুষ্য জাতির নামোল্লেখ থাকিবে; তখন তুমি আপনিই সেই সকল দ্রুতগামী ছাত্রদিগকে নিবারণ করিতে পথ পাইবে না। ইতিবৃত্তের প্রকৃষ্ট গঠন প্রণালী এই রূপ—বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি এক-একটি কেন্দ্র-স্বরূপ; প্রধান-তম ব্যক্তি প্রধান-তম কেন্দ্র; অধীনস্থ ব্যক্তি অধীনস্থ কেন্দ্র। প্রত্যেক ঐতিবৃত্তিক ব্যক্তির প্রথম পরিধি তদীয় শ্রেণী, দ্বিতীয় পরিধি তদীয় জাতি, শেষ পরিধি মনুষ্য-জাতি। প্রথমতঃ ব্যক্তি-বিশেষের সহিত শ্রেণীর এবং জাতির কিরূপ সম্বন্ধ; যথা নেপোলিয়নের সহিত সৈন্য শ্রেণীর, ফরাশীশ জাতির এবং অন্যান্য জাতির কি রূপ সম্বন্ধ: দ্বিতীয়তঃ জাতি-বিশেষের বা শ্রেণী-বিশেষের অন্তর্গত ব্যক্তির সহিত, অপর জাতীয় বা অপর অপর শ্রেণীস্থ ব্যক্তির কি রূপ সম্বন্ধ; যথা, সৈন্য শ্রেণীস্থ ব্যক্তির সহিত রাজ-পুরুষ শ্রেণীস্থ ব্যক্তির কি রূপ সম্বন্ধ, ফরাশীশ-জাতীয় ব্যক্তির সহিত ইংলণ্ড জাতীয় ব্যক্তির কি রূপ সম্বন্ধ; ইত্যাদি রূপ যত প্রকার ঐতিবৃত্তিক সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, সকলই ব্যক্তি-নিষ্ঠ। আমরা নিজে ব্যক্তি, এই জন্য ব্যক্তি-বিশেষের ইতিবৃত্ত পাঠে আমাদের লাভ-বোধ হয়। ফরাশীশ বিদ্রোহের ইতিবৃত্ত পাঠ কর, দেখিবে যে, লুই, মিরাবো দান্তন, মাডাম্ রোলাণ্ড্, রবস্পিয়র্, মারাট্, নেপোলিয়ন এই রূপ নানা ব্যক্তির ইতিবৃত্ত তাহার মধ্যে অন্তর্ভূত রহিয়াছে। আরো দেখিবে যে, উক্ত ব্যক্তি সকলের প্রত্যেকে এক-একটি কেন্দ্র-স্বরূপ, এবং জিরণ্ডিষ্ট্, জেকবাইট্ প্রভৃতি শ্রেণী সকল তাহারদের পরিধি-স্বরূপ। ফরাশীশ বিদ্রোহের ইতিবৃত্ত হইতে যদি উক্ত ব্যক্তি-সকলের ইতিবৃত্ত উঠাইয়া দেওয়া যায়, তবে তাহার ফল এই হইবে যে উক্ত বিদ্রোহের ইতিবৃত্ত পাঠে কাহারও কিছু মাত্র লাভ বোধ হইবে না। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে ইতিবৃত্ত মাত্রই ব্যক্তি-নিষ্ঠ। অতএব কেবল জাতির প্রতিই ঐতিবৃত্তিক প্রণালী খাটে ব্যক্তির প্রতি খাটে না এ কথা নিতান্ত অলীক। ব্যক্তিই যে ইতিবৃত্তের প্রধান আলোচ্য-বিষয় তাহা কেবল নহে, ইতিবৃত্তের মূল-আদর্শ কেবল ব্যক্তির অভ্যন্তরেই বিদ্যমান দেখা যায়, অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। প্রত্যেক মনুষ্যের স্মরণ-রূপ গ্রন্থে তাহার ব্যক্তি-গত ইতিবৃত্ত যত টুকু লিখিত আছে, তাহা যেমন নিঃসংশয়, কোন শ্রুত ইতিবৃত্ত তেমন নিঃসংশয় হইতে পারে না। অতএব স্মরণ-নিহিত ব্যক্তি-গত ইতিবৃত্ত অন্যান্য তাবৎ ইতিবৃত্তের আদর্শ স্বরূপে গণ্য হইতে পারে। অন্যান্য ইতিবৃত্তের সহিত এই আভ্যন্তরিক ইতিবৃত্তের প্রভেদ এই যে, অন্যান্য ইতিবৃত্ত বাহ্য-দৃষ্টি দ্বারা পাঠ করিতে হয়, কিন্তু এ ইতিবৃত্ত অন্তর্দৃষ্টির সাহায্য ব্যতিরেকে পাঠ করিতে পারা যায় না। কম্‌টি অন্তর্দৃষ্টি মানেন না। কম্‌টির সহিত কোন জিজ্ঞাসু ব্যক্তির নিম্ন লিখিত প্রশ্নোত্তর চলিতে পারে।

313

জিজ্ঞাসু—গত কল্য আমি যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, অদ্য তাহা জানিবার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। কি উপায়ে তাহা জানিতে পারি?

কম্‌টি—গত কল্য যাঁহারা তোমার সঙ্গী ছিলেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর।

জিজ্ঞাসু—তাঁহাদের কেহই উপস্থিত নাই।

কম্‌টি—তাহা যদি হয় তবে গত কল্য কি কি কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছ তাহা স্মরণ করিয়া দেখ।

জিজ্ঞাসু—"স্মরণ করিয়া দেখ" একথার অর্থ কি?

কম্‌টি—অর্থাৎ গত কল্য তুমি যাহা যাহা অনুষ্ঠান করিয়াছ তাহার প্রতি মনোনিবেশ কর।

জিজ্ঞাসু—অন্তরে মনোনিবেশ করা তোমার মতে নিষিদ্ধ, অতএব যখন মনোনিবেশ করিতে বলিতেছ তখন বাহিরেই মনোনিবেশ করিতে বলিতেছ। কিন্তু গত কল্য আমি যাহা করিয়াছিলাম, বাহিরে তাহার চিহ্নমাত্রও দেখিতেছি না। এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য?

ইহার উত্তরে কম্‌টি যাহা কেন বলুন না, জিজ্ঞাস্য বিষয়ের একমাত্র সদুত্তর এই যে, অন্তরে মনোনিবেশ করাই কর্ত্তব্য। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে সামান্য সামান্য বিষয়েও অন্তর্দৃষ্টি পরিচালনা করা আবশ্যক হয়।

কম্‌টি বলেন যে, পুনরাবৃত্তির বা অভ্যাসের বা সংস্কারের যে একটি নিয়ম আছে, তদ্দ্বারা স্মরণ-ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। ইহার উত্তর এই যে, যাহা সংস্কার-মূলক, তাহা স্বতন্ত্র এবং যাহা অধ্যবসায়-মূলক তাহা স্বতন্ত্র। "আমি অমুক স্থানে যাইব" এই রূপ অধ্যবসায় করিয়া আমি যদি পদচালনা করি, তবে তাহা অধ্যবসায়-মূলক; যখন দৈনিক অভ্যাস-বশতঃ সময় বিশেষে অন্যমনস্ক হইয়া পদচালনা করি, তখন তাহাই সংস্কার-মূলক। ইত্যনুরূপ যখন গত কল্যের কোন ঘটনা আপনা আপনি মনে আন্দোলিত হইতে থাকে, তখন তাহাই সংস্কারের নিয়মে হইয়া থাকে, কিন্তু "আমি অমুক বিষয় একবার স্মরণ করিয়া দেখি" এই রূপ মনে করিয়া যখন গত কল্যের ঘটনা-বিশেষের প্রতি প্রণিধান করি, তখনকার সেই যে প্রণিধান-ক্রিয়া তাহা সংস্কার-

মূলক নহে প্রত্যুত তাহা অধ্যবসায়-মূলক। অতএব অধ্যবসায়-মূলক স্মরণ-সম্বন্ধে একথা বলিলে চলিবে না যে, উহা সংস্কারের নিয়মে হইয়া থাকে। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, অন্তর্দৃষ্টি কোন রূপেই উপেক্ষণীয় নহে। কেবল যে ব্যক্তি-বিশেষের স্মৃতি-নিহিত ইতিবৃত্ত পাঠ করাতেই অন্তর্দৃষ্টির আবশ্যক হয় তাহা নহে, মনুষ্য-জাতিরও ইতিবৃত্তের নিগূঢ় অর্থ অবগত হইতে হইলে অন্তর্দৃষ্টি আবশ্যক হয়। মনুষ্য জাতির জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি কি রূপে হইয়া আসিতেছে, ইহা জানিতে হইলে জ্ঞান-ধর্ম্ম যে কি তাহা অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা অনুভব করা আবশ্যক; কেন না জ্ঞান ধর্ম্ম চক্ষে-দেখিবার বস্তু নহে। জ্ঞান ধর্ম্মের কার্য্য চক্ষে দেখা যায় বটে, কিন্তু জ্ঞান ধর্ম্মের কার্য্য মাত্র জানিলে জ্ঞান ধর্ম্মের কিছুই জানা হয় না। এক জন যশের জন্য একটি পান্থশালা নির্ম্মাণ করিল, এক জন পরোপকারের জন্য তাহাই নির্ম্মাণ করিল, এস্থলে কার্য্য উভয়েরই সমান; তবে কেন এক ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিতেছি? ইহার কারণ এই যে, কার্য্য-মাত্র ধর্ম্ম-ভাবের পরিচায়ক নহে। জ্ঞান-বিষয়েও এই রূপ; মধুমক্ষিকারা সংস্কার বশতঃ যেরূপ তাহাদের বাস গৃহকে নানা প্রকার কার্য্যোপযোগী করিয়া নির্ম্মাণ করে, সেই রূপ করিয়া যদি মনুষ্য আপনার বাস গৃহ নির্ম্মাণ করে, তবে কার্য্যোপযোগিতা বিষয়ে উভয়ের সৌসাদৃশ্য থাকিলেও একটি যে, জ্ঞান-পূর্ব্বক নির্ম্মিত, এবং একটি যে, সংস্কার-পূর্ব্বক নির্ম্মিত, ইহা কিছুতেই ব্যত্যয় হইবার নহে। অতএব যাঁহারা বলেন যে জ্ঞান-ধর্ম্মের কার্য্য মাত্র দেখিয়া জ্ঞান ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হওয়া যায়, তাঁহাদের সে কথা অলীক। জ্ঞান ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইতে হইলে অন্তর্দৃষ্টির আবশ্যক। "অমুক ব্যক্তি অমুক কার্য্য করিয়াছিল" এই পর্য্যন্ত জানিলেই কি ইতিবৃত্ত বিজ্ঞানের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না? উক্ত কার্য্য কি ভাবে করিয়াছিল, ইহা জানিবার কি অবশিষ্ট থাকে না? নেপোলিয়ন জর্ম্মণ্ দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন" এই মাত্র জানিলে জানিবার উপযুক্ত কিছুই জানা হয় না; কি অভিপ্রায়ে নেপোলিয়ন ওরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন, ইহা জানিতে না পারিলে জ্ঞান লাভ হইল বলিয়া বোধ হয় না। নেপোলিয়নের ইতিবৃত্ত পাঠে এইরূপ জানিতে পারা যায় যে, পৃথিবী জয় করিয়া ফরাশীশ দেশকে সমুদায়ের রাজধানী স্বরূপ করিবার জন্য নেপোলিয়নের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল; এই ইচ্ছার প্রাবল্য হেতু তিনি কোন বাধাকেই বাধা জ্ঞান করেন নাই; যাহা কিছু তাঁহার সেই ইচ্ছার পোষকতা করিয়াছিল তাহাই তাঁহার নিকটে কার্য্য, আর সমুদায়ই অকার্য্য হইয়াছিল। এইরূপ ব্যক্তিগত বৃত্তান্ত-সমূহের আলোচনা দ্বারা আমরা অনেক বিষয়ে বহুদর্শিতা লাভ করিতে পারি। যথা—

প্রশ্ন—কেমন করিয়া নেপোলিয়নের দুষ্ট ইচ্ছা আতিশয্য লাভ করিল?

উত্তর—পুনঃ পুনঃ জয়-লাভ দ্বারা।

প্রশ্ন—উক্ত ইচ্ছার মূল কি?

উত্তর—নেপোলিয়নের জিগীষা-বৃত্তি স্বভাবতই প্রবল। নেপোলিয়নের জিগীষা বৃত্তি যেমন-বীজ, ফরাশীশ্ দেশের তাৎকালিক রাজ্য-বিপ্লব তেমনি-ক্ষেত্র; উভয়ের সংযোগে যোজন যোজন ব্যাপী এক ভয়ানক সংগ্রাম-তরু উৎপন্ন হইল।

প্রশ্ন—নেপোলিয়নের ইতিবৃত্ত পাঠে কি শিক্ষা লাভ হয়?

উত্তর—নেপোলিয়ন যেমন এক দিকে দেশ-বিদেশ জয় করিতেছেন, অন্য দিকে

তাঁহার জিগীষা-বৃত্তি তাঁহাকে জয় করিতেছে; ক্রমে ক্রমে তাঁহার জিগীষা-বৃত্তি তাঁহাকে এত দূর বশীভূত করিল যে, তিনি দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইলেন এবং পরিশেষে চারি দিক্ হইতে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া সম্পদের শিখর হইতে বিপদের পাতাল-কূপে নিমগ্ন হইলেন, আর তাঁহার উত্থান শক্তি রহিল না। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, "ফরাশীশ্ দেশের একাধিপত্য হউক্" এত দূর না গিয়া নেপোলিয়ন যদি ফরাশীশ্ দেশের ন্যায়-সঙ্গত উন্নতি সাধন ও সুশৃঙ্খল স্থাপনের দিকে যাইতেন, তাহা হইলে এক দিকে যেমন তিনি আপনার জিগীষা-বৃত্তির উপরে জয় লাভ করিতেন, অন্য দিকে তেমনি স্বদেশীয় বহু বিধ অমঙ্গলের উপর জয় লাভ করিতেন; ইহাতে তিনি আপনি এবং তাঁহার দেশ উভয়ই চরমে সুখ শান্তি ও উন্নতি লাভে কৃতকার্য্য হইতেন। নেপোলিয়নের ইতিবৃত্তে ব্রাহ্মধর্ম্মের এই বচনটি জাজ্বল্যতর-রূপে সপ্রমাণ হইয়াছে—"অধর্ম্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি। ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥" এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবে অবতীর্ণ হওয়া যাইতেছে:—উপরে দেখা গেল যে শুদ্ধ কেবল মনুষ্যের কার্য্য মাত্র অবগত হওয়া ইতিবৃত্ত আলোচনার উদ্দেশ্য নহে; পরন্তু মনুষ্যের সৎ অসৎ এবং উভয় মিশ্রিত ইচ্ছা হইতে কিরূপে কোন্ কার্য্য বহির্গত হয়; কি বা সেই ইচ্ছার পোষক, কি বা প্রতিবন্ধক; কি রূপই বা সেই ইচ্ছার গতি; সাধু ইচ্ছা কিসে সক্ষম হয়, কিসেই বা অক্ষম হয়; অসাধু ইচ্ছাই বা কিসে সক্ষম হয়, কিসে অক্ষম হয়; ইতিবৃত্ত পাঠে এই প্রকার আধ্যাত্মিক বিষয় সকল শিক্ষা করিতে পারিলে তাহাতে যেমন পাঠকের লাভ-বোধ হয়, কতকগুলা ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত মাত্র জানিলে কখনই সেরূপ লাভ-বোধ হয় না। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, আধ্যাত্মিক বিষয়-সকল জানিতে হইলে অন্তর্দৃষ্টি পরিচালনা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। আমি যদি ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন প্রকার অভিপ্রায়ে কোন প্রকার কার্য্য করি, তবে সে অভিপ্রায় আমার আপনার নিকটে অবিদিত থাকিতে পারে না; কিন্তু সেই যে অভিপ্রায় তাহা আমি চক্ষেও দেখি না, কর্ণেও শুনি না, তাহা স্পর্শও করি না, আঘ্রাণও করি না, আস্বাদনও করি না, অথচ আমি চক্ষে দেখার ন্যায় স্পষ্ট রূপে জানিয়া থাকি। যে জ্ঞান দ্বারা আমরা আপনার অভিপ্রায় প্রভৃতি আন্তরিক বিষয় সকল জ্ঞাত হইয়া থাকি, তাহা বাহ্য দৃষ্টি নহে, তাহা অন্তর্দৃষ্টি। কম্‌টি এস্থলে এই রূপ আপত্তি করিবেন যে ক্ষুধাকেও আমরা চক্ষে দেখিতে পাই না অথচ জ্ঞানে উপলব্ধি করিয়া থাকি, যে জ্ঞানে ক্ষুধা উপলব্ধি হয় তাহাকে কি অন্তর্দৃষ্টি বলিব? ক্ষুধা-জ্ঞান এবং ক্ষুধা উভয়ের মধ্যে প্রভেদই বা কি? ক্ষুধা-জ্ঞান হওয়ার নামই ক্ষুধা হওয়া; অতএব উভয়কে পৃথক্ দৃষ্টিতে দেখা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন। ইহার উত্তর এই যে, ক্ষুধা যতক্ষণ বর্ত্তমান, ততক্ষণই যদি কেবল ক্ষুধা-জ্ঞান বর্ত্তমান থাকিত, তাহা হইলেই কম্‌টির কথা সত্য হইত; কিন্তু যখন দেখা যায় যে ক্ষুধা তিরোহিত হইলেও ক্ষুধা বিষয়ক জ্ঞান থাকিবার কোন বাধা নাই, তখন ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ক্ষুধা-বিষয়ক জ্ঞান ক্ষুধা অপেক্ষা ব্যাপক, সুতরাং ভিন্ন। ক্ষুধা যে কি, তাহা যে কেবল ক্ষুধার সময়েই আমরা জানি তাহা নহে, ক্ষুধা যখন নাই তখনও তাহা আমরা জানি, এবং জানি বলিয়াই অদ্যকার ক্ষুধা শান্তি হইলে কল্যকার ক্ষুধা যাহাতে শান্তি হইবে তাহার বিহিত উপায় অবলম্বন করি। ক্ষুধা-জ্ঞান

ভূত-কালের ক্ষুধা নিবৃত্ত জানিয়াও আমারদিগকে ভবিষ্যতের অন্ন আয়োজনে সচেষ্ট করে, কিন্তু ক্ষুধা আমাদিগকে বর্ত্তমান অভাব মোচনেই সচেষ্ট করে ; অতএব ক্ষুধার অবর্ত্তমানেও যখন ক্ষুধা-জ্ঞান থাকিতে পারে, এবং ক্ষুধার কার্য্য ক্ষুধা-জ্ঞানের কার্য্য যখন ভিন্ন ভিন্ন, তখন উভয়ই যে একই, ইহা কোন রূপেই বলা যাইতে পারে না। তবে, ক্ষুধা-জ্ঞানকে অন্তর্দৃষ্টি বলা যাইবে কি না, একথা অবশ্য জিজ্ঞাস্য হইতে পারে।

কোন প্রকার পরিবর্ত্তন দৃষ্টি করিলেই, তাহার কোন না কোন কারণ আছে, এ বিশ্বাস দর্শকের মনে তৎক্ষণাৎ উদয় হইয়া থাকে। যখন বাহিরের কোন কারণ-বশত দর্শকের অন্তরে কোন পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়, তখন সেই পরিবর্ত্তনের মূল বাহিরে আছে বলিয়া দর্শকের দৃষ্টি বহির্দিকেই ধাবিত হয়, এবং যখন দর্শকের ভিতরের কোন কারণ বশতঃ বাহিরে কোন পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়, তখন সেই পরিবর্ত্তনের মূল ভিতরে আছে বলিয়া দর্শকের দৃষ্টি অন্তর্দিকেই ধাবিত হয়। শরীরের পরমাণু হ্রাস প্রভৃতি বাহিরের কারণ-বশতঃ ক্ষুধা-রূপ পরিবর্ত্তন অন্তরে উপস্থিত হয়, এ জন্য ক্ষুধা-বিষয়ে জ্ঞান-লাভ করিতে হইলে বহির্দিকেই অর্থাৎ শরীরের দিকেই দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতে হয়। পরন্তু যখন দর্শকের নিজের আন্তরিক ইচ্ছা বশতঃ কোন প্রকার পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়, তখন তদ্বিষয়ে জ্ঞান-লাভ করিতে হইলে অন্তরে দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক হয়। ইহা বলা বাহুল্য যে, দৃষ্টি শব্দের অর্থ এখানে মনোনিবেশ, শুদ্ধ কেবল বচন-সংক্ষেপের জন্য দৃষ্টি শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। অতএব যাহার মূল দর্শকের অন্তরে, এমন কোন আবির্ভাব উপলক্ষেই অন্তর্দৃষ্টি শব্দের সার্থকতা হয়; নচেৎ ক্ষুধা প্রভৃতি বহির্বস্তু ঘটিত আবির্ভাব উপলক্ষে অন্তর্দৃষ্টি শব্দ ব্যবহার করিলে উক্ত শব্দ নিতান্তই নিরর্থক হইয়া পড়ে, কেন না তাহা হইলে বহির্দৃষ্টিকেও অন্তর্দৃষ্টি বলিবার বাধা থাকে না।

প্রশ্ন—বস্তু-সকলের বর্ণ চক্ষুরিন্দ্রিয়-দ্বারা যখন মনে উপলব্ধি হয়, তখন সেই বর্ণ-জ্ঞানকে অন্তর্দৃষ্টি না বলি কেন ?

উত্তর—যেহেতু আলোক-প্রক্ষেপ বা প্রতিক্ষেপকারী বর্ণ-বোধের যে কারণ, তাহা বাহিরে অবস্থিতি করিতেছে, এ জন্য বর্ণ-জ্ঞানের লক্ষ বাহিরে। ক্ষুধা সম্বন্ধেও অবিকল ঐরূপ বলা যাইতে পারে, যথা—

প্রশ্ন—শরীরের পরমাণু হ্রাস জনিত যখন আমাদের মনে ক্ষুধা-রূপ একটি অভাব বোধ হয়, তখন তদীয় জ্ঞানকে আমরা অন্তর্দৃষ্টি না বলি কেন ?

উত্তর—যেহেতু ক্ষুধা-জ্ঞানের কারণ শারীরিক; শরীর বাহ্য-পদার্থ; এজন্য ক্ষুধা জ্ঞানের লক্ষ বাহিরে; সুতরাং বর্ণ-জ্ঞানকে যেমন অন্তর্দৃষ্টি বলা সঙ্গত নহে; ক্ষুধা-জ্ঞানকেও সেই রূপ অন্তর্দৃষ্টি বলা সঙ্গত নহে। কম্‌টির মতে, ক্ষুধা-জ্ঞান এবং ক্ষুধা-বোধ এ দুয়ের মধ্যে যেন প্রভেদ নাই, এই রূপ দাঁড়ায়; কিন্তু ক্ষুধা-বোধ ক্ষুধার সঙ্গে আইসে ক্ষুধার তিরোধানেই তিরোহিত হয়, ক্ষুধা-বিষয়ক জ্ঞান ক্ষুধার বর্ত্তমানতাকে অপেক্ষা করে না; এ জন্য ক্ষুধা-জ্ঞান এবং ক্ষুধা-বোধ পরস্পর বিভিন্ন। কোন্ প্রকার জ্ঞানকে অন্তর্দৃষ্টি বলা যায় ? না, এমন কোন আবির্ভাব যাহার কারণ দর্শকের বাহিরে অবস্থিতি করে না, অন্তরেই অবস্থিতি করে, তদ্বিষয়ক জ্ঞানই কেবল অন্তর্দৃষ্টি শব্দের বাচ্য। সূক্ষ্ম-রূপে দেখিতে গেলে, আত্মার অভ্যন্তরে যে-সকল পরাকাষ্ঠা মূল-তত্ত্ব মূল-আদর্শ এবং মূল-নিয়ম নিহিত আছে, তৎসমুদায়ই অন্তর্দৃষ্টির বিষয়, কেন না তাহারা বহির্বস্তুর উপর নির্ভর করে না *। আমাদের কর্তৃত্বাধীন বুদ্ধি, প্রীতি এবং ইচ্ছা সেই মূল-তত্ত্ব, মূল-আদর্শ এবং মূল-নিয়মের সহিত কত দূর ঐক্য হইল বা না হইল, ইহা নিরূপণ করাও অন্তর্দৃষ্টির কার্য্য। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, অন্তর্দৃষ্টি ভিন্ন অন্য কোন প্রকরণ দ্বারাই মনুষ্যের নিগূঢ় অভিসন্ধি, বুদ্ধি এবং ভাবকে পরিমাপন করিতে পারা যায় না, সুতরাং ইতিবৃত্তের সার-মর্ম্ম অবগত হইতে পারা যায় না। কি ব্যক্তি-বিশেষের স্মৃতি-গত নৈসর্গিক ইতিবৃত্ত, কি জাতি-বিশেষের শ্রুতি-গত ইতিবৃত্ত, অন্তর্দৃষ্টি পরিচালনা ব্যতিরেকে তাহা হইতে ফলোপার্জ্জন করা কাহারো সাধ্যায়ত্ত নহে।

কম্‌টি মনুষ্যের ব্যক্তি-গত ভাবকে তদীয় জাতি-গত ভাব হইতে স্বতন্ত্র প্রণালীতে আলোচনা করাতে তিনি যে পূর্ব্বোক্তের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন, ইহা এক্ষণে স্পষ্টই প্রতিভাত হইতেছে। তাঁহার পজিটিব্ ফিলজপি অন্য কোন জাতির জাতি এবং ব্যক্তিকে পরস্পর পৃথক্ প্রণালীতে আলোচনা করিতে বলেন না, কেবল মনুষ্য জাতির সম্বন্ধেই ঐরূপ করিতে বলেন। তিনি টোলীয়দিগকে এণ্টিটি-প্রিয় বলিয়া উপহাস করিয়াছেন ; কিন্তু জাতিকে ব্যক্তি হইতে পৃথক্ করিয়া প্রকারান্তরে তিনি যে এণ্টিটির গ্রাসে পতিত হইয়াছেন, ইহা তিনি দেখিতে পান নাই। মনুষ্য-জাতি বিষয়ে তিনি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, মনুষ্য-ব্যক্তি বিষয়ে তাহা খাটে না। মনুষ্যত্ব মরণ-ধর্ম্ম রহিত এবং চিরোন্নতিশীল ইহা তাঁহার মতে নিশ্চিত, কিন্তু মনুষ্য-ব্যক্তি সে রূপ কি না তাহা তিনি বলিতে পারেন না। জাতিকে ব্যক্তি হইতে পৃথক্ করিয়া কল্পনা করাতে বৈজ্ঞানিক ভাবের খর্ব্বতা এবং টোলীয় ভাবের আতিশয্য প্রকাশ পাইয়াছে। ব্যক্তি-বিষয়ক আলোচনা স্থগিত করিয়া জাতি-বিষয়ক আলোচনা করা যে অবৈজ্ঞানিক ইহা বলিতেছি না ; বক্তব্য কেবল এই মাত্র যে, জাতি-বিষয়ে যাহা স্থির করিব, ব্যক্তির সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই, জাতি যেন ব্যক্তি হইতে একটা স্বতন্ত্র বস্তু, এই প্রকার ভাবই অবৈজ্ঞানিক। মনুষ্যত্ব মরণ-ধর্ম্ম-রহিত ইহা বলিলেই যে, তাহা অবৈজ্ঞানিক উক্তি হয় তাহা নহে; পরন্তু যদি বলা যায় যে, মনুষ্য-জাতি মরণ-ধর্ম্ম-রহিত কিন্তু তাহা বলিয়া মনুষ্য-ব্যক্তি যে মরণ-ধর্ম্ম-রহিত তাহা নহে ; কিংবা চক্র-জাতির অর-সকল সমান, কিন্তু তাহা বলিয়া বিশেষ বিশেষ চক্রের যে অর-সকল সমান, তাহা নহে; এপ্রকার উক্তি নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক ইহা বলা বাহুল্য। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, বৈজ্ঞানিক প্রণালী বিষয়ে পজিটিব্ ফিলজপি নিতান্ত অব্যবস্থিত ভাব প্রকাশ করিয়াছে। এক্ষণে কাল্পনিক দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্বন্ধে বেদান্ত হইতে কি রূপ উত্তর পাওয়া যায়, তাহার প্রতি মনোনিবেশ করা যাইতেছে।

* তত্ত্ববিদ্যা দেখ।

ভারতবর্ষীয় নীতি-শাস্ত্র।

উপক্রমণিকা।

পুরাকালে এক জন প্রধানতম ঋষি কোন এক ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "অনুষ্ঠেয়েষু লোকেষ্বিন্ কিং কল্যাণকরং নৃণাং" ইহলোকে কল্যাণকর অনুষ্ঠেয় কি?— তাহাতে ঋষি উত্তর করিয়াছিলেন, "ভূতানামুষতী বিদ্যা সাহি সেব্যা সদা নরৈঃ।" প্রাণিদিগের বিদ্যাই কল্যাণ দায়িনী, অত-

এব মনুষ্যেরা তাহাকেই যেন সর্ব্বদা সেবা করে।

বস্তুতঃ ইহ জগতে যদি কিছু কল্যাণকর অনুষ্ঠেয় থাকে, তবে তাহা বিদ্যা। বিদ্যার ন্যায় কল্যাণকর অনুষ্ঠেয় আর দেখা যায় না। মুক্তি বা পারত্রিক মঙ্গলের আশা থাকিলে বিদ্যার আশ্রয় লইতে হইবে—আহার, বিহার, শস্ত্র, শাস্ত্র প্রভৃতি ঐহিক উপাদেয় বস্তুর প্রার্থনা থাকিলে বিদ্যার আশ্রয় ব্যতীত নিষ্পন্ন হইবে না; অতএব বিদ্যাই মানব জাতির পরম ধন।

বিদ্যার ফলাফল ও উত্তমাধম ভাব দেখিয়া পণ্ডিতেরা বিদ্যাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যা।

পরা বিদ্যা কি?—অপরা বিদ্যাই বা কি? লক্ষণ নির্দ্দেশের নিমিত্তে শ্রুতি বাক্য আছে; "অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে"—যাহার দ্বারা ঈশ্বরকে অধিগত করা যায়, তাহাকে পরা বিদ্যা বলে, তদ্ভিন্ন সমস্তই অপরা বিদ্যা।

ঐ অপরা বিদ্যার আবার অনেকবিধ অবান্তর ভেদ আছে। শস্ত্র বিদ্যা, শাস্ত্র বিদ্যা, শিল্প বিদ্যা ইত্যাদি। ঋষিরা বলেন, অপরা বিদ্যার যতগুলি অবয়ব আছে, তন্তাবতের মধ্যে নীতি বিদ্যাই জগতের উন্নিতি সাধক। ঋষিদিগের মতে মনুষ্য যদি শস্ত্র বিদ্যা, শিল্প বিদ্যা সূপকার বিদ্যা, প্রভৃতি সর্ব্ববিধ বিদ্যায় পারদর্শী হয়, আর তাহাতে যদি নীতি-সংযোগ না থাকে; তাহা হইলে সে মনুষ্য দ্বারা জগতের উপকার হয় না, প্রত্যুত অপকারই হয়। "নয়েন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ"। ভারতবর্ষীয় পূর্ব্ব পণ্ডিতদিগের মতে নীতি বিহীন মনুষ্য পশুর তুল্য। আমাদের বিবেচনায় তত দুর না হউক, ফল, নীতি-শূন্য মনুষ্য যে জগতের ভূষণ হইতে পারে না, সে পক্ষে সংশয় নাই। আহার, নিদ্রা, ভয়, আলস্য প্রভৃতি যাহা স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তাহা পশু-সাধারণ। আহার, বিহারের চেষ্টা, বস্তু-পরীক্ষা ও শিল্পাদির অনুষ্ঠান মনুষ্যেরাও করে, পশুরাও করে; কিন্তু পশুরা যাহা করে; তাহা তাহাদের স্ব-প্রয়োজনোপযোগী মাত্র, আর যাহা মনুষ্যেরা করে, তাহা স্ব-পর সাধারণের প্রয়োজনোপযোগী। মানব কার্য্যের ও পাসব কার্য্যের এবম্বিধ প্রভেদ ঘটনার মূল কেবল মানব-মনে নীতি-সংযোগ থাকা। অতএব নীতি সংযোগ থাকা মানব অন্তঃকরণেরই ধর্ম্ম এবং ঐ অতিরিক্ত ধর্ম্মটি থাকাতেই মনুষ্যেরা সর্ব্বোৎকৃষ্ট জীব বলিয়া গণ্য হইয়াছেন।

নীতি সংযোগ মানব-অন্তঃকরণের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া তুষ্ণীম্ভাবে থাকা উচিত নহে। তাহার পরিশীলন করা কর্ত্তব্য। কবি-শক্তি ও সঙ্গীতের লয় জ্ঞান অন্তরে বিলীন থাকিলেও তাহার স্ফূর্ত্তির নিমিত্ত চর্চ্চা করা আবশ্যক।

বিদ্যা মাত্রই উপদেশ-লভ্য। উপদেশ সংস্কৃতাত্মা সাধু পুরুষের নিকট পাওয়া যাইতে পারে—আবার অকিঞ্চিৎকর জড়-পদার্থের নিকটেও পাওয়া যাইতে পারে। ভাগবতে একটি আখ্যায়িকা আছে। এই আখ্যায়িকার নাম চতুর্দ্দশ গুরূপাখ্যান। ঐ উপাখ্যানে লিখিত আছে, পূর্ব্বে যদু নামক রাজা, কোন এক তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের বিস্ময়কর ব্যবহার পদ্ধতি সন্দর্শন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রহ্মন্! আপনি এরূপ অদ্ভুত চর্য্যা কোথায় শিক্ষা করিলেন?"—তাহাতে সেই অবধূত বেশধারী ব্রাহ্মণ উত্তর করিয়াছিলেন, "মহারাজ! আপনি আমার গুরুগণের পরিচয় ইচ্ছা করিতেছেন সুতরাং আমি বলি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন—আমার গুরু পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য কপোত পক্ষী, অজগর সর্প, সিন্ধু, পতঙ্গ জাতি, মধুমক্ষিকা, গজ, মধু-ব্যবসায়ী, হরিণী, মীন, পিঙ্গলা নাম্নী বেশ্যা, কুরর পক্ষী, বালক, কুমারী, শরনির্ম্মাতা, সর্প; ঊর্ণনাভ (মাকড়শা) পেশকৃৎ। ইহাঁদিগের নিকট আমি যাহা শিক্ষা করিয়াছি, তৎসমুদায়ও শ্রবণ করুন।"

এই আখ্যায়িকার অন্তর্ম্মর্ম্ম এই যে মনুষ্য যদি স্থির ও শান্ত হইয়া প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করে, তাহা হইলে সে অত্যুত্তম জ্ঞান লাভ করিতে পারে। অশান্ত চঞ্চল মতিরাই মনুষ্য গুরুর অন্বেষণ করিয়া ক্লান্ত হয়। এতাবতা, নীতি বিদ্যাও উপদেশ লভ্য এবং সে উপদেশ যেমন মনুষ্য গুরুর নিকট পাওয়া যায়, তেমনি প্রকৃতি গুরুর নিকটও পাওয়া যায়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা যে সকল নীতি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছিলেন, সে সমস্ত তাঁহারা কেবল মনুষ্য গুরুর নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এমত নহে, প্রকৃতির নিকটও পাইয়াছিলেন।

ভারতবর্ষে কোন্ সময় হইতে যে নীতি সঞ্চয় আরম্ভ হয়, তাহা নির্ণয় করা যায় না। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, সর্ব্ব প্রকার প্রাচীনগ্রন্থেই নীতির বিষয় দৃষ্ট হয়। ঈদৃশ গ্রন্থ দেখা যায় না, যাহাতে নীতি-চর্চ্চা নাই। যাহাই হউক, আর্য্যেরা যে কোন সময়ে যে কোন গুরুর নিকট হইতে হউক না কেন তাঁহারা যে সকল নীতি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহার কিয়দংশের পরিশীলন করিব কিন্তু কোন পুস্তক বিশেষের অনুগত হইব না।

ক্রান্তদর্শী উশনাকৃত ঔশনস-সূত্র (শুক্রনীতি) বৃহস্পতিকৃত নীতিসার (বৃহস্পতি ইন্দ্রকে যাহা উপদেশ দিয়াছিলেন)—কালিকা পুরাণ ও গরুড় পুরাণ প্রভৃতি পুরাণ নিচয়ের অংশ বিশেষ—ভারতীয় সভা ও শান্তিপর্ব্বাদি—কামন্দক—পঞ্চতন্ত্র হিতোপদেশ—নীতি ময়ূখ—নীতি সমুচ্চয়—নীতি চিন্তামণি প্রভৃতি বহুতর নীতি গ্রন্থ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। এই সকল গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন পূর্ব্বক যথা যথ স্থানে বিভাগ ক্রমে বিন্যাস করিয়া প্রকাশ করিব। প্রকাশ করার ফল অন্য কিছু হউক, বা না হউক, অন্তত আর্য্যদিগের অনুসন্ধান ও দূরদর্শিতার ইয়ত্তা কত দূর, তাহা বুঝিতে পারিয়া আনন্দিত হইব।

অপিচ, যদিও আর্য্যেরা নীতি-গত বৈলক্ষণ্য অনুসারে নীতি শাস্ত্রগুলি বিভাগ করিয়া নির্ম্মাণ করেন নাই; না করিলেও বক্তব্য বাক্যের লক্ষ্য ও ফলভেদ দৃষ্টে আমরা বিভাগ করিয়াই বলিব।

নীতি সমুদায়ের চারিটি মাত্র শ্রেণী করা যাইতে পারে। রাজ-নীতি, ধর্ম্ম-নীতি, সামাজিক নীতি ও সাধারণ নীতি। রাজ-নীতির লক্ষ্য রাজা—ধর্ম্ম-নীতির লক্ষ্য ধর্ম্ম—সামাজিক-নীতির লক্ষ্য সমাজ—আর সাধারণ নীতির লক্ষ্য সাধারণ অর্থাৎ রাজা, ধর্ম্ম, সমাজ। তবে উক্ত নীতিত্রয়ের সহিত সাধারণ নীতির প্রভেদ কি?—জগতের পরিবর্ত্তন সহকারে নীতি সকলের বলাবল ও দেশ, কাল, পাত্র, বিবেচনায় নীতি প্রয়োগ ফলাফল এই সকল বলাই সাধারণ নীতির লক্ষ্য এইমাত্র প্রভেদ। লক্ষের ভিন্নতা অনুসারে নীতির ভিন্নতা স্বীকার অন্যায্য নহে।

যে উদ্দেশে এত দূর বলা হইল, সেই উদ্দশ্য সম্প্রতি নিকট হইল। আমরা বিভাগ ক্রমে আর্য্যজাতীয় নীতিশাস্ত্র প্রকাশে উদ্যুক্ত হইয়া প্রথমত রাজনীতি প্রকরণ বলাই উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া তাহাই সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

নীতি-শাস্ত্রের লক্ষণ।

"নয়স্য বিনয়ো মূলং বিনয়ঃ শাস্ত্রনিশ্চয়ঃ।
বিনয়ো হীন্দ্রিয়জয়স্তদ্‌যুক্তঃ শাস্ত্রমিচ্ছতি।"

বিনয়ই নীতির মূল। বিনয় কি? না পশুবৎ স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অধীন না হওয়া, অতএব শাস্ত্রোপদিষ্ট পথ অনুসরণ করার নাম বিনয়; যে শাস্ত্র দ্বারা বিনীত হওয়া যায় তাহারই নাম নীতি-শাস্ত্র।

"আত্মানং প্রথমং রাজা বিনয়েনোপপাদয়েৎ।
ততোঽমাত্যাংস্ততো ভৃত্যান্ ততঃ পুত্রাংস্ততঃ প্রজাঃ"।

রাজা অগ্রে আপনাকে বিনীত করিবেন, পশ্চাৎ আমাত্যবর্গকে বিনীত করিবেন, তৎ পশ্চাৎ ভৃত্যবর্গ এবং প্রজাবর্গ যাহাতে বিনীত হয় তাহা করিবেন।

"সদানুরক্তপ্রকৃতিঃ প্রজাপালনতৎপরঃ।
বিনীতাত্মা হি নৃপতির্ভূয়সীং শ্রিয়মশ্নুতে।"

রাজা অমাত্যগণের প্রতি অনুরক্ত হইবেন, অমাত্যেরাও যাহাতে অনুরক্ত হয়, তাহা করিবেন। পরে সর্ব্ব প্রজা রক্ষায় যত্ন করিবেন (তাহা হইলে রাজার নিজ আত্মাকে এক প্রকার বিনীত করা হইল।)

"যথেন্দ্রিয়াণি নৃপতির্বিষয়াণাং পরিগ্রহে।
স্ববশ্যানি প্রকুর্ব্বীত মনোজ্ঞানং দৃঢ়স্তথা॥"

রাজা ইন্দ্রিয়গণকে স্ববশে রাখিয়া বিষয় (ভোগ্য বস্তু) গ্রহণে নিযুক্ত করিবেন এবং মন ও জ্ঞান যাহাতে দৃঢ় থাকে তাহা করিবেন।

"জ্ঞানে দৃঢ়ে কশায়াং বা দৃঢ়ায়াং নৃপসত্তম।
সারথিঃ স্ববশোঽদান্তানীশঃ প্রেরয়িতুং হয়ান্॥"

জ্ঞান বা কশা দৃঢ় থাকিলে ও সারথি স্ববশে থাকিলে, (১) তদ্দ্বারা অদান্ত অশ্বগণকেও পরিচালনা করা যায়। অতএব,—

"অতো নৃপঃ স্বেন্দ্রিয়াণি বশেকৃত্বা মনস্তথা।
জ্ঞানমার্গমধিষ্ঠায় প্রকুর্ব্বীতাত্মনো হিতম্॥"

রাজা, অগ্রে আপনার ইন্দ্রিয়দিগকে বশীভূত করিবেন ও মনকে দৃঢ় করিবেন, পশ্চাৎ জ্ঞান মার্গ অবলম্বন করিয়া আপনার হিত সাধন করিবেন।

"ভোক্তব্যং স্বেচ্ছয়া ভূপো ন কুর্য্যাদুৎপথেরিতম্।
দ্রষ্টব্যমিতি দ্রষ্টব্যং ন দ্রষ্টব্যঞ্চ স্বেচ্ছয়া॥"

রাজা, আপনার ইচ্ছানুরূপ ভোগোপভোগ করিবেন কিন্তু উৎপথগামী হইবেন না। উৎপথগামী হইয়া কিছুই করিবেন না। যাহা দেখিবার যোগ্য তাহাই দেখিবেন,নচেৎ ইচ্ছা হইল বলিয়া দেখিবেন না।

"শ্রোতব্যমিতি শ্রোতব্যং নাধিকং শ্রবণঞ্চরেৎ।
শাস্ত্রতত্ত্বমৃতে ধীরঃ শ্রুতিবশ্যোভবেন্নহি॥"

যাহা শুনিবার যোগ্য, (২) ধীর ব্যক্তি তাহাই শুনিবেন। অধিক শ্রবণ করিবেন না। যদ্যপি অধিক শুনিতে হয়, তবে তাহা শাস্ত্র-তত্ত্ব-ঘটিত বিষয়, যেহেতু শাস্ত্রতত্ত্ব শ্রবণ ব্যতিরেকে শ্রোত্র বশ হয় না।

"এবং ঘ্রাণং ত্বচং বাপি বশীকৃত্যেচ্ছয়া নৃপঃ।
স্বেচ্ছয়ৈবোপভুঞ্জীত নোদ্দামং বিষয়ং ব্রজেৎ।"

ঐরূপ ঘ্রাণেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয়, স্পর্শ জ্ঞান-সাধক ত্বগিন্দ্রিয়কেও বশীভূত করিবেন। ইন্দ্রিয়গণকে স্ববশে রাখিয়া যথেচ্ছ বিষয় সম্ভোগ করিবেন। কদাচ নিরঙ্কুশ হইয়া বিষয় সেবা করিবেন না। (এতাবতা ইন্দ্রিয় প্রীতির নিমিত্ত ব্যসনী হইবে না)।

"এবং যদি ভবেদ্রাজা তদা সস্যাজ্জিতেন্দ্রিয়ঃ।
জিতেন্দ্রিয়ত্বে হেতুশ্চ শাস্ত্রবৃদ্ধোপসেবনম্।"

রাজা যদি কথিত প্রকার সাধন-সম্পন্ন হইতে পারেন, তাহা হইলে তাহাকে জিতেন্দ্রিয় বলা যাইবে (জিতেন্দ্রিয়ের লক্ষণই এই। অনেকে মনে করেন যে ইন্দ্রিয়ের কার্য্য নিবৃত্তি করার নাম ইন্দ্রিয় জয়, বস্তুত তাহা নহে) বহুতর শাস্ত্রের আন্দোলন ও

(১) অথবা "সারথিঃ স্ববশো দান্তানীশঃ প্রেরয়িতুং হয়ান্।" জ্ঞান দৃঢ় থাকিলে, মন দৃঢ় থাকিলে ও ইন্দ্রিয় স্বরূপ অশ্ব সকল সুদান্ত (সুশিক্ষিত) হইলে, তবেই উত্তম রূপে অশ্বের পরিচালনা হইতে পারে, হয়-প্রেরণা উত্তম হইলে উৎপথে পতিত হইতে হয় না।

(২) কোন্‌টি যোগ্য কোন্‌টি অযোগ্য, তাহা দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনায় নির্ণয় করিতে হয়।

বহুদর্শি সাধু পুরুষের সঙ্গ, এই দুইটি জিতেন্দ্রিয়তা সম্পাদনের পথ।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

আর্য্য বংশের আদি ধর্ম্ম।

আর্য্য বংশের পূর্ব্ব পুরুষগণ আদি বাসস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক যখন পৃথিবীর নানা দিগ্‌দেশান্তরে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের আদিম ভাষার সঙ্গে সঙ্গে আদিম ধর্ম্মও লইয়া গিয়াছিলেন। এই জন্য আর্য্য বংশীয় বিভিন্ন ও পরস্পর দূর-বিচ্ছিন্ন জাতিগণের প্রাচীন আদিভূত উপাসনা পদ্ধতি এবং ঈশ্বর ও দেবতা বাচক শব্দ সমূহের সাদৃশ্য ও প্রকৃতিগত অভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ এবং গ্রীক্, রোমক, জর্ম্মণ ও কেল্‌টিক জাতি, ইহারা সকলেই পূর্ব্ব কালে একবিধ দেবতার অর্চ্চনা করিত। সংস্কৃতে দেব ও দ্যৌ শব্দ, লাটিনে ডীয়স্ এবং গ্রীক্ ভাষায় জীয়স্, জর্ম্মণ ভাষায় জীয়ো—এই সমস্ত একই শব্দের রূপ ভেদ মাত্র এবং সেই শব্দের ধাত্বর্থ দীপ্তি বাচক। সুতরাং এতদ্দ্বারা স্পষ্ট অনুভূত হয় যে, জগতের জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ সকল আর্য্য বংশের আদি পুরুষগণের প্রথম আরাধনার বিষয় ছিল এবং ইতিবৃত্তে বাস্তবিক তাহাই দৃষ্ট হয়। কি হিন্দু, কি গ্রীক্, কি জর্ম্মণ ইহারদিগের যে সকল পুরাকালিক উপাস্য দেবতার নামোল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়,তৎসমুদায়ই প্রায় সূর্য্য, চন্দ্র, আকাশ, উষা, অগ্নি ইত্যাদি নৈসর্গিক জ্যোতিষ্ক পদার্থ সমূহের নামান্তর মাত্র। প্রাতঃকালের যে পবিত্র অরুণ কিরণ গাঢ় তমসাচ্ছন্ন জগৎকে আলোকিত ও চেতন বিশিষ্ট করিয়া দেয়, সেই সুনির্ম্মল জ্যোতি প্রভাবেই মনুষ্য-জাতির আদি পুরুষগণের হৃদয়স্থিত প্রগাঢ় গভীর ধর্ম্ম ভাবের প্রথম উদ্দীপন হইয়াছিল। ঈশ্বরের পবিত্রতা ও মহিমার প্রতিকৃতি স্বরূপ সেই ভৌতিক জ্যোতিকে অবলম্বন করিয়া সেই জ্যোতির জ্যোতি পরম পুরুষের প্রথম নাম রচিত হইয়াছিল (১)।

বাস্তবিক জগন্মণ্ডলের জ্যোতির্ম্ময় ভৌতিক পদার্থ সকল মনুষ্য হৃদয়কে সর্ব্বাগ্রেই আকৃষ্ট করে। নবোদিত অরুণের অপূর্ব্ব নয়ন-রঞ্জন শোভা, মধ্যাহ্ন তপনের প্রখর রশ্মি ও প্রচণ্ড প্রতাপ, ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপক অসীম আকাশের উজ্জ্বল শুভ্র দ্যুতি—এই সমস্ত আদিম মনুষ্যের সরলচিত্তে অত্যদ্ভুত অভাবনীয় বিস্ময়কর অলৌকিক ব্যাপার রূপে প্রতীয়মান হইয়া অন্তঃকরণে উন্নত সংসারাতীত আধ্যাত্মিক চিন্তা সকলের উদ্বোধন করিয়া দেয়। এই রূপে মনুষ্যের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির উত্তেজনা হইলে প্রথম কল্পে সূর্য্য চন্দ্রাদি সুমহৎ ও প্রভাবশালী ভৌতিক পদার্থ সকলকে দেবতা রূপে লোকে আরাধনা করিতে আরম্ভ করে। পরে জ্ঞান চিন্তা-শক্তি ও ধর্ম্ম-বুদ্ধির ক্রমোন্মেষ সহকারে সেই সূর্য্য চন্দ্রাদি দেবগণের অধিদেবতা এক মাত্র জগদাত্মা পরম পুরুষ পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া তাঁহারই আরাধনা শ্রেষ্ঠ কল্প এবং অন্যান্য দেবতাগণের অর্চ্চনা নিকৃষ্ট কল্প বলিয়া প্রতীয়মান হয়,—ইহাই মানব জাতির স্বাভাবিক ধর্ম্মের দ্বিতীয় অবস্থা।

এই রূপে মনুষ্যের ধর্ম্ম ভাবের প্রথম বিকাশ সহকারে, আদি কবি ও ঋষিগণের মুখ বিনিঃসৃত তৎকালোচিত জীবন্ত সরল সাধু-ভাব-ব্যঞ্জক দেব-স্তুতি ও ধর্ম্মোপদেশ বাক্য সকল ভক্তি ভাবে সংকলিত ও পুরুষ পরম্পরায় প্রচলিত এবং অভ্যস্ত হইয়া,তাহাই ধর্ম্ম বিষয়ে একান্ত শ্রদ্ধেয় ও প্রামাণিক স্বরূপে

(১) God is Light and in him there is no darkness at all.
St: John's Epistles;

পরিগৃহীত হয়। কিন্তু কাল ক্রমে পূর্ব্বতন কবি ও ঋষিদিগের বাক্যের প্রকৃত ভাবার্থ বিলুপ্ত বা অস্পষ্ট হইয়া যায়। লোকে সেই সকল বাক্যের রূপক ঘটিত ভাবার্থ বা কবিত্ব-রস-গর্ভ আভাস গ্রহণে অসমর্থ হইয়া,তৎশব্দার্থ মাত্র গ্রহণ বা তাহাতে কাল্পনিক অর্থ আরোপ করিতে আরম্ভ করে। তখন পৌরাণিক দেব-চরিত্র সমূহ এবং অশেষবিধ উপধর্ম্মের সৃষ্টি হয়। ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণের মধ্যে বেদ সংহিতা, উপনিষৎ এবং পুরাণ এই ত্রিবিধ গ্রন্থে ক্রমান্বয়ে উপরোক্ত ধর্ম্মের তিনটি আকৃতির অতি সুন্দর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বৈদিক আদি কবিগণের চিত্তে এই পরিদৃশ্যমান জগতের তেজোময় ভৌতিক পদার্থ সকল যে কি রমণীয় আশ্চর্য্য ভাবের উদ্বোধক হইত, তাহা এক্ষণে আমরা সম্যক প্রকারে অনুভব করিতে পারি না। তাঁহারা প্রকৃতির বিচিত্র সুন্দর মূর্ত্তি যতই আলোচনা করিতেন, ততই যেন তাঁহাদের হৃদয়ের অননুভূত-পূর্ব্ব নব নব ভাব সকল উচ্ছ্বসিত হইয়া অনায়াস-সমুৎপন্ন সুমধুর ছন্দোবন্ধে অনর্গল ভাবে বিনিঃসৃত হইত। তেজোময় অসীম আকাশ, অতুল-প্রভ জগৎ প্রকাশক জ্যোতির্ম্মণ্ডল সূর্য্য, নিশান্ধকার নাশিনী মধুর দ্যুতি বিচিত্র চারু উজ্জ্বল বর্ণা-উষা, পবিত্র-শিখ, তেজঃপুঞ্জ অগ্নি, এই সকল তেজস্বী, অপ্রতিহত-শক্তি-বিশিষ্ট ও জীবের মঙ্গলদায়ক প্রাকৃতিক পদার্থকে ঋষিগণ চৈতন্য বিশিষ্ট ও দেবতাত্মা স্বরূপে জানিতেন। প্রতি দিন সূর্য্যোদয় হইতেছে, দিবারাত্র, শীত গ্রীষ্ম পর্য্যায়ক্রমে অবিচলিত নিয়মে গমনাগমন করিতেছে, এই সকল এক্ষণে আমাদের মনে প্রগাঢ় বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়া বোধ হয় না ও তদ্দ্বারা গভীর ধর্ম্মভাব বা রমণীয় প্রীতি ভাব, অথবা কবিত্ব রসের সঞ্চার সচরাচর হয় না। কিন্তু বৈদিক আদি কবিগণের অশিক্ষিত সরল চিত্তে, এই সকল ব্যাপার নিতান্ত অভাবনীয় সাতিশয় বিস্ময়কর ও অতি নিগূঢ় মহতী শক্তি প্রকাশক বলিয়া প্রতীয়মান হইত। দিবাকর পশ্চিম আকাশে অস্তমিত হইলে সমস্ত জগৎ যখন অন্ধকারাবৃত হইত, তখন তাঁহাদের প্রথম উন্মেষোন্মুখ বুদ্ধিতে আমাদের ন্যায় তাঁহারা কৃতনিশ্চয় হইতে পারিতেন না, যে সূর্য্য পুনরায় উদিত হইবে এবং ঘোর তমসাচ্ছন্ন জগৎ পুনরায় আলোকিত ও প্রকাশিত হইবে। সুতরাং দিবাবসানে তাঁহারা সংশয়যুক্ত চিত্তে ভীত মনে জিজ্ঞাসা করিতেন, "সূর্য্যদেব কি পুনরুত্থান করিবেন! আমাদের চির সুহৃৎ উষা কি আবার প্রকাশ পাইবেন! তমোরূপী দস্যুগণকে কি প্রখর কর প্রভাকর নিধন করিবেন!" পরে পুনরায় রাত্রি প্রভাত কালে যখন নভোমণ্ডলের পূর্ব্ব দিক্ অপূর্ব্ব সুন্দর রাগে রঞ্জিত হইত এবং সূর্য্যদেবের উদয় সূচক সুমধুর জ্যোতিঃছটা অম্বর তলে বিস্তার পূর্ব্বক উষার আবির্ভাব হইত, তখন বৈদিক কবিগণ কেমন সোৎসুক চিত্তে পূর্ব্ব দিগভিমুখে বদ্ধ-দৃষ্টি হইয়া কিরণমালায় বিভূষিত দিনমণির উদয় প্রতীক্ষা করিতেন। তখন তাঁহাদের অবসন্ন হৃদয় পুনরাশ্বাসিত ও পবিত্র আনন্দ রসে প্লাবিত হইয়া সেই উষাদেবী এবং অরুণ দেবের মহিমা কীর্ত্তন করিত। সেই পূর্ব্বতন ঋষিগণের হৃদয়োত্থিত নব নব ভাবের আবির্ভাব হেতু তদীয় তৎকাল-প্রণোদিত চিত্ত বৃত্তির ভাব কথঞ্চিৎ যাঁহারা অনুভব করিতে পারেন, তাঁহারাই সেই আদি কবিদিগের মুখ বিনির্গত বেদ বাক্যের গাম্ভীর্য্য ও কবিত্বরসের প্রকৃত স্বাদুতা গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবেন।

সমুদায় প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে প্রাতঃকালের পূর্ব্ব-দিক্-শোভি প্রশান্ত-জ্যোতি উজ্জ্বল রক্তবর্ণা উষার আবির্ভাবের ন্যায় অপূর্ব্ব রমণীয় ও হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য আর কিছুই নাই। প্রকৃতির পবিত্র মধুর মূর্ত্তি এই সময়ে আমাদের হৃদয় পটে প্রতিভাত হয়, এই সময়ে অন্তঃকরণের পবিত্র উন্নত সংসরাতীত ভাব সকল আপনা হইতেই উত্থিত হয়। সুতরাং আর্য্য ঋষিগণের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রথম উদ্বোধনে প্রকৃতির এই অমৃতময় পবিত্র মূর্ত্তির আরাধনা এক প্রকার নিসর্গোৎপন্ন হইবেক। বেদে উষার আরাধনা অতি বাহুল্য রূপে দৃষ্ট হয় এবং উষার আবির্ভাবকে বৈদিক কবিগণ রূপকচ্ছলে নানা প্রকারে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন।

প্রাতঃকালের প্রথম প্রকাশিত কিরণজালে নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত হইলে পূর্ব্বদিক্স্থ বিচিত্র-বর্ণ মেঘ-মালা ক্রমে ক্রমে সঞ্চালিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতে থাকে; এই মনোহর দৃশ্যকে বৈদিক কবিগণ কল্পনা শক্তি প্রভাবে এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন;— "স্বর্গের দ্বার ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হইল, উষার শুভ্রবর্ণা গোযূথ আস্তে আস্তে তমোময় গোষ্ঠ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রশস্ত চারণ ক্ষেত্রে গিয়া বিচরণ করিতেছে।" "চির যৌবনা মধুর মূর্ত্তি চারুহাসিনী উষাদেবী উদিত হইয়া সকলের গৃহে প্রবেশ করত নিদ্রাভিভূত জনগণকে জাগরিত ও তাহাদের স্বস্ব ব্যাপারে ব্যাপৃত করিয়া দেন"(২)। এই মত বহুবিধ রূপকচ্ছলে সূর্য্যোদয়ের বর্ণনা দৃষ্ট হয়।

"পিতা যেমন নব প্রসূত সন্তানের মুখাবলোকনার্থ আগ্রহাতিশয় চিত্তে অপেক্ষা করেন, সেই রূপ বৈদিক কবিগণ গাঢ়ান্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রির প্রতি এই জন্য প্রতীক্ষা করেন যে, সে আপন তনয় দিবা-প্রকাশক অরুণকে প্রসব করিবে।" প্রাতঃকালে উদিত-প্রায় তরুণ তপনের কিরণ ছটা বেগ সহকারে গগণ মার্গে যুগপৎ ধাবিত হইয়া দিগন্ত ব্যাপী হয় এবং তদব্যবহিত পশ্চাদ্বর্ত্তি সেই তেজোময় রশ্মিধারী দিবাকর প্রকাশিত হইয়া আকাশ পথে গমন করেন; এই নৈসর্গিক ব্যাপার অবলম্বনে কবিজন-চিত্ত-সুলভ কল্পনা বলে বৈদিক ঋষিগণ সূর্য্যদেবকে বীর্য্যবন্ত দ্রুতগামী অশ্ব সংযোজিত রথারূঢ় এবং অম্বর ক্ষেত্র বিহারী দেবতা বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সেই প্রশান্ত সূর্য্যোদয় কালে প্রকৃতির পবিত্র মন্দিরে সেই স্বর্গীয় জ্যোতির আদর্শ স্বরূপ প্রজ্বলিতাগ্নি স্থাপনান্তর ঋষিগণ তাঁহাদের পৌর্ব্বাহ্নিক আরাধনায় প্রবৃত্ত হইতেন(৩)। সেই উপাসনার উদ্বোধন বাক্য কি সরল স্বাভাবিক ভাব গর্ভ!— "উত্থান কর! আমাদের জীবন, আমাদের চেতনা পুনরাগত হইয়াছে, অন্ধকার তিরোহিত হইয়াছে ও জ্যোতিরালোকের উদয় হইতেছে।"

প্রাতঃ সূর্য্যোদয় যেমন হৃদয়ের উন্নত ভাবোদ্দীপনের একটি প্রশস্ত কাল, সেইরূপ সন্ধ্যার মোহন মূর্ত্তি বৈদিক ঋষিগণের সরস চিত্তকে আকর্ষণ করিতে ত্রুটি করে নাই। দিবাবসানের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্য জীবনের অচিরস্থায়ী ভাব তাঁহাদের মনে উদয় হইত। সূর্য্যদেব যেমন দিনমানে অতিশয় তেজ সহকারে বিরাজমান হইয়া পরিশেষে পশ্চিমাকাশ পথে অদৃশ্য হন, তাঁহাদের

(২) গৃহং গৃহং অহনা যাতি অচ্ছ দিবে দিবে অধি নাম দধানা সিসাসন্তী দ্যোতনা শশ্বৎ আ-অগাৎ অগ্রং অগ্রং ইৎভজতে বসূনাং।
অহনা (উষা) প্রত্যেকের গৃহের নিকট উপস্থিত হন, তিনি প্রত্যেক দিনকে প্রকাশ করেন,সেই দ্যোতনা সর্ব্বদা সর্ব্বাগ্রে সকল উপাদেয় উপভোগ করেন।

(৩) অগ্নিং উষসং অশ্বিনং দধিক্রাং বিষ্ণুং হবতে বহ্নিঃ উকথঃ।
প্রাতরাগমে স্তোতা তদীয় উকথ সহকারে অগ্নি উষা অশ্বিন দধিক্রাকে আহ্বান করেন।

পিতৃগণ সেই রূপ মরণান্তে পশ্চিম বাসী যম ও বরুণের সহিত পিতৃ লোকে গমন করেন। দিবাবসানকে জগতের প্রলয় সূচক মনে করিয়া প্রাচীন ঋষিগণ জীবনের অস্থায়িত্ব ও জগতের বিনাশকে অপেক্ষা করিয়া শঙ্কাযুক্ত মনে অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যদেবকে সকরুণ বাক্যে ঐকান্তিক চিত্তে অর্চ্চনা করিয়া তদীয় স্থানে এই প্রার্থনা করিতেন যে, "হে জ্যোতির্ম্ময় দেব! তুমি পুনরাগমন করিয়া এই নিদ্রাগত তমোভূত জগৎকে পুনরুত্থান করিও।" সায়ং সন্ধ্যার ন্যায় ঋষিগণ প্রাতঃকালে ও মধ্যাহ্ন কালে উপাসনা করিতেন,এই রূপ ত্রৈকালিক উপাসনার পদ্ধতি অতি প্রাচীন কালাবধি প্রচলিত থাকা দৃষ্ট হয়।

সূর্য্য ও উষার বিভিন্ন নাম হইতেই অধিকাংশ বৈদিক দেবতার সৃষ্টি হইয়াছে। বিষ্ণু, বৃহস্পতি, বসু, অর্য্যমা, অরুষ ও আদিত্য এই সকল আদৌ সূর্য্যেরই তেজোময় মূর্ত্তি বিশেষ মাত্র ছিল, সুতরাং এই সকল দেবতার যে সমস্ত শক্তিও প্রকৃতির বর্ণনা অছে, তাহা সূর্য্যদেবেরও প্রতি প্রয়োগ হইতে পারে। কিন্তু সূর্য্যের এই সকল স্বতন্ত্র নাম কালক্রমে স্বতন্ত্র দেবতা রূপে পরিণত হইয়াছে। এই রূপে অহনা সরমা দহনা অরুষী ইত্যাদি নাম উষারই নামান্তর মাত্র ছিল,পরে প্রত্যেক নাম স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেবতা বাচক হইয়াছে।

কিন্তু পূর্ব্বতন আর্য্য জাতি-সাধারণের উপাস্য দ্যৌঃ নামক সর্ব্ব-প্রাচীনতর দেবতার নাম ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয়। দ্যৌঃ-শব্দের প্রকৃতার্থ উজ্জ্বল আকাশ। অতএব দ্যৌঃ শব্দে এই আলোকময় উজ্জ্বল অসীম আকাশের দেবতা, সেই দেবতাকে ঋগ্বেদের স্থানে স্থানে দ্যৌঃ পিতা রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে।

দ্যৌঃ পিতঃ পৃথিবী মাতঃ অধ্রুক্।
অগ্নে ভ্রাতঃ বসবঃ মৃড়তা নঃ। ঋগ্বেদ৬মণ্ডল-৫১-৫।

হে দ্যৌঃ পিতঃ হে পৃথিবি মাতঃ হে অগ্নে ভ্রাতঃ হে বসুগণ আমাদের প্রতি কৃপা কর।

অন্যত্র "দ্যৌঃ পিতা জনিতা" এবং "দ্যৌ ইন্দ্রের স্রষ্টা ও জনিতা" বলিয়া উল্লিখিত আছে। বাস্তবিক বৈদিক ঋষিগণ যাঁহাকে দ্যৌঃ পিতা বলিতেন, রোমক জাতি তাঁহাকেই যুপিতর ও গ্রীক্‌গণ জীয়স্ নামে পূজা করিত (৪)। আর্য্য বংশীয় অন্যান্য জাতিগণের মধ্যে এই দেবতার প্রাধান্য রক্ষিত হইয়াছিল, কিন্তু বৈদিক ধর্ম্মে দ্যৌঃ পুত্র ইন্দ্রই দেবতাগণের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কিয়ৎ স্বিৎ ইন্দ্রঃ অধ্যেতি মাতুঃ।
কিয়ৎ পিতুঃ জনিতুঃ জজানঃ। ঋগ্বেদ ৪ম-১৭-১২।

ইন্দ্র তন্মাতা (পৃথিবী) ও তৎ পিতা (আকাশ) ইহাতে শ্রেষ্ঠ।

ইন্দ্রায় হি দ্যৌঃ অসুরঃ অনম্নতঃ।
ইন্দ্রায় মহী পৃথিবী বরীমভি। ঋগ্বেদ ১ম-১৩১-১।

যদিও বেদে দ্যৌঃ-পিতার আরাধনা ক্রমে লোপ হইয়াছিল, বৈদিক ঋষিগণ তাঁহারই স্থলে ইন্দ্রকে স্থাপন করিয়াছিলেন। বাস্তবিক দ্যৌঃ-পিতা হইতেই ইন্দ্রের উৎপত্তি, সেই দেবতার ন্যায় ইন্দ্র আলোক-পূর্ণ স্বর্গাধিপতি ও বজ্রধারী, মেঘ ও বৃষ্টির সৃজন কর্ত্তা ও প্রেরয়িতা রূপে পূজিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে আর্য্য ঋষিগণের প্রাথমিক ধর্ম্মের উৎপত্তির পরিচয় বেদে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঋষিগণ কি সাংসারিক কি আধ্যাত্মিক সকল প্রকার প্রয়োজনের নিমিত্ত এই সকল দেবতার নিকট সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতেন। তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহারা সকলপ্রকার স৺ সারিক সুখ স্বচ্ছন্দতা উপভোগ করিতেন, দেবতা-

(৪) গ্রীক্‌দিগের আদি কবি হোমরের বর্ণনানুসারে জীয়স্ শক্তি ও মহিমাতে সকল দেবতা হইতে শ্রেষ্ঠ এবং তিনি মনুষ্য ও দেবতা সকলের নিয়ন্তা। তিনি বৃষ্টি ও বজ্রাগ্নি প্রেরণ করেন। তাঁহার আদেশ কোন দেবতা লঙ্ঘন করিতে পারেন না।

গণই তাহার সাক্ষাৎ বিধান কর্ত্তা; দেবতাগণের অনুগ্রহ না থাকিলে তাঁহাদের আর কিছুতেই মঙ্গল নাই। যুদ্ধে দেবতারাই তাঁহাদের সহায় হইয়া শত্রু বর্গকে নিধন করেন, এই জন্যই তাঁহারা অগ্রে ইন্দ্রাদি দেবগণের পূজা না করিয়া কোন সংগ্রামে অথবা অন্য কোন গুরুতর ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতেন না এবং যুদ্ধে জয়ী হইয়া সর্ব্ব প্রথমে মহা উল্লাস সহকারে ভক্তি ভাবে দেবতাদিগের স্তুতি পাঠ ও আরাধনা করিতেন। দেশে অনাবৃষ্টি অথবা অন্য কোন অমঙ্গল জনক ব্যাপার ঘটিলে ঋষিগণ বৃষ্টি পতন ও অমঙ্গলের প্রতিবিধান জন্য ইন্দ্র ও অপরাপর দেবতাগণের উপাসনা এবং তদুদ্দেশে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিতেন। বেদে যজ্ঞানুষ্ঠান করার প্রধান উদ্দেশ্য দেব-পূজা। সকল দেবতার প্রতিমা স্বরূপ পবিত্র অগ্নিকে কাষ্ঠ ঘর্ষণ দ্বারা উৎপাদন ও মন্ত্রপূত করিয়া তাহাতে আরাধ্য দেবোদ্দেশে মন্ত্র ও স্তুতি পাঠ সহকারে দেবতার তৃপ্তির নিমিত্ত ঘৃত, মাংস ও অন্যান্য আহারীয় দ্রব্যাদি নিক্ষেপ করিতেন এবং অগ্নি দ্বারা সেই আহার্য্য দ্রব্য সমূহ দেবতারা প্রাপ্ত হইতেন ও তদ্ উপভোগে সন্তোষ লাভ করিতেন। এইরূপে আর্য্য সমাজের অতি শৈশবাবস্থা হইতেই দৈব-নিষ্ঠা ও একান্ত ধর্ম্ম পরায়ণতার আশ্চর্য্য পরিচয় বেদের সকল স্থলেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বেদ-সংহিতায় যদিও ভৌতিক শক্তির উপাসনাই বহু বাহুল্য রূপে দৃষ্ট হয়,তথাপি বৈদিক ঋষিগণ সকল দেবাধিদেব এক মাত্র জগৎ স্রষ্টার জ্ঞান হইতে বিচ্যুত ছিলেন এমত দাচ বিবেচনা করা যাইতে পারে না।

ঋষিগণ যদিও দেবগণের মধ্যে কাহাকে জ্যেষ্ঠ, কাহাকে কনিষ্ঠ, কাহাকে পুরাতন,কাহাকে নূতন বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা যখন যে দেবতার আরাধনা করিতেন,তখন তাঁহাকেই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সর্ব্ব শক্তিমান রূপে ধ্যান ও পূজা করিতেন। তৎকালে তাঁহাকে অপর দেবতার সহিত তুলনা বা তদপেক্ষা নিকৃষ্ট রূপে ভাবনা করিতেন না।

মহর্ষি মনুপ্রোক্ত একটি ঋকে এই প্রকার কথিত হইয়াছে,—"হে দেব-সকল তোমাদের মধ্যে কেহ ক্ষুদ্র বা কেহ কনিষ্ঠ নাই, তোমরা সকলেই তুল্য রূপে মহান্।" এই ভাবটি সমস্ত বৈদিক উপাসনার অন্তঃসার রূপে প্রত্যক্ষ হয়। ঋষিগণ যখন অগ্নির উপাসনা করিতেন, তখন অগ্নির বিশ্বনিয়ন্তা লোকেশ, সুধীনৃপ, মনুষ্যের পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধু রূপে সম্বোধন করিয়া তদীয় অর্চ্চনা করিতেন। অন্য স্থানে যখন ইন্দ্রের স্তুতিবাদ করা হইয়াছে, তখন তাঁহাকে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ দেব, মনুষ্যের বুদ্ধির অতীত, জগতের রক্ষক ও প্রতিপালক স্বরূপ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। আর এক স্থলে কোন ঋষি বরুণ দেবকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন "হে দেব! তুমি সকলের অধিপতি, স্বর্গ মর্ত্ত্যের অধীশ্বর, কি দেবতা কি মনুষ্য সকলেরই তুমি রাজা"। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্ব নিয়ন্তা পরমেশ্বরের ভাব সূচক ইহাপেক্ষা অধিকতর স্পষ্ট ও বীর্য্যবন্ত বাক্য আর কি হইতে পারে। অতএব বিভিন্ন নাম ও রূপ বিশিষ্ট দেবগণের উপাসনার মধ্যেও ঈশ্বরের ভাব যে প্রথম হইতেই অস্ফুট রূপে উদ্ভাবিত হইয়া ক্রমেই প্রস্ফুটিত হইতেছিল, তাহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হয়। বৈদিক উপাসনা যদিও প্রাধান্য রূপে নৈসর্গিক শক্তির উপাসনা বটে, কিন্তু তাহাকে নিরীশ্বর উপাসনা বলা যাইতে পারে না। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৬৪ সূক্তে এই কথাটি দৃষ্ট হয়, যে "লোকে তাঁহাকে ইন্দ্র মিত্র বরুণ অগ্নি নামে উল্লেখ করে, কেহ বা তাঁহাকে সুপর্ণা দিব্য গরুত্মৎ বলিয়াছেন। যাহা বস্তুত

এক, সুধীগণ তাহাকে নানা রূপে ব্যাখ্যা করেন। তাঁহারা অগ্নি, যম ও মাতরিশ্বা নাম তৎপ্রতি আরোপ করেন"। পুনশ্চ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১১৪ সূক্তে লিখিত আছে "সুবিজ্ঞ কবিগণ সেই একমাত্র শোভনপর্ণকে বাক্যচ্ছলে নানা রূপে প্রকাশ করেন।" পরিশেষে দশম মণ্ডলের ১২১ সূক্তে এই সুস্পষ্ট মহাবাক্যটি দৃষ্ট হয়।

"যোদেবেষু অধিদেব এক আসীৎ"।

মনুষ্যের প্রকৃত ধর্ম্মভাব এক বার হৃদয়ে উত্তেজিত ও প্রবুদ্ধ হইলে সর্ব্বস্রষ্টা সকলের বিধাতা পরম পুরুষকে জানিবার জন্য যে আত্মা আপনা হইতেই আগ্রহান্বিত হয়, তাহা ঋগ্বেদ নিহিত ঋষি বাক্য সকলে স্পষ্ট রূপে দেখিতে পাওয়া যায়।

আয় ব্যয়।

পৌষ ও মাঘ ১৭৯৬ শক, আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	১২০৪॥৶১০
পূর্ব্বকার স্থিত ...	২৭৮৶০
সমষ্টি	১৪৮২৸৵১০
ব্যয়	৯১০।৶০
স্থিত	৫৭২।৶১০

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	৭৫১ ।/১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১০০ ।০
পুস্তকালয়	১১২ ॥৵০
যন্ত্রালয়	১০৮
গচ্ছিত	১৩২ ।৶১৫
সমষ্টি	১২০৪ ॥৶১০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	২৫৫ ৵১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৩২৭ ।৵১০
পুস্তকালয়	৫৫ ৸০
যন্ত্রালয়	২২০ । ১০
গচ্ছিত	৫১ ৶৵ ৫
সমষ্টি	৯১০ ।৶০

দান প্রাপ্তি।

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১০০
" গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১০০
" দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৫০
" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৫০
" জানকীনাথ ঘোষাল ...	৫০
" হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	২০
" সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়	১০
" হরিমোহন রায় ...	১০
" কৃষ্ণলাল মৈত্র ..	১০
" হরিমোহন নন্দী ...	১০
" রাজকৃষ্ণ আঢ্য ...	১০
শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র নন্দী ...	১০
" ভুজেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায় ...	১০
" যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ...	১০
" বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৫
" বিহারীলাল ভট্টাচার্য্য ...	৫
" রাজারাম মুখোপাধ্যায় ...	৫
" সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ...	৫
" শিবচন্দ্র দেব ...	৫
" ব্রজনাথ ধর ...	৪
" কাশীনাথ দত্ত ...	৪
" লক্ষ্মীনারায়ণ বসু ...	৪
" শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায় .	৪
" শ্রীনাথ মিত্র ...	৩
" হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৩
" মণিলাল মল্লিক ...	২
" গোকুলকৃষ্ণ সিংহ ...	২
" কার্ত্তিকচরণ মল্লিক ...	২
" হরকুমার সরকার ...	২
" ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ..	২
" দেবেন্দ্রদেব দাস ...	২
" ভূমেশচন্দ্র বসু ...	২
" নৃপালচন্দ্র মল্লিক ...	১
" আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ...	১
" মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ...	১
" বনমালি চন্দ্র ...	১
" ভোলানাথ সেন ...	১
" কৃষ্ণদয়াল রায় ...	১
" কালীনাথ বসু ...	১
" বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ...	১
" ব্রজেন্দ্রনাথ রায় ...	১
" ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ...	১
" প্রসন্নকুমার বিশ্বাস ...	১
" অনন্তরাম বসু ...	১
" গুণমাধব রায় ..	১
" গুরুচরণ মিত্র ...	১
" মহানন্দ মুখোপাধ্যায় ...	॥০
" অম্বিকাচরণ বসু ...	॥০
" যদুনাথ বিশ্বাস ...	॥০
	৫২৬॥০

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৮৪।
" ত্রৈলোক্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৫
	৮৯।

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু রমণীমোহন চৌধুরি ...	২৫
" হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১০
" সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ...	২
	৩৭
দানাধারে প্রাপ্ত	১৮৸
কোং কাগজের সুদ ...	৭৯॥
	৭৫১।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকু
সম্পাদ